শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীন

স্মারকগ্রন্থ

খুলনা সংস্কৃতিকেন্দ্র

শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীন

স্মারক

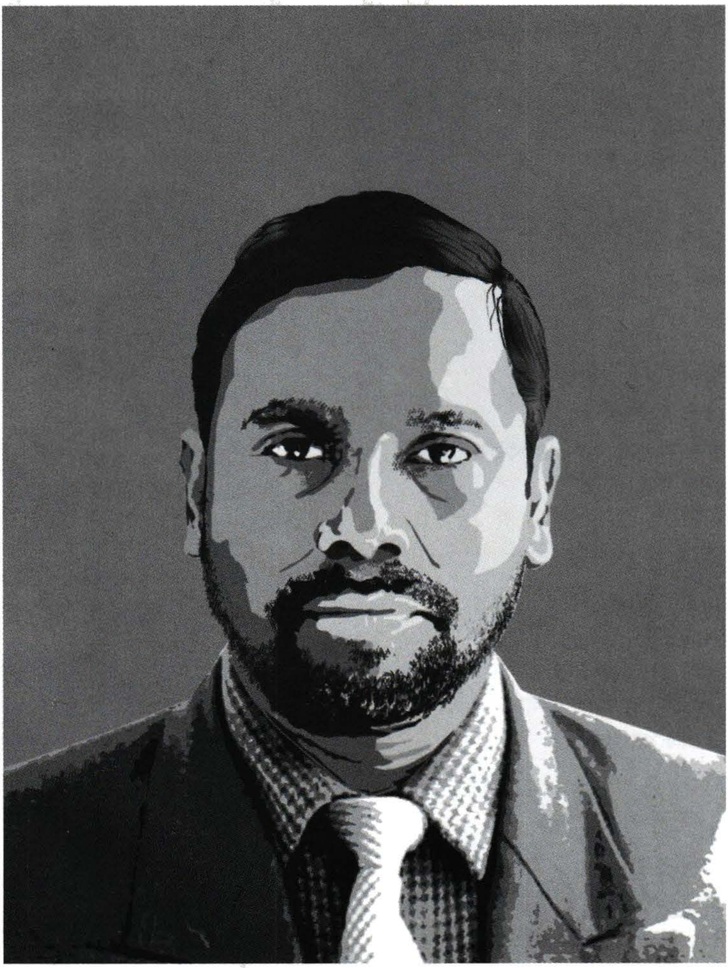

খুলনা সংস্কৃতিকেন্দ্র

প্রকাশনায়
খুলনা সংস্কৃতিকেন্দ্র
৬, মৌলভীপাড়া রোড, খুলনা
ফোন : ০৪১-৮১২৭৫২
মোবাইল : ০১৭১-৭৩৫০৩৫
০১৭৮-৫৫৪৪৭৬

প্রকাশকাল
১৫ জুলাই ২০০৫

প্রচ্ছদ
ফরিদী নুমান

গ্রাফিক্স
নজরুল ইসলাম বাদল
মোবাইল : ০১৭৬-৮৩৯৩৯৬
শামসুদ্দীন দোহা

কম্পোজ
মো: শাহজাহান কাজী
মাসুম বিল্লাহ
মো: আরিফুর রহমান রনি
মো: লাফিফুর রহমান লাবু
এইচ.এম আকাশ

মুদ্রণ
চৌকস প্রিন্টার্স লিঃ
১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড (৪র্থ তলা)
ফোন : ০১৭৩-০৩০২৯৯

শুভেচ্ছা মূল্য : একশত টাকা

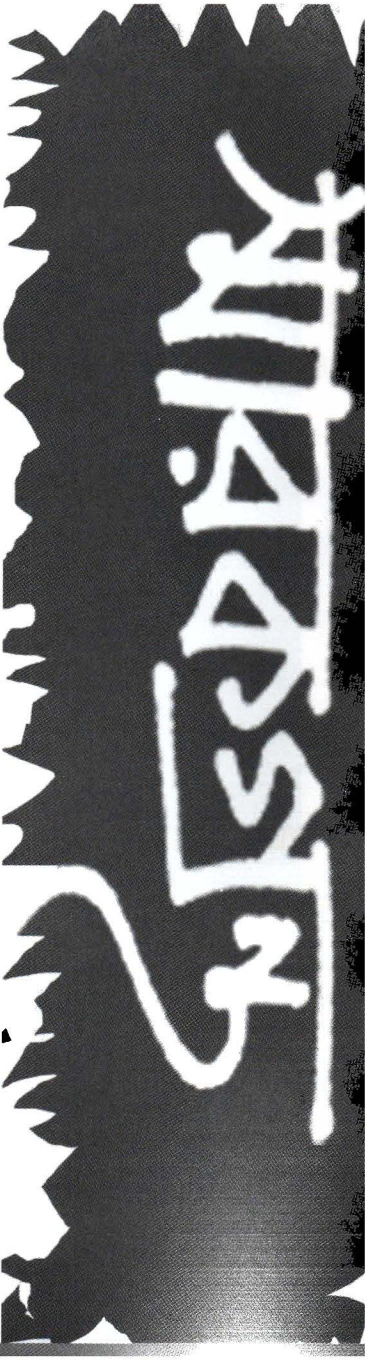

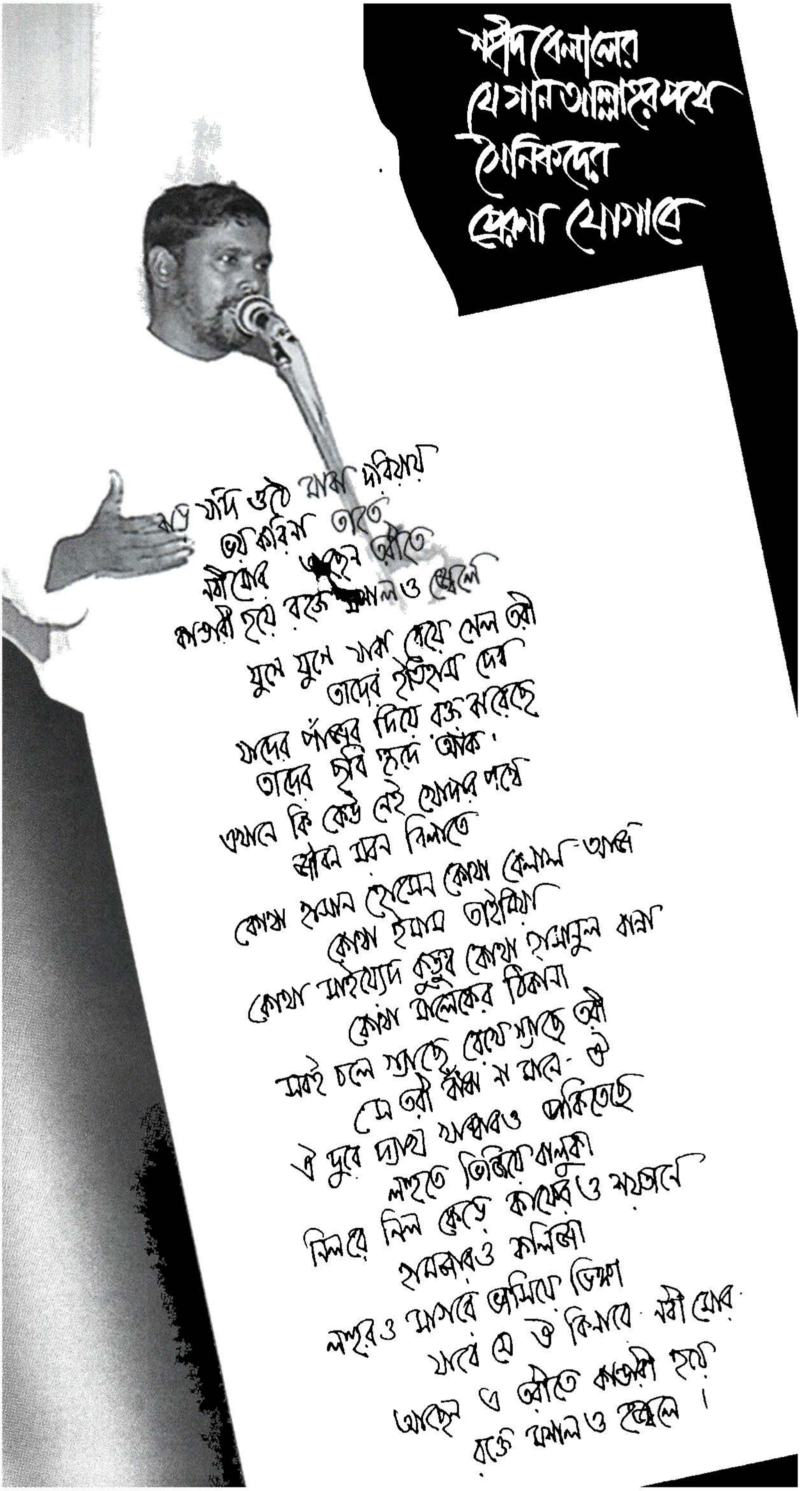

www.pathagar.com

শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীন স্মারকগ্রন্থ

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা
মীর কাসেম আলী
কবি মতিউর রহমান মল্লিক

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এম.পি

আহবায়ক
এ্যাডভোকেট শাহ্ আলম

সদস্য সচিব
মাকসুদুর রহমান মিলন

সদস্য
মোঃ আহাদ আলী
অধ্যাপক শেখ রেজাউল হক
অধ্যাপক মিয়া গোলাম কুদ্দুস
শেখ জাহাঙ্গীর আলম
মোঃ তারিকুল ইসলাম পিকু
মুহাম্মদ ওয়াছিয়ার রহমান মন্টু
মোঃ এরশাদ আলী
অধ্যাপক শেখ শামসুদ্দীন দোহা
মোঃ রফিকুল ইসলাম কাজল
মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন
নাজমুল কবীর
এইচ এম আলাউদ্দিন
মোঃ আব্দুর রশিদ

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের একান্ত প্রিয় শহীদ সাংবাদিক বেলাল উদ্দীন-এর স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনার অদম্য ইচ্ছা যিনি পূরণ করেছেন সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার দরবারে আমরা শুকরিয়ায় সিজদাবনত হচ্ছি। আর এ কঠিন কাজে যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তাদের সকলের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা।

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন বাংলাদেশের ছাত্র ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক পরিণত নেতা। সাংবাদিকতা ও রাজনীতির অনন্য সাধারণ ধী-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। সর্বোপরি তার অনুপম চারিত্রিক মাধুর্য ও মানুষের জন্য অপার ভালবাসার কারণে তিনি হয়েছিলেন সবার আপনজন। তার জীবন ও কর্ম একটি ক্ষুদ্র পরিসরের স্মারকগ্রন্থে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা দুঃসাহসিক উদ্যোগ। তার পরও তাঁর প্রতি সবার অসীম ভালবাসা এ সংকলন প্রকাশে আমাদেরকে সাহস যুগিয়েছে।

খুলনা সংস্কৃতিকেন্দ্র-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি থেকে শুরু করে সবাই আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে তাদের পেরেশানীও আমাদের কাজকে ত্বরান্বীত করেছে।

যারা লেখা দিয়েছেন তাদের মধ্যে দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে ১০/১১ বছরের কিশোর কিশোরীও রয়েছেন। তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই।

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের জন্য যাদের কাছে বিজ্ঞাপন চাওয়া হয়েছে তারা কেউই আমাদের হতাশ করেননি। বরং প্রত্যাশার চেয়ে বেশী সহযোগিতা করেছেন। আমরা তাদেরকে মোবারকবাদ জানাই।

মুদ্রণ প্রমাদ ও নানারকম সীমাবদ্ধতাসহ স্মারকগ্রন্থ বের হচ্ছে। এটা আমাদের অযোগ্যতারই ফসল। শহীদ শেখ বেলালের সকল সহকর্মী, সহযোদ্ধা ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট এজন্য আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

শহীদ বেলাল যে স্বপ্নের সমাজ গড়ার জন্য লড়াই করে গেছেন সে সমাজ বিনির্মাণে এ স্মারকগ্রন্থ অনুপ্রেরণার উষ্ণ প্রস্রবণ হিসেবে ভূমিকা রাখবে এ ব্যাপারে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে।

আল্লাহর পথের সৈনিক শেখ বেলাল উদ্দীনের শাহাদাত রাব্বুল আলামীন কবুল করুন। আমিন॥

(মাকসুদুর রহমান মিলন)
সদস্য সচিব
খুলনা সংস্কৃতিকেন্দ্র

www.pathagar.com

সূচী

নেতৃবৃন্দের চোখে শেখ বেলাল ঃ

০১. শাহাদাত মুমিন জীবনের কাম্য ঃ অধ্যাপক গোলাম আযম ৯
০২. আল্লাহ শহীদ বেলালের কবরকে নূর দিয়ে ভরে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিন ঃ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ২০
০৩. শহীদ বেলালের শেষ মুহূর্তে যা মনে পড়ে ঃ আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ ২২
০৪. অকুতোভয় সাংবাদিক বেলাল ঃ এ্যাডভোকেট শেখ তৈয়েবুর রহমান ২৪
০৫. বেলালের সাথীরা নিরাপদ নয়! ঃ সাইফুল আলম খান মিলন ২৫
০৬. আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় শহীদ বেলাল ঃ অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ২৮
০৭. সকলের প্রিয় ব্যক্তিত্ব, অমর প্রতিভা, শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ঃ মাওলানা এ কিউ এম ছিফাতুল্লাহ্ ৩৬
০৮. শাহাদাতের তাৎপর্য্য ও মর্যাদা ঃ অধ্যাপক মফিজুর রহমান ৪১
০৯. আমার প্রিয় বেলাল ভাই ঃ অধ্যাপক আবদুল মতিন ৫৬
১০. জান্নাতের পথে যাত্রী শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিন ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ ৬৩

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে শেখ বেলাল ঃ

০১. স্মৃতিতে অম্লান..... ঃ অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান ৭০
০২. এপারের বেলাল ওপারে ঃ প্রফেসর এ.এইচ.এম শামসুর রহমান ৭২
০৩. শেখ বেলাল উদ্দীনকে যেমন দেখেছি ঃ প্রফেসর ড জাহানারা আখ্তার ৭৫
০৪. যে স্মৃতি অশ্রু ঝরায়, প্রেরণা যোগায় ঃ অধ্যক্ষ এস এম জাহাঙ্গীর আলম ৭৬
০৫. শেখ বেলাল উদ্দীন মরেনি ঃ মোঃ শাহ্জাহান ৭৮
০৬. সাংঘাতিক বেলাল ভাই ঃ ডাঃ মোঃ নুরুল ইসলাম সরদার ৮৩
০৭. যে ফুল দেখিনি কখনও ঃ আলী আহমাদ ৮৫
০৮. মর্মস্পর্শী দৃশ্যের স্মৃতিময় সেই দিনগুলি ঃ জি.এম হায়দার আলী ৮৮
০৯. একজন শেখ বেলাল উদ্দিন ঃ উপল রহমান ৯৪

শহীদী পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের আকুতি ঃ

০১. আমার বাজান ঃ আলহাজ্ব মন্নুজান নেছা ৯৭
০২. আমার বেলাল ঃ আলহাজ্ব শেখ মোদাচ্ছের আলী ৯৯
০৩. শহীদি চেতনা ঃ অধ্যাপিকা তানজিলা খাতুন ১০১
০৪. শহীদ বেলাল, এক সোনালী স্বপ্নের অবসান ঃ বেগম নাজমুন্নাহার ১০৯
০৫. কিছু স্মৃতি কিছু কথা ঃ মিসেস শামসুন্নাহার ফরিদ ১১১
০৬. কিছু স্মৃতি ঃ ইসমত আরা খান (বুলবুলি) ১১৭
০৭. রায়ের মহলের বেলাল: একটি স্মৃতিচারণ ঃ ড. খন্দকার আলমগীর ১১৯
০৮. বেলাল (রাঃ) এর যোগ্য উত্তরসূরী আর এক শহীদ বেলাল ঃ জি.এম ইলিয়াছ হোসাইন ১২৬
০৯. এক সমুদ্র শোক গাঁথা ঃ অধ্যাপক শেখ শামসুদ্দীন দোহা ১২৯
১০ শাহাদাৎ ছিল কাম্য যার ঃ কুতুবুদ্দিন রব্বানী ১৩৪
১১. ফেরারী স্মৃতি ঃ এম. জায়েদ আলী ১৩৭
১২. বেহেশ্তি বেলাল ঃ সাইয়্যেদা লামিয়া সিদ্দিকাহ্ ১৩৯

সহযোদ্ধাদের অনুভূতিতে শহীদ বেলাল ঃ

০১. তোমারে পারিনা ভুলিতে ঃ আ.জ.ম. ওবায়দুল্লাহ ১৪৩
০২. শহীদ বেলাল ঃ সাহসী সৈনিকের স্মরণীয় বিদায় ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম ১৪৭
০৩. আমার স্মৃতিতে শেখ বেলাল উদ্দীন ঃ অধ্যাপক মোঃ সিরাজুল ইসলাম ১৪৯

www.pathagar.com

০৪. আমার হৃদয়ে বেলাল ভাই ঃ এ্যাড. গাজী এনামুল হক ১৫১
০৫. শহীদ বেলাল ঃ অনুপ্রেরণার প্রতিচ্ছবি ঃ এ্যাডভোকেট শাহ্ আলম ১৫২
০৬. Shaheed Belal in my memory : Md. Ahad Ali ১৫৫
০৭. শহীদ বেলাল ভাইকে যেমন দেখেছি ঃ অধ্যাপক শেখ সাইফুদ্দিন ১৫৭
০৮. শেখ বেলালের সাথে স্মরণীয় কয়েকটি মুহূর্ত ঃ মুহাম্মদ ওয়াছিয়ার রহমান মন্টু ১৬৪
০৯. অনুভবে অনুক্ষণ আমার বেলাল ভাই ঃ মাকছুদুর রহমান মিলন ১৬৬
১০. একজন প্রকৃত শহীদ ঃ দিদারুল আলম মজুমদার ১৬৯
১১. যে স্মৃতি ভোলা যায় না ঃ জি.এম শফিকুল ইসলাম ১৭১
১২. আর কেউ কোন দিন পিঠা খাওয়ার দাওয়াত দিবে! ঃ মোঃ মাহ্ফুজুর রাহমান ১৭৪
১৩. শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিন : অবিনশ্বর এক স্মৃতির মিনার ঃ মোঃ শামছুর রহমান ১৭৭
১৪. একটি অবিস্মরণীয় বেদনাহত স্মৃতি ঃ শেখ জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলাল ১৮২
১৫. আমাদের অভিভাবক প্রিয় বেলাল ভাই ঃ মোঃ তারিকুল ইসলাম পিকু ১৮৬
১৬. শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ছিলেন আমার অভিভাবক ঃ শেখ মিজানুর রহমান ১৮৯
১৭. ঝড় যদি ওঠে মাঝ দরিয়ায় ঃ অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আলীম ১৯২
১৮. ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সিপাহসালার শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দিন ঃ রফিকুল ইসলাম কাজল ১৯৪
১৯. আমরা হারিয়েছি......... টাইফুনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কে ঃ নাজমুল কবীর ১৯৭
২০. মনের অজান্তে হৃদয়ের কোঠরে স্থায়ীভাবে স্থান করে চলে গেলেন যিনি ঃ মোঃ মন্তাজুর রহমান ২০০

সাংবাদিক সহকর্মীদের আয়নায় শহীদ বেলাল ঃ

০১. শেখ বেলাল ঃ উজ্জীবিত প্রাণশক্তির উৎস ঃ রুহুল আমীন গাজী ২০৩
০২. স্মৃতিতে উজ্জল সাংবাদিক বেলাল ঃ বেগম ফেরদৌসী আলী ২০৫
০৩. আমি একজন সত্যিকারের বন্ধু হারালাম ঃ শেখ আবু হাসান ২০৭
০৪. যে মৃত্যু অমরদের তালিকায় ঃ মাসুমুর রহমান খলিলী ২০৯
০৫. অব্যক্ত বেদনা ঃ এ্যাড. জাকির হোসেন ২১১
০৬. শেখ বেলালকে মনে পড়ে ঃ শেখ এনামুল হক ২১৫
০৭. কাছের মানুষ হৃদয়ের মানুষ ঃ জয়নুল আবেদীন আব্দুল্লাহ ২১৭
০৮. শেখ বেলালের সঙ্গে শেষ কয়েক ঘন্টা : জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি ঃ সরদার আবদুর রহমান ২২০
০৯. শহীদ বেলাল কে যেমন দেখেছি ঃ শেখ দিদারুল আলম ২২২
১০. শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীন ঃ জিবলু রহমান ২২৫
১১. শেখ বেলাল উদ্দীন ঃ সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়াই ছিল যার স্বভাব ঃ এরশাদ আলী ২২৯
১২. আমরা আর কতো বেলালকে হারাবো ঃ মুহাম্মদ খায়রুল বাশার ২৩২
১৩. শেখ বেলাল উদ্দিন ঃ আল্লাহর দান মঞ্জিল ঃ কাজী শামীমা মিতা ২৩৫
১৪. একটি নক্ষত্রের পতন ঃ মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম ২৩৮
১৫. চলে গেছে জনারণ্য ছেড়ে বেলাল ভাই নিয়ত হৃদয় বুঝি কাঁদে তাই ঃ এম. হেফজুর রহমান ২৪১
১৬. কাঁদিয়ে চলে গেলেন অভিভাবক বেলাল ভাই ঃ এইচ.এম আলাউদ্দিন ২৪৪

নিবেদিত কবিতা ও গান ঃ

০১. শহীদ বেলাল স্মরণে ঃ কবি মতিউর রহমান মল্লিক ২৪৮
০২. মুকাম্মাল মুমেনীন ঃ অধ্যাপক শামসুল আরেফীন ২৫০
০৩. শহীদ বেলাল ঃ অধ্যাপক নাজমুল আহসান ২৫১
০৪. ইসলামের সৈনিক বেলাল ঃ আবুল হোসাইন রাজন ২৫২
০৫ শহীদ বেলাল স্মরণে নিবেদিত ঃ খন্দকার শহীদুল হক ২৫৩
০৬. এমন একটি স্বপ্ন ঃ হোসনে আরা বিউটী ২৫৪
০৭. শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দিন স্মরণে উপলব্ধি ঃ হুমায়রা হোসাইন শাম্মা ২৫৫

অন্যান্য বিষয় ঃ

* শহীদ বেলালের লেখা সর্বশেষ যে সংবাদটি
* শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ফাউণ্ডেশন ঃ একটি নতুন আত্মপ্রকাশ
* জীবনপঞ্জী শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীন
* এ্যালবাম

www.pathagar.com

বন্ধুদের চোখে
শেখ কামাল

www.pathagar.com

শাহাদাত মুমিন জীবনের কাম্য

অধ্যাপক গোলাম আযম

শাহাদাত শব্দের অর্থ ঃ

শাহাদাত শব্দের অর্থ হলো সাক্ষ্য। এ থেকে শহীদ ও শাহেদ শব্দ এসেছে। শাহেদ মানে যে দেখেছে বা সাক্ষ্য দিয়েছে। সাক্ষ্য সেই দেয় যে নিজে স্বচক্ষে দেখেছে। "আশ শাহিদ" মানে আমি দেখার জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলাম, আমি নিজে দেখেছি। এভাবেই দেখা অর্থে শাহাদাত শব্দ ব্যবহার করা হয়। কুরআন মজীদে শাহাদাত শব্দটি দু'ধরনের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি সাক্ষ্য অর্থে অপরটি আল্লাহর দ্বীনের জন্য জান কুরবান করার অর্থে। জীবন কুরবানী দেয়া অর্থে শাহাদাতের ব্যবহারও পরোক্ষভাবে সাক্ষ্য দেয়া অর্থে বুঝায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের জন্য জীবন কুরবানী দিল সে প্রকৃতপক্ষে জীবন দিয়ে সাক্ষ্য দিল যে ইসলামকে সে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে। উল্লেখিত দু'ধরনের অর্থ বুঝাবার জন্য কুরআনের কয়েকটি আয়াত পেশ করছি। কুরআনে বেশ কয়েকটি আয়াত আছে। وكفى بالله شهيدا (অকাফা বিল্লাহি শাহিদা।) অর্থাৎ যে কথা বলা হয়েছে তার জন্য সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

সাক্ষী অর্থে নিম্ন আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে ঃ

وكذلك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس (البقرة ١٤٣)

(অ-কাজালিকা জায়ালনাকুম উম্মাতাও অসাতাল লিতাকুনু শুহাদা'য়া আলান নাস।) (সূরাঃ বাকারা-১৪৩)

"এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত বানিয়েছি যাতে তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হতে পার"। (সূরা বাকারা-১৪৩)

ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس (الحج ٧٨)

লিয়াকুনার রসূলা শাহিদান আলাইকুম অতাকুনু শুহাদা'য়া আলাননাস। (সূরাঃ হাজ্জ-৭৮)

"যাতে রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন এবং তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হতে পার"। (সূরাঃ হাজ্জ-৭৮)

জীবন দান অর্থে শহীদের ব্যবহার করা হয়েছে সূরা আলে ইমরানের ১৪০ নং আয়াতে। এতে বলা হয়েছে-

وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء

অলি ইয়ালামাল্লাহুল্লাজিনা আমানু অইয়াত্তাখিজু মিনকুম শুহাদা।

এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার, আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। সরাসরি জীবন দান অর্থে ব্যবহার খুব বেশী আয়াতে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছে অর্থে।

www.pathagar.com

يقتلون فيقتلون

"যুদ্ধে গিয়েছে ও নিহত হয়েছে" এভাবে বহু জায়গাতে শহীদদের কথা বলা হয়েছে।

ولا تهنوا ةلا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم مثله (آل عمران ١٣٩)

অলা তাহিনু অলা তাহ্জানু অয়ানতুমুল আ-লাওনা ইনকুনতুম মুউমিনিনা ইন ইয়ামসাসকুম ক্বরহুন ফাক্বদ মাস্সাল ক্বওমা ক্বরহুন মিছলাহু। (সূরাঃ আল ইমরান-১৩৯)

এটা হলো ওহুদ যুদ্ধের পরের কথা। এখানে বলা হয়েছে বদরের যুদ্ধে তোমরা আঘাত করেছ আর ওহুদ যুদ্ধে কিছু আঘাত পেয়েছে। এতে ঘাবড়াবার কি আছে? তোমরা মুমিন হলে চূড়ান্ত বিজয় তোমাদেরই হবে।

وتلك الايام نداولها بين الناس

অতিলকাল আইয়ামু নুদা ইলুহা বাইনান্নাস।

এভাবে মানুষের মধ্যে একবার জয় আবার পরাজয় আসে। চূড়ান্ত বিজয় তোমাদেরই হবে। এটা আল্লাহ কেন করেন। কেন জয় পরাজয় দেয়া হয় এটা বলতে গিয়ে শাহাদাত শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء (آل عمران ١٤)

অলি-ইয়া'লামুল্লাহুল্লাজিনা আমানু অ-ইয়াত্তাখিজু মিনকুম শুহাদা'য়া।

আল্লাহ তোমাদের মাঝে-মাঝে পরাজয়ও দেন এ উদ্দেশ্যে, তোমাদের মধ্যে কার কার মজবুত ঈমান তা দেখার জন্যে, আর তোমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোককে শাহাদাতের মর্যাদা দেয়ার জন্যে। এখানে শাহাদাত শব্দটা উল্লেখিত দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুত শহীদ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার হয়। সাক্ষ্য দিলেও শহীদ, আর জীবন দিলেও শহীদ। মূল অর্থ হলো সাক্ষ্য। আল্লাহর পথে নিহত যে, সে জীবন দিয়ে সাক্ষ্য দিল যে সত্যিকার অর্থে সে দ্বীনকে গ্রহণ করেছে।

মুমিন জীবনের কাম্য ঃ

মুমিন জীবনের কাম্য কি হতে পারে এ প্রশ্নের জবাবে সরাসরি বলা যায় মুমিন জীবনের আসল লক্ষ্য বা কাম্য হলো আখিরাতের সাফল্য। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, দুনিয়ার জীবন হলো আখিরাতের কৃষিভূমি। কৃষক যেমন জমিতে ফসল বুনে বাড়ীতে ভোগ করে তেমনি মুমিন দুনিয়াতে ফসল বুনে আমল করে আর আখিরাতে তা ভোগ করে। যে আখিরাতের কামিয়াবী মুমিন জীবনের লক্ষ্য তাকে এক কথায় বলা যায় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বিনা হিসাবে বেহেশত লাভ। আল্লাহর রাসূল (সঃ) একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বললেন, 'এমনভাবে আমল করো যেন হিসাব ছাড়াই বেহেশতে যেতে পারো। হিসাব দিতে গেলেই মুছিবত। সে জন্য আখিরাতের কামিয়াবী বলতে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হলেই বিনা হিসাবে বেহেশতে যাওয়া

www.pathagar.com

যাবে। মুমিন জীবনের আসল কাম্য হলো এটাই। দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকতে হলে যা কিছু মাতাউল হায়াতিদ দুনিয়া বা জীবিকা আছে তা নিতান্তই বেঁচে থাকার প্রয়োজনে। আর মুমিন বেঁচে থাকবে আখিরাতে মুক্তির প্রয়োজনীয় আমল করার জন্য।

দুনিয়ার জীবন হলো খেলার মতো। ব্যক্তির জীবনে খেলাধূলারও প্রয়োজন আছে; কিন্তু সারাটা জীবনই খেলা নয়, খেলা হলো সামান্য কিছু সময়ের জন্য। ঠিক তেমনি এ দুনিয়ার জীবনটা মর্যাদার দিক দিয়ে খেলা হিসাবে নেয়া দরকার। আমরা যেমন লেখা-পড়া ও অন্যান্য সিরিয়াস কাজ কর্মের ফাঁকে অবকাশ হিসাবে কিছু সময় খেলা-ধূলা করে থাকি, তেমনি দুনিয়ার জীবনের ভোগ-বিলাসকেও আখিরাতে কামাইয়ের আসল কাজের ফাঁকে খেলার মতো মনে করতে হবে। দুনিয়ার জীবন এমন কিছু নয় যে, এটাকে টার্গেট অথবা জীবনের উদ্দেশ্য করে নিতে হবে অথবা এটাকেই একমাত্র দ্বীন বানিয়ে নিতে হবে। মুমিন জীবনে এটাই যদি স্বাভাকিব দৃষ্টি-ভঙ্গী হয়ে থাকে, যা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহলে শাহাদাত তাঁর জীবনের স্বাভাবিক কাম্য বিষয় হবার কথা। কেননা একমাত্র শহীদই দুনিয়া থেকে এ নিশ্চয়তা নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে যে জান্নাত তাঁর জন্য অবধারিত। মাওলানা মওদুদী মরহুমের ফাঁসির হুকুম হবার পর ক্ষমা চেয়ে দয়া ভিক্ষা করার মাধ্যমে মুক্তির জন্য বলা হয়েছিল। তখন তিনি সরাসরি প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বলেছিলেন, জীবন মৃত্যুর মালিক আল্লাহ এবং মওতের ফয়সালা আসমানে হয়, জমিনে নয়। এ সময় এভাবে যদি আল্লাহ মৃত্যু নির্ধারণ করে থাকেন তাহলে কারো সাধ্য নেই মৃত্যুকে ঠেকাবার। আর তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে এমন কোন শক্তি নেই মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার। আর শাহাদাতের মৃত্যুই শুধু পারে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিতে। আমি কি ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করবো যে আমাকে জান্নাত থেকে বাঁচাও? এভাবে তিনি মৃত্যুকে জয় করে উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের জন্য নজীর সৃষ্টি করে গেছেন। এখওয়ানুল মুসলেমুন এর অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হাসিমুখে ফাঁসীর মঞ্চে শাহাদাত বরণ করে ইসলামের সোনালী যুগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন। এতে এটিই প্রমাণিত হলো ইসলামের প্রতি তার আন্দোলনে নির্যাতন ও শাহাদাত বরণ ইতিহাসের অসম্ভব কোন অতীত কাহিনী নয়। এযুগেও তা বাস্তব। বস্তুতঃ প্রত্যেক যুগে এমন কিছু ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যারা মানুষকে মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত করার জন্য নিজদেরকে উদাহরণ হিসাবে পেশ করবেন।

শাহাদাত কামনা ও আল্লাহর পথে সংগ্রাম ঃ

শাহাদাতের কামনা যদি কোন মুমিন জীবনে থাকে তাহলে সে আল্লাহর পথে লড়াইয়ে কোন সময় গাফেল হতে পারে না। কারণ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছাড়া শাহাদাতের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। একজন ভালো ছাত্র যেমন ভালো ফলাফলের প্রমাণ দেবার জন্য পরীক্ষা কামনা করে তেমনি একজন মুনিন শাহাদাতের মাধ্যমে বিজয়ী হবার জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে হকের সংগ্রামে আপোসহীনভাবে লড়াই করে যাবে। বস্তুতঃ একজন ব্যক্তির মধ্যে শাহাদাতের কামনা আছে কিনা নিজের প্রাত্যহিক কর্মচাঞ্চল্যের মাধ্যমে

www.pathagar.com

প্রমাণ পেতে পারে। এ জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় না। আন্দোলনের কর্মকাণ্ডে, বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যদি সে উৎসাহ পায়, মৃত্যুভয় অথবা অন্যান্য প্রতিকূলতা তাকে গাফেল করে না রাখে তাহলে বুঝতে হবে শাহাদাতের কামনা তার মধ্যে উপস্থিত রয়েছে। আর এর বিপরীত হলে বুঝতে হবে তার মধ্যে শাহাদাতের প্রেরণা বা জযবা নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর পথে লড়াই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

فليقاتل فى سبيل الله الـذين يشرون الحيوة الدنيا باالاخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما (نساء ٧٤)

ফাল ইউক্ব-তিলু ফি-সাবিলিল্লাহিল্লাজিনা ইয়াশরুনাল হায়াতাদ্দুনিয়া বিলআখিরাতি অমাই ইউক্ব-তিল ফি-সাবিলিল্লাহি ফা-ইউকতাল আওইয়াবাগলীব ফাসাওফা নুউতিহি আজরন্ আজিম।

আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য সেই সব লোকেরই যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দেয়। আল্লাহর পথে যে লড়াই করে ও নিহত হয়, কিংবা বিজয়ী হয়, তাকে আমরা অবশ্যই বিরাট ফল দান করব। (সূরা নেছা-৪৭)

বস্তুত ঃ যারা নিজেরদ জীবনকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেয় তারই আল্লাহর পথে কিতাল (লড়াই) করতে পারে। কিতাল হলো জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়– যুদ্ধে মারা ও মরা অর্থাৎ পরস্পরকে হত্যা করার কাজই কিতাল। যুদ্ধে যারা শাহাদাত বরণ করে অথবা বিজয় লাভ করে গাজী হয় উভয়ের জন্যই আল্লাহর বিরাট পুরস্কার দেয়ার কথা বলেছেন। কিতাল শুধু মুমিনরাই করে না যারা কাফের বেঈমান তারাও কিতাল করে। মুমিনরা কেতাল করে আল্লাহর পথে আর কাপেররা কেতাল করে তগুতের পথে।

الذين امنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت (النساء ٧٦)

আল্লাহর নাফরমানীর কয়েকটা স্তর আছে। এর মধ্যে যারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করে না তারা ফাসেক। আর যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে স্বীকারই করে না তারা হলো কাফের। আর তাগুত হলো নাফরমানীরও সীমা লংঘনকারী। তাগুত নিজেতো আল্লাহর হুকুম পালন করে না, অন্যদেরকেও নিজের আদেশ-নিষেধ মানতে বাধ্য করে। এক কথায় আল্লাহর নাফরমানীর এ সীমা লংঘনকে বলা যায় বিদ্রোহ। একটি দেশে কেউ রাষ্ট্রের হুকুম মান্য না করলে তাকে বলে অপরাধী, আর কেউ যদি রাষ্ট্রের প্রাধান্যই স্বীকার না করে এবং অন্যান্যদের রাষ্ট্রবিরোধী কাজে ডাকে তাহলে তাকে বলা হয় রাষ্ট্রোদ্রোহী। ঠিক তেমনি তাগুত হলো বিদ্রোহী। এজন্য ইবলিসকে যেমন তাগুত বলে তেমনি কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তিকেও বলা হয় তাগুত। তাই অন্তর থেকেই তাগুতী শক্তিগুলিকে অস্বীকার করতে হবে। যে কলেমা পড়ে একজন লোককে ঈমান আনতে হয় তাতে আগে তাগুতকে অস্বীকার করার কথা বলা হয়েছে। এর পরই আল্লাহর প্রতি ঈমান। অতএব তাগুত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে সে পূর্ণভাবে ঈমানকে উপলব্ধি করতে পারবে না। জমিতে ভাল ধানের চাষ করতে হলে প্রথমেই আগাছাসমূহ

www.pathagar.com

উত্তমরূপে পরিষ্কার করতে হবে। তা না হলে ধান পাবার আশা অর্থহীন। অনুরূপভাবে মনে ঈমানের চাষ করতে হলে তাগুতের উৎখাত অবশ্যম্ভাবী। আর তাগুত কি তা না জানলে উৎপাটন করবে কি করে? বস্তুতঃ তাগুত ও ঈমান এ দুয়ের মাঝামাঝি কোন পথ নেই। হয় আল্লাহর পথে জিহাদ করবে না হয় তাগুতের পথে। কেননা, আল্লাহ মানুষকে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, খেলাফতের মর্যাদা ছাড়া মানুষের অপর কোন মর্যাদা নেই। হয় আল্লাহর খলিফা হবে, না হয় ইবলিসের খলিফা হবে। খলিফা তাকে হতেই হবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক মানুষ কিতাল করছে হয় ফী সাবিলিল্লাহ না হয় ফী সাবিলিত্ তাগুত, প্রত্যক্ষ্যভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে।

শহীদের কামনা ঃ

জিহাদ ফি সাবিলিল্লায় যারা জীবন দান করে তাদের মৃত বলা যাবে না, তারা মৃত্যুহীন। সূরা বাকারার ১৫৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ولا تقولوا لمن يقتلوا فى سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون

অলা তাকুলু লিমাই-ইয়ুক্বতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াতুন বাল আহইয়াউ অলাকিল্লা তাশউরুন।

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত, কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা হয় না"। সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ ও ১৭০ আয়াতে আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে।

ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون - فرحين بما اتهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون

অলা তাহসাবান্নাল্লাজিনা কুতিলু ফি-সাবিলিল্লাহি আমওয়াতান বালআহইয়াউ ইন্দা রব্বীহিম ইউরজাকুন, ফারিহিনা বিমা আতাহুমুল্লাহু মিনফাদলিহি অইয়াসতাবশিরুনা বিল্লাজিনা লামইয়াল হাকু বিহিম মিনখলফিহীম আলা খওফুন আলাইহিম অলাহুম ইয়াহজানুন।

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিয্ক পাচ্ছে। আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহ যা কিছু দান করেছেন তা পেয়ে তারা খুশি ও পরিতৃপ্ত এবং যে সব ঈমানদার লোক তাদের পেছনে দুনিয়ায় রয়ে গেছে এখনো তথায় পৌছেনি তাদেরও কোন ভয় ও চিন্তা নেই জেনে তারা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিত।

উল্লেখিত আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, যারা শহীদ হয়েছেন তারা শুধু নিজেদের মর্যাদার জন্যই সন্তুষ্ট নয়, অধিকন্তু তাদের যে সব সাথী দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং শাহাদাতের মর্যাদা এখনো পায়নি তারাও এ পথে আসবে ও শাহাদাতের মর্যাদা পাবে

www.pathagar.com

এ কমানায় তারা সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত। হাদীস শরীফে আছে, সারা দুনিয়ায় শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছে তারা কামনা করে যে, তাদের সাথী যারা শাহাদাতের মর্যাদা পায়নি তারাও যেন এ মর্যাদা পায় এবং তারা এ কামনা করে সন্তুষ্ট হয়। আমরা যে অনুগ্রহ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি আমাদের ভাইয়েরাও সে অনুগ্রহ পেয়ে খুশী হবে। অপর এক হাদীস শরীফে আছে নবী করীম (সঃ) বলেন, 'জান্নাতবাসী মানুষ বেহেশতের নেয় মতগুলো পেয়ে এতো তৃপ্ত হবে যে, তাদের কেউ এ নেয়মত ছেড়ে দুনিয়াতে আসতে চাইবে না। কিন্তু শহীদরা এর ব্যতিক্রম'। বোখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, 'জান্নাতে যাবে তাদের মধ্যে শহীদগণ কামনা করবেন যে আল্লাহ দুনিয়ায় তাদেরকে আবার ফেরত পাঠান যাতে আবার শহীদ হয়ে আসতে পারে। এভাবে আরো ১০ বার যেন আল্লাহর পথে নিহত হতে পারে সে কামনা তারা করবে।

শাহাদাতের মর্যাদা ঃ

শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে। এখানে আমরা কুরআন থেকে দুটি আয়াত এবং একটি হাদীস উল্লেখ করছি।

সূরায়ে আল হাজ্ব এর ৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

والـذيـن هـاجـروا فى سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا يرزقهم الله رزقا حسنا وان الله فهو خير الرازقين

অল্লাজিনা হাজারু ফি সাবিলিল্লাহি ছুম্মা কুতিলু আও-মাতুউ ইয়ারঝুকু হুমুল্ল হু রিজকন হাসানা, ওয়া ইন্নাল্লাহা ফাহুয়া খইরুর রঝিকিন।

"যারা হিজরত করল আল্লাহর পথে তারপর নিহত হল কিংবা এমনিতেই মারা গেল আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে উৎকৃষ্ট রিয্‌ক দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহই উৎকৃষ্ট রিয্‌কদাতা"।

সূরায়ে মুহাম্মদের ৪-৬ নং আয়াতেও অনুরূপভাবে বলা হয়েছে:

فـاذا لـقيتـم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشد الوثاق ☆ فاما منا بعد واما فـداء حتـى تـضـع الـحـرب ازارها ☆ ذلك ولو شاء الله لا نتصر منهم ولكن ليبلوا بـعـضكم ببعض ☆ والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ☆ ويدخلهم الجنة عرفها لهم

ফা-ইজা লাক্বিতুমুল্লাজিনা কাফারু ফাদরবাররিকবি হাত্তা ইজাআছখনতুমু হুম ফাশদুলঅসাক্ব, ফাইমা মান্না বায়াদু অইম্মা ফিদা'আ হাত্তা তাদায়ালহারবু আওজারাহা অক্বফা জালিকা অলাওশাআল্লাহু লানতাচারা মিনহুম অলাকিললিয়াবলু বায়া'আদাকুম বিবায়া'আদি, অল্লাজিনা কুতিলু ফিসাবিলিল্লাহি ফালাই-ইউদিল্লু আ'য়ামালাহুম সা'ইয়াহদিহিম অইউচলিহু বালাহুম অইয়ুদখিলুহুমুল জান্নাতা আর ফাহালাহুম।

www.pathagar.com

অতএব এই কাফেরদের সাথে যখন তোমাদের সম্মুখে সংঘর্ষ সংঘটিত হবে তখন প্রথম কাজই হল গলা কর্তন করা। এমনকি তোমরা যখন খুব ভালভাবে তাদেরকে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দেবে, তখন বন্দী লোকদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলবে। অতঃপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে, কিংবা রক্ত বিনিময় গ্রহণের চুক্তি করে নেবে, যতক্ষণ না যুদ্ধ-অস্ত্র সংবরণ করে। এই-ই হল তোমাদের করার মত কাজ। আল্লাহ চাইলে তিনি নিজেই সবকিছু বোঝাপড়া করে নিতেন কিন্তু তিনি এ পন্থা এ জন্য অবলম্বন করেছেন যেন তোমাদের একজনের দ্বারা অন্যজনের পরীক্ষা ও যাচাই করতে পারেন। আর যে সব লোক আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ তাদের আমলসমূহকে কখনই নষ্ট ও ধ্বংস করবেন না। তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, তাদের অবস্থা সুসংহত করে দেবেন এবং তাদেরকে সে জান্নাতে দাখিল করবেন যার বিষয়ে তিনি তাদেরকে অবহিত করিয়াছেন।

এখানে যে মর্যাদার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে-

১। আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়েছে তাদের আমল কোন ক্রমেই নষ্ট হবে না।

২। আল্লাহ তাদের সোজা জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেবেন, মাঝখানে দাঁড়ি পাল্লার ব্যাপার নেই।

৩। তাদের অবস্থা সব দিক থেকেই সুসংহত বা ঠিকঠাক করে দেবেন।

৪। তাদেরকে যে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তার পরিচয় আগে থেকেই দেয়া থাকবে। দুনিয়াতে যে জান্নাতের খোশখবর দেয়া হয়েছে সেখানেই প্রবেশ করানো হবে, এমন নয় যে, বলা হয়েছে একটায় আর প্রবেশ করানো হবে অন্যটায়।

হাদীসটি হচ্ছে-

নবী করীম (সঃ) বলেন, 'জেনে রেখো জান্নাত হলো তলোয়ারের ছায়া তলে'।

তলোয়ার যে ধরেনি, বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে যে আসলো না তার আবার জান্নাত কিসের? কত জোর দিয়ে বলা হচ্ছে জেনে রাখো জান্নাত তো তলোয়ারের ছায়াতলে।

শেষ পর্যায়ে এসে কতগুলো হাদীস উল্লেখ না করলে উপরের কথাগুলো পরিষ্কার হয় না। শাহাদাতের প্রেরণা কত প্রবল হতে পারে সাহাবায়ে কেরামের জীবনের কতিপয় উদাহরণ উল্লেখপূর্বক এখানে ৬টি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) প্রথম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত রাবীয়াতুল কায়াব (রাঃ), তিনি বলেছেন আমি নবী করীম (সঃ) এর খেদমত করতাম দিনের বেলা, রাতে চলে যেতাম। এক রাত্রে আমি রসূল (সঃ) এর খেদমতে রয়ে গেলাম। আমি শুনলাম যে, রসূল (সঃ) কেবল ছুবহানাল্লাহ, ছুবহানাল্লাহ পড়তে থাকলেন এবং বললেন যে দেখ ছুবহানাল্লাহ পড়লে 'মিজান' পরিপূর্ণ হয়ে যায়। শুনতে শুনতে আমার ঘুম ঘুম ভাবের সৃষ্টি হল। এ রকম প্রায়ই হত। একদিন রসূল (সঃ) বললেন, হে রাবিয়া,

www.pathagar.com

আমার কাছে যদি তুমি কিছু চাও তাহলে তা আমি তোমাকে দিব। আমি বললাম, দুনিয়াটাতো নষ্ট হয়ে যাবে, এটি চেয়ে কি লাভ। আমি বললাম আমি একটু চিন্তা করে নিই যে, আমি কি চাইব। আমি ভাবলাম আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে দোযখ থেকে বাঁচান এবং জান্নাতে প্রবেশ করান। রসূল (সঃ) বললেন, এটাই তুমি চাইলে? বলে চুপ করে গেলেন এবং বললেন কে তোমাকে এ কথাটি শিখালো? আমি বললাম- কেউ আমাকে শিখায়নি। তবে আমি তো জানি যে, দুনিয়া ধ্বংসশীল। মৃত্যুর সংগে সংগে দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে এবং জানি যে আল্লাহর কাছে এমন একটি স্থান আছে যা আপনি চাইলেই আল্লাহর কাছ থেকে আপনি দিতে পারেন। এ জন্য এ দোয়া করবেন। রসূল (সঃ) বললেন, আমি অবশ্যই তোমার জন্য এ দোয়া করব। আমাকে তুমি সাহায্য কর বেশী বেশী সিজদা করে অর্থাৎ আমি যে তোমাকে দোয়া করব তোমার জন্য এ দোয়া কবুল হবে বেশী বেশী সিজদা করলে বা নামাজ আদায় করলে।

আবি উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন আমি রসূল (সঃ) এর কাছে বললাম, ইয়া- রাসূলাল্লাহ আপনি আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন যে আমল করলে আমি বেহেশতে যাব। মানে বেহেশতই তাদের ধান্ধা, দুনিয়ার কোন ধান্ধা নেই।

(২) জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ওহোদের দিনে যখন আব্দুল্লাহ বিন আমর (জাবিরের পিতা) শহীদ হলেন তখন রসূল (সঃ) বললেন, হে জাবির, তোমার বাবাকে আল্লাহ কি বললেন তা কি তোমাকে আমি বলব? আল্লাহ তায়ালা কারো সংগে সরাসরি কথা বলেন না কিন্তু তোমার বাবার সঙ্গে সরাসরি কথা বললেন। তোমার বাবাকে আল্লাহ বললেন, হে আব্দুল্লাহ তুমি আমার কাছে কি চাও? তিনি বললেন, হে আল্লাহ তুমি আমাকে আবার জীবিত কর, আবার আমি নিহত হতে চাই। তখন আল্লাহ বললেন যে, এ নিয়ম তো নেই, আগেই এর ফয়সালা হয়ে গেছে, কেউ একবার এখানে আসলে আর ফেরত যায় না। তিনি বললেন, হে আল্লাহ তাহলে অন্ততঃ এটা কর, আমি এই যে আকাঙ্খাটা করলাম এটি আমার পিছনে যে ভায়েরা আছে তাদের কাছে পৌঁছে দিলেন। সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ ১৭০ আয়াত এ উদ্দেশ্যেই নাজিল হয়েছে।

(৩) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমার চাচা আনাস বিন নাজার বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি রসূলকে (সঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে পয়লা যে যুদ্ধ করলেন, সে যুদ্ধে আমি তো হাজির ছিলাম না। কিন্তু এরপর যদি আল্লাহ তায়ালা কোন যুদ্ধের সুযোগ দেন তাহলে আল্লাহ দেখতে পাবে আমি কি করি। যখন ওহোদের দিন আসলো তখন মুসলমানদের কিছু লোক

www.pathagar.com

ভুল করলো এবং দুরবস্থা দেখে কিছু লোক ভেগে গেল, তখন তিনি আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বললেন- হে আল্লাহ! আমার ভায়েরা তোমার সাথে যে আচরণ করলো এ জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাই, আর মুশরিকরা যে আমাদের সাথে এ আচরণ করলো এ ব্যাপারে আমি দোষী নই। এরপর তিনি আগে বেড়ে গেলেন এবং সাঈদ বিন মায়াজ (রাঃ) এর সাথে তার দেখা হলো। বললেন, হে মায়াজ! জান্নাত, জান্নাত, আমি সাহায্যকারী রবের কছম করে বলছি আমি ওহোদের দিক থেকে জান্নাতের গন্ধ পাচ্ছি।

অতঃপর সাদ বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইনি যুদ্ধে যা দেখালেন আমি তা পারতাম না। আনাস বললেন, আমার চাচার গায়ে আমি আশিটি যখম দেখলাম। প্রায় সবই তলোয়ারের, বল্লমের ও তীরের আঘাত। দেখলাম মুশরিকরা তাকে নিহত করেই ক্ষান্ত হয়নি, একেবারে বিকৃত করে ছেড়েছে। কেউ তাকে চিনতে পারেনি, একমাত্র তার বোন তার আঙ্গুল দেখে চিনতে পেরেছে। আনাস বলেন- আমরা সকলেই ধারনা করি এ আয়াতটি এ জাতীয় ঘটনার পর নাজিল হয়েছে (সূরায়ে আহযাবের ২৩ নং আয়াত)

من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه ☆ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

মিনাল মুউ্মিনিনা রজালুন চদাক্বু মা'আহাদুল্লাহা আলাইহি ফামিনহুম অমানক্বদা নাহ্বাহু অমিনহুম মাইয়ানতাঝিরু অমাবাদ্দালু তাবদ্বিলা।

"মুমিনদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছে তা সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কতক জীবন দান করেছে আর কতক অপেক্ষায় আছে। তারা তাদের আচরণ বদলায়নি"।

(৪) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, কতক লোক রসূলের (সঃ) কাছে এসে বললো, হে রাসূল, আমাদেরকে কুরআন হাদীস শিখানোর জন্য কিছু লোক দিন। আল্লাহর রসূল আনসারদের মধ্যে থেকে সত্তর জন লোক তাদের সাথে দিয়ে দিলেন, তাদেরকে কুরআন হাদীস শিখানোর জন্য। তারা সব কারী ছিলেন, এদের মধ্যে আমার মামা হারাম শরীফ ছিলেন। তারা রাতের বেলা কোরআন শিখাতেন, আর দিনের বেলা পানি উঠাতেন। পানি এনে মসজিদে রাখতেন, তারা দিনের বেলা আরো একটি কাজ করতেন। তারা লাকড়ি কুড়াতেন, বাজারে বিক্রী করে তা দ্বারা আহলে ছুফ্ফা ও অন্যান্য গরীবদের জন্য খাবার কিনে আনতেন। ঐ লোকেরা ছিল বিশ্বাসঘাতক। তারা তাদেরকে কতল করে ফেলল, সত্তর জনকেই কতল করল। যখন তাদেরকে কতল করা হচ্ছিল তখন তারা দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ আমাদের নবীর কাছে খবরটা তুমি পৌছিয়ে দাও যে আমরা আমাদের রবের সঙ্গে

www.pathagar.com

সাক্ষাত করেছি, আমরা আমাদের রবের উপর খুশী হয়ে গেছি আর রবও আমাদের উপর খুশী হয়ে গেছেন। আমাদের মামা হারামের কাছে একজন লোক আসলো এবং পিছন থেকে বর্শা দিয়ে তাকে আঘাত করল। বর্শা শরীরে বিদ্ধ হয়ে এপার ওপার হয়ে গেল। তিনি বললেন, কাবার রবের কসম আমি কামিয়াব হয়েছি। অহীর মাধ্যমে এ খবর রসূল (সঃ) জানতে পেরে লোকদেরকে বললেন- দেখো তোমাদের ভাইয়েরা নিহত হয়ে গেছে কিন্তু তারা আল্লাহর কাছে এ দোয়া করল- "হে আল্লাহ আমাদের নবীকে এ কথা পৌছায়ে দিন যে আমরা আমাদের রবের সাথে মিলিত হয়েছি, আমাদের কুরবানীতে আমাদের রব খুশী হয়েছেন এবং আমরা আমাদের রবের পুরস্কার পেয়ে খুশী হয়েছি।

(৫) হযরত আবি বকর ইবন আবি মুসা আশায়ারী (রাঃ) বললেন- তারা দুজনেই যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন- রসূল বললেন, নিশ্চয়ই জান্নাতের দরজাগুলো তলোয়ারের ছায়াতলে। একজন লোক দাঁড়িয়ে গেল যার কাপড়-চোপড়, তেমন ছিলনা, বললো হে আবী মুসা রসূল কি বললেন শুনলেন তো। তিনি বললেন, হ্যাঁ শুনলাম। তারপর লোকটি বন্ধুদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমাদেরকে সালাম দিয়ে যাচ্ছি, আর আসবোনা! তারপর তার তলোয়ারের খাপটা ভেঙ্গে ফেলে দিলেন, এরপর তলোয়ার নিয়ে দুশমনদের দিকে চললেন, তাদেরকে মারতে থাকলেন যে পর্যন্ত না তিনি নিহত হলেন।

(৬) হযরত শাদ্দাদ বিন হাদ (রাঃ) বর্ণনা কনের যে, এক গ্রাম্য আরব রসূল (সঃ) এর কাছে এসে ঈমান আনল এবং তাঁর সংগী হয়ে গেল। সে বলল "আমি বাড়ী ঘর ছেড়ে আপনার সাথে মদীনায়ই থাকব।

এ লোক সম্পর্কে রসূল (সঃ) কতক সাহাবাকে কিছু হেদায়েত দিলেন। যখনি জিহাদ হতো তাতে যে গনীমতের মাল মিলতো তা থেকে তিনি ঐ লোকের জন্যও অংশ দিতেন এবং তা কোন এক সাহাবীর দায়িত্বে জমা রাখতেন যাতে সে লোক আসলে তাকে তা দেয়া হয়। ঐ লোক উপস্থিত ছিল না। সে মুজাহিদদের উট চড়াবার জন্য গিয়েছিল। ফিরে আসার পর তাঁর হিস্যা তাকে দেয়া হলো।

সে বলল এটা কি? লোকেরা বলল যে, রসূল (সঃ) আপনাকে দিয়েছেন। সে তার হিস্যা নিয়ে রসূল (সঃ) এর কাছে য়েয়ে জিজ্ঞাসা করল যে এসব কি? রাসূল (সঃ) বললেন যে, এটা তোমার হিস্যা যা আমি তোমাকে দিয়েছি। সে বলল, আমি তো এ মালের জন্য আপনার সঙ্গী হইনি। আমি তো এ জন্য আপনার অনুগত হয়েছি যে আমার গলায় দুশমনের কোন তীর এসে লাগবে আর আমি শহীদ হয়ে বেহেশতে চলে যাব।

রাসূল (সঃ) বললেন, যদি তোমার নিয়ত সঠিক হয় তাহলে আল্লাহ তোমার সাথে এরূপই করবেন।

www.pathagar.com

কিছুদিন পর যখন লোকেরা জিহাদে গেল তখন এ লোকও তাদের সাথে শরীক হলো। যখন তার লাশ রাসূল (সঃ) এর কাছে আনা হলো তখন দেখা গেল তার গলায় দুশমনের তীর লেগেছে।

রাসূল (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এ কি সেই লোক যে শাহাদাত কামনা করেছিল? সবাই বলল হ্যাঁ। রাসূল (সঃ) বললেন, সে আল্লাহর নিকট খাঁটি আশা করেছিল বলে আল্লাহ তা পূরণ করলেন।

তারপর রাসূল (সঃ) নিজের জামা খুলে তা দিয়ে ঐ লোকের কাফন দিলেন, তার জানাযা পড়লেন এবং তার জন্য এ দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ এ লোক আপনার বান্দা যে আপনার পথে হিজরত করেছে এবং আপনার পথেই সে শাহাদাত পেল। এ বিষয় আমিই তার সাক্ষী"।

এ সব হাদীস থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা খুবই স্পষ্ট। আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া মুমিনের জীবনে কিরূপ কাম্য হওয়া উচিত এর খাঁটি নমুনা এ হাদীসগুলোতে পাওয়া গেল।

আল্লাহপাক কার মওত কিভাবে কোথায় দেবেন এ কথা কারো জানার উপায় নেই। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কত লোক শহীদ হলেন, কিন্তু বদর যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সকল যুদ্ধে শরীক থাকা সত্ত্বেও প্রথম চারজন সত্যপন্থী খলিফাগণ কোন যুদ্ধে শহীদ হননি। কিন্তু তাঁরা শাহাদাত কামনা করতেন বলে যুদ্ধের ময়দান ছাড়াই তাঁরা শাহাদাত লাভ করেছিলেন।

শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়ার খাঁটি কামনা যারা করবে তাদের জন্য রসূল (সঃ) সুসংবাদ দিয়েছেন যে তারা বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ তাদেরকে সে মর্যাদা দান করবেন। তাই আমাদের সবারই ইখলাসের সাথে আকাঙ্খা করা দরকার যেন আমাদের জীবনে শাহাদাত নসীব হয়। আল্লাহপাক আমাদের এ আকাঙ্খা কবুল করুন। আমীন।

লেখক ঃ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও সাবেক আমীরে জামায়াত।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ শহীদ বেলালের কবরকে নূর দিয়ে ভরে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিন

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

'শহীদ' ইসলামের একটি পরিভাষা। যার প্রথম শর্ত ঈমান। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আমাদের সামনে যার কফিন "বেলাল উদ্দিন" তাকে আমরা কিশোর বয়স থেকে সত্যিকার একজন ঈমানদার মানুষ হিসেবে দেখেছি। দ্বিতীয় শর্ত নিষ্ঠা-ইখলাস। ব্যক্তিগত ক্রোধ আক্রেশে নয়, চাওয়া পাওয়ার জন্য নয়-আল্লাহর জন্য, ইসলামের জন্য, দেশ ও জাতির স্বার্থে যারা সব কিছু নিবেদিত করে এভাবে জীবন দেয় তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা শহীদ হিসেবে কবুল করেন। আমরা দোয়া করব আল্লাহ্ তায়ালা যেন তার এই বান্দাকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন। তিনি যেমন নিষ্ঠাবান একজন সাংবাদিক ছিলেন, তেমনি ছাত্র জীবন থেকে ইসলামকে আদর্শ হিসাবে বেছে নিয়ে ইসলামের পথে থাকার চেষ্টা করেছেন। ইসলামের পথে এদেশের তরুণ ছাত্রদের ডাকার চেষ্টা করেছেন। কর্মজীবনে পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি একজন নিষ্ঠাবান আদর্শিক রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কর্ম জীবনে পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি একজন নিষ্ঠাবান আদর্শিক রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অতএব আল্লাহ তায়ালার দরবারে যেন তার শাহাদাত কবুল হয়। শাহাদাত কবুল হলে এর পর আর কোন সমস্যা থাকে না। যাদের শাহাদাত কবুল হয় অল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিনা হিসেবে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করেন। আমাদের প্রিয় ভাই বেলালকে আল্লাহ তায়ালা সেভাবে কবুল করুন।

তার উপরে এ পাশবিক হামলাকে কেন্দ্র করে খুলনাবাসী তাদের মনের যে আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, আমি এ জন্য তাদের প্রতি অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি দেশবাসী, এলাকাবাসী, সর্বস্তরের জনগণ বেলালকে যেভাবে দেখেছেন, যেভাবে জেনেছেন, যেভাবে তার প্রশংসা করেছেন আল্লাহ্ তায়ালা যেন সেভাবে তাকে কবুল করেন।

বেলাল শুধু সাংবাদিক ছিলেন না, তিনি সাংবাদিকদের বন্ধু ছিলেন। সাংবাদিকগণ জনগণের বন্ধু। সরকার ও জনগণের মাঝে সেতু বন্ধনের দায়িত্বে তারা নিয়োজিত। এই সাংবাদিকদেরকে বিশেষভাবে টার্গেট করে কোন মহল কি করছে? যাতে করে তদন্ত কর্ম প্রভাবিত না হয় এবং আইন আপন গতিতে চলতে পারে সে জন্যে এ ব্যাপারে আমরা কোন মন্তব্য করতে চাই না। তবে এতটুকু বলতে চাই যে, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষভাবে টার্গেট নিয়ে যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে তারা এদেশের কারো বন্ধু নয়-কোন দলেরও বন্ধু নয়। তারা দেশ ও জাতির শত্রু। তারা এ দেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার একটা গভীর দুরভিসন্ধি নিয়ে পরিকল্পিতভাবে এ

www.pathagar.com

হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকার সজাগ। আমাদের বিভিন্ন সংস্থা সজাগ। আমি আশা করব যারা দেশের মানুষের জান-মাল, ইজ্জত, আব্রুর হেফাজত কামনা করে, যারা দেশের শান্তি নিরাপত্তায় বিশ্বাসী, দল-মত নির্বিশেষে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তারা সকলে এই সন্ত্রাসের জট খুলতে এবং মূল উৎপাটনে সরকারকে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসবেন।

তার সতীর্থ সহযাত্রী শোকাহত সাংবাদিক বন্ধুদের আমি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি দৃঢ়তার সাথে এ আশাবাদ ব্যক্ত করতে চাই যে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত সংস্থা এই হত্যাসহ সকল হত্যাকাণ্ডের জট খুলতে সক্ষম হবে ইন্‌শাআল্লাহ। সন্ত্রাস দমনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত সংস্থা এবং সরকারকে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি সর্বস্তরের জনগণকে আহবান জানাচ্ছি।

পেশাগত দিক থেকে সক্রিয় সাংবাদিক স্নেহাস্পদ শেখ বেলাল উদ্দিনের জানাযা পড়তে হবে ভাবিনি। আততায়ীর বোমার আঘাতে অবশেষে তিনি শাহাদাতবরণ করেছেন। আমি মহান রাব্বুল আলামীন-এর নিকট দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা তার শাহাদত কবুল করুন, তাকে সিদ্দিকীন, ছলেহীন ও শুহাদাদের কাতারে শামীল করুন। তার কবরকে নূর দিয়ে ভরে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিন। তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন। তার শোকাহত পিতা-মাতা, বিধবা স্ত্রীসহ সকল আত্মীয়-স্বজনের মনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছবর দান করুন। আমিন!

(শহীদ বেলাল-এর জানাযায় প্রদত্ত বক্তব্য থেকে সংকলিত)

মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

শহীদ বেলালের শেষ মুহূর্তে যা মনে পড়ে

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

সব সময় হাস্যজ্জল মুখ, এমনকি কড়া শাসন করলেও! কখনও বিষণ্ন মন বা কালো মুখ করতে দেখিনি। একটা সজীবতা, প্রাণের স্পনদন এবং উদ্যমী মানুষের নমুনা ছিল শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন। তাই বাস্তবেই তার কথা বার বার মনে পড়ে।

আমি খুলনায় গেলে বা সে ঢাকায় আসলে কখনও সাংগঠনিক পরিবেশে, কখনও সাংবাদিক পরিচয়ে আবার কখনও প্রাক্তন ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের স্মরণীয় ইতিহাসে জড়িত হয়ে তার সাথে কথা বলেছি। সকল ক্ষেত্রে তাকে পেয়েছি সততা, নিষ্ঠা, আনুগত্য এবং আন্তরিকতায় ভরপুর একজন স্নেহের সাথী হিসাবে।

মানুষ বৃদ্ধ হলে বা মরণ ব্যধিতে আক্রান্ত হলে তার মৃত্যু সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়। কিন্তু বেলালের মত একজন উদ্যমী, পরিশ্রমী, পরিপূর্ণ সুস্থ মানুষ এভাবে চলে যাবে, ধারণা করা যায়নি। তাই খুলনা মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম পরওয়ার এমপি যখন বোমায় আহত হওয়ার খবর জানালো তখনও তার সুচিকিৎসার চিন্তা করেছি। কিন্তু মৃত্যুর আশংকা করিনি। দ্বিতীয়বার যখন গোলাম পরওয়ার টেলিফোনে জানালো, তার চিকিৎসা খুলনায় নাও হতে পারে, জরুরী ভিত্তিতে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে আসার দরকার হতে পারে তখনও মনে কোন আশংকার সৃষ্টি হয়নি। তৃতীয় টেলিফোনে তাকে নিয়ে আসার জন্য হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করেছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সহযোগিতায় দ্রুত আনা সম্ভবও হয়েছে। তখনও তাকে রিসিভ করার জন্য হেলিপ্যাডে ভালো মন নিয়ে গিয়েছি। হেলিপ্যাড-এ আমাকে দেখে সে সালামও দিয়েছে। তাই আশংকা তখনও দানা বাধেনি। কিন্তু নীলফামারী সফরকালীন সময় হঠাৎ করেই তার শাহাদাত-এর খবর শুনতে হলো, যার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলাম।

কয়েক ঘন্টার মধ্যে শহীদ শেখ বেলালের নিষ্কলুষ জীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম। যেমন সরকারী ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত মর্যাদা সহকারে মরদেহকে খুলনায় নিয়ে যাওয়া, 'খুলনা প্রেসক্লাবে' সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষ থেকে তার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা প্রদর্শন, তার বাসভবনে উপচে পড়া অশ্রুসিক্ত মানুষের ভীড় এবং 'খুলনা সার্কিট হাউজ' ময়দানে স্মরণাতীত কালের বৃহত্তম জানাজা ইত্যাদি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় টাকা-পয়সা, বিত্ত-বৈভব মানুষের হৃদয়ে স্থান লাভ করার তেমন কোন উপাদান নয় বরং চরিত্র-মাধুর্য, সহজ-সরল জীবন, বিনয়ী আচরণ, দরদী মন, যোগ্যতা-দক্ষতা, পরিশ্রম প্রিয়তা মানুষকে অনেক বড় করে তোলে, মহৎ করে তোলে। শহীদ বেলাল ধনিক পরিববারের সন্তান ছিল না। কিন্তু তার অর্জন ছিল অনেক বড়। শাহাদাতের পরে তারই স্বীকৃতি বাস্তবভাবে অবলোকন করা গেছে।

www.pathagar.com

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ইসলামী আন্দোলনের এক সফল উপহার। ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে সে ইসলামী আন্দোলনের কাজে সক্রিয় ছিল। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ছিলো তার ব্যক্তি জীবনের লক্ষ্য। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ও সরকার প্রতিষ্ঠা করা ছিল তার দলীয় লক্ষ্য। এ লক্ষ্যই তাকে বলিষ্ঠ করেছে, দুর্দমনীয় করেছে। কোন বাঁধা বিপত্তি চলার পথে তাকে থামাতে পারেনি। অর্থনৈতিক সংকট, জুলুম-নির্যাতন, মিথ্যাচার, অপপ্রচার, কোন কিছুই তাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। বরং ধৈর্য, প্রজ্ঞা, সহনশীলতা, এবং সংগঠনের প্রতি সংবেদনশীল আনুগত্যের মাধ্যমে, অর্থাৎ সংগঠনের সিদ্ধান্ত ও পলিসিকে আপন করে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। এ কথাগুলো বলা খুবই সহজ। কিন্তু দৃষ্টান্ত স্থাপন করা বড় মাপের কাজ। আজ তাই তাকে স্মরণ করি শ্রদ্ধার সাথে একজন বড় মাপের মানুষ হিসেবে।

আল্লাহ তার শাহাদাতকে কবুল করুন। তার মত মানুষ থেকে আমরাও যেন শিক্ষা নিতে পারি– মহান আল্লাহর দরবারে অকুণ্ঠচিত্তে সেই কামনা করি।

লেখক ঃ মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী
সেক্রেটারী জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

অকুতোভয় সাংবাদিক বেলাল

এ্যাডঃ শেখ তৈয়েবুর রহমান

মেয়র হিসেবে আমার অনেকের জানাযায় শরীক হবার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু সাংবাদিক বেলালের জানাযা একটু অন্যরকম মনে হলো। জামায়াতের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীসহ জাতীয় ও স্থানীয় বহু নেতৃবৃন্দ জানাযায় হাজির ছিলেন। সার্কিট হাউজে এধরনের জানাযা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। বেলাল শহীদ হয়েছে বলে হয়ত তার এত সৌভাগ্য।

বেলাল পেশায় সাংবাদিক। পেশাগত দায়িত্ব পালনসহ খুলনার উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে আমার সাথে সে পরামর্শ করত। সমস্যা বলত, নিয়মিত যোগাযোগে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাত। আমি অনেক উপকৃত হতাম। কিন্তু আজ আর বেলাল আমার কাছে আসে না। সমস্যা জানায় না, পরামর্শও দেয় না। খুলনা প্রেসক্লাবের উন্নয়নের ব্যাপারে তার সকল প্রস্তাবনাকে আমি গুরুত্ব দিতাম। সাংবাদিকসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে তার সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল। দল ও শ্রেণীভেদে সকল সাংবাদিক তথা খুলনা বাসী ব্যথাতুর হয়ে তার মাগফিরাত কামনা করেছে।

সাংবাদিক বেলাল দুস্কৃতিকারীদের পরিকল্পিত বোমার আঘাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। ইতিপূর্বে খুলনাসহ সারা দেশে বহু সাংবাদিক সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়েছে। আমার বুঝে আসেনা যে, সাংবাদিকদের উপর এ আক্রমণ কেন? তারাতো বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। আর বেলাল তার নীতি ও আদর্শে আপোষহীন ভাবে সত্য ও তথ্যনির্ভর লেখনীতে খুলনাতে এক অনন্য অবদান রেখেছে। তাঁর এ হত্যাকাণ্ড আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে।

আমরা চাইনা আর কোন সাংবাদিক বা কোন নেতৃবৃন্দ কিংবা সাধারণ মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটুক। এ ব্যাপারে সরকার ও প্রশাসন অধিক সজাগ রয়েছে। সকল দুষ্কৃতিকারীদের বিচার নিশ্চিত করতে আমাদের চারদলীয় জোট সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সাংবাদিক বেলালের শাহাদাত কবুলের জন্য আল্লাহর দরবারে মোনাযাত করি। দোয়া করি, যেন বেলালের মায়ের মত কোন মায়ের বুক খালি না হয়, কোন স্ত্রী যেন বিধবা না হয়। সাথে সাথে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আল্লাহ ধৈর্যধারণের তৌফিক দিন।

লেখক ঃ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ও খুলনা জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী।

www.pathagar.com

বেলালের সাথীরা নিরাপদ নয়!

সাইফুল আলম খান

রাতে আমার মোবাইল ফোনে একটা ম্যাসেজ পাঠানো হয়েছে। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তাই সাথে সাথে ম্যাসেজটি দেখা হয়নি। সেটি ছিল খুলনায় বেলাল আহত হওয়ার সংবাদ। ভাবতেই পারিনি যে এ আঘাতে বেলাল আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। তাকে যখন ঢাকায় নিয়ে আসা হলো তখনও আমি চিন্তিত ছিলাম না। ঢাকায় সিএমএইচ-এ শেখ বেলালকে দেখতে গেলাম। তার অবস্থা দেখে চোখের পানি রাখতে পারলাম না। অনেক কাঁদলাম দু'হাত তুলে প্রভূর দরবারে। ডাক্তাররা বললেন, এ সময়টা তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়টা টিকে গেলে সে বাঁচতে পারে। আরও একটা ম্যাসেজ পেয়েছিলাম, বেলাল আর নেই। ছুটে গেলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে। বেলালের অনেক সাথীরা জড়ো হয়েছে। কারও মুখে কোন কথা নেই। সিদ্ধান্ত হলো- ঢাকায় জানাজা শেষে তাকে খুলনায় নিয়ে যাওয়া হবে। এভাবেই বেলাল ভাই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। এ জগতে তার সাথে আর দেখা হবে না। যখনই খুলনায় গিয়েছি ঐ মানুষটির আকর্ষণ অনুভব করেছি। হাসি মুখে ছিল লক্ষ প্রাণের প্রবাহ। এ আকর্ষণ সাথীরা চিরদিন অনুভব করবে। খুলনার আন্দোলনের ভাইয়েরা যেখানেই যাবেন শেখ বেলালের স্মৃতি তাদেরকে ঘিরে থাকবে। যশোর বিমান বন্দর, বি. এল. কলেজ, আল ফারুক সোসাইটি, সার্কিট হাউজ, রাজপথ সর্বত্র বেলালকে দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ তার সকল তৎপরতা কবুল করুন, আমিন।

খুলনায় এ হত্যার ঘটনা নতুন নয়। আবুল কাশেম পাঠান, মুন্সী আব্দুল হালিম, শেখ রহমত আলী, শেখ আমিনুল ইসলাম বিমান- এরা সকলেই ছিলেন আন্দোলনের দায়িত্বশীল। আমার মনে হয় এত দায়িত্বশীলকে আর কোথাও হারাতে হয়নি। এরা যদি জীবিত থাকতেন তাহলে খুলনার চিত্র ভিন্ন হতো। বিশেষ করে শেখ বেলাল, আবুল কাশেম পাঠান ও মুন্সি আব্দুল হালিমের হত্যা নিয়ে ভাবতে হবে।

এ সব হত্যার মাধ্যমে খুলনার ইসলামী আন্দোলনকে নেতৃত্ব শূন্য করার চেষ্টা চলছে। মুন্সী আব্দুল হালিমের হত্যার ঘটনা স্মরণে আনলে বিষয়টি আরও পরিস্কার হয়ে যাবে। ঘটনা বি. এল. কলেজে দিনের বেলায়। কলেজ ক্যাম্পাসে পুলিশ উপস্থিত ছিল, অধ্যক্ষ ও শিক্ষকরাও উপস্থিত ছিলেন। সকলের চোখের সামনে এ হত্যাকান্ড সংগঠিত হলো। মুন্সী আব্দুল হালিম প্রাণে বাঁচার জন্য শেষ চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মসজিদে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে দরজা কুপিয়ে ও বোমা মেরে দরজা ভেঙ্গে তাকে বের করে আনা হয় এবং তাকে হত্যা করা হয়। বি. এল. কলেজ প্রধান সড়ক থেকে পরিস্কার দেখা যায়। মুন্সি আব্দুল হালিম ছিলেন তখনকার বি. এল. কলেজ সংসদের জি. এস। এত সব কিছুর পরও তাকে হত্যা করা হয় এবং হত্যাকারীরা নির্বিঘ্নে চলে

www.pathagar.com

যেতে পারেন। একই ভাবে শেখ রহমত আলীকে হোস্টেল থেকে খুঁজে বের করে হত্যা করা হয়। রহমত আলী ছিলেন ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক। এ হত্যাকান্ডের লোমহর্ষক বিবরণ স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

আবুল কাশেম পাঠানকেও খুলনা সিটি কলেজে দিনের বেলায় গুলি করা হয়েছে এবং সেখানেও কলেজ কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ উপস্থিত ছিল।

বাগেরহাট জেলার রামপালের মাওলানা গাজী আবু বকরকে একেবারে টার্গেট করে হত্যা করা হয়েছে। কোন সংঘর্ষ ছিল না। গুপ্তভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে। শেখ বেলালের হত্যাকান্ড আরও পরিকল্পিত। খুলনার আন্দোলনের প্রথম সারির একজন নেতার সাংবাদিক জগতে তাদের (সাংবাদিকদের) নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছিল বড় ব্যাপার, বিরাট সফলতা। প্রেস ক্লাবে আরও মটর সাইকেল ছিল। কিন্তু বোমা বাঁধা হলো শেখ বেলালের মটর সাইকেলে। পরিস্কার টার্গেট।

আমিনুল ইসলাম বিমানকে যখন হত্যা করা হয়, তখন তিনি শিবির অফিসে কাজ করছিলেন।

মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক সংসদ নির্বাচন করেছিলেন। এলাকায় তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। সামনের নির্বাচনে তিনি হতেন সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী। কাজেই তার হত্যাকান্ড পরিপূর্ণ অর্থেই রাজনৈতিক হত্যাকান্ড।

মুন্সী আব্দুল হালিমের কবর জিয়ারত করতে বাড়িতে গিয়েছিলাম। ফুলতলার দামোদরের প্রধান সড়কের পাশেই তাদের বাড়ী। অর্থাৎ বি. এল. কলেজের কাছেই তার স্থায়ী ঠিকানা। ফুলতলার স্থানীয় বাসিন্দা মুন্সী আব্দুল হালিম। বি. এল. কলেজের জি. এস. হিসেবে ভবিষ্যতে খুলনার রাজনীতিতে তার সম্ভাবনা ছিল নিশ্চিত ভাবেই উজ্জল। খুলনার সংসদ নির্বাচনে তাকে নিয়ে আন্দোলন চিন্তা করতো কিনা? আমার মনে হয় সকলেই স্বীকার করবেন তার সম্ভাবনা ছিল শতভাগ। তবে কি আমরা ধরে নিবো এ সব কারণেই মুন্সী আব্দুল হালিমকে প্রাণ দিতে হলো।

আবুল কাশেম পাঠানের সাথে পরিচয় হয় ঢাকায়। মহানগরী জামায়াত চত্ত্বরে ও নিজেই আমার কাছে পরিচয় দিল। লাল রংয়ের শার্ট পরা ছিল। চুলগুলি লালচে রংয়ের। দুধে আলতা রংয়ের কাশেমকে দেখে বাংলাদেশী বলে মনে হয়নি। আমাকে খুলনায় আসার দাওয়াত দিল। আমি দারুন Impressed হলাম। ওর মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা দেখতে পেলাম। ভাবলাম খুলনায় গেলে ওর সাথে কথা বলা যাবে। আর কথা বলা হয়নি।

কিছুদিন পরে ফজরের নামাজ শেষে হেটে এসে সংগ্রাম পত্রিকায় চোখ বুলাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে আমার চোখ আটকিয়ে গেল। দেখলাম কাশেম পাঠান আর নেই। নীরবে চোখের পানি এলো। এরপর পত্র-পত্রিকায় তার সম্পর্কে অনেক খবর ছাপা হয়েছে। পুলিশ অফিসার থেকে শুরু করে রিক্সাওয়ালা দিন মজুরেরা তার জন্য কেঁদেছেন। জানা গেছে, অনেক দুঃখীর অভিভাবক ছিল কাশেম পাঠান। বি. এল. কলেজে রাস্তা দিয়ে

www.pathagar.com

হাঁটলে এক দল ছাত্র তার সাথে থাকতো। ছাত্র-ছাত্রীদের সে ছিল প্রিয় কাশেম ভাই। ও ছিল খুলনার স্থানীয় বাসিন্দা। কাশেম পাঠান বি. এল. কলেজে ছাত্র সংসদের ভারপ্রাপ্ত জি. এস. ছিল। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীরা তাকে গ্রহণ করেছিল। সিটি কলেজসহ সর্বত্র তার গ্রহণ যোগ্যতা ছিল ঈর্ষণীয়। দুঃখীদের মধ্যে তার তৎপরতা মানব দরদী কাশেম পাঠানকে আমাদের কাছে পরিচয় করে দেয়। পরিবারে ও ছিল সকলের প্রিয়। তার বড় বোনের লেখা পড়লে সহজেই বুঝা যায়। এ সব কিছু যোগ করলে ভবিষ্যৎ একজন নেতার নিশ্চিত রূপ পাওয়া যাবে তার মাঝে। কাজেই খুলনা শহরের সংসদ নির্বাচনে মুন্সী আব্দুল হালিম ও আবুল কাশেম পাঠানকে নিয়ে তাদের সাথীরা যে স্বপ্ন দেখবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক।

শেখ বেলাল হত্যার পর গোলাম পরোয়ার এমপি-কে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে। তিনি বিষয়টি প্রশাসনকে ও পুলিশকে জানিয়েছেন। তার নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমার মনে হয়, একজন সংসদ সদস্য হিসেবে বিষয়টি স্পীকার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আই. জি. ও প্রধানমন্ত্রীকে লিখিতভাবে জানানো প্রয়োজন এবং সংসদে তার বক্তৃতায় নিরাপত্তা সমস্যাটা রেকর্ড থাকা দরকার। প্রায়ই গভীর রাতে তিনি শিরোমনিতে নিজ বাড়ীতে ফেরেন একাকী। বিষয়টি নিয়ে আমি খুবই উদ্বিগ্ন।

খুলনায় বেলালের সাথীদের বিষয়গুলি নিয়ে গভীরভাবে ভাবা দরকার। এগুলিকে নিছক হত্যাকান্ড ভাবলে বড় ভুল হবে। এর পিছনে Master Mind কাজ করেছে। এ সব হত্যাকাণ্ড যখন সংগঠিত হয়েছে তখন সবগুলি সরকার আমাদের বিপক্ষে ছিল না। তারপরও হত্যাকাণ্ডগুলি রোধ করা যায়নি।

খুনিদের কাজ কি এখানেই শেষ? আমার মনে হয় গোলাম পরোয়ারকে দেয়া হুমকি প্রমাণ করে হত্যাকারীরা থেমে নেই। তারা বাগেরহাটে মাওলানা আবু বকরকে হত্যা করেছে। কাজেই এরা যে সাতক্ষীরা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ঢাকায় তাদের হাত বিস্তৃত করবে না তার নিশ্চয়তা কে দেবে? সিরাজগঞ্জে বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহবাজ হত্যা এর বড় প্রমাণ। কাজেই এটা খুবই পরিস্কার বাংলাদেশে ইসলামী জনতাকে থামিয়ে দেয়ার জন্য একটা চক্র কাজ করছে। এর পিছনে, Master Mind কাজ করছে। সরকারের পরিবর্তন তাদের পরিকল্পনাকে থামিয়ে দিচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে এবং পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যথায় ভুল করা হবে।

এটা ঠিক আল্লাহই আমাদের নিরাপত্তা দিবেন। কিন্তু মানবীয় ব্যবস্থা নেয়া তাঁরই (আল্লাহ) নির্দেশ।

পরিশেষে শেখ বেলালের জন্য দোয়া করছি আল্লাহ যেন তাকে রাসূলের (সঃ) মুয়াজ্জিন বেলালের সাথে আখেরাতে মিলিত করে দেন। আমীন॥

লেখক ঃ সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

www.pathagar.com

আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় শহীদ বেলাল

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

প্রায় তিন যুগ ব্যাপী আল্লাহর রাহে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে যার পদচারণায় খুলনা ছিল মুখরিত; যার মুক্ত প্রাণের উচ্ছ্বলতা এবং সদা হাস্যজ্জ্বল ও উন্নত নৈতিক আদর্শের দুর্নিবার আকর্ষণে আলোড়িত হয়েছে– লক্ষ হৃদয়- সে আমাদের বেলাল ভাই- আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় শহীদ বেলাল।

১৯৭৫ সালে ছাত্র জীবন থেকেই বেলাল ভাইয়ের সাথে আমার সাংগঠনিক সম্পর্ক। তখন আমি বি.এল কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হয়েছি। দ্বীনি উখুওয়াত এর সুদৃঢ় বন্ধনতো ছিলই। এ সম্পর্ক আরও মধুরতম পর্যায়ে পৌঁছানোর পেছনে ছিল চিন্তার ঐক্য, দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য, রুচি পছন্দের মিল, সুখে-দুখে অংশিদারিত্ব। মিছিলে শ্লোগান, পোস্টার লেখা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, রাত জেগে দেয়াল লেখা, প্রিন্টিং ওয়ার্ক, ঝুকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন আমার ভাল লাগত। বেলাল ভাই এসব কাজের দক্ষ দায়িত্বশীল ছিলেন। বি.এল কলেজে বা শহরে সর্বত্র মিছিলে মুষ্টিবদ্ধ বাহু উচিয়ে বেলাল ভাইয়ের শ্লোগান আমার ভাল লাগত। মিছিলে তার দৃপ্ত পদক্ষেপ, বক্তব্যের বিল্পবী কণ্ঠ, পোস্টারের চমৎকার আল্পনা এবং গানের আবেগময় আবেদনে আমি মোহিত হতাম। ভাবতাম কি করে ওনার সাথে ঘনিষ্ঠ হব? অল্পতেই সম্পর্ক ভাল- উত্তম থেকে মুধর হয়ে গেল। একদিন না দেখলে, কথা না বললে শূন্যতা বোধ করতাম, রসিকতা, হাসি আবার কাজে সিদ্ধান্তে, নীতিতে তার কঠোরতা আমাকে সংগঠনে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করতো। পোষাক পরিচ্ছদে অতি সাধারণ। নিরহংকার। কিন্তু কাছে গেলে তার ব্যক্তিত্ব আমাকে আকর্ষণ করতো দারুণভাবে। এভাবে পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা। ১৯৭৯ সালে পলিটেকনিক কলেজের নির্বাচনে পোস্টার লিখতে হবে। সিদ্ধান্ত হলো আমাকে বেলাল ভাইয়ের বাড়ীতে যেতে হবে তার সাথে। গেলাম। এই প্রথম বেলার ভাইয়ের বাড়ীতে যাওয়া। রাত জেগে জেগে পোস্টার লিখলাম।

দায়ী ইলাল্লাহ ঃ

খুলনার ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে যত ভাল রিক্রুটমেন্ট, মেধাবী, প্রতিভাবান, নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন- তার বেশির ভাগ অবদান বেলাল ভাইয়ের- এটা সবাই স্বীকার করবেন। তার ব্যাগে থাকতো সব সময় ক্লাস রুটিন, ডায়রী, ক্যালেণ্ডার বা কোন গীফট আইটেম। মুখে হাসি ও মিষ্টি ভাষা। স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে অতি অল্পতেই তিনি অন্যকে আপন করতেন। দ্রুত পরিচিত হতেন ছাত্রদের সাথে, এমনকি তার পরিবার ও পিতা মাতার সাথে। সম্পূর্ণ উল্টো আদর্শের পরিবারেও বেলাল ভাই দাওয়াতী কাজে সফল হতেন। তার অনন্য উদাহরণ খুলনার শিবিরের প্রথম শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান। বিমান ভাই বেলাল ভাইয়ের দাওয়াতেই সংগঠনে এসেছিলেন। বেলাল ভাইয়ের

www.pathagar.com

দাওয়াতে আসা বিপুল সংখ্যক জনশক্তি এখন দেশে বিদেশে বিভিন্ন স্থানে উচ্চ পদে আসীন হয়েছেন। সংগঠনেও দায়িত্ব পালন করছেন। মহানগর জামায়াতের কর্মপরিষদে তার উপর দাওয়াত বিভাগেরই দায়িত্ব ছিল।

বহুমুখী প্রতিভা ঃ

শহীদ বেলাল ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। স্কুল জীবনে খুলনা জেলা স্কুলের কৃতি ছাত্র হিসেবে তিনি শিশু সংগঠন "ঝিংগে ফুল" পরবর্তী কালে শাহীন শিবির ও ফুলকুঁড়ির সংগঠক হিসেবে কাজ করেন। খুলনার 'টাইফুন শিল্পী গোষ্ঠি'র তিনি প্রতিষ্ঠাতা। খুলনা সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি। মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের দু'বার নির্বাচিত সভাপতি। রায়ের মহল কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য। ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ, খুলনার নির্বাহী সদস্য। খুলনা জেলা স্কুল শতবর্ষ পূর্তি স্মরণিকা কমিটির সদস্য সচিব। ১৯৮০ সালে বি.এল কলেজে তিনি ভিপিসহ পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী হন। কিন্তু প্রতি পক্ষের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ভোট গণনার সময় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে, বোমা হামলা করে, ব্যালট ছিনতাই করে ৭ (সাত) ভোট কম দেখিয়ে তাকে হারিয়ে দেওয়া হয়। ইসলামী ছাত্র শিবিরের একাধিক বার তিনি খুলনা মহানগর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সম্পাদকসহ সেক্রেটারীয়েটের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাংবাদিক হিসেবে বিভিন্ন সময় থাইল্যান্ড, নেপাল ও ভারত সফর করেন।

আদর্শ পরিবার ঃ

শহীদ বেলাল তার পরিবারকে একটি আদর্শ পরিবার হিসাবে গড়ে গেছেন। এমন পরিবার খুবই বিরল। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী সকলেই ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও দায়িত্বশীল। পরিবারে কঠোর শরয়ী পর্দা। পারিবারিক পরিবেশে ইসলামী পরিবেশ এমন যে, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা ঐ বাড়ীকে আপন বাড়ীর মত মনে করে। কঠিন কঠিন মুহূর্তে নেতৃবৃন্দের বৈঠক, অবস্থান, দিনের পর দিন খানা-পিনা, সবই চলে ইসলামী আন্দোলনের একটি কেন্দ্রের মত। মনে হয় সব যেন একই পরিবারের সদস্য।

বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ঃ

গোটা জীবনেই বেলাল ভাই ছিলেন বলিষ্ঠ, নির্ভিক ও দারুণ সাংগঠনিক প্রজ্ঞার অধিকারী। ছাত্র জীবনে কারাবরণ করেছেন। ক্যাম্পাসে ছাত্র সংঘর্ষ চলার খবর পেয়ে সভাপতির দায়িত্ব অনুভূতিতে ফাইনাল পরীক্ষা অসমাপ্ত রেখে পরীক্ষার হল ত্যাগ করে সংঘর্ষের ময়দানে মিমাংসার ভূমিকা রাখতে গিয়ে আহত হন। ক্যাম্পাস রাজনীতিতে অত্যন্ত কৌশলী সংগঠক ও প্রজ্ঞাবান হিসেবে জনপ্রিয় বেলাল ভাই তার সিদ্ধান্তে সর্বদাই বলিষ্ঠতার ছাপ রেখেছেন। খুলনা প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক ইউনিয়নে আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক বিষয়ে তিনি আপোষহীন ও বলিষ্ঠতার পরিচয় দেয়ায় সাংবাদিক মহলে তিনি প্রিয়ভাজন ছিলেন। সু-স্বাস্থের অধিকারী বেলার ভাই কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। কথা-বার্তায় তার বলিষ্ঠতা ফুটে উঠতো। সঙ্গী-সাথী, সহকর্মীদের প্রেরণা যোগানো, আর্দশের

www.pathagar.com

সংগ্রামে সাথীদের সাহসী করে তোলা, হতাশা-নিরাশা বিপদে- ঝুঁকিতে কর্মীদেরকে তার আশ্রয়ের কোলে রেখে বলিষ্ঠতার সাথে নিজেই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতেন। এজন্য তার সঙ্গীরা তাকে ঘিরেই থাকতো।

সাংবাদিকতায় সাফল্য ঃ

ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হয়ে সাংবাদিকতার মত পেশায় জনপ্রিয়তা অর্জন করা, সাংবাদিক ফোরামে ভোটে নির্বাচিত হওয়া খুবই কঠিন কাজ। বাংলাদেশে এ অঙ্গনে তার সাফল্য ছিল বিরল ঘটনা। পেশায় তার কোন শত্রু ছিল না। ভিন্ন আদর্শের সাংবাদিকরাও তার পেশাগত বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল নিবিড়ভাবে। নবাগত ও সম্ভাবনাময় তরুণদের সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ দেওয়া, নিউজ লেখা ও সাংবাদিক সৃষ্টিতে তিনি অনন্য অবদান রেখে গেছেন। বিভিন্ন সরকারী বে-সরকারী সংস্থা, এনজিও আয়োজিত সেমিনারে ও ওয়ার্কশপে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রসাশন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, উলামা মাশায়েখ, শ্রমিক পেশাজীবী, দরিদ্র, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নির্বিশেষে সকলের কাছে তিনি অতি আপন ও আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিলেন সাংবাদিক হিসেবে দৈনিক সংগ্রামকে সকল মহলে প্রিয় করা, সর্বস্তরে পৌঁছানোর কাজে এক নতুন মাত্রা তিনি যুক্ত করে গেছেন। 'সংগ্রাম'কে তিনি সংগ্রাম করেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একাজে তিনি অনেক সহকর্মী তৈরী করেছেন।

আব্বা-আম্মার হজ্বযাত্রা ও তাদের সাথে শেষ সাক্ষাত ঃ

বেলাল ভাই তার আব্বা-আম্মাকে এবার হজ্বে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ৮ই জানুয়ারি রাত ৯ টায় বাংলাদেশ বিমানের হজ্ব ফ্লাইট। বিদায় দেবার জন্য বেলাল ভাইয়ের পরিবারের অনেকেই ঢাকায়। আমাকেও যেতে বললেন। পল্টনে বেলাল ভাইয়ের সেঝ বোনের বাসা থেকে মাগরীব পড়ে আমরা বিমান বন্দরে যাব- সিদ্ধান্ত হল। বেলাল ভাইয়ের আব্বা, ভগ্নীপতি ফরিদ ভাই ও বেলাল ভাইসহ বেশ কয়েকজন মাগরিবের নামাজে দাঁড়ালাম। আমাকেই ইমামতি করার জন্য বললেন। প্রথম রাকায়াতে "ওয়া ইজ ইয়ার ফাও ইব্রাহীমূল কাওয়াইদা মিনাল বাইয়তি ওয়া ইসমাইল ... "এই আয়াত থেকে তেলাওয়াত করছিলাম। পেছনে নামাযরত বেলাল ভাইয়ের কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। কেন কাঁদছিলেন জানিনা। বিমান বিলম্ব হবে তাই সুযোগ পেয়ে বিমান বন্দরে আব্বা-আম্মার সংগে অনেক বিদায়ী কথা-বার্তা বললেন। আমাকে বলছিলেন, "আম্মাকে হজ্জ থেকে ফিরে এসে তোমার কিন্তু রুকন হতে হবে।" দোয়া করে বিদায় দিয়ে বেলাল ভাই ও আমি বাসায় চলে এলাম। হজ্ব চলাকালীন বেলাল ভাই আম্মার সংগে মোবাইলে কথা বলেছিলেন। আম্মা বলেছিলেন, "আমরা ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ফিরবো, তুমি কিন্তু বিমান বন্দরে আসবে।" কিন্তু বিমানের সিডিউল পরিবর্তন হওয়ায় ৬ ফেব্রুয়ারি তারা ঢাকায় নামলেন। ৫ তারিখ আহত হয়ে বেলাল ভাই ৬ তারিখে প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হেলিকপ্টারে ঢাকায় গেলেন। একই দুপুরে বেলাল ভাইয়ের আব্বা-আম্মা হজ্ব থেকে ঢাকায় ফিরলেন। তাদের মানসিক অবস্থা লক্ষ করে

www.pathagar.com

বেলাল ভাইয়ের আহত হওয়ার সংবাদ তাৎক্ষণিক উনাদের না জানানো এবং সিএমএইচ-এ বেলাল ভাইয়ের কাছে না নেবার সিদ্ধান্ত হল। ধীরে ধীরে কিছু জানানো হল। তাতেই মায়ের মন উতালা হয়ে উঠলো। উভয়েই ছটফট করতে লাগলেন। আমি কাছে গিয়ে যতদূর সম্ভব সান্ত্বনা দিয়ে দোয়া করতে বললাম। ১০ তারিখ বিকাল থেকে বেলাল ভাইয়ের অবস্থা দ্রুত অবনতি ঘটলে আব্বা-আম্মাকে বিস্তারিত না জানিয়ে ১১ তারিখ সকালে খুলনায় পাঠানো হল। মাইক্রোবাসে এমপি রুহুল কুদ্দুস স্যার এবং আমার ছোট ভাই মুজাহিদের সংগে। হাজ্বী হিসেবে আব্বা-আম্মার প্রিয় মুখ আর দেখতে পেলেন না বেলাল ভাই। ঐ দিনই ১১ তারিখ সিএমএইচ-এ তিনি সকাল ১১ টায় শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। তখন উনার আব্বা-আম্মা মাইক্রোবাসে খুলনার পথে। শহীদের কফিন ১১ তারিখে বাড়ীতে আনলে আব্বা-আম্মা দীর্ণ কলিজা চেপে ধরে চোখের পানিতে ভাসিয়ে তাদের প্রথম সন্তান শহীদ বেলালের কাফনে ঢাকা মুখ খুলে দেখলেন– মুর্ছা গেলেন। হজ্বে পাঠাবার সময় বিমান বন্দরেই আব্বা-আম্মার সংগে বেলাল ভাইয়ের শেষ দেখা ও শেষ কথা।

প্রেসক্লাব-খুলনা মেডিকেল-সিএমএইচ ঃ

খুলনা প্রেস ক্লাবের বোমা হামলায় বেলাল ভাইয়ের আহত হওয়ার তারিখ ছিল ৫ ফেব্রুয়ারি শনিবার রাত সোয়া ন'টা। ঐদিন দুপুর বারটায় কে.এম.পি কমিশনারের সাথে জামায়াত নেতৃবৃন্দের বৈঠক ছিল। যথাসময়ে গেলাম। পুলিশ কমিশনার জাবেদ পাটোয়ারী ঐ দিনের দৈনিক সংগ্রামের প্রথম পাতায় তিন কলামে ছাপা একটা নিউজ দেখিয়ে বললেন– "সাংবাদিক বেলাল সাহেব আজ একটা খুব ভাল নিউজ করেছেন"। প্রায় ঘন্টাখানেক বৈঠক শেষ করে জেলা প্রশাসকের সাথে বৈঠক। তারপর প্রায় দুইটার দিকে আমরা জামায়াত অফিসের সামনে নেমে দেখি বেলাল ভাই মটর সাইকেলে সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমাকে বললেন– "পরওয়ার ভাই, চলেন আজ শ্বশুর বাড়ী ভাল খাবার আয়োজন আছে।" আমি বললাম– "আমার তো ডুমুরিয়ায় প্রোগ্রাম, বাড়ীতে যেয়ে লোক নিয়ে সেখানে যেতে হবে, আজ পারবো না।" তিনি পীড়াপীড়ি না করে বললেন– ঠিক আছে"। ডুমুরিয়ার প্রোগ্রাম শেষ করে রাত প্রায় ৯ টার দিকে বাড়ী ফিরে ড্রইং রুমে বসেছি। লোকজন এসেছে কথা বলছি। ৯.২৫ মিনিটের দিকে সাংবাদিক সুমনের মোবাইল "বেলাল ভাই প্রেস ক্লাবে আহত, তাকে কোথায় নেওয়া হয়েছে জানিনা"। কয়েক মিনিট পরে সিমেট্রি রোডে আমার ছোট ফুফুর নিজ বাসা থেকে টেলিফোন "প্রেস ক্লাবে কি হয়েছে? বেলাল নাকি মারা গেছে"। অধ্যাপক আব্দুল মতিন ভাই মোবাইলে কেঁদে ফেললেন। আমি হতবিহবল। উদ্বিগ্ন হয়ে প্রেস ক্লাবে ফোন করার জন্য সেটে হাত দিলে ডিজিটগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ছোট ভাই মুজাহিদকে বললাম– প্রেস ক্লাবে ফোন কর। ফোন করে প্রেস ক্লাবের ষ্টাফ চাঁন মিয়া কেঁদে উঠে বলল– বেলাল স্যারের খুব খারাপ অবস্থা, সারা গায়ে আগুন দেখেছি। কোথায় আছে জানিনা স্যার"। ফোন রেখে ছোট ভাই মুজাহিদ ও খায়েরকে বললাম গাড়ী বের কর। এদিকে বাড়ীতে কান্নার রোল। নাদিয়ার আম্মু (আমার স্ত্রী ও শহীদ বেলালের চতুর্থ

www.pathagar.com

বোন) কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে। কোন রকম সান্ত্বনা দিয়ে ছুটলাম হাসপাতালে। পথে গাড়ীর মধ্যে আব্দুল ওয়াদুদ ভাই মোবাইলে জানালো- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। উর্ধশ্বাসে ঢুকলাম অপারেশন থিয়েটারে। আগুনে ঝলসানো মুখ, কব্জি বিচ্ছিন্ন বাম হাত, গোটা দেহ রক্তাক্ত- ক্ষত-বিক্ষত। নাকে অক্সিজেনের মাস্ক। ডাক্তাররা আশাবাদী হয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। জামায়াত, শিবির, বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল, চারদলীয় জোট নেতৃবৃন্দ সহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশ কমিশনার, ডিসি, এসপি, সিভিল সার্জন ও প্রশাসনের সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষমান- দোয়াপ্রার্থী। রক্ত দেবার জন্য শত-শত মানুষের লাইন। ৩৪ ব্যাগ রক্ত রেডি করা হল। অপারেশন থিয়েটারে ডাক্তাররা আমাকে বলল, এখানে আনবার পর পরই আপনাকে বেলাল ভাই বার বার ডেকেছেন। পোস্ট অপারেটিভে আনার পর আমি কাছে গেলাম, কথা বললাম। দৃঢ় কণ্ঠে আমাকে বেলাল ভাই বললেন, "আমি কি শহীদ হতে পারবো না?" আমি বললাম-"না আপনি গাজী হবেন"। উনার স্ত্রীকে ডেকে বললেন : "তানজিলা তুমি মুজাহিদের স্ত্রী হবে"। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কাটলো সারা রাত। রাতেই পরামর্শ করে সরকারীভাবে হেলিকপ্টার আনার ব্যবস্থা করা হলো। উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার সি, এম, এইচ-এ নিতে হবে। সকালে হেলিপ্যাডে নেবার সময় আমি বেলাল ভাইকে সান্ত না দিয়ে বলছিলাম- "আপনি ইনশাআল্লা ভাল হয়ে যাবেন। আপনাকে সি, এম, এইচ-এ পাঠানো হচ্ছে"। বেলাল ভাই বললেন "ফায়সালা তো আসমানেই হবে"। দুপুর বারটার পূর্বেই হেলিকপ্টার খুলনা হেলিপ্যাড ত্যাগ করল। তেজগাঁও হেলিপ্যাডে আহত বেলাল-কে রিসিভ করলেন মাননীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী ও জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রীকে বেলাল ভাই সালাম দিলেন। সি, এম, এইচ-এ সর্বোচ্চ চিকিৎসা চলল।

অন্তিম যাত্রায় বেদনা বিধুর মুহূর্তগুলো

৬, ৭, ৮, ৯ ফেব্রুয়ারি এই চারদিন ডাক্তাররা আশাবাদী বলে আশ্বস্ত করলেন। কিন্তু ১০ তারিখ দুপুরের পর অবস্থার দ্রুত অবনতি হলো। বিকেলেই মল্লিক ভাই, মন্টু ভাই ও ইলিয়াস ভাই বসলাম- চিকিৎসার জন্য আর কি করা যায়? সকল চেষ্টা অব্যাহত রাখলাম। ডাক্তাররা বললেন- আন্তর্জাতিক মানের সর্বোচ্চ ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে রাত দিন সি, এম, এইচ-এ।

ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট- ১। কখনো ভিতরে, কখনো বারান্দায়। পেরেশান হয়ে দোয়া- আল্লাহর কাছে আকুতি। দলে দলে আত্মীয়-স্বজন, নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, আসছেন আর দোয়া করছেন। ১১ তারিখ জুমআবার সকাল থেকে আমি ইলিয়াস ভাইসহ সবাই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম হয়তো আল্লাহর ফায়সালা আসছে। ১০ টার দিকে দেখি বেলাল ভাইয়ের বেডের পার্শ্বে কালো কাপড় দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল। ডাক্তাররা বেলাল ভাইয়ের অচেতন দেহে ম্যাসেজ করছেন- হার্ট পাম্প করানোর চেষ্টা মনে হয়। বোধ হয় শেষ। চোখ ভরে পানি। হাসপাতালের দেয়ালের কোণে কোণ মাথা রেখে আমাদের কান্না। ১১ টার দিকে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছেন বেলাল ভাই।

www.pathagar.com

অনেকে সশব্দে, অনেকে নিঃশব্দে, বুক ভরা কষ্টে অঝোরে কান্নার রোল। কে কাকে বুঝাবে? খুলনাতে কালাম ভাইকে, গোলাম কুদ্দুস কে বাকরুদ্ধ হয়ে মোবাইলে জানালাম– বেলাল ভাই চলে গেছেন। ওপাশ থেকেও হু-হু কান্নার আওয়াজ।

উৎকণ্ঠা, চোখের পানি আর দোয়া এ সপ্তাহের প্রতিটি মুহূর্তে যেন স্মৃতির পাতায় কঠিন– বেদনা বিধুর। হৃদয়ের এই ক্ষত যেন কোন দিন শুকাবে না। হৃদয়ের এই রক্ত ক্ষরণ সারাজীবন মনে হয় আমাকে সিক্ত করবে। উপলব্ধির গভীরে শুধু বিশাল শূন্যতা। তবে আগুনে ঝলসানো মুখের সাদা কাফন খুলে শহীদের চেহারায় উজ্জল নূরের যে জ্যোতি আমি দেখেছি– তাই হয়তো আমার হৃদয়ের শূণ্যতা কাটাতে সাহস যোগাবে। দেবে সামনে চলার অদম্য প্রেরণা।

সি, এম, এইচ-এর ফর্মালিটিজ, পুলিশ, পোস্ট মার্টেম শেষ। সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাদ আছর বায়তুল মোকাররামে জানাজা। ইমাম – এদেশের ইসলামী আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ অধ্যাপক গোলাম আযম। সরকারের তথ্যমন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ স্বল্প সময়ের খবরে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হলেন বায়তুল মোকাররমের পূর্ব চত্বরে। বারডেমে কফিন রাখা হল। ১২ তারিখ সকাল ৮ টায় তেজগাঁও হেলিপ্যাড থেকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী, আমি, তানজিলা বেলাল, ইলিয়াস ভাই ও অসিয়ার রহমান মন্টু ভাই শহীদের কফিন নিয়ে হেলিকপ্টারে আকাশে উড়লাম। শহীদের কফিনের পাশে বসে প্রায় ৪৫ মিনিট মুক্ত আকাশে। মনের গভীরে কত কথা-কত স্মৃতি। কত বেদনা- শেষ হয়ে যাওয়া কত স্বপ্ন। সকাল ৯টায় খুলনায় নামছি। দেখি বেলালশূণ্য খুলনার হাজার হাজার মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে। শহীদকে একনজর দেখতে যেন তারা ব্যাকুল। কোন বাঁধাই যেন তারা মানবে না।

সংগঠনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শহীদকে তার বাড়ীতে নেওয়া, প্রেসক্লাবে শেষ শ্রদ্ধা জানানো, সার্কিট হাউজ ময়দানে জানাজা, শহীদের গ্রামে জানাজা সবই সুষ্ঠু সুশৃংখল ভাবে সম্পন্ন হল। শহীদকে বাড়ীতে পেয়ে মনে হল বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত চতুর্দিক থেকে শোকাহত মানুষের ঢল। শহীদের মা বারবার মুর্ছা যাচ্ছেন। নির্বাক বাকরুদ্ধ পিতার চোখে শুধু অঝোর ধারা। প্রতিবেশী, স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আহাজারী এক মর্মস্পর্শী করুন দৃশ্য – রায়ের মহলের 'আল্লাহর দান মঞ্জিলে'। বেলাল ভাইয়ের বাড়ীতে এলেন জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও শিল্প মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারী জেনারেল ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, নির্বাহী সদস্য আল্লামা দেলাওয়ার হুসাইন সাঈদী, আব্দুল কাদের মোল্লা, অধ্যক্ষ শাহ্ মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস (এমপি) সহ অনেক নেতৃবৃন্দ।

সার্কিট হাউজ ময়দানের জানাজা হল স্মরণ কালের বৃহত্তম জানাজা। ইমাম মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। জানাজা আর শোক মিছিলে খুলনা যেন শহীদ বেলালের নগরী। সবুজে ঘেরা পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হল। তার বড় ভগ্নীপতি এরশাদ আলী গাজীর কবরের পার্শ্বে – যার দাওয়াত পেয়ে শহীদ বেলাল ইসলামী আন্দোলনে এসেছিলেন।

www.pathagar.com

আল্লাহর কাছে প্রিয় হবার আলামত ঃ

১। বেলাল ভাই সাংবাদিকতার পেশা ও বহুমুখী ব্যবস্তায় সংগঠনের বৈঠকাদিতে উপস্থিত হতে মাঝে মধ্যে ভুলে যেতেন। বিলম্ব করতেন। কিন্তু শেষের দিকে বেশ কিছুদিন সময়ের পূর্বেই হাজির হওয়া, বৈঠকাদি ভুলে না যাওয়া এবং সাংগঠনিক কাজকর্মে পূর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী হয়েছিলেন।

২। বিগত ঈদ-উল-আযহাতে মোবাইলে ঈদের শুভেচ্ছা জানাবার জন্যে তিনি সবাইকে "ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়া ইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" ইংরেজীতে কম্পোজ করে ম্যাসেজটি পাঠিয়েছিলেন।

৩। আব্বা-আম্মাকে হজ্বে পাঠাতে হঠাৎ করে পদক্ষেপ নিয়ে যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করলেন।

৪। আহত হবার পূর্বে নিজেই ইমামতি করে ঐ দিনের এশার নামাজ আদায় করেছেন প্রেসক্লাবে। তার কোন নামায ক্বাযা ছিল না।

৫। সমস্ত দেহে যখন আগুন জ্বলছিল তখন তিনি কলেমা তৈয়েবা পাঠ করছিলেন উচ্চস্বরে।

৬। হরতালের মধ্যেও আহত হবার পর পরই প্রেস ক্লাবের গেটে একটি গাড়ী পাওয়া গেল যে কারণে তাকে দ্রুত হাসপাতালে আনা গেল।

৭। খুলনা মেডিকেলে প্রয়োজনীয় সকল বিভাগের ডাক্তারদেরকে ঐ রাতে অসময়ে পাওয়া গেল। প্রয়োজনীয় রক্ত দেবার জন্য শত শত লোকের লাইন হল।

৮। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর মৌখিক নির্দেশেই (অফিসিয়াল কাগজপত্র প্রস্তুত হবার পূর্বেই) হেলিকপ্টার খুলনায় চলে এল। সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ আমাকে বললেন, "বেলালের যে কি আমল ছিল জানিনা- আমি হেলিকপ্টারের জন্য কেবল দরখাস্ত লিখেছি, প্রধান মন্ত্রীর দপ্তরে তখনও পাঠানো হয় নি, এমন সময়ে খবর পেলাম বেলাল কে নিয়ে হেলিকপ্টার ঢাকায় নামছে। এটা আল্লাহর রহমত"।

৯। আহত হবার খবর শুনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও বেলাল ভাইয়ের জন্য দোয়া হয়েছে। মক্কায় কাবা শরীফে, এবং মদিনায় মসজিদে নববীতে দোয়া করেছেন একত্রিত হয়ে এমন লোকেরা আমাকে ফোনে জানিয়েছেন। সুদূর আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, কোরিয়াসহ বিভিন্ন স্থান থেকে দোয়ার সংবাদ আমাকে ফোনে জানানো হয়েছে।

১০। হাদিসের বক্তব্য অনুযায়ী শাহাদাতের আকাংখা তিনি প্রকাশ করেছেন এবং ছয় দিনের সংক্ষিপ্ত সময়ের মানসিক প্রস্তুতির সুযোগ পেয়ে পবিত্র জুমআর দিনে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছেন।

১১। সন্তানের শাহাদাত কবুলের জন্য সন্তুষ্ট চিত্বে হজ্ব ফেরত নিজের পিতা-মাতার প্রাণভরা দোয়া পেলেন।

www.pathagar.com

১২। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের প্রধান দুই নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম ও মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী শহীদের দুই জানাজায় ইমামতি করলেন। শহীদের কফিনের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তার চেহারা দেখে আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী চোখের পানি ছেড়ে আল্লাহর কাছে হাত তুলে বলেছিলেন– "হে আল্লাহ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার এ বান্দা ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ, শাহাদাতের প্রথম শর্ত ঈমান, দ্বিতীয় ইখলাছ, তৃতীয় আল্লাহর পথে জান-মালের কুরবানীর শর্ত তিনি পূরণ করেছেন, তাকে তুমি শহীদ হিসেবে কবুল কর।"

১৩। শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ভয়াবহ বোমায় ক্ষত-বিক্ষত দেহের যন্ত্রণা ও আগুনের প্রচণ্ড দহনের কোন কষ্টের কথা অথবা ভাল চিকিৎসা ও বেঁচে থাকবার কোন আকুতি বেলাল ভাই কারও কাছে ব্যক্ত করেননি। বরং যখনি একটু কথা বলতে পেরেছেন তখনি ছালাম ও দোয়া চেয়েছেন।

সবই চলে গেছে-রেখে গেছে তরী ঃ

বেলাল ভাই একটা প্রিয় গান গাইতেন। যেখানেই যেতেন সবাই এ গানটা তার কণ্ঠে শুনতে চাইতেন– "ঝড় যদি ওঠে মাঝ দরিয়ায়, ভয় করিনা তাতে"। শহীদ বেলাল মাঝ দরিয়ায় ওঠা প্রচণ্ড ঝড়কে সত্যিই ভয় করলেন না। ২০০৩ সালে খুলনায় ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের প্রাক্তন কর্মীদের প্রীতি সম্মেলনে আমাদের অনুরোধে তিনি জীবনের শেষ বারেরমত সম্পূর্ণ আবেগ দিয়ে গানটি গেয়েছিলেন– জিয়া হলে। তার ভিডিও চিত্রে জীবন্ত বেলালের সেই কণ্ঠ, সেই প্রাণ ভরা আকুতি মাখা গান গাইতে দেখা যায়। কিন্তু চোখের পানি কেউ সামলাতে পারে না। সেই গানে তিনি হাসান-হুসাইন, হামযা, খাব্বাব, বেলাল, ইমাম তাইমিয়া, সাইয়েদ কুতুব ও শহীদ মালেকের ঠিকানায় যেতে চেয়েছেন। আল্লাহ তার সে মোনাজাত কবুল করেছেন। উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে সে তরী রেখে গেছেন। আর গেয়েছেন "সে তরী বাঁধা না মানে"। আমরা শহীদ বেলালের রেখে যাওয়া সে তরীর যাত্রী। এ তরী কুলে ভেড়াতেই হবে। শহীদ বেলালের শাহাদাত এ তরীর যাত্রীদের প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে। আমাদের সে যাত্রা অপ্রতিরোধ্য, অদম্য এবং মৃত্যুভয়হীন চেতনায় শাণিত হোক-আরও দূরন্ত হোক। শহীদ বেলালকে আল্লাহ রহমানুর রহীম জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমিন!

লেখক ঃ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও খুলনা মহানগরী আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য, খুলনা-৫।

www.pathagar.com

সকলের প্রিয় ব্যক্তিত্ব, অমর প্রতিভা
শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন

প্রফেসর মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মাদ ছিফাতুল্লাহ

প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা, রেশম মসৃণ কেশ ও শশ্রুমন্ডিত, ডাগর আঁখিযুগল, ঈমানের জ্যোতির্ময় প্রভাদীপ্ত উজ্জ্বল মুখমন্ডল। সদা হাস্যময় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের গোলগাল দৃষ্টি আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী অমর প্রতিভাধর, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব শেখ বেলাল উদ্দীন। মানব কল্যাণ, উৎকর্ষিত সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় সদা ব্যস্ত, সকাল ৭টা হতে অর্ধরাত পর্যন্ত একটি মটর সাইকেলে সমগ্র খুলনা নগরীর এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত কর্ম তৎপর, সুস্বাস্থ্য লম্বা পুষ্ট, বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী সকলের প্রিয় এক জিন্দাদিল উজ্জল সম্ভাবনাময় তরুণ চিরদিনের জন্য আমাদের মধ্য হতে হারিয়ে গেছে। হায়েনার দল কেড়ে নিয়েছে এক দূর্লভ প্রতিভা, অমর ব্যক্তিত্ব। আজ তার স্মৃতি কথা লিখতে গিয়ে নয়ন যুগল অবিরত অশ্রু ধারা নির্গত হচ্ছে। শত্রু-মিত্র সকলের কাছে প্রিয় ব্যক্তিত্ব বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, মুসলিম-অমুসলিম, শিশু-যুবক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক সকলের প্রিয় সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টায় সদা নিয়োজিত; সাম্প্রদায়িকতা ও দলীয় বিদ্বেষমুক্ত, নিঃস্বার্থ সকলের কল্যাণে নিয়োজিত এ যুবকের কোন শত্রু থাকতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না।

খুলনা মহানগরী বিগত এক দশকে নগরীর রাজপথ থেকে মসজিদের চত্বর, মহাবিদ্যালয়ের অংগন ও বহু প্রতিভাধর ব্যক্তির রক্তে রঞ্জিত করেছে। সাংবাদিক শামসুর দলমত নির্বিশেষে সকলের নিকট অমায়িক চরিত্রের অধিকারী আওয়ামী লীগ নেতা .... এর রক্তে খুলনার রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। গোপালগঞ্জের আওয়ামী ঘরানার প্রতিভাধর যুবক ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের জান্নাতী কাফেলায় অংশ গ্রহণের অপরাধে জিয়া হলের সামনে আমিনুল ইসলাম বিমান, (শিববাড়ী মোড়) তার তপ্ত তাজা দেহকে পিটিয়ে মারা হয়েছে।

শত্রু-মিত্র সকলের নিকট প্রশংসনীয় অমায়িক চরিত্রের অধিকারী খুলনা বি.এল. কলেজের অবিসংবাদিত ছাত্রনেতা, ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত নেতৃত্বের সম্ভাবনাময় আবুল কাশেম পাঠানের রক্তে শান্তিধাম মোড়ের চত্বরকে রঞ্জিত করা হয়েছে। বায়তুল মুকাররম পূর্ব চত্বরে তার দোয়ার মাহফিল মুনাজাতে দু চোখ হতে অশ্রুর প্লাবনে আমার বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে আসছিল। আবুল কাশেম পাঠান ও শেখ বেলাল উদ্দীন আদর্শের অকৃত্রিম বন্ধনে আমার বড় ছেলের সাথে আমার নজরুল নগরের হাজী ইসমাইল লিংক রোডের বাসস্থানে জীবনে কতবার এসেছে, একত্রে বসে আহার করেছি। তাদেরকে আমার বড় ছেলে আবদুল্লাহ আল ফারুকের চেয়েও বেশী স্নেহ করেছি। ১৯৭২ হতে ১৯৮২ পর্যন্ত এ নাগাদ খুলনায় অবস্থানকালীন প্রতিটি জুট মিল, প্রতিটি স্কুল কলেজে, মাদরাসা, মসজিদ ও প্রতিটি মিলনায়তনে সেমিনারে ছাত্র

www.pathagar.com

শিবিরের প্রতিটি TS-TC তেও শববেদারী অনুষ্ঠানে, তাফসীর মাহফিলে, সিরাত মাহফিলের চতুর্পাশের জান্নাতী রায়হানের মতো এ কিশোর ও যুবকেরা মঞ্চের চারপার্শ্বে রহমাতের ফিরিস্তাদের বেষ্টনীর মতো আমাকে পরিবেষ্টন করে রাখতো।

আজকের বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ও জড়জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। মানুষ পাখির চেয়ে দ্রুত উড়তে শিখেছে। ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী। অতল সীমাহীন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মানুষ হাঁসের চেয়েও দ্রুত সাঁতার কাটতে শিখেছে। কিন্তু সত্যিকার মানবীয় মূল্যবোধ, উদারতা, মহত্ব, সহমর্মীতা, মানব প্রেমের অভাবে মানুষ জঙ্গলের হিংস্র পশু, বনের বিষাক্ত সাপের চেয়ে মানুষের বড় শত্রুতে পরিণত হয়েছে।

প্রকৃতির বুকে একই বাগানে সহস্র রকম ফুল ফুটে, সকল ফুলই নানা বর্ণে, নানা গন্ধে স্নিগ্ধতা ও সুগন্ধি ছড়িয়ে দেয়। কেউ কারও অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করে না, বিদ্বেষ পোষণ করে না। আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ আজ সিংহের চেয়েও হিংস্র স্বার্থপর, সাপের চেয়ে বিষধর। মানুষ আজ মানুষের রক্তে হোলি খেলছে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রত্যাশায় আগত ভাইয়ের রক্তে তাই দূর্বাঘাসকে রঞ্জিত করেছে। খুলনা বি.এল. কলেজের মসজিদে ছাত্র নামধারী হায়েনার দল ইসলামী আদর্শের জীবন্ত প্রতীক মুন্সী আবদুল হালিমকে কিরিজ দা, চাইনিজ কুড়াল দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে শহীদ করেছে।

ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে একটি ধর্মদ্রোহী রাজনৈতিক দল অতীতের ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা চেয়ে তাসবীহ হাতে নিয়ে ধর্ম প্রিয়তার প্রদর্শনী করে ক্ষমতায় আসার পর তাদের ছাত্র অঙ্গ দল আমার ৪র্থ সন্তান আবদুল্লাহ আল মাহমুদ রানাকে বক্ষে, তলপেটে ও পিঠে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইনিং এ আহাররত অবস্থায় আঘাত করে মৃত মনে করে চত্বরে ফেলে রেখেছে। ১৯৯৭ সালের ৮ই জানুয়ারী কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাইনিং এ ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়। তাকে ঝিনাইদহ হাসপাতালে নেওয়ার সময় এ পশুর দল পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। পরে এম্বুলেন্সে করে অক্সিজেন, ব্লাড ও স্যালাইন দেওয়া অবস্থায় ঝিনাইদহ হাসপাতালের চিকিৎসকদের পরামর্শে রাত ২টার সময় মহাখালী বক্ষব্যধি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতালে একাধারে তিন সপ্তাহ ব্লাড, অক্সিজেন ও স্যালাইন দেওয়া অবস্থায় জ্ঞান ফিরে আসার পর ৪ মাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকতে হয়। আজও তার বক্ষে এর ব্যাথার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। খুলনা মহানগরীর নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক ও নিষ্ঠুরতম বর্বরোচিত ঘটনা হচ্ছে সকলের প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব সদা হাস্যময় অমায়িক চরিত্রের অধিকারী মানব কল্যাণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খুলনা মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের ও খুলনা সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি শেখ বেলাল উদ্দীনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

বস্তুনিষ্ঠ, কল্যাণ ধর্মী সাংবাদিকতার প্রতীক, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নির্ভিক সৈনিক, রুচীশীল মার্জিত সংস্কৃতি চর্চার পুরোধা, সুসংগঠিত শক্তিশালী বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ, নিরলস, নিঃস্বার্থ, অক্লান্ত, একনিষ্ঠ, জিন্দাদিল মুজাহিদের

www.pathagar.com

শাহাদাতের ঘটনা, খুলনা মহানগরীর ঐতিহ্য ও ইতিহাসে এক কলংক জনক অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

শহীদ বেলাল ছিল ২১ বিংশ শতাব্দীর জিন্দাদিল তরুণদের ইসলামী চরিত্রের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বেলাল ছিল সদা ব্যস্ত মানব কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ, আদর্শের জীবন্ত প্রতীক। ইসলামী আন্দোলন ছিল তার জীবনের একমাত্র বিশ্বাস, তার সাংবাদিকতা, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড ও তৎপরতা সকল কিছু আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র বিন্দুর সাথে ছিল সম্পৃক্ত।

ইসলামই যে একমাত্র মানবতার মুক্তির পথ, ইসলামই একমাত্র মানবতার কল্যাণধর্মী আদর্শ এটি প্রমাণিত করার জন্য তিনি দ্রুত বেগে ছুটে ভিন্ন মতের রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের দুঃখ বেদনায় সহমর্মিতা ও সহযোগিতার জন্য তিনি ছুটে যেতেন। তার মৃত্যুতে অমুসলিম মহিলারা ডুকরে কেঁদে কপালে হাত রেখে বিলাপ ধ্বনি করে বলেছে হায় আরকে ছুটে আসবে বিপদে আপদে, দুঃখ-বেদনায় আমাদের সহযোগিতায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত খুলনা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মার্জিত রুচীশীল সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের উন্মেষ ঘটিয়েছে।

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনকে খুলনা তথা সমগ্র বাংলাদেশে সুস্থ স্বচ্ছ সংস্কৃতি চর্চা গঠন মুখী কল্যাণ ধর্মী সাংবাদিকতার বিকাশ, সাংবাদিকতার জগতে এক অসাধারণ ও বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় ইসলামী মূল্যবোধের চেতনার মূর্ত প্রতীক এ সর্বজন প্রিয় ব্যক্তিকে হত্যা করে এর বিলুপ্তি সাধনের ও ইসলামী জীবন বোধের বিজয়ের চেতনাকে স্তব্ধ ও প্রতিরোধ করার লক্ষ্যেই মানব আকৃতির পশু, নিষ্ঠুর পাষণ্ড হায়েনার দল সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও অশুভ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেই তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

২০০৫ সালের ৫ ই ফেব্রুয়ারী শনিবার সাংবাদিকতার কর্মতৎপরতায় লিপ্ত থাকা অবস্থায় রাত ৯ টার সময় খুলনা প্রেস ক্লাবের সামনে ষড়যন্ত্রকারীদের নিয়োজিত সন্ত্রাসীদের কৌশলে সংরক্ষিত এক শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের ফলে তিনি মারাত্মক ভাবে আহত হন। প্রথম আলোর শেখ আবু হাসান, যুগান্তরের ফটোসাংবাদিক জাহিদুল ইসলাম, নিউজ টুডের খুলনা প্রতিনিধিও আহত হন।

এদের মধ্যে শত্রুদের মূল টার্গেট শেখ বেলাল উদ্দীন এর দেহ বিস্ফোরিত বোমার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়।

মটরসাইকেলের পেট্রোলে আগুন ধরে সে আগুনের ফুলকি আল্লাহর প্রিয় বান্দা সকলের প্রিয় ব্যক্তিত্ব শেখ বেলালের মুখমন্ডল পেট ও পা সহ দেহের বিপুল অংশ ঝলসে যায়।

তাৎক্ষণিকভাবে তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইনসেনটিভ কেয়ারে ভর্তি করা হয়। ২৭ ব্যাগ রক্ত দেওয়ার পরও তার অবস্থার উন্নতি না দেখে তাকে সেনা বাহীনির হেলিকপ্টার যোগে ৬ ফেব্রুয়ারী রোববার ঢাকা সেনা নিবাসে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াসহ সমগ্র রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক পরিষদ দলমত নির্বিশেষে সকলেই তার সু চিকিৎসার নির্দেশ প্রদান

www.pathagar.com

ও দাবী জানান। ৫ই ফেব্রুয়ারী হতে ১১ ই ফেব্রুয়ারী জুমআবার পর্যন্ত এ মহাপ্রাণ সকলের প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব অমর প্রতিভাধর বেলালের জীবন রক্ষার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে সকাল ১১ টার সময় এ জিন্দাদিল মর্দে মুমীন শাহাদাতের পেয়ালা পান করে পরমপ্রিয় রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে চলে যান। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন) আল্লাহ তাআলা তার শাহাদাতকে কবুল করুন।

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন কিশোর জীবন হতেই ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হন। আন্দোলনে শরীক হওয়ার পর হতে একদিনের জন্যও তিনি নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। তিনি ১৯৭২ সালে জিলা স্কুল হতে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি. পাশ করেন। ১৯৭৪ সালে দৌলতপুর দিবা নৈশ কলেজ হতে সুনামের সাথে এইচ.এস.সি. উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৮ সালে তিনি খুলনা বি.এল. কলেজ হতে কৃতিত্বের সাথে অর্থনীতিতে অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯৭৪ সালে আমাকে খুলনা টাউন মসজিদ চত্বরে "ইসলামী ইন্সটিটিউট সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত ৩ দিন ব্যাপী ইসলামী সেমিনারে"- ইসলাম কি ও কেন? বিষয়ের উপর আলোচনার পর শ্রোতাদের দাবীতে একই বিষয়ের তিন দিন দেড় ঘন্টা আলোচনাও ৩০ মিনিট প্রশ্নোত্তর প্রদান করতে হয়। সে সেমিনারে থেকে এ কিশোর বেলালের সাথে প্রায় পিতা পুত্রের মতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। আমার বড় ছেলে বি.এল. কলেজের ছাত্র থাকা অবস্থায় তার সাথে ছাত্র আন্দোলনের সম্পৃক্ততার কারণে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। তারা উভয়েই ছিল সংস্কৃতি চর্চার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাদের এ আদর্শিক ঘনিষ্ঠতার কারণেই শাহাদাতের পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত আমার ও আমার পরিবারের সাথে তার নিবিড় ও গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ১৯৮২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত খুলনা মহানগরী যত অনুষ্ঠানে যোগদান করেছি তা জিয়া হলে হোক, অথবা বড় মাঠ সার্কিট হাউজ ময়দানে অথবা ছাত্র শিবিরের TS-TC. সীরাত সম্মেলন ও সেমিনার বা ইফতার মাহফিলে সর্বদাই সহাস্য বদনে পুত্রসম বেলালকে বুকে আলিঙ্গন করে কপালে চুমো খেয়েছি। সকল অধিবেশনে তার উপস্থিতি ছিল। সকল অনুষ্ঠানের সফলতার জন্য এ যুবক ছিল সদা তৎপর। তার সাথে সর্বশেষ সাক্ষাৎ হয় যশোরে। বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলনের প্রায় দু'দশক কালীন সংগঠনের জনশক্তির নির্বাচিত আমীর আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মাওলানা আযীযুর রহমানের দাওয়াতে যশোর জিলার একটি সীরাত ও ২টি বিশাল তাফসীর মাহফিল সম্পন্নের পর খুলনার বাড়ীতে যাই। পরের দিন সেকেন্ড ফ্লাইটে ঢাকা ফিরে আসবো তাই ফজরের সালাত আদায়ের পর নজরুল নগর বায়তুল মি'রাজ মসজিদের পাশে অবস্থিত আমার বিশিষ্ট বন্ধু শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক প্রফেসর ডক্টর মুসলিম উদ্দীন জোয়ারদারের বাসায় সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য যাই।

আমরা দু'জন জোয়ারদার সাহেবের ড্রয়িং রুমে আলাপরত, একটি মটর সাইকেলের আওয়াজ শুনতে পাই, কিছুক্ষণ পরেই স্মিতহাসি হেঁসে সদাহাস্য শেখ বেলাল সালাম দিয়ে ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করলো। খুলনা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের এক অনুষ্ঠানে ঐদিন ডক্টর মুসলিম উদ্দীনের প্রবন্ধ উপস্থাপনের দাওয়াত ছিল। মুদ্রিত প্রবন্ধ ও দাওয়াতপত্র তার

www.pathagar.com

বাসায় পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য কাক ডাকা ভোরে বাসা থেকে রওয়ানা দিয়ে ফযরের পর পরই হোন্ডা নিয়ে তার বাসায় পৌঁছিয়ে দিলো। আমাকে বসা দেখে তার চির স্বভাব সুলভ আচরণে সালামের পর আলিঙ্গন পর্বও সমাপ্ত করলেন, আনন্দে উদ্বেলিত মধুর কণ্ঠে বলল- উস্তাদ! আপনাকে আকস্মিক খুলনা পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত।

আমি পকেট হতে বিমান টিকেট দেখিয়ে বললাম, আজকেই বাদ মাগরিব ঢাকায় মীরপুরে আমার আরেকটি প্রোগ্রাম রয়েছে। এ কারণে সেকেন্ড ফ্লাইটেই যশোর থেকে ঢাকা যেতে হচ্ছে। তুমি তো জানো, জীবনে কোন প্রোগ্রাম সেটা পাবলিক বা সাংগঠনিক যাই হোক না কেন ছাত্র সংগঠনের কোন আমন্ত্রণে আমার কাছ হতে নেতিবাচক জবাব তোমরা পাওনি।

আজ মনে হয় যদি সে দিন থাকা হতো তা হলে তাজা প্রাণ যুবকের সাথে আর কিছু সময় কাটানো যেতো।

শেখ বেলাল যার সাথেই আলাপ করতো কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাকে একান্ত আপন করে নেওয়ার যাদুকরী এক বিস্ময়কর আকর্ষণী শক্তি তার মধ্যে ছিল। সে ছিল ইসলামী আন্দোলনের জনগণকে আকৃষ্ট করার এক চুম্বক। সুখে-দুঃখে, ব্যস্ততা ও বিশ্রামে কোন সময় তাকে বিষণ্ন বদনে দেখেছে এমন কথা তার সাথে পরিচিত কোন ব্যক্তি বলতে পারবে না। আহা কত নিষ্ঠুর, কত নির্মম পাষণ্ড কত হিংস্র হায়েনার দল যারা তার হত্যার পরিকল্পনা করেছে। কত বর্বর, কত হিংস্র পশু তারা যারা এ পরিকল্পনা করেছে।

উপসংহারে তার হত্যাকারীদের চিহ্নিত করে, তাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা, খুলনায় এধরণের যত হত্যাকান্ড ঘটেছে হত্যাকারী সকলকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবী জানাচ্ছি। মর্দে মুমীন, জিন্দাদিল মুজাহিদ শহীদ মাওলানা গাজী আবু বকর (রহঃ)-এর প্রকৃত খুনীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছি।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন সহ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ সকলের শাহাদাতকে কবুল করুন। তাদের জান্নাতে উচু মাকাম দান করুন।

তাদের পরিবারস্থ ইয়াতীম সন্তানসহ সকলকে ধৈর্য্য ধারণের তাওফীক দান করুন। ইয়াতীম সন্তানদের মর্যাদাপূর্ণ সম্মানজনক আদর্শ জীবন গঠনের সকল প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করুন। সর্বোপরি সকল দ্বীনী ভাইদেরকে শহীদ বেলাল উদ্দীনের জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক দিন। –আমীন, ছুম্মাআমীন।

লেখক ঃ প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন।

www.pathagar.com

শাহাদাতের তাৎপর্য্য ও মর্যাদা

অধ্যাপক মফিজুর রহমান

ভূমিকা ঃ

শাহাদাত এর উপর যখনই লিখতে গিয়েছি। তখনই কলম অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। আবেগ আমার জ্ঞান বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে অবস করেছে। ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে কর্তব্যের আহ্বানে বারবার আমাকে শাহাদাতের মিছিলে যেতে হয়েছে। হায়েনাদের গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, রক্তক্ষয়িত শহীদের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলেছি বার বার। শহীদদের পরিবারে মাতা-পিতা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনদের বিলাপ ও রোনাজারিতে শান্ত্বনা দিতে গিয়ে বেসামাল হয়েছি, বহুবার তাদের অশ্রু মুছতে গিয়ে নিজেরাই হয়ে পড়েছি অশ্রুসিক্ত। অতি সম্প্রতি খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের পর পর নির্বাচিত সভাপতি বিশিষ্ট একজন সমাজকর্মী, একজন স্বার্থক ক্রীড়া সংগঠক, উচু মানের একজন শিল্পী, সর্বোপরি একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব দলমত নির্বিশেষে সবার প্রিয় শেখ মুহাম্মদ বেলাল ভাই সন্ত্রাসীদের বোমার আগুনে সম্পূর্ণ পুড়ে ঝলসে গিয়েছেন। আর পান করেছেন শাহাদাতের অমিয় সুধা। যার মৃত্যুতে আমার শরীরে প্রতিটি পশম ব্যাথায় টনটন করে উঠেছিল। আপনজন হারার বেদনায় হৃদয় ভেঙ্গে যেন চুর চুর হয়েছিল। তার স্মারক গ্রন্থে স্মৃতি চারণ করে লিখার ইচ্ছে থাকলেও আমাকে শাহাদাতের তাৎপর্য্য ও মর্যাদার উপর লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে। আমার স্বল্প জ্ঞান ও দুর্বল হাত কতটুকু এর দাবী পূরণ করবে জানিনে তবে আল্লাহতায়ালার মেহেরবাণী হলে খোঁড়াও হিমালয় ডিঙ্গিয়ে যেতে পারবে। মাবুদের একান্ত সাহায্য কামনা করে প্রবন্ধ শুরু করতে চাই।

"শাহাদাত" শব্দটি অতিব দুর্বহ ও ব্যাপক অর্থবহ ঃ

এর অর্থ সাক্ষদান, bear witness উপস্থিত থাকা, শপথ করা, declare-oath heedful, শাহাদাত বরণ করা, প্রত্যক্ষ করা, evedence ইত্যাদি।

কোরআনে কারিমে এ শব্দটির ব্যবহার ঃ

কোরআনে কারিমে এ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে ব্যাপকভাবে ও উল্লেখিত অর্থে। নিম্নে এর কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

- সাক্ষ্যদান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে وشهد شاهد من اهلها

  সেই মহিলাটির পরিবার থেকে একজন সাক্ষ্য দিল। সূরা- ইউসুপ-২৬।

- দেখা, প্রত্যক্ষ করা অর্থে والله على كل شى شهيد আল্লাহতায়ালা সবকিছু দেখছেন। সুরা- আল বুরুজ-৯।

- উপস্থিত থাকা অর্থে فمن شهيد من كم شهر فليصمه তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসে উপস্থিত থাকবে সে সিয়াম পালন করবে। সুরা- আল বুরুজ-১৮৫।

www.pathagar.com

- শপথ ও কছম করা অর্থে فشهادة احدهم أربع شهدات بالله তবে অভিযোগ কারীর একজন আল্লাহর নামে চারবার কসম করে সাক্ষ্য দেবে। সূরা-নূর-৮।
- উপস্থিত থাকা অর্থে কোরআনে রয়েছে قل انعم الله على إذ لم اكن معهم شهيدا আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে সে দিন তাদের সাথে আমি উপস্থিত ছিলাম না। সুরা- নিছা-৭২।
- শাহীদ অর্থে আল্লাহ রাহে জীবন দানকারী মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে কোরানে রয়েছে

ومن يطع الله ورسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصلحين وحسن واولئك رفيقا

"যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করেছে। সেসব লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ লাভে ধন্য নবী, সিদ্দীক ও শহীদ ও নেককারদের সাথী হবে আর সাথী হিসেবে তারা কতই না উত্তম। সূরা- নিছা-৬৯।

অভিধানে এ শব্দটির বিবিধ অর্থ ও কোরআনে করিমে এর ব্যবহার আলোচনার পর বলতে চাই মুসলিম মিল্লাতের নিকট এ শব্দটি অতি পরিচিত, সম্মানিত আলোচিত ও আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গকারীদের জন্যে এ "শহীদ" শব্দটি একটি বিশেষ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। আর তাদের কোরবানী হচ্ছে শাহাদাত।

تلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهيدا

"এইভাবে তিনি সময়ের পরিবর্তন ঘটান আর মানুষের ঈমানকে পরীক্ষা করেন আর কিছু বান্দাহকে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করেন। সুরা- আল ইমরান-১৪০।

শাহাদাতের তাৎপর্য ঃ

- এ শব্দটির আবেদন অনেক গভীরে। আমরণ লড়াই। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যারা থামে নি। কোন আঘাত কোন নির্যাতন বাঁধার কোন হিমালয় শহীদদেরকে তাদের লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি।
- ইহা চুড়ান্ত সাক্ষ দান। যাদের প্রতিটি রক্ত কণা, শরীরের প্রতিটি পশম, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিতে দিতে অবশেষে নিথর হয়ে পড়ছে।
- ইহা সবচেয়ে বড় কোরবানী। শহীদেরা নিজেদের জন্যে আর কিছু অবশিষ্ট রাখেনি। তাদের জীবনের আরাম, আয়েশ, মায়ার হাজার বন্ধন, সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার, খ্যাতি জৌলুশ, আবেগ, সোহাগ পার্থিব ও অপার্থিব, সবকিছু তিল তিল করে কোরবান করেছে।
- শাহাদাত মৃত্যু নয় বরং জীবনেরই আর এক নাম। প্রত্যেকটি জীবন্ত জাতির ইতিহাসে রয়েছে জীবন উৎসর্গকারী একদল মানুষের ইতিকথা। তাদের মরণের মধ্যে একটি জাতীর রয়েছে জীবন।

www.pathagar.com

- শহীদেরা জাতির ধমনী। যারা ধারণ করে রয়েছে বিশুদ্ধ রক্ত। কোন মরণাপন্ন রোগীকে বাঁচিয়ে তুলতে হলে প্রয়োজন বিশুদ্ধ খুন। আজকের স্বম্বিত হারা মুসলিম জাতিকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন শাহাদাতের তপ্ত খুন। যেদিন শহীদদের বিধবা স্ত্রীদের বিলাপ, তাদের এতিম বাচ্চাদের আর্তনাদ আর সন্তান হারা পিতামাতার আহাজারী আল্লাহর আরশে মাতম তুলবে সেদিনই রচিত হবে আর একটি নতুন পৃথিবীর ভিত্তি প্রস্তর।
- শহীদেরা উম্মতের রাহবার। পথহারা মুসাফিরদের জন্যে তারা দিশার ধ্রুবতারা। জাতির বধির কর্ণে তারা কানফাটা চিৎকার। মাতৃভূমির জন্যে জীবনদানকারী সৈন্যদের উদ্দেশ্যে কবি Binyon যেমন বলেছেন, As the stars that are starry in the time of our darkness. To the end, to the end, they remain.

শাহাদাতের শ্রেণী বিন্যাস ঃ

এই বার আমি শাহাদাতের শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কে কথা বলতে চাই।

শাহাদাত প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত ঃ

(১) শাহাদাতে হাকিকী ঃ

যারা সচেতনভাবে আল্লাহর রাহে তারই দ্বীনের বিজয়ের প্রয়োজনে শত্রুর হাতে জীবন দিয়েছে তারা হাকিকী শহীদ।

এরা আবার চার শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

- ঈমান ও আমলে কামেলের সাথে সম্মুখ সমরে যারা জীবন দিয়েছে তারা মর্যাদার দৃষ্টিতে ১ম শ্রেণীর শহীদ।
- ঈমান ও আমলে কামেলের সাথে অজ্ঞাত তীরের আঘাতে বা এক পর্যায়ে পালাবার সময়ে যারা নিহত হয়েছে তারা মর্যাদার দৃষ্টিতে ২য় শ্রেণীর শহীদ।
- ঈমান ও আমলের দুর্বলতাসহ সম্মুখ যুদ্ধে যারা শত্রুর সাথে নির্ভিক ভাবে লড়াইয়ে নিহত হয়েছেন তারা মর্যাদার দৃষ্টিতে ৩য় শ্রেণীর শহীদ।
- দুর্বল ঈমান কিন্তু ফিসক ও গুনাহের জীবনসহ সম্মুখ সমরে যারা জীবন দিয়েছেন তারা মর্যাদার দৃষ্টিতে ৪র্থ শ্রেণীর শহীদ।

হযরত ফোজাইল ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) থেকে গৃহীত,

যিনি বলেছেন الشهيد اربع

(২) শাহাদাতে হুকমী ঃ

আর যারা শত্রুর হাতে যুদ্ধে নিহত হয়নি। অথচ আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে যাদের মৃত্যুকে শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত করবেন তাহারাই হুকমী শহীদ। যেমন যে ব্যক্তি

www.pathagar.com

সারা জীবন শাহাদাতের ইচ্ছা পোষণ করত খালেছভাবে কিন্তু যুদ্ধে শহীদ না হয়ে ঐ ব্যক্তিটি বিছানায় স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করল। নবীজি (সাঃ) বলেন-

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان كان على فراشه (مسلم)

যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে শাহাদাত কামনা করে আল্লাহতায়ালা তাকে শহীদের মর্যাদা দেবেন যদিও সে বিছানায় মৃত্যু বরণ করে"। (মুসলিম, তিরমিজি)। এরা আসলে শহীদ হয়নি কিন্তু শাহাদাতের দরজা লাভ করবে ওদেরকে হুকমী শহীদ বলে।

এক হাদীসে রাসুল (সাঃ) হুকমী শহীদদের ৭ শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

قال قال رسول الله ﷺ الشهادة سبع سواء القتل فى سبيل الله

নবীজি (সাঃ) বলেন, আল্লাহর পথে নিহত না হয়েও ৭ শ্রেণীর মানুষ শহীদ হবে-

১) যারা মহামারীতে মৃত্যু বরণ করে (١) المطعون شهيدا

২) যারা পানিতে ডুবে মৃত্যু বরণ করে (٢) والغرق شهيد

৩) যারা নিউমনিয়া ও বক্ষব্যাধিতে মৃত্যুবরণ করে (٣) وصاحب ذات الجنب شهيد

৪) যারা পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করে (٤) والمبطون شهيد

৫) যারা আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করে (٥) وصاحب الحرق شهيد

৬) যারা ভূমি ধ্বসে মারা যায় (٦) الذى يموت تحت الهدم شهيد

৭) যে নারী সন্তান প্রসবে মারা যায় (٧) والمرأة تموت بجمع شهيد

(আবু দাউদ/নেসায়ী)

এ দুই প্রকারের শহীদদের মধ্যে পার্থক্য কিছুটা রয়েছে মর্যাদার মধ্যে যদিও দরজায় সকলে শহীদ। ইসলামে হাকিকী শহীদদের মর্যাদা হুকমী শহীদদের চেয়ে অনেক বেশি। আবার মুমীনদের মর্যাদার চেয়ে হুকমী শহীদদের মর্যাদাও অনেক বেশি।

শাহাদাত এর গুরুত্ব ঃ

মুসলিম জীবনে ও মিল্লাতে ইসলামীয়ার ইতিহাস বিনির্মাণে শাহাদাত অপরিহার্য এক বিষয়। ইহা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে দ্বীন প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে অসংখ্য নবীদের রক্তের মূল্য অনেক। সমস্ত উম্মতের ধমনীতে যত বিশুদ্ধ রক্ত রয়েছে এর সবটুকু জমা করলে সে বিশাল খুনের সাগর সৃষ্টি হবে নবীদের এক কাতরা খুনের দাম এর চেয়ে বেশি। আল্লাহতায়ালা ইচ্ছা করলে জলন্ত অনলে যেমন নবীদের বাঁচিয়ে রাখতে পারেন তেমনি কামান, গোলার হাত থেকেও নবীদের বাঁচাতে পারতেন কিন্তু না তিনি দ্বীনের জন্যে নবীদের ও তাদের সঙ্গীসাথীদের বেঁচে থাকার চেয়েও মৃত্যুকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

www.pathagar.com

সবর করেছেন নবীদের পড়ে থাকা লাশও তাদের বয়ে যাওয়া রক্ত প্রবাহ দেখে

ان الـذيـن يـكفرون بايات الله ويقتلون النبين بغيرحق. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم

"যাহারা আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করে আর অন্যায় ভাবে নবীগণকে হত্যা করে এবং যারা মানুষদেরকে সত্য ও ন্যায়ের আদেশ করে সে সকল দায়ীদেরকে কতল করে তাদেরকে কঠিন পীড়াদায়ক আজাবের শুভ সংবাদ দাও"। ইমরান-২১।

মানবজাতির সূচনা থেকে দাওয়াত শুরু হয়েছে।

শাহাদাত চেতনার বিস্ফোরণ ঃ

ঘুমন্ত একটি জনপদ, অচেতন একটি মানবগোষ্ঠিকে জাগাবার জন্যে শাহাদাত চেতনার বিস্ফোরণ। ইস্রাফিলের বজ্র নিনাদ। এক প্রচন্ড ভূমিকা। যা লন্ডভন্ড করে দেয় সব কিছু। শত শত শিক্ষাশিবির, বিশ্ববরেণ্য আলোচকদের হাজার আলোচনার চেয়ে শাহাদাত বেশী ভারী ও আবেগ সৃষ্টিকারী। শহীদদের রক্তের প্রতিটি ফোঁটা চেতনার সঞ্জিবনী। শাহাদাত জাতির যুবমানসে সৃষ্টি করে শাহাদাতের অদম্য জজ্বা। কোন অত্যাচার, হুমকি, ভয় ও প্রাচুর্য্য, লোভ-লালসা দিয়ে তাদের দমিয়ে রাখা যায় না। আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের রক্ত গড়ে তোলে হিমালয়ের পাহাড়।

শাহাদাত জান্নাতের রাজপথ ঃ

মাবুদের নৈকট্য হাসিল করা ও তাঁরই দিদারের রোমাঞ্চকর মোহনায় মিলিত হওয়ার যত পথ রয়েছে শাহাদাতের খুনে রঞ্জিত পথ সবচেয়ে প্রশস্ত ও সংক্ষিপ্ত। দ্বীনের পথে সমস্ত ত্যাগ ও কোরবানীকে আল্লাহতায়ালা বান্দার পক্ষ থেকে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেন।

কোরআন বলছে ঃ

واقـرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدون عند الله وهو خيرا واعظم اجرا

মুযযাম্মীল-২০

"তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। যা কিছু তোমাদের পক্ষ থেকে ঋণ হিসেবে অগ্রীম পাঠাবে উহা তোমাদের জন্যে আল্লাহর নিকট সঞ্চিত মওজুদরূপে পাবে এবং পাবে অনেক গুণ বড় হিসেবে উহাই তোমাদের জন্যে উত্তম।" মুযযাম্মীল-২০।

বান্দারা আল্লাহতায়ালাকে যত ঋণ দিয়েছে সবচেয়ে উত্তম ঋণ দিয়েছে শহীদেরা। তারা মাবুদকে রক্ত ঋণ দিয়েছে, যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে দামী। আল্লাহর পক্ষ থেকে এর সর্বোচ্চ বিনিময় ঘোষণা করে বলা হয়েছে ঃ

فـالـذيـن هـاجـروا واخـرجوا من ديارهم واوزو فى سبيل الله وقتلوا او قتلوا لاكفرن عنهم سيـاتهـم ولادخـلـنهـم جـنـت تجرى من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب

www.pathagar.com

"যারা আমার জন্যে হিযরত করেছে, বাড়ী-ঘর থেকে বহিস্কৃত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে, আমার জন্যে লড়াই করেছে ও শাহাদাতবরণ করেছে আমি তাদের সকল অপরাধ মাপ করে দেব, এমন বাগিচায় স্থান দেব যার নিচ দিয়ে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত। আল্লাহর নিকট ইহাই তাদের ঋণের বিনিময় আর উত্তম প্রতিফল শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে।"
ইমরান-১৯৫।

যারা আল্লাহর হাতে রক্তের ঋণ দিয়েছে। খুনের নাজরানা পেশ করেছে তারাই সফল, তারাই কামিয়াব।

শহীদের রক্ত বৃথা যায় না ঃ

তাদের রক্ত কথা বলে। হুংকার দিয়ে উঠে যেন শত কামানের গর্জন। কে আমাদেরকে নসিহত শুনায় জেহাদ ও শাহাদাতের আলোচনা আর নয় এবার হেকমাত ও বিজয়ের গল্প বল। ওরা জানেনা সমস্ত বিজয় ও সফলতা রয়েছে শাহাদাতের গর্ভে। সভ্যতার প্রতিটি ইটের সাথে রয়েছে শহীদের রক্তের দাগ। শহীদের রক্ত সাগর যুদ্ধ করেছিল ইরানের মাঠে। জালেম শাহের তখত তাউস ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছিল। উড়িয়েছিল الله اكبر খচিত ইসলামী বিপ্লবের বিজয় কেতন। সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ আমেরিকার জিম্মি উদ্ধার প্রচেষ্টার নামে ভয়াবহ বিমান আক্রমণ তাবাহ করে দিয়েছিল ইরানের তাবাস শহরে।

فستجاب لهم ربهم انى لااضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى

"জবাবে তাদের প্রভু আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের নারীপুরুষ কারো ত্যাগ প্রচেষ্টা ও রক্ত বৃথা যেতে দেব না।" আলে ইমরান-১৯৫

শহীদের সাথে আল্লাহর ওয়াদা ঃ

ইসলামকে বিজয়ের মঞ্চে যারা আসিন করতে চায়, কোরআন শরীফ হোক বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনার guide book এ স্বপ্ন যারা হৃদয়ে লালন করে। তাদের সামনে কোন সহজ পথ নেই, তাদেরকে সমগ্র জীবন জিহাদের তাবুতে জীবন কাটাতে হবে, পা হতে হবে হিযরতের এক ছায়াহীন তপ্ত মরু। সাঁতরিয়ে যেতে হবে শাহাদাতের বিশাল খুনের দরিয়া। নবীজি (সাঃ) কে ও অতিক্রম করতে হয়েছে হিজরতের কঠিন মনযিল তার সামনে হাজির হয়েছে অহুদ, বদর ও হোনায়নের রক্তাক্ত প্রান্তর।

যারা দ্বীনের জন্যে মজলুম হয়েছে শরীরের এক একটি অঙ্গ বিচ্ছেদ করা হয়েছে। কিন্তু তারা অধৈর্য্য হয়নি, তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, বছরের পর বছর কারার অন্ধ প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখা হয়েছে। তাদের সমস্ত মৌলিক মানবিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। এরপরও তাদেরকে কামানের নিশানা বানানো হয়েছে। ঝুলিয়ে দিয়েছে ফাঁসির মঞ্চে। শহীদের রক্ত ভেজা মাটিকে আল্লাহতায়ালা লড়াকো মোস্তান্দ আফীনদের হাতে তুলে দেয়ার অলংঘনীয় ঘোষণা দিয়ে বলেন

ونريد ان نمن على الذين ستضعفون فى الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين

www.pathagar.com

"জমিনে আমার জন্যে নির্যাতিত ও মজলুমদের হাতে আমি সে জমিনের নেতৃত্ব ও উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে অনুগৃহিত করব।" কাসাস-৫

শাহাদাত ঈমানের দাবী ঃ

ঈমানের দাবী শুধু আনুষ্ঠানিক কতগুলো ইবাদাত পালন করা নয়। মুমীনের সমগ্র জীবন, জীবনের সমগ্র বিষয় ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সবকিছুতে ঈমানেরই বহিঃপ্রকাশ থাকতে হবে। মুমীনের প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি নড়াচড়া, জীবনের প্রতিটি বুলি, চাহুনির প্রতিটি পলক, চলার প্রতিটি কদম সত্যের সাক্ষ্য দিতে হবে। জীবনকে শুধু আল্লাহর ইচ্ছায় পরিচালিত করতে হবে। আল্লাহতায়ালা মুমীনদের জান-মালকে জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। কোরআন বলছে

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم بأن لهم الجنة يقتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون

"নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা মুমীনদের জান ও মাল আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। আর তারা এই জান মাল দিয়ে লড়াই করবে মারবে আর নিজেরাও মরবে, শাহাদাত বরণ করবে।" সূরা তাওবা-১১১

কোরআন স্পষ্ট করে বলে দিল ঈমানের চূড়ান্ত দাবী হলো দ্বীন প্রতিষ্ঠার কঠিন লড়াই যেখানে মিলবে শাহাদাতের প্রত্যাশিত মর্যাদা। শহীদের প্রবাহিত খুনের ফোঁটা আল্লাহর অতি প্রিয়। ইসলামের জন্যে জীবন দেয়ার অনুভূতি কারো হৃদয়ে যতক্ষণ জাগ্রত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে হৃদয়ে ঈমানে কামেলের অস্তিত্ব নেই। আর মুনাফিকদের ঈমান আল্লাহর নিকট গ্রহণ যোগ্য নয়।

গোটা জাতিকে আজ যদি নিশ্চিত প্রলয়ের সমুদ্রের বেলাভূমি থেকে কেউ রক্ষা করতে চায় তবে তাদের হৃদয়ে আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) ও দ্বীনের জিহাদকে উজ্জীবিত করতে হবে। জীবন ও মরণকে উহার জন্যে নির্ধারিত করতে হবে। মুসলিম জাতির সমস্ত যুবকদেরকে আজ কাতার বন্দি হয়ে দাঁড়াতে হবে শহীদি ঈদগাহে। শত্রুদের হাজার মারণাস্ত্র ও বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র দেখে ভড়কে গেলে চলবে না। যা আছে তা নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। ইব্রাহীম (আঃ) ধারাল তরবারীর নিচে মাথা টেনে দিয়ে ইসমাইল শাহাদাতের যে ঘোষণা দিয়েছিল, মরণের সে সিদ্ধান্তের মধ্যে নিহিত রয়েছে জীবনের জীবন।

ستجدنى ان شاء الله من الصابرين

"হে পিতা আমাকে জবাই করুন, ইনশাল্লাহ আমি ধৈর্য্য ধারণ করব।" সূরা সাফফাত-১০২।

শাহাদাতের মহান মর্যাদা ঃ

আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ ঃ

ইসলামে শহীদদের মর্যাদা কোরআনের আয়াতে স্বীকৃত। নবীদেরকে আল্লাহতায়ালা যেমন বাছাই করেন শহীদদেরকেও আল্লাহই Select করেন ويتخذ منكم الشهداء আমি তোমাদের মধ্য থেকে যাকে চাই শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করি।" হযরত খালেদ

www.pathagar.com

সাইফুল্লাহ (রাঃ) ইসলামের বড় বড় যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করেছেন হাজার হাজার শত্রুর সৈন্যের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। ইয়ারমুকের কঠিন যুদ্ধে হাজার হাজার লাশের স্তূপে যুদ্ধ করছিলেন। খালেদের হাতে সেদিন আট খানা তরবারী ভেঙ্গেছিল, রক্তে তিনি গোছল করে ফেলেছিলেন। শত-শত তরবারীরও নেজার আঘাতের চিহ্ন তার শরীরে অথচ আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধে নিহত হয়ে শাহাদাত লাভের সৌভাগ্য তাকে দেন নি। তাই তিনি মৃত্যুর শয্যায় বিছানায় পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে কাঁদছিলেন। শাহাদাত আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তাকে এর জন্যে বাছাই করেন।

শহীদেরা অমর ঃ

কোরআনে করীমে যারা আল্লাহর রাহে জীবন দিয়েছে তাদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। অথচ নবীদের জন্যেও মৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কোরআন বলছে ঃ

كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت   সূরা- বাকারা-১৩৩

"হে মুহাম্মদ (সাঃ) আপনি কি উপস্থিত ছিলেন, যখন ইয়াকুব (আঃ) মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে "- এটি এমন এক অনন্য মর্যাদা যা আল্লাহ তায়ালা শুধু শহীদদের জন্যে খাস করেছেন। শহীদেরা অমর, চিরঞ্জীব মৃত্যু কখনও তাদেরকে স্পর্শ করবে না। শাহাদাতের মাধ্যমে তারা মৃত্যুহীন জীবন সমুদ্রে মিশে যায়, এ বিষয়ে কোরআনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য--

ولا يقولوا لمن يقتل فى سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون

"আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না; প্রকৃত পক্ষে তারাই জীবন্ত, কিন্তু তোমাদের চেতনা নেই।"   বাকারা-১৫৪

শহীদের খুন অতিপবিত্র ঃ

যে খুন জীবন্ত হয়ে কথা বলে, সৃষ্টি করে বিপ্লবের আগুন, প্রতিটি কাতরা খুন শত্রুদের জন্যে তৈরী করে মরণ ঘাঁটি। যে রক্ত বৃথা যায় না। যে খুন অপরাধ সমূহ ধৌত করে পরিচ্ছন্ন করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আহুদের ৭০ জন শহীদের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত লাশ সামনে নিয়ে অশ্রু সিক্ত নয়নে তাদের কোরবানীর সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, তাদেরকে রক্তাক্ত অবস্থায় দাফন করা হোক।

قال رسول الله ﷺ انا شهد على هؤلاء يوم القيامة. وامر بدفنهم بدمائهم ويصل عليهم ولم يغسلوا

(বোখারী)

"নবীজি (সাঃ) বলেন, হে শহীদগণ তোমাদের কোরবানী বিষয়ে আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য দেব। অতঃপর তিনি শহীদদের গোসল ও সালাত ছাড়া রক্তাক্ত অবস্থায় দাফনের নির্দেশ দেন। (বোখারী)

সমস্ত সাগরের পানির চেয়েও তাদের রক্ত বেশী পবিত্র। তাদের গোসল প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন নেই তাদের জন্যে দোয়ার অনুষ্ঠান।

www.pathagar.com

শহীদের মৃত্যুর যাতনা নেই ঃ

সকল প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যুর কষ্ট সকল বেদনাকে হার মানায়। দুনিয়ার সকল মানুষের মধ্যে নবীদের পরে সম্মানিত ব্যক্তিটি সাইয়েদেনা আবু বকর (রাঃ) মৃত্যুর বিছানায় বার বার হুঁশ আসে আর যায়, আর তিনি বলতে ছিলেনঃ

ان موتى سكرة

"নিশ্চয়ই মৃত্যু কষ্টদায়ক।"

মওতের যাতনা এতই অসহ্য হবে যে কোরআন পাক এ কষ্টের উপর কথা বলেছে

وجائت سكرة الموت بالحق. ذالك ماكنت منه تحيد

"এই মৃত্যুর যাতনা এক চরম সত্য উহা থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াতে। (ক্বফ-১৯)

খোদ রাসূলে কারীম (সাঃ) মওতের ছাকরাত থেকে আল্লাহতায়ালার নিকট সাহায্য চেয়েছেন। এমন মওতের বেদনা ও কষ্ট শহীদদের শুধু হবে না। তারা জান্নাতে তাদের অবস্থান কত রোমাঞ্চকর সেই অবস্থা দেখে মৃত্যু বরণ করবে।

قال رسول الله ﷺ ويرا مقعده من الجنة

"শহীদদেরকে তাদের জান্নাতের অবস্থান মৃত্যুর পূর্বে দেখানো হবে।" (তিরমিজি)

কোন বেহেশতী জান্নাতের বাগান ছেড়ে পৃথিবীতে আসতে চাইবে না একমাত্র শহীদেরা আসতে চাইবে। তাদেরকে যে কষ্ট দিয়ে শহীদ করা হচ্ছিল তাতে তারা যে আনন্দ লাভ করবে। তা জান্নাতের নিয়ামতের চেয়েও মজাদার।

আহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এর উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, হে বান্দা আমার কাছে কি চাও।

قال رسول الله ﷺ قال الله يا عبدى فمن على اعطك قال يا رب تحيينى فاقتل فيك ثانية

জবাবে আবদুল্লাহ বলেন ঃ "প্রভু আমাকে আবার পৃথিবীতে পাঠাও আমি আবার তোমার পথে শাহাদাত বরণ করব।" (কুরতুবী)

শহীদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে ঃ

শহীদের কোন গুনাহ এর উপর আল্লাহতায়ালা প্রশ্ন করবে না। আল্লাহর হক্কের এর ব্যাপারে সকলের সমস্ত অভিযোগ তাদের উপর থেকে প্রত্যাহার করা হবে। সমস্ত অপরাধের উপর যেদিন হিসাব নিকাশ হবে।

পাপ এর কম বেশীর উপর জান্নাত জাহান্নামের ফয়সালা হবে। যে অপরাধ অসংখ্য মানুষের জন্যে নির্ধারণ করবে জাহান্নামের আগুন। শহীদদেরকে সে পাপের উপর কোন প্রশ্নই করা হবে না। তবে তাঁ বান্দার হক্ক মাফ হবে না। রাসূল (সাঃ) বলেন

قال رسول الله ﷺ ليشهد عند الله ست خصال يغفر له فى اول دفعة

www.pathagar.com

"আল্লাহতায়ালা নিকট শহীদের যে ছয়টি মর্যাদা রয়েছে এর প্রথমটি হল শহীদের রক্ত জমিন স্পর্শ করার আগে তাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করা হবে।" (তিরমিজি/মুসলিম)। শাহাদাত সমস্ত গুনাহের কাফ্ফারা। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। কিয়ামতের দিন শহীদদেরকে এমনাবস্থায় হাজির করা হবে যে তাদের আঘাতের স্থান থেকে রক্ত বইতে থাকবে। –মুসলিম।

অতঃপর ফিরিস্তাদের জিজ্ঞাসা করবেন এদের এ অবস্থা কেন? তারা বলবে মাবুদ এরা শহীদ হয়েছিল। আল্লাহতায়ালা বলবেন, তোমরা সাক্ষী থাক আমি এদের গুনাহ মাফ করে দিলাম। তবে মানুষের প্রাপ্য বা ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। আল্লাহর পথে জীবন দেওয়ার পরও তা মাফ হবে না। নবীজি (সাঃ) বলেন ঃ

قال قال رسول الله ﷺ يغفر لشهيد كل ذنب الا الدين (رواه مسلم)

"শহীদদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে কিন্তু ঋণ ছাড়া।" –মুসলিম।

শহীদের কবরে আযাব হবে না ঃ

আখেরাতের ঘাটি সমূহের মধ্যে প্রথম ঘাটি কবর। মৃত্যু থেকে পুণরায় কিয়ামতের মাঠে জমায়েত পর্যন্ত হায়াত কবর।

عن عثمانؓ قال قال رسول الله ﷺ ان القبر اول منزل من منازل الاخرة فان نجا منه فما بعده ليفجر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه

হযরত উসমান (রাঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন- "কবর আখেরাতের কঠিন ঘাঁটি সমূহের মধ্যে প্রথম। এখানে যার মুক্তি আছে তার জন্যে পরবর্তী ঘাঁটি সহজ হয়ে যাবে। আর এ ঘাঁটিতে যার নাজাত হবে না পরবর্তী ঘাঁটি সমূহ আরও কঠিন হবে। বুখারী

বদকারদের জন্য কবরে রয়েছে অনেক কষ্টদায়ক আযাব। রয়েছে বিষাক্ত সর্পের দংশন। আগুনের দাহ ও নানা প্রকার অবর্ণনীয় বেদনা।

আল্লাহতায়ালা শহীদদেরকে কবরে কোন প্রকার আযাব দেবেন না। শহীদের রক্ত মাখা কফিন পর্যন্ত মাটি স্পর্শ করবে না। قال رسول الله ﷺ ويجار من عذاب القبر

নবীজি (সাঃ) বলেন- "শহীদদের কবরে কোন আযাব হবে না।" শত বছর পরও তাদের লাশ অক্ষত থাকবে। ইহা একটি বিরাট মর্যাদা। আহুদের যুদ্ধের প্রায় অর্ধশত বছর পর হযরত আমীরে মোয়াবিয়ার জামানায় মুসলমানদের জন্যে একটি খাল খনন করা প্রয়োজন ছিল। পথে আহুদের কয়েকজন শহীদের কবর পড়ে গেল তিনি শহীদের আত্মীয় পরিজনদেরকে তাদের লাশ উঠিয়ে অন্য জায়গায় দাফনের জন্যে বলেন। ৫০ বছর পরে কবর থেকে শহীদদের অক্ষত লাশ কফিনসহ উঠিয়ে অনত্র দাফন করা হয়েছিল। খননের সময় একটি শহীদের শরীরে কোদালের আঘাত লেগে ফিনকি দিয়ে টাটকা রক্ত বের হয়ে এল। পরে Bandage করে রক্ত বন্ধ করে লাশ দাফন করা হয়। সুবহানাল্লাহ।

www.pathagar.com

শহীদদেরকে কিয়ামতের মাঠে সম্মানিত করা হবে ঃ

কিয়ামতের মাঠ যে কত ভয়াবহ হবে তা বর্ণনা করা কঠিন। উহা একটি ব্যাপক আলোচনার বিষয়।

"যে দিন আল্লাহতায়ালার রাগ দেখার পর সকল মানুষদের আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে শুধু একটি অস্পষ্ট ধ্বনি ছাড়া আর কিছু শুনা যাবে না।

وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا

যেদিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। সে দিন তাদের কোন প্রকার আযাব হবে না। আল্লাহতায়ালা তাদের ক্ষত স্থান থেকে তাজা রক্ত বের হতে দেখে বিনা হিসাবে ছায়ায় স্থান দেবেন ও সম্মানিত করবেন।

وقال رسول الله ﷺ ويامن من الفزع الاكبر

"কঠিন বিপদের দিনে তারা থাকবে বিপদমুক্ত।" –তিরমিজি।

শহীদদের মাথায় তাজ পরানো হবে ঃ

"যে দিনকে দেখার পর বালকেরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে।" يوما يجعل الوالدان شيبا

মুযযাম্মিল-১৭।

"যে দিন বন্ধু আপনজন একে অপরের থেকে পালাতে থাকবে। সেদিন শহীদদেরকে সম্মানিত করা হবে। নবীজি (সাঃ) বলেন ঃ

ويوضع على رأسه تاج الوقار اليلقونه منه خير من الدنيا وما فيها

"শহীদদের মাথায় এমন সুন্দর ও মূল্যবান তাজ পরানো হবে যা হবে ইয়াকুত নির্মিত। দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ শহীদদের একটি টুপির চেয়ে কম মূল্য বহন করে।" (তিরমিজি)।

শহীদদের সাথে বিবাহ ঃ

যে কঠিন সময়ে মানুষেরা হাজার হাজার বছর ধরে হিসাব নিকাশে ব্যস্ত সে ভয়াবহ কিয়ামতের মাঠে শহীদদের জন্যে হবে রোমাঞ্চকর বিবাহ অনুষ্ঠান। যে দিনের জন্য সমস্ত মামলাকে মূলতবী করে রাখা হয়েছে কোরআন বলছে ঃ

لای یوم اجلت ☆ ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ لمكذبين

"কোন দিনটির জন্যে তাদের সব বিষয় মূলতবী রাখা হয়েছে? সে ফয়সালার দিনটার জন্যে। আপনি কি জানেন ফয়সালার দিনটা কেমন? সে দিন সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের জন্যে ভয়াবহ দুর্যোগ হবে।"–মুরসালাত-১২-১৫।

قال قال ﷺ يزوج اثنين وسبعين زوجة من الحور العين ترتمذى

সমস্ত কিয়ামতের মাঠ হতবাক হবে এমন কঠিন দিন আল্লাহ ৭২ জন হুরকে একজন শহীদের সাথে বিবাহ দেবেন, যারা হবে অপরূপা।" (তিরমিজি)।

www.pathagar.com

শহীদদের পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হবে ঃ

যে দিন মা তার সন্তানকে ভুলে যাবে। সন্তান তার পিতা-মাতার পরিচয় মনে রাখবে না। কারো পক্ষে অপরের জামিন গ্রহণ করা হবে না। সে দিনটির ভয়াবহতা সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে নেবে। কোরআন বলছে ঃ

يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه

"সেদিন মানুষ নিজের ভাই, নিজের মা, নিজ পিতা, স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে পালাতে থাকবে। (আবাসা-৩৪-৩৭)

সে দিন আল্লাহতায়ালা শহীদদেরকে নিজ বংশের গুনাহগারদের বিষয়ে সুপারিশ করার অনুমতি দিয়ে সম্মানিত করবেন। নবীজি (সাঃ) বলেন ঃ

قال رسول الله ﷺ ويشفع فى سبعين من اقربائه

"শহীদদেরকে ৭০ জন গুনাহগার আত্মীয় পরিজনকে সুপারিশ করে জান্নাতে নেবার অনুমতি প্রদান করা হবে।" (তিরমিজি)।

দশটি মর্যাদার দিকে আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম। প্রবন্ধের কলেবর-এর দিকে তাকিয়ে এ বিষয়ে সংযত হওয়া ভাল বলে মনে করছি।

শাহাদাতের তামান্না ঃ

শাহাদাতের তামান্না একটি ইবাদাত। নবীয়ে করিম (সাঃ) শাহাদাত এর আরজু পেশ করেছেন। প্রায় সমস্ত সাহাবীদের জীবনে এর নজির পাওয়া যায়। আল্লাহতায়ালার সাথে সম্পর্কের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শাহাদাতের আকাংঙ্খা। মৃত্যুর বিছানায় হযরত খালেদ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করে বলেছিলেন। 'আমার জন্যে এ মৃত্যু অত্যন্ত কষ্টদায়ক।'

হযরত আলী বলতেন, 'বিছানায় গড়িয়ে গড়িয়ে মৃত্যুবরণ করা আমার কাছে এক হাজার তরবারীর আঘাত সহ্য করার চেয়েও কষ্টদায়ক।'

মহিলা সাহাবীদের সন্তান প্রসব হলে শিশুকে নিয়ে রাসূলের দরবারে হাজির হয়ে বলতেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার সন্তান আল্লাহর রাহে শহীদ হওয়ার জন্যে দোয়া করুন'। নবীজি (সাঃ) হেঁসে বলতেন, তুমি মা হয়ে কি সন্তানের মৃত্যুর জন্যে দোয়া চাচ্ছ? তারা বলতেন না হুজুর! আপনি তো বলেছেন যারা আল্লাহর পথে জীবন কোরবান করে তারাই বেঁচে থাকে তারা কোন দিন মরবে না।

ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون

"তোমরা তাদেরকে মৃতদের মধ্যে গণ্য করো না বরং শহীদেরাই জীবিত। শাহাদাতের সাথে সাথে তারা জান্নাতের রিযক গ্রহণ করে"। আলে ইমরান।

এক্ষেত্রে রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর শাহাদাতের তামান্না প্রণিধানযোগ্য

عن ابى هريرةؓ ان رسول الله ﷺ قال والذى نفسى بيده لو رددت انى لاقاتل فى سبيل

আবু হোরায়রা নবীজি (সাঃ) থেকে বলেন, "আল্লাহর কছম। আমার হৃদয় একান্তভাবে চায় আমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে নিহত হই, অতঃপর আবার জীবিত হই। আবার

www.pathagar.com

যুদ্ধ করে নিহত হই আবার জীবিত হই।" – বুখারী।

কেউ চাইলে শহীদ হবে না। কারণ ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে চান শুধু তাকেই দান করেন। তবে শাহাদাতের তামান্না এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সত্যিকার অর্থে যারা শাহাদাতের কামনা হৃদয়ে পোষণ করে তারা যদি বিছানায়ও মৃত্যু বরণ করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন শহীদদের মধ্যে জায়গা দেয়া হবে।

শাহাদাতের কামনা যে হৃদয়ে জাগ্রত হয়নি, তা থেকে মুনাফেকী বিদূরিত হয় নি।

قال قال رسول الله ﷺ من سال الله تعالى الشهداء بصدق بلغ الله منازل الشهداء وان مات على فراشه (روا مسلم)

"যে মুজাহিদ সত্যিকারভাবে শাহাদাত কামনা করে আল্লাহতায়ালা তাকে শাহাদাতের দরজা দান করবেন যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।"

শাহাদাতের পথে বাঁধা সমূহ ঃ

মুমীনদের হৃদয়ে রয়েছে শাহাদাতের দুর্নিবার আকাংখা। কিন্তু সফলতার মঞ্জিলে পৌছাবার পূর্বে অতিক্রম করতে হবে বাঁধার পাহাড়।

সন্দেহযুক্ত ঈমান ঃ

এ পথে পহেলা সমস্যা হলো আল্লাহ ও রাসূলের উপর সন্দেহ যুক্ত ঈমান। সন্দেহ ঈমানের ব্যাধি। আখেরাতে জিন্দেগীর উপর যার পূর্ণ ঈমান নেই সে কেমন করে জীবন দেয়ার মত এত বড় ত্যাগ স্বীকার করবে। সন্দেহের বিমারী নিয়ে কিছু দূর পথ অতিক্রম করলেও শাহাদাতের এ মর্যাদাপূর্ণ মঞ্জিলে পৌছা কোন মতে সম্ভব নয়। এ পথের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় সে বার বার থমকে দাঁড়াবে আর বলবে

ماوعدنا الله ورسوله الا غرورا (احزاب)

"আল্লাহ ও রাসুল আমাদেরকে সাহায্যের যে ওয়াদাহ করেছেন তা প্রতারণা।"

দুনিয়ার মায়া ঃ

শাহাদাতের পথে চলার সিদ্ধান্ত যারা নেবে তাদের সামনে আর একটি বড় বাঁধা পৃথিবীর মায়া। পিতা-মাতা, সন্তান, পরিজন, সঞ্চিত সম্পদ, আরাম আয়েশের হাজার লোভনীয় উপকরণ মুজাহীদের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াবে।

এমায়ার বন্ধন ছিন্ন করে সামনে আগুয়ান হওয়া কঠিন।

يا ايها الذين امنوا امالكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض ☆ ارضيتم بالحيوة الدنيا من الاخرة فما متاع الحيوة الدنيا فى الاخرة الا قليلا

– সুরা তওবা।

হে ঈমানদারগণ তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদেরকে যখন খোদার রাহে লড়াই করতে বলা হয় তখন তোমরা পৃথিবীর মাটি কামড়িয়ে থাক। তোমরা কি পরকালের তুলনায় দুনিয়াকে অধিক ভালবাস? তবে জেনে রাখ, দুনিয়ার এ আরামের সামগ্রী পরকালে সামান্য পাবে। – (তাওবা-৩৮)

www.pathagar.com

কিন্তু যাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভালবাসা গালেব রয়েছে। অনুভূতির ব্যাঞ্জনা প্রতিটি শিরায় শিরায় রয়েছে ইশকে ইলাহী। সে প্রভূর জন্যে জীবন দেয়ার ডাক যখন শুনবে তখন সে এমন মাতাল হয়ে যায় মেঘের গর্জন শুনে ময়ূর যেমন পেখম খুলে দেয়। বাঁশির সুর শুনে ভূজঙ্গ যেমন উন্মাদ হয়ে যায়। মুজাহীদেরা দুনিয়া ত্যাগ করবে না বরং দুনিয়ার মালিককে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দেবে। মহান মনিবের ডাক আসলে বধির হয়ে যাবে আর সকল ডাকের জবাব দিতে ছিড়ে ফেলবে সকল মায়ার বাঁধন মহান প্রভুর সাথে মিলনের অনিবার্য প্রয়োজনে।

মরণের ভয় ঃ

মৃত্যু জীবনের জন্যে অবধারিত। এটা আল্লাহের হুকুম। হাজারো আয়োজনে যেমন তার আগমন ঘটানো যায় না তেমনি হাজারো প্রতিরোধে তার গমন ঠেকানো যায় না। সৃষ্টির এক বিন্দু ক্ষমতা এর উপর চলে না। আল্লাহই এর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক। অহেতুক হলেও সৃষ্টির কলিজার মধ্যে এ মরণের ভয় বাসা বেঁধে আছে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গকারীদের জন্যে মৃত্যু কোন বিভিষিকা নয়, নয় ভয়ের কোন কারণ। মরণতো শহীদদের কাছে মরণ নয় জীবনের খবর।

শাহাদাতের পিয়াসীদের হৃদয় থেকে মরণের মিথ্যা ভয় মূল শুদ্ধ টেনে ফেলে দিতে হবে। ইসলামের বিজয়ের যুগে মুমীনেরা শাহাদাতকে এভাবে পান করেছিল তৃষ্ণার্ত বেদুইন যেভাবে ঠাণ্ডা পানি পান করে। পরাজয়ের যুগের মুমীনেরা শাহাদাতকে এভাবে ভয় করেছে জলাতংক রোগী পানিকে যেমন ভয় করে। কোরআন বলছে ঃ

فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون

"মৃত্যুর সিদ্ধান্ত যখন হবে তখনই আসবে যা এক মুহূর্ত আগেও নয় পরেও নয়।"
আরাফ-৩৪

মুসলিম জাতির পরাজয়ের কারণ উল্লেখ করে নবীজি (সাঃ) বলেন, সংখ্যার আধিক্য, উপায় উপকরণের প্রাচুর্য্য থাকার পরও মুসলমানদের পরাজয় ঠেকানো যাবে না দুটি রোগের চিকিৎসা না হলে। মুসলমানদের বাড়ী-ঘর, সহায়-সম্পদ, পিতা-মাতা, সন্তানের জীবন, তাদের মা-বোন-স্ত্রী পরিজনদের ইজ্জত আব্রু সব কিছু দুশমনদের হাতে বিনাশ হতে থাকবে। সাহাবায়ে কিরামগণ নবীজি (সাঃ) কে প্রশ্ন করেন সে ভয়াবহ কারণ দু'টি কি কি? হুজুর (সাঃ) বলেন ঃ

ل قال رسول الله ﷺ حب الدنيا وكراهية الموت (আবু দাউদ)

'উহা হচ্ছে দুনিয়ার মায়া ও মরণের ভয়।'

উপসংহার ঃ

পরিশেষে বলতে চাই পৃথিবী আজ একটি অনিবার্য পরিবর্তনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার পঁচনের শেষ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। একটি সভ্যতা টিকে থাকার

www.pathagar.com

জন্যে যে মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক মান থাকা দরকার এ সভ্যতার আর কোন Values অবশিষ্ট নেই।

নৈতিক অবক্ষয়, বিভৎস যৌনাচার, উশৃংখল ভোগবাদ, সীমাহীন মারণাস্ত্র তৈরি, মিথ্যা প্রচারণা, কুরুচীপূর্ণ সংস্কৃতি চর্চা, মারাত্মক-সংশয়বাদ এ সভ্যতার গায়ে এক একটি Cancerous tumour. নৈতিক নৈরাজ্য, সিফিলিস, গনোরিয়া ও AIDS আক্রান্ত এ পাশ্চাত্য সভ্যতার মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। সভ্যতা বিশেষজ্ঞরা বলছেন এর জীবনী শক্তি আর নেই। এর ডানায় উড়ার শক্তি শেষ হয়ে গেছে, "Those wings are nolonger wings to fly". -T.S ELIOT.

তবে একটি নতুন সভ্যতার আগমণ না হলে এ জীর্ণ সভ্যতা আরও বহু দিন টিকে যাবে। সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা অকালে মৃত্যু বরণের পর ইসলাম ছাড়া আজ আর কোন নতুন সভ্যতার অস্তিত্ব নেই। Those who are carrying the loads of new civilization. যারা এ নতুন সভ্যতার বিনির্মাণের নির্মাণ সামগ্রী বহন করছে তাদেরকে এই জীর্ণ ও বিদায়ী সভ্যতা সাথে এক আপোষহীন সভ্যতার সংঘাতে জড়িয়ে যেতে হবে। যা হবে কঠিন, রক্তাক্ত ও দীর্ঘ মেয়াদী। নতুন সভ্যতার কারিগরদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সভ্যতা সৃষ্টির ইতিহাস ত্যাগ ও কোরবানীরই ইতিহাস। কি পরিমাণ রক্ত এর জন্য ঢেলে দিতে হবে আর কত জনপদ নিঃশেষ হয়ে যাবে সে পরিমাপ অপরিমেয়। হয়তো তাদের খুনের পরিমাণ অতলান্ত দরিয়ার পানিকে ছাড়িয়ে যাবে। আর শহীদের সংখ্যা সাহারার বালুকা রাশিকে হার মানাবে। আমাদের হাজার হাজার প্রিয় সন্তানদের সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার, পিতা-মাতার রোমাঞ্চকর আবেগ, আপনজনদের মধুময় স্মৃতি, মনের কোণে লালিত হাজার স্বপ্নিল স্বপ্ন সবকিছুকে আগামী দিনের ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি প্রস্তর রচনায় উৎসর্গ করার নিতে হবে কঠিন সিদ্ধান্ত। শহীদ মালেক ভাই সে সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলেছিলেন, "বিশ্বের সমস্ত শক্তি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। আমরা মুসলমান যুবকেরা বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না। হয় সত্যের প্রতিষ্ঠা করব নচেৎ এ প্রচেষ্টায় আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে।" –শহীদ আব্দুল মালেক।

লেখক ঃ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষক, চট্টগ্রাম।

www.pathagar.com

আমার প্রিয় বেলাল ভাই

অধ্যাপক আবদুল মতিন

শহীদ বেলাল ভাই এর সাথে আমার পরিচয় ১৯৮৩/৮৪ সালের দিকে। ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলনের পর জমিয়তে তালাবা পাকিস্তানের নাজেমে আলার সফর সঙ্গী হিসেবে তিনি রাজশাহী সফরে যান। রাজশাহী মেডিকেল কলেজের গ্যারালী রুমে মেহমানের সম্মানে শিবিরের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেই সমাবেশে বেলাল ভাই একটি গান গেয়েছিলেন। যেই গানটি তিনি সব অনুষ্ঠানে গেয়ে থাকতেন- 'ঝড় যদি উঠে মাঝ দরিয়ায় ভয় করিনা তাতে.........'। যা গেয়ে তিনি গোটা হলের শ্রোতাদেরকে বিমোহিত করে দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্ব পর্যন্ত আমি রাজশাহী মহানগরীতে প্রায় এক যুগ কাটাই এবং সেভাবেই ছাত্র জীবন শেষ করেই জামায়াতে যোগদান করে অল্প সময়ে রুকন হয়ে যাই। ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চাকুরীর জন্য খুলনায় আসি এবং দৌলতপুর কলেজ (দিব-নৈশ) এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করি। সেই থেকে আমার খুলনায় অবস্থান। সাংগঠনিকভাবে রুকন হিসেবে প্রথমে খুলনা উত্তর জিলায় কাজ করি এবং ছয় মাস পর কেন্দ্রীয় সংগঠনের সিদ্ধান্তক্রমে মহানগরীর জনশক্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হই। আর তখন থেকেই বেলাল ভাইয়ের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি।

আমি লক্ষ্য করলাম, খুলনা মহানগরীতে বেলাল ভাই এর সংগঠনে অগ্রসর অর্থ্যাৎ রুকন হওয়া সবারই দাবী। দেখলাম তাকে অছিলা করেই অনেকে নিজেকে সংগঠন থেকে পিছিয়ে রাখছেন। তখন আমি বেলাল ভাই এর রুকন হওয়া খুবই জরুরী বলে মনে করলাম। মহানগরী আমীর অধ্যাপক গোলাম পরওয়ার ভাই আমাকে বললেন, মতিন ভাই বেলাল ভাই তো আমার আত্মীয় এবং সম্পর্কের দিক দিয়েও তিনি বড়। তাই আপনি বেলাল ভাইকে রুকন করার জন্য চেষ্টা চালান। কেননা তাকে শক্ত হাতে কন্ট্রোল না করলে রুকন করা যাবে না। একাজটি আপনিই করতে পারবেন। আল্লাহর উপর ভরসা করে বেলাল ভাইকে রুকন করার ব্যাপারে টার্গেট নিয়ে চেষ্টা চালাতে থাকি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বেপরোয়া, সামাজিক কাজের প্রতি বেশী ঝোঁকপ্রবন। সহজে নিয়মের মধ্যে আনা মুশকিল। তারপর পেশাটিও ছিলো সাংগঠনিক নিয়ম কানুন মেনে চলার বিপরীত। আমি এবং ভাবী অর্থাৎ শহীদ বেলাল ভাই এর সৌভাগ্যবান স্ত্রী তানজিলা খাতুন (জামায়াতের রুকন এবং দায়িত্বশীলা) ভিতরে-বাইরে দু'জন মিলেই চেষ্টা চালাই। ভাবীও মাঝে মাঝে বেলাল ভাই এর রিপোর্ট বইএ লিখিত ভাবে কড়া মন্তব্য লিখে দিতেন। কেননা তার রিপোর্ট মানে আসতো না। বেলাল ভাই এ জন্য আমার কাছে নালিশ করতেন, আমি তাকে বলতাম যে-ভাবী ঠিকই করেছেন। আমি তাকে দায়িত্ব দিয়েছি। যা হোক আল্লাহর রহমতে দীর্ঘ চেষ্টার পরে বেলাল ভাই ১৯৯৭ সালের

www.pathagar.com

১২ ডিসেম্বর রুকন হিসেবে শপথ পড়তে সক্ষম হলেন। তিনি রুকন হওয়ার পর কৃতজ্ঞ বেলাল ভাই আমাকে একদিন বললেন, আবদুল মতিন ভাই আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি যদি আমাকে এভাবে শক্ত হাতে না ধরতেন তাহলে হয়তো আমি রুকন হতে পারতাম না। এজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি বেলাল ভাই রুকন হওয়ার পরে আল্লাহর রহমতে সাবেক ছাত্র ভাইদের প্রায় সবাই সংগঠনে এ্যাকটিভ হয়ে যায়। বেলাল ভাইকে রুকন করেই আমি ক্ষ্যান্ত হয়ে যায় নি বরং তাকে সংগঠনে এগিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে আমার পরিকল্পনা অব্যাহত থাকে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০০৪-০৫ সেশনে কর্মপরিষদের সদস্য হিসাবে মনোনয়ন দেয়ার জন্য মহানগরী আমীর গোলাম পরওয়ার ভাইকে প্রস্তাব দেই। প্রথমে নারাজ থাকলেও আমার যুক্তিতে পরে তিনি রাজী হয়ে যান এবং আমাদের কয়েকজন দায়িত্বশীলের সাথে আলাপ করে মজলিসে শুরায় অনুমোদন করে নেন। বেলাল ভাইকে কর্মপরিষদে আনার ব্যাপারে আমার যুক্তি ছিল-বেলাল ভাইয়ের মধ্যে এমন কতকগুলো গুণ ও যোগ্যতা ছিল যা আমাদের অনেকের মধ্যেই নেই। যে কাজ গুলো দায়িত্বশীলেরা নিজেরা করতে পারতাম না বেলাল ভাইকে দিয়ে তা করিয়ে নিতে পারতাম। যার অভাব বেলাল ভাই শহীদ হবার পর আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি।

সংগঠনের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা এবং ত্যাগ ঃ

যদিও বেলাল ভাই তখন রুকন হন নাই, কিন্তু সংগঠনের ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতা এবং ত্যাগ স্বীকারের ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি ছিল না। আমার উপর যখন মহানগরীর এমারতের দায়িত্ব তখন ১৯৯৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বি,এল কলেজের জি.এস মুন্সি আবদুল হালিম, রহমতুল্লাহ, আমানুল্লাহ আমানসহ তিনজন শিবির নেতা ছাত্রদলের হাতে শহীদ হয়ে যায়। সেই সময় আমাদের জন্য মহানগরীতে অবস্থান করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। কেননা বি.এন.পি তখন ক্ষমতায়। শহীদ বেলাল ভাই এর রায়ের মহলের বাড়ীতে জামায়াত শিবিরের দায়িত্বশীল ভাইয়েরা অবস্থান করি এবং সেখান থেকেই বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করি। সে সময় বেলাল ভাই রুকন না হলেও আমাদের থাকা-খাওয়া এবং বিভিন্ন পরামর্শের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন ও ত্যাগ স্বীকার করেন যা অত্যন্ত বিরল। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে ছাত্রদলের মহানগর কমিটির সেক্রেটারী আবুল কালাম আজাদ আততায়ীর হাতে নিহত হলে তারা শিবিরকে দায়ী করে চরম যুলুম চালায়। সেই সময় মহানগরী আমীর গোলাম পরওয়ার ভাই সহ জামায়াত শিবিরের দায়িত্বশীলেরা দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বাড়ীতে অবস্থান করি। সেই সময়ও বি.এন.পি. ক্ষমতায় ছিলো। তারা তখন জামায়াত শিবিরকে চরম দুশমন মনে করত। পুলিশের হয়রানির কারণে বেলাল ভাইয়ের বাড়ীতেও আমরা ঘুমাতে পারতাম না। তাই তিনি রাতে আমাদেরকে বিভিন্ন বাড়ীতে ভাগ করে দিয়ে নিজে এলাকা পাহারা দিতেন এবং তিনি সাংবাদিক হওয়ার কারণে আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করতেন। আমরা দেখেছি ১৫/২০ জন ভাই তাঁর বাড়ীতে দিনের পর দিন অবস্থান করলেও তিনি একটুকুও বিরক্ত বোধ করেননি বরং স্বতস্ফূর্তভাবে হাসিমুখে সমস্ত ঝামেলা-ঝুঁকি

www.pathagar.com

বরদাস্ত করে আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আসলে তখন তাকে উদার দিলের মস্ত বড় দায়িত্বশীলের মতই দেখা গেছে।

তাঁর চরিত্র ও নীতি নৈতিকতা ঃ

শহীদ বেলাল ভাই নীতি নৈতিকতা ও চরিত্রের দিক থেকে অত্যন্ত মজবুত ছিলেন। পরিবারের সবার বড় সন্তান হবার কারণে এবং নীতি নৈতিকতা ও চারিত্রিক প্রভাবের জন্য তাঁর পরিবারের সকল সদস্য এবং অন্যান্য নিকট আত্মীয়রাও ইসলামী আন্দোলন তথা জামায়াত-শিবির-ছাত্রী সংস্থার সাথে কোন না কোন পর্যায়ে জড়িত ছিলো এবং এখনও আছে। তিনি শরীয়ত মানার ক্ষেত্রে এত নিষ্ঠাবান ছিলেন যে আমাদের অনেকের মধ্যেই তা নেই। যা গোলাম পরওয়ার ভাই আমাদের সামনে ব্যক্ত করেছিলেন। ঘটনাটি ছিলো-বেলাল ভাই এর বোনের সাথে যখন গোলাম পরওয়ার ভাই এর বিবাহের কথা হয়-তখন কনে দেখার জন্য গোলাম পরওয়ার ভাই এর মা বোন সহ তাঁর আব্বাও তাদের বাড়ীতে যান, কিন্তু বেলাল ভাই তার বোনকে পরওয়ার ভাই এর আব্বা দেখতে পারবেন না বলে জানান। কেননা এটা শরীয়তে অনুমোদন করে না। শরীয়ত বলে সংশ্লিষ্ট পাত্র ছাড়া অন্য কোন পুরুষ দেখতে পারবেন না। এতে পরওয়ার ভাই মুফতী আব্দুস সাত্তার সাহেবের কাছে ফতোয়া জানতে চাইলে তিনিও বেলাল ভাই এর মতের সাথে একমত পোষণ করেন। ফলে গোলাম পরওয়ার ভাই এর আব্বা কে বেলাল ভাই তার বোনকে দেখতে দেন নাই। পরবর্তীতে যখন গোলাম পরওয়ার ভাই এর বিয়ে হয়ে যায় তখন তাঁর আব্বা রাগ করে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বেলাল ভাইদের বাড়ীতে আত্মীয় হবার পরও যান নাই। একটু চিন্তা করে দেখুন তো কতজন বা আমরা পাত্রী দেখার এই প্রচলিত প্রথাকে উপেক্ষা করে শরীয়তের উপর টিকে থাকতে পারি?

বেলাল ভাই নীতিবান হবার কারণে তিনি কোন অনৈতিক কাজ-কাম বরদাস্ত করতে পারতেন না। তিনি সামনা-সামনি প্রতিবাদ করতেন। এজন্য অনেকেই তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতেন। যদিও অসন্তুষ্ট হওয়া ঠিক নয়।

মুহাসাবা এবং সমালোচনা তিনি হাসিমুখে মেনে নিতেনঃ

শহীদ বেলাল ভাই নিজে যেমন সমালোচক ছিলেন তেমনি তার ব্যাপারে কেউ সমালোচনা করলে তিনি তাতে রাগান্বিত হতেন না বরং সঠিক হলে তা মাথা পেতে মেনে নিতেন। সাংবাদিকতা পেশা এবং বেশী সামাজিক হবার কারণে তিনি সাংগঠনিক দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত রিপোর্টের মান রক্ষা করতে পারতেন না। যার কারণে কর্মপরিষদ বৈঠক এবং রুকন সম্মেলনে তার সাংগঠনিক দায়-দায়িত্ব ও ব্যক্তিগত রিপোর্টের উপর কড়া কড়া মন্তব্য এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি হাসিমুখে তার সমস্যার কথা বলতেন এবং ভবিষ্যতে মান ভাল করার জন্য দোয়া চাইতেন। বিশেষ করে আমি তার সাংগঠনিক দায়-দায়িত্ব পালন এবং রিপোর্টের মান রক্ষার ব্যাপারে শক্তভাবে ধরতাম তিনি তা আবার ভাবীর কাছে যেয়ে বলতেন, আবদুল মতিন ভাই আমাকে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন এবং রিপোর্টের মান রক্ষার ব্যাপারে শক্ত সমালোচনা করেছেন। তখন

www.pathagar.com

ভাবী উত্তর দিতেন, মতিন ভাই ঠিকই করেছেন, তুমি সাংগঠনিক নিয়ম মত চললেই তো আর প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না। তবে আলহামদুলিল্লাহ্ বেলাল ভাইকে সাংগঠনিক দায়-দায়িত্ব পালন এবং রিপোর্টের মান রক্ষার জন্য শক্তভাবে ধরার কারণে তিনি শহীদ হওয়ার পূর্বে ভারসাম্য রক্ষা করে চলা শুরু করে দিয়েছিলেন। তার ভারসাম্য পূর্ণ জীবনের সাক্ষী তানজিলা ভাবীও বেলাল ভাই শহীদ হবার পর আমাদের সামনে ব্যক্ত করেছেন।

তাছাড়া তার পেশার কিছু সহকর্মী এবং অন্য দু'একজনের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হবার কারণে আমার পরিচালনায় দু'টি মুহাসাবা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে একটি বৈঠকে আবুল কালাম আজাদ এবং আব্দুল ওয়াদুদ ভাই উপস্থিত ছিলেন। আর সাংবাদিকদের বৈঠকে সাংবাদিক এরশাদ ভাই সহ আমাদের অন্যান্য সাংবাদিকরা ছিলেন। বৈঠকে তার মোয়ামেলা এবং অন্যান্য বিষয়গুলো ধরিয়ে দিলে তিনি তার জবাব অত্যন্ত ভদ্র ও সংযত ভাষায় দেন। নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধনের জন্য দোয়া কামনা করেন।

তিনি যেভাবে চলে গেলেন ঃ

দিনটি ছিল শনিবার ৫ ফেব্রুয়ারি '০৫ দুপুর বেলা খুলনা অঞ্চলের প্রতিনিধি সম্মেলনের স্থান এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে পুলিশ কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের সাথে সাক্ষাতের জন্য মহানগরী আমীর গোলাম পরওয়ার ভাই, মাষ্টার শফিক ভাই, কালাম ভাই, আবদুল ওয়াদুদ ভাই সহ আমরা কয়েকজন দায়িত্বশীল জামায়াত অফিসে সমবেত হই। সেখানে বেলাল ভাইও বসা ছিলেন। আহত হওয়ার পূর্বে এই তার সাথে সর্বশেষ দেখা এবং কথা। তিনি আমাকে আতরের শিশি বের করে দিয়ে বললেন, আবদুল মতিন ভাই এই আতর খুব ভাল, আপনি একটু মাখেন- (উল্লেখ্য যে, বেলাল ভাই সবসময় আতর ব্যবহার করতেন) আমি বললাম আতর কোথা থেকে পেলেন কেউ হাদীয়া দিয়েছে নাকি? তিনি কসম খেয়ে বললেন না। আমি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আতরটি কিনেছি। যা হোক আমরা সকলে আতর মাখলাম। এরপর তিনি পকেট থেকে একটি নতুন ক্যামেরা মোবাইল বের করে বললেন, আবদুল মতিন ভাই দেখি আপনার একটা ছবি তুলি। আমিও পোজ দিলাম, তিনি ছবি তুলে আমাকে দেখিয়ে বললেন, আবদুল মতিন ভাই দেখেন কত সুন্দর ছবি হয়েছে। আমি বললাম, এই মোবাইল কোথায় পেলেন? তিনি বললেন, একজন ভাই আমাকে কয়েক দিন আগে গিফট্ করেছেন। তার সাথে হাসি-তামাসা করে গোলাম পরওয়ার ভাই এর নেতৃত্বে আমরা উপস্থিত দায়িত্বশীলেরা প্রথমে পুলিশ কমিশনারের সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলে কমিশনার সাহেব আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর তিনি তার টেবিলে রক্ষিত দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকাটি মিল-কলকারখানা সংক্রান্ত বড় হেডিং এ লেখা একটি নিউজ দেখিয়ে বললেন-বেলাল সাহেব একটি খুব ভাল নিউজ করেছেন। তিনি আরো বললেন, আপনারা আসার আগেই বেলাল সাহেব আমার সাথে কথা বলেছেন। যাহোক কমিশনার সাহেব বেলাল ভাইয়ের প্রশংসা করেই আমাদের সাথে পরবর্তী কথা শুরু করলেন। এরপর আমরা জেলা প্রশাসকের অফিসে গেলাম। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় কথা সেরে আমরা যার যার বাসায় ফিরে

www.pathagar.com

গেলাম। আমি বিকালে মহানগরী অফিসে আসলাম এবং ঈশার নামায পড়েই সেদিন অফিসে দেরী না করে হেঁটে বাসায় চলে আসলাম। বাসায় এসে জামা-কাপড় পরিবর্তন করতেই মোবাইলে চিৎকার দিয়ে একটি আওয়াজ আসলো মতিন ভাই বেলাল ভাই শেষ হয়ে গেছে। কিছুই বুঝতে পারলাম না। 'ইন্না লিল্লাহ' মুখে বলতে বলতে জামা-কাপড় পরা শুরু করলে আমার স্ত্রী বললো, কি হয়েছে? আমি তাকে কম্পিত কণ্ঠে বললাম, বেলাল ভাইকে বোমা মেরেছে। সে সাথে সাথে ওযু করে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে গিয়ে নামাজ এবং দোয়া শুরু করে দিল। আমি রিকসায় দ্রুত উঠে কোন দিকে যাব কোথায় যাব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমি চিন্তা করলাম অফিসে যাই এই বলে অফিসের দিকে যেতেই দেখি ইসলাম পুর রোড দিয়ে আতঙ্কিত ভাবে মানুষ ছুটে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি অফিসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, বেলাল ভাই কোথায়? কেউ কিছু বলতে পারলো না। আমি পরওয়ার ভাইকে মোবাইল করলাম। তিনি কিছুই জানেন না বলে জানালেন, এরপর তানজিলা ভাবীকে টেলিফোন করলে তিনি শান্ত মেজাজে বললেন আমিও তো শুনলাম এ ধরনের ঘটনা। কিন্তু আপনার ভাইয়ের সাথে তো একটু আগেই মোবাইলে কথা বললাম। এরপর আমি প্রথম মোবাইলে সংবাদ দানকারী শাহ আলম ভাইকে মনে করে তাকে মোবাইল করলে তিনি বললেন, আমিতো কিছুই জানিনা। তারপর আমি এক ভাইয়ের পরামর্শে সি.টি.এস.বি তে টেলিফোন করলে তারা জানালো এখন বেলাল সাহেব খুলনা হাসপাতালে আছে, তবে তিনি মৃত্যু বরণ করেননি গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসা চলছে। আমি দু'টি মটর সাইকেলের একটি পিছনে চড়ে দ্রুত ছুটে চললাম হাসপাতালে। বেলাল ভাইকে অপারেশনের পর ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখা হয়েছে। মূমুর্ষ অবস্থা। বোমায় আগুন লেগে তার মুখ মন্ডল পুড়ে কালো হয়ে গেছে। যা দেখার মত নয়। বোমাহত কব্জি পর্যন্ত কেটে ফেলা হয়েছে। এত কিছুর পরও বেলাল ভাই অনেকের সাথে কথা বলছেন এবং দোয়া চাচ্ছেন। এক আশ্চর্য ধরনের ঘটনা, এই কঠিন অবস্থায় কেউ এত স্পষ্ট ভাষায় সচেতনভাবে কথা বলতে পারে! এ যেন এক মর্দে মুজাহিদ। যাহোক পরওয়ার ভাই আমাদের নিয়ে পরামর্শ করলেন উন্নত চিকিৎসার জন্য। তিনি ঢাকায় মুজাহিদ ভাই এর সাথে পরামর্শ করলে তিনি হেলিকপ্টার ম্যানেজ করার ব্যবস্থা করবেন বলে জানালেন। পরবর্তী দিন অর্থাৎ ৬ ফেব্রুয়ারী দুপুর বেলা বেলাল ভাইকে হেলিকপ্টার যোগে ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে পাঠানো হলো। সাথে সাথে দেশ-বিদেশে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভাই বোনদের দোয়া চলতে লাগলো।

১০ ফেব্রুয়ারি রাত নয়টার দিকে কালাম ভাই আমাকে মহানগরী অফিসে ডেকে জানালেন, বেলাল ভাই এর বিদায়লগ্নের মূমুর্ষ অবস্থার কথা। অফিসে বেলাল ভাই এর ছোট দু'ভাই বোরহান এবং দোহা নির্বাক অবস্থায় বসে আছে। আমিও এ ধরনের সংবাদ শুনে নির্বাক হয়ে গেলাম। তখন আমার অজান্তে দু'চোখের পানি গাল চুয়ে ঝর ঝর করে জামায় পড়ে ভিজে যেতে লাগলো। আমি উপস্থিত সবাইকে নিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে প্রাণ খুলে দোয়া করলাম তার জীবন ফিরিয়ে দেয়ার জন্য।

www.pathagar.com

পরবর্তী দিন অর্থ্যাৎ ১১ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী মহানগরীর থানা সমূহের শুরা, কর্মপরিষদ এবং টীম সদস্যদের (পুরুষ-মহিলা) যৌথ শিক্ষা শিবির ছিলো। গোলাম পরওয়ার ভাই ঢাকায় আহত বেলাল ভাই এর সাথে অবস্থান করার কারণে আমি সভাপতিত্ব করছিলাম। উদ্বোধনী বক্তব্য দেবার পর সবাই মূমুর্ষ বেলাল ভাইয়ের প্রাণ ফিরিয়ে পাবার জন্য প্রাণ খুলে মহান আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করে পরবর্তী কর্মসূচী শুরু করলাম। বৈঠকের শেষের দিকে "শপথের আলোকে দায়িত্ব-কর্তব্য" এই বিষয়ের উপর আলোচনা করছিলাম। আলোচনার মাঝ পথে বেলা ১১.১৫ মিনিটের সময় কালাম ভাই এর মোবাইলে বেলাল ভাই এর শাহাদাতের খবর শুনার সাথে সাথে উপস্থিত দায়িত্বশীল ভাই-বোনেরা চিৎকার করে (ইন্নালিল্লাহ-------) বলে উঠলাম। সাথে সাথে আমি সকলকে নিয়ে আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে বেলাল ভাই এর শাহাদাত কবুলিয়াতের জন্য এবং তার গুণগ্রাহী স্ত্রী-বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনরা যেন ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে তার জন্য প্রাণভরে দোয়া করলাম। তারপর বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করে আমরা সবাই মিলে শহীদ বেলাল ভাই এর রায়ের মহলের বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে। গোলাম পরওয়ার ভাই ঢাকা থেকে আমাদের জানালেন বেলাল ভাই এর প্রথম জানাযা আজ বাদ আছর বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত হবে সেখানে ইমামতি করবেন সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম এবং আগামী কাল অর্থ্যাৎ ১২ ফেব্রুয়ারি খুলনার সার্কিট হাউজ মাঠে বাদ যোহর অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় জানাযা। সেখানে ইমামতি করবেন আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এবং সাথে থাকবেন মুহতারাম সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ ভাই, মাওঃ দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী ও আব্দুল কাদের মোল্লা ভাই। এ খবর শুনে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলাম এবং আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেলাম এই জন্য যে, বেলাল ভাই এতো সৌভাগ্যবান যে, তিনি ইসলামী আন্দোলনের সর্বোচ্চ দু'জন নেতার ইমামতিতে জানাযা অর্থাৎ দোয়া পাবেন, যা ইতিপূর্বে কোন শহীদের ভাগ্যে জোটেনি। যাহোক আমরা জানাযা এবং দাফন কাফনসহ অন্যান্য কর্মসূচী সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ১১ তারিখ রাতে মহানগরী অফিসে মজলিসে শুরার বৈঠক আহবান করলাম। সেখানে মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ শাহ মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস এমপি। আমি শুরার সাথে পরামর্শ করে বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব বন্টন করে দিলাম। ১২ তারিখ হেলিকপ্টার যোগে শহীদের লাশ নিয়ে নামলেন মুহতারাম সেক্রেটারী জেনারেল। পূর্ব কর্মসূচী অনুযায়ী প্রথমে কফিন নিয়ে যাওয়া হলো রায়ের মহলে শহীদের বাড়ীতে। তারপর প্রেসক্লাবে সেখানে তার সতীর্থরা তার প্রতি দোয়া ও শ্রদ্ধা জানালেন। এরপর সার্কিট হাউজ মাঠে নিয়ে আসা হলো জানাযা আদায়ের জন্য। সেখানে আমীরে জামায়াত, সেক্রেটারী জেনারেল, মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, আব্দুল কাদের মোল্লা, সিটি মেয়রসহ আশপাশের জেলার হাজার হাজার জনতার উপস্থিতিতে আমীরে জামায়াতের ইমামতিতে জানাযা অনুষ্ঠিত হলো। শোনা গেছে, মরহুম খান এ সবুর এর জানাযার পর এত বড় জানাযা আর কারোর জন্য অনুষ্ঠিত হয়নি। এ সাক্ষ্য দিয়েছেন যারা খান এ সবুর এবং বেলাল

www.pathagar.com

ভাইয়ের জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর জানাযা শেষে কফিনের পিছনে হাজার হাজার মানুষের মিছিল নিয়ে যাওয়া হলো রায়ের মহলে শহীদের বাড়ীতে এবং সেখানে গিয়েও এলাকার হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে সর্বশেষ জানাযা অনুষ্ঠিত হলো। মাগরীবের পূর্বে শহীদ বেলালকে পারিবারিক গোরস্থানে তার আন্দোলনের অগ্রপথিক বড় ভগ্নিপতি এরশাদ ভাইয়ের কবরের পাশেই তাকে চিরদিনের জন্য দাফন করা হলো। যেই বেলাল ভাই শহীদ বিমান, আব্দুল হালীম, আবুল কাশেম পাঠান, রহমতুল্লাহ ও আমানের দাফনে নিজেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং অসংখ্য শহীদদের জন্য নিজে হাউ মাউ করে কেঁদেছিলেন সেই বেলাল ভাই আমাদেরকে কাঁদিয়ে গেলেন। তিনি আর কারোর জন্য কাঁদবেন না। কিন্তু আমরা চিরদিন তার জন্য কাঁদবো। আর ফরিয়াদ করবো আল্লাহ তোমার এই প্রিয় বান্দা, যে কিশোরকাল থেকে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনে টিকে থেকে জীবন দান করলেন তাঁকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করিও। আর যারা প্রিয় ভাইয়ের গোটা দেহকে পুড়িয়ে কালো করে দিয়েছে তাদের পরকালে বিচার তো তুমি করবেই, কিন্তু আমাদের কামনা, আমাদের আকুতি দুনিয়াতেই যেন তুমি সেই ঘৃণ্য খুনীদের মুখোশ উন্মোচন করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করে তাদের মুখকেও কালো করে আমাদের মনের ক্ষোভকে প্রশমিত করো। আমীন।

লেখক ঃ নায়েবে আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, খুলনা মহানগরী।
সিনেট সদস্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

জান্নাতের পথে যাত্রী

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিন

মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ

আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালা শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিন স্মরণে কিছু লেখার তৌফিক দান করায় শুকরিয়া জানাই। একটি জীবন একটি ইতিহাস। শহীদের বর্ণাঢ্য জীবনের কোন তুলনা হয় না। হাস্যোজ্জল চেহারা, মিষ্টি হাসি, মনভুলানো কথা, কর্মমূখর জীবন এবং পরোপকারী এ মানুষটি সত্যিই সবার হৃদয় মন কেড়ে নিয়েছে। খুলনা শহরের রায়ের মহল এলাকায় সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন তিনি। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাড়ীতে কাটান। আমার জানা মতে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে পড়াশুনা এবং সাংগঠনিক দায়িত্বের কারণে ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেন।

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনকে বড় ভাই হিসাবে জানতাম। একদিকে বয়সে বড় অপরদিকে ছাত্রজীবনে আমার দায়িত্বশীল ছিলেন। ৮০-র দশকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের খুলনাসহ সারাদেশে ছাত্রনেতা হিসেবে পরিচিত ছিলো। আমি ১৯৮৩ সালে খুলনা মহানগরী ছাত্রশিবিরের কর্মী ছিলাম। তখন তিনি মহানগরী ছাত্রশিবিরের সভাপতি। নতুন কর্মী হিসেবে সভাপতির আকর্ষণীয় আচরণ, ব্যবহার এবং গায়ের রং ফর্সা না হলেও মুখের হাসি দেখে খুব ভাল লাগতো। মাঝে মাঝে দেখা হলে দূর থেকে সালাম দিতেন। কখনও আগে সালাম দিতে পারতাম না। কাছে এসে হাত বাড়িয়ে যখন মুসাফাহা করতেন তখন কর্মী হিসেবে আনন্দে মনটা জুড়িয়ে যেত। কর্মীদের কাছে দায়িত্বশীলের এহেন ব্যবহার সত্যিই প্রেরণাদায়ক। ১৯৮৩ সালে মহানগরী ছাত্রশিবির কর্তৃক আয়োজিত এক জরুরী কর্মী সমাবেশের কথা মনে পড়ে গেল। সম্ভবতঃ ১৫ই জুলাই ময়লাপোতা মোড়ে বায়তুল আমান জামে মসজিদে বিকাল ৩.৩০ মিনিট এ সমাবেশ ছিল। শহরে জোহরের নামাজ বাদ হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় এবং বৃষ্টি হল। ঝড়ে গাছের ডাল ভেঙ্গে রাস্তায় পড়ে চলাচলে দারুণ অসুবিধা সৃষ্টি হল আর মুহূর্তের মধ্যে পানিতে ভরে গেল রাস্তা-ঘাট। আবহাওয়ার প্রতিকুল পরিবেশে বাহিরে যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। মহানগরী শিবিরের সভাপতি বেলাল ভাই কাঁক ভেজা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলেন ঠিক ৫ মিনিট পূর্বে। ঘড়ির কাটা যখন ৩.৩০ মিনিট-এর ঘরে তখন মসজিদের দেওয়াল ঘড়ির শব্দ হল। সমাবেশের কার্যক্রম শুরু করলেন বেলাল ভাই। মাত্র ১৫/২০ জন কর্মী উপস্থিত ছিল। সৌভাগ্য আমার সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম। বেলাল ভাইয়ের মুখ থেকে বের হওয়া কথাগুলি আজও কানে ভাসে। তিনি বললেন- "সেই তো ইসলামী আন্দোলনের কর্মী যে ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে সংগঠনের ডাকে সাড়া দেয়"। তিনি আরও বললেন-"যারা আজ প্রতিকুল আবহাওয়ার মধ্যে যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ। আপনারা আল্লাহর প্রিয়

www.pathagar.com

বান্দা"। আমি সে দিনের কথা আজও ভুলতে পারছি না। বেলাল ভাইয়ের সাথে একান্ত খোলামেলা কথা বলতে যেয়ে ২/৪ বার ঐ কর্মী সমাবেশের কথা বলেছি। আমার কথা শুনে বেলাল ভাই সুন্দর হাসি দিয়ে বলতেন তা-ই। এত আগের কথা আপনার মনে আছে ? সে দিনের বক্তব্য আমাকে ইসলামী আন্দোলনের পথে অনেক প্রেরণা দিয়েছে।

১৯৮০ সালে বি এল কলেজ ছাত্রসংসদের নির্বাচনে বেলাল ভাই ভিপি প্রার্থী ছিলেন। মাত্র ১০/১২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু তার চেহারায় কোন মলিনতা ছিল না। বার বার অন্যদের ভোটের অবস্থা জানতে চাচ্ছিলেন। অন্য ভাইদের জয় হোক এটা মনে প্রাণে কামনা করছিলেন। এমন মানুষ তো আর হয় না যে নিজের জয় বাদ দিয়ে অন্যের জয় কামনা করে। আমি তখন শিবিরের সমর্থক ছিলাম। এমন দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। বিএল কলেজে অসংখ্য ঘটনা আজও স্মৃতি বহন করে।

১৯৮৭ সালে বেলাল ভাই সংগঠনের সিদ্ধান্তে ঢাকায় চলে যান। আমি তখন শিবিরের ঢাকা মহানগরী পরামর্শ সভার সদস্য। খুলনার ভাই হিসেবে বেলাল ভাইয়ের কাছে যেয়ে সময় কাটাতাম। কেন্দ্রীয় সংগঠনের দায়িত্ব পালনে বেলাল ভাইকে খুব ব্যস্ত থাকতে দেখতাম। বেলাল ভাই খুব রসিক ছিলেন বটে। কথা বলতে গেলে অঙ্গ-ভঙ্গী দিয়েই বলতেন। এটা মানুষের মন কেড়ে নিত। কেন্দ্রে রংপুরের আর এক বেলাল ভাই ছিলেন। তারও স্বভাব একই রকম। দু-বেলাল ভাই এক জায়গায় বসলে আঁসর জমে যেত। সঙ্গী সাথীদের হাসতে হাসতে পেটে খিল লেগে যেত।

সময়ের কাজ সময়ে করতেন ঠিকই। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়া করতেন। সাংগঠনিক সফরে প্রস্তুতি নিয়ে যখন রওয়ানা দিতেন তখন আমরা না জানার ভান করে বলতাম, বেলাল ভাই কোথায় যাচ্ছেন? বেলাল ভাই বলতেন, কথা বলার সময় নেই সফরে যাচ্ছি। রসিকতা করে বলতাম, বেলাল ভাই এখন যেয়ে বাস ফেল করবেন। আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাসী বেলাল ভাই দ্রুত স্টেশনে পৌঁছে শেষ মুহূর্তে গাড়ীতে চড়তেন। জীবনে বিমান, বাস, ট্রেনসহ অন্যান্য যানবাহনে যথা সময়ে পৌঁছতে না পেরে বিফল হয়ে ফিরে এসেছেন এ রকম ইতিহাসও রয়েছে। মনে মনে ভাবতাম, বেলাল ভাই সিরিয়াস হলে তো পারত। কিন্তু তা নয়, এমন কাজের মধ্যে থাকতেন মনে করতেন আল্লাহ আমাকে গাড়ী ধরবার ব্যবস্থা করবেন। রসিকতা করে বলতাম, বেলাল ভাই আর এভাবে কত দিন চলবেন। তিনি বলতেন, আপনাদের মত আগে যেয়ে স্টেশনে বসে থাকবো কেন? সময়ের অনেক মূল্য আছে। বুঝতাম সময়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাতের পথে যাত্রী হলেন এটা আমাদের শান্ত্বনা।

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সম্পাদক সহ অন্যান্য বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঢাকা মহানগরী শিবিরের অনেক প্রোগামে দাওয়াত দিতাম। মহানগরী তুলিবুলি ফোরাম ছিল। তার অর্থ পোস্টার এবং দেওয়াল লিখন প্রশিক্ষণ ফোরাম। আমরা মাঝে মাঝে বেলাল ভাইকে ফোরামের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের জন্য আনতাম।

www.pathagar.com

বেলাল ভাইয়ের হাতের লেখা খুবই সুন্দর ছিল। তেমনই জীবনটাও সুন্দর ছিল। তাই তো মনে হয় সুন্দর এই জীবনে অনেক কিছু জয় করেছেন। পৃথিবীকে অবাক করে পরপারে এর চেয়ে সুন্দর জীবনের স্থায়ী ঠিকানা করে নিয়েছেন।

ঢাকায় তিনি জগন্নাথ কলেজে পড়াশুনা করতেন। মাঝে মাঝে কলেজে ক্লাশে যেতেন। প্রায় সব সময় সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কলাবাগান মেসে তিনি থাকতেন। কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট মিটিং-এ নিয়মিত শরীর চর্চার ব্যাপারে আলোচনা হয়। সে থেকেই বেলাল ভাই প্রায় প্রতিদিন ফজরের নামাজ বাদ বল নিয়ে সবাইকে খেলার জন্য আহবান করতেন। ধানমন্ডিস্থ ঐতিহ্যবাহী কলাবাগান মাঠে তিনি খেলতেন। অনেক দায়িত্বশীল ভাই খেলা তো দূরের কথা ভালভাবে দৌড়াদৌড়ি করতে পারতেন না। বেলাল ভাই রসিকতা করে বলতেন, আপনি প্রতিদিন এসে খেলবেন তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ভূড়িও কমে যাবে আর স্বাস্থ্য ভাল হবে। খেলা শেষে বল হাতে মাঠ থেকে পায়ে হেটে আসতেন। এ ছাড়া অনেক ইতিহাস আছে সব তো আর লেখা যায় না।

বেলাল ভাই ১৯৯১ সালে ছাত্রজীবন শেষ করে খুলনায় আসেন। আমি ছাত্রজীবন শেষ করে ১৯৯৪ সালে খুলনায় আসি। বহু আগে বেলাল ভাইয়ের সাংগঠনিক ভাবে ছাত্রজীবন শেষ হলেও জামায়াতের রুকন হতে পারেনি। আমরা তাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য বলতাম আপনার জন্যই পিছনের অনেক প্রাক্তন ভাই রুকন হতে পারছে না। তিনি বলতেন আমি রুকন হয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। ১৯৯৭ সালে জিয়া হলে প্রাক্তন ভাইদের নিয়ে প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বক্তাদের আবেগময় আলোচনা বেলাল ভাইকে মুগ্ধ করেছিল। দেখলাম তাঁর মনে দাগ কেটেছিল এবং অনুভূতিতে সাড়াও জেগেছিল। যাই হোক তিনি ১৯৯৭ সালে রুকন হিসেবে শপথ নেন। আলহামদুলিল্লাহ একে একে শিবিরের প্রাক্তন ভাইয়েরা যারা ছিলেন সবাই রুকন হওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। এমনকি ইতিমধ্যে মহানগরী সভাপতি হিসেবে শিবিরের দায়িত্ব পালন করেছেন সবাই রুকন হয়ে সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পলন করেছেন।

বেলাল ভাই সর্বশেষ মহানগরী জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য হিসেবে দাওয়াতী কার্যক্রম ও যুব বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। সাংবাদিকতা পেশায় থাকলেও দাওয়াতী কাজের জন্য সর্বত্র বিচরণ ছিল বেলাল ভাইয়ের। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বেলাল ভাইয়ের তুলনা হয় না। তিনি খুলনা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাপতি ছিলেন। আর একটি বিষয় উল্লেখ না করে পারলাম না। ছাত্র জীবনে এবং পরবর্তী সময় এমনকি মহানগরী জামায়াতের আয়োজিত সর্বশেষ প্রীতি সম্মেলনে যে গানটি তাঁর প্রিয় ছিল- সেই গানটি গেয়েছেন। সেই গানটি হল "ঝড় যদি উঠে মাঝ দরিয়ায়..............."। মনে হল এই গান গেয়ে আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং রাসূল(সঃ) এর শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়ে জান্নাতের দিকে যাচ্ছেন।

বেলাল ভাইকে প্রায় জিজ্ঞাসা করতাম সময়টা কিভাবে কাটান? তিনি বলতেন ফজরের নামাজ শেষে ঘুম। ঘুম থেকে উঠে নাস্তা তারপর শহরে আসি। দুপুরে অনেক সময় বাসা

www.pathagar.com

যেতাম। আবার সন্ধ্যার আগে বা পরে বের হতাম আর রাত ১০/১১টায় বাসায় ফিরতাম। আমার প্রশ্ন ছিল শহরে এসে কি করতেন? বেলাল ভাইয়ের কাজ দেখে প্রশ্নের জবাব পেয়েছিলাম। সারা দিন মানুষের উপকার করাটাই ছিল তার কাজ। খুলনার ইসলামী আন্দোলনে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান, ছাত্র শিবিরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অগ্রনী ভূমিকা, সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য অফিস-আদালতে গমন, প্রেস ক্লাবের উন্নয়ন, বিভিন্ন প্রোগাম বাস্তবায়নে সহযোগিতা ইত্যাদি কাজে সময় চলে যেত। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সফরে আসলে বেলাল ভাই মেহমানকে বলতেন আপনার বক্তব্যের বিষয় বলুন আমি অগ্রিম নিউজ করে সংগ্রামে পাঠাবো। নাছোড় বান্দা বক্তব্য নোট করে সন্ধ্যার আগে পাঠাতেন। কেনা কাটায় খুলনার নাম করা ছিল। পছন্দের কোন জিনিষ গেলেই বেলাল ভাইকে খোঁজ করতেন সবাই। তিনি যেন মানুষকে ভাল জিনিষ কিনে দিতে আনন্দ পেতেন। এভাবে খুলনার ইসলামী আন্দোলনের প্রায় ভাইয়ের বাড়ীতে বেলাল ভাইয়ের হাতে কেনা জিনিষ শোভা পাচ্ছে।

জীবনের শেষ দিনগুলিতে বেলাল ভাইকে যেভাবে দেখেছি তা হল-সময় মত সাংবাদিকতার কাজে ব্যস্ত থাকলেও বৈঠকে হাজির হওয়া, সভায় মনোযোগ দিয়ে শুনা, সাংগঠনিক কাজ বাস্তবায়নে খুব সিরিয়াস হওয়া, দায়িত্বশীলদের সকল কাজে সহযোগিতা করা, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর অফিসে আসা, রিপোর্টের মান রক্ষায় যত্নবান হওয়া, আনুগত্যের প্রতি ত্রুটি না করা সহ সামগ্রিক কাজে ব্যাপক পরিবর্তন। এ অবস্থা দেখে আমি বেলাল ভাইকে বলতাম, কি বেলাল ভাই আগের চেয়ে খুব এ্যাকটিভ মনে হচ্ছে। বেলাল ভাইয়ের সুন্দর হাসিটি ছিল তার জবাব। ১লা ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখ সকাল ৬টায় সাংগঠনিক সফর ছিল ৩নং ওয়ার্ডে। সবার আগে তিনি হাজির। দেখলাম বেলাল ভাই ছোট একটি দোকানে বসে লাল চা খাচ্ছেন। আমি বললাম, আমার আগে আপনি এসেছেন এ জন্য মুবারকবাদ। চা পর্ব শেষ করে বৈঠকে বসলাম। তাকে দায়িত্ব দেয়া হল কর্মীদের রিপোর্ট দেখে মন্তব্য ও পরামর্শ দেয়া। সময় মত কাজ করে বক্তব্য রাখলেন তিনি। বক্তব্যটা আমার কাছে কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। অত্যন্ত চমৎকারভাবে আন্দোলনের মেজাজ রক্ষা, আখেরাত জীবনের টার্গেট নির্ধারণ করা এবং দাওয়াতী কাজে দায়ী ইলাল্লাহর ভূমিকা পালনের ব্যাপারে বক্তব্য রাখলেন। এরপর অধ্যাপক শেখ রেজাউল হক ভাই বক্তব্য রাখলেন। সবার শেষে আমার দায়িত্ব বক্তব্য রেখে বৈঠক শেষ করলাম। বৈঠক শেষ হতেই ওয়ার্ড সভাপতি বললেন, নাস্তার ব্যবস্থা আমার বাসায় করা হয়েছে। আমরা সবাই নাস্তা খেতে বসলাম। নাস্তা প্রায় শেষের দিকে তখন বেলাল ভাই বললেন, নাস্তা খুব ভাল হয়েছে। বেশী করে খেলাম। গরুর গোশত খাওয়ার কথা নয় তার পরও খেলাম। হাসতে হাসতে বললেন এখনও শীত আছে রসের জাউ কই। ওয়ার্ড সভাপতি রীতিমত লজ্জা পেয়ে বললেন বেলাল ভাই আবার দাওয়াত দিব। বেলাল ভাই শহীদ হওয়ার পর বার বার কথাগুলো মনে পড়ছিল। বেলাল ভাই আজ আর নেই, তার আর কোন আশা নেই, সবই শেষ করে জান্নাতের পথে যাত্রী হয়েছেন। ২,৩,৪ ও ৫ই ফেব্রুয়ারি প্রতিদিন তাকে খুব ব্যস্ত হয়ে কাজ করতে

www.pathagar.com

দেখলাম। আহত হওয়ার দিনে মহানগরী আমীর অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি সহ নেতৃবৃন্দ পুলিশ কমিশনারের সাথে সাক্ষাতে যাই। দুপুর সাড়ে ১২টায় অফিসে এসে দেখি বেলাল ভাই। বেলাল ভাই বললেন, সাক্ষাত কেমন হয়েছে। আমি উত্তর দিয়ে বললাম, বেলাল ভাই আজ সন্ধ্যা ৭টায় আমার সাথে একটা প্রোগ্রামে যেতে হবে। তিনি যাওয়ার সম্মতি প্রকাশ করে বললেন, আমি ভুলে যেতে পারি আপনি ৭টায় মোবাইলে মিস্ কল দিবেন। আমি ঠিক সময়ে মিস্ কল না দিয়ে মোবাইলে কথা বললাম। আমি বললাম, সময় তো হয়ে গেছে চলে আসেন। তখন বললেন, কালাম ভাই কিছু মনে নিবেন না আমি প্রেস ক্লাবে ব্যস্ত আছি। আমি ধরে নিলাম বেলাল ভাইয়ের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আসতে পারছেন না। আমি সোনা ডাঙ্গায় যেয়ে প্রোগ্রামে বসলাম। মোবাইল বন্ধ ছিল। রাত ১০টায় বাসায় প্রবেশ করতেই সংবাদ পেলাম বেলাল ভাই আহত অবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছে। হঠাৎ এ সংবাদ শুনে শরীরে ঝাকুনী লাগল। থমকে গেলাম। পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখি তখনও বন্ধ। আর কাল বিলম্ব না করে মটরসাইকেল ঘুরায়ে চলে গেলাম ২৫০ বেডে। বহু লোক হাসপাতালে। বেলাল ভাইয়ের তখন অপারেশন চলছে। দ্বীনি ভাইদের চোখে পানি। অনেকেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। সকলেরই জিজ্ঞাসা কে বোমা মারল? কেন বা করল? এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে? অনেকজন দায়িত্বশীল ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম আমাকে আহত হওয়ার খবর জানানো হয়নি কেন? তখন সবাই বললেন আপনার মোবাইল বন্ধ ছিল। যাই হোক নিজেকে খুব অপরাধী মনে করলাম। অপারেশন শেষ করে যখন বেলাল ভাইকে বেডে নিয়ে আসা হল তখন তার দিকে এক নজরে তাকিয়ে মনে মনে বলছিলাম আমি যদি সন্ধ্যায় জোর করে প্রোগ্রামে নিয়ে যেতাম তাহলে এ ধরনের দূর্ঘটনা থেকে আল্লাহ হয়তোবা পরিত্রাণ দিতেন। একে একে সবাই চলে যায়। রাত্রে মহানগরী আমীর সাহেব, শেখ আবুল কাশেম ভাই এবং আমি ছিলাম। রাত আনুমানিক ২টার সময় বেলাল ভাইয়ের কাছে গেলাম। হাত কেটে ফেলা যন্ত্রণা, আগুনে ঝলসে যাওয়া মুখ আর সমস্ত শরীর বেদনায় ছটফট করছে। চেহারার দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কণ্ঠে বললেন, পরওয়ার ভাই আমি কি শহীদ হবো না? পরওয়ার ভাই বললেন, আপনি গাজী হয়ে আমাদের মাঝে থাকবেন এই দোয়া করি। সাথে সাথে তার স্ত্রীর নাম ধরে ডেকে কাছে আসতে বললেন বেলাল ভাই। রক্ত ভেজা ঠোঁট থেকে আওয়াজ আসলো, তানজিলা তুমি মুজাহিদের স্ত্রী। তার পরপরই বললেন, কালাম ভাই আপনার সাথে আজ সন্ধ্যা ৭টায় আমার যাওয়ার কথা ছিল....। কথা আর বলতে পারলেন না। তখন নিজে ধৈর্য্য ধরা খুব কঠিন ছিল। তখনই মনে করেছিলাম বেলাল ভাই সুস্থ্য হয়ে উঠবেন। কিন্তু কে জানে এভাবে সবাইকে রেখে ১১ফেব্রুয়ারি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে জান্নাতের পথের যাত্রী হবেন।

৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সামরিক হাসপাতালে হেলিকপ্টার যোগে নেয়া হল। সব সময় মোবাইলে খোঁজ খবর নিতাম। শারীরিক উন্নতির খবর প্রায় পেতাম। ১০ফেব্রুয়ারি অবনতির খবর পত্রিকায় দেখে নিজেকে সংযত করতে পারলাম না। ১১ফেব্রুয়ারি

www.pathagar.com

মহানগরী জামায়াতের আয়োজিত থানা দায়িত্বশীল পর্যায়ের বৈঠক সকাল ১১টায়। পরওয়ার ভাইয়ের মোবাইলের কল দেখে মোবাইল রিসিভ করতে ডুকরে কেঁদে বললেন, কালাম ভাই- বেলাল ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন। মনে হল বিনা মেঘে বজ্রপাত। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। নিজেকে সামলিয়ে সবাইকে বললাম, বেলাল ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন। সবাই হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলেন। মহানগরী নায়েবে আমীর অধ্যাপক আব্দুল মতিন মুহূর্তের মধ্যে বক্তব্য শেষ করে সবাইকে নিয়ে মুনাজাত করলেন। সে দৃশ্য বলা যায় না। মুনাজাত শেষে সবাই চলে গেলাম বেলাল ভাইয়ের বাড়ীতে। পরের দিন জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হল। সার্কিট হাউজ মাঠে আয়োজিত জানাযায় লোকে লোকারণ্য। এত লোক বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর খুলনাতে কোন দিন দেখি নি। জানাযার পূর্বে সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের বক্তব্যে খুলনার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠে। জানাযায় ইমামতি করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ও আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। জানাযার নামাজে আমীরে জামায়াতের কণ্ঠে যখন উচ্চারিত হল 'আল্লাহু আকবার' তখন হাজার হাজার মানুষ জানাযার মধ্যে ডুকরে কেঁদে উঠলো। মুহূর্তের মধ্যে পরিবেশ ভিন্ন হয়ে গেল। জানাযা শেষে কফিন নিয়ে হাজার হাজার মানুষ পায়ে হেটে দীর্ঘ ৮ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে শহীদের বাড়ীতে পৌছালো। শহীদের সাথীদের মুখে বার বার উচ্চারিত হচ্ছিল-কালেমায়ে শাহাদাত। (আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ....)

বাড়ীর আঙ্গীনায় চিরনিদ্রায় বেলাল ভাই। আর কোনদিন বেলাল ভাইকে ঘুম থেকে জাগানো যাবে না। বেলাল ভাইকে আর কেউ ডেকেও পাবে না। বৈঠকে আর আসবে না। জামায়াত অফিসে আর পদাচারণা দেখবো না। শহরে কোথাও বেলাল ভাইকে কেউ খোঁজ করে পাবে না। খুলনাবাসী তাদের প্রিয় মানুষটিকে হারালো। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা শুধু কি হারানো বেদনা নিয়ে থাকবে? না-তাদের কিছু করণীয় আছে? বেলাল ভাইয়ের রেখে যাওয়া কাজ সমাপ্ত আমাদেরই করতে হবে। সবুজ এই ভূ-খন্ডে কলেমার পতাকা একদিন উড়াতে হবে। বাতিলের সকল মতাদর্শ পদদলিত করে নিজেদের জান-মালের কুরবানী দিয়ে একটি সফল বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ গড়াই হোক আমাদের আজকের শপথ। আমীন।

লেখক ঃ সাবেক কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
সেক্রেটারী, খুলনা মহানগরী, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে শেখ কামাল

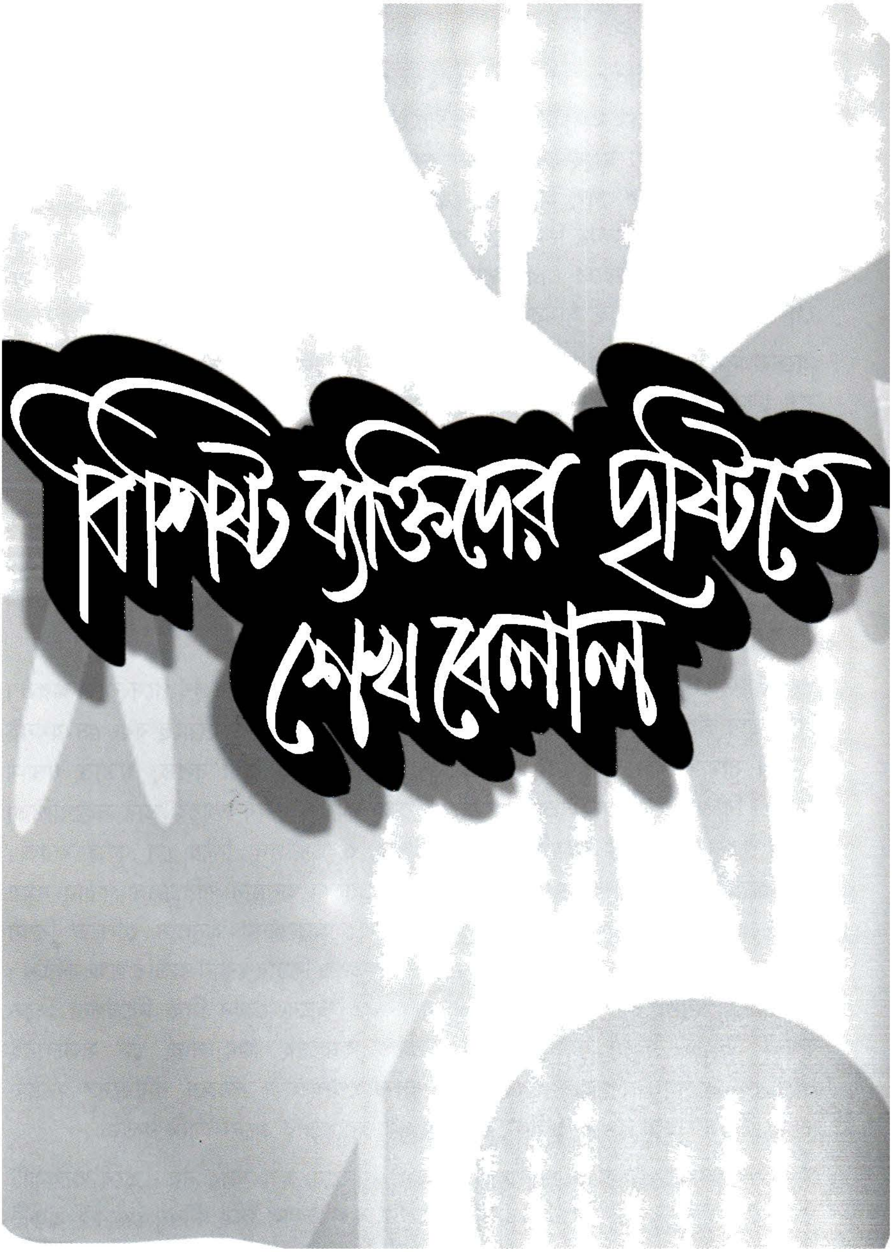

www.pathagar.com

স্মৃতিতে অম্লান.....

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান

হারিয়ে যাওয়া অতীতের সবকিছুই কিন্তু হারিয়ে যায় না। জীবনে চলার পথে এমনি কিছু মানুষ দেখেছি যাদের কথা প্রায়ই মনে পড়ে যায়। এমনি এক হারানো মানুষ আমাদের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে সে হল শেখ বেলাল উদ্দীন। একথা ঠিক যে বেলাল সময়ের অনেক আগেই চলে গেল আমাদের ছেড়ে। অবশ্য মহান আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী এটাই তার যাবার উপযুক্ত সময় ছিল বলে সে চলে গেল। তবে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে, সে আরও যা করতে পারত বা আরও যা দিতে পারত তা অসম্পূর্ণ রেখেই চলে গেল, আর সে কারণেই আমরা বলি যে সে সময়ের অনেক আগেই হারিয়ে গেল।

অনেক দিন আগের কথা আমার মনে পড়ে যায়। আমার শিক্ষকতা জীবনের প্রথম দিকে পথ চলতে মাঝে মাঝে এক তরুণের সাথে দেখা হলেই দূর থেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে সালাম জানাত এবং একগাল হাসি দিয়ে এমনভাবে আকর্ষণ সৃষ্টি করত যে, আমার অনেক ব্যস্ততা থাকলেও সস্নেহে তাকে কাছে ডেকে সুখ-দুঃখের কথা বলতেই হত। বেলাল নামের এই তরুণের নির্মল হাসি ও সরলতার কারণে ক্রমশই সে আমর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল। যতই তাকে আমি দেখেছি ততই মুগ্ধ হয়েছি। কেননা তার ব্যবহারে যতটা সরলতা ছিল ততটাই কর্তব্য কর্মে ছিল দৃঢ়তা। সে যখন ছাত্র তখন থেকেই তার সংগে আমার পরিচয়।

পরবর্তীতে সে সাংবাদিকতা জীবন গ্রহণ করেছিল। অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করত। কিন্তু তার আচরণে কখনই প্রকাশ পেত না যে সে অনেক বড় হয়েছে বরং সে যখনই আমার সামনে আসত তখনই সে একজন ছাত্রের মতই কথা বলত, অত্যন্ত সম্মান করত। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, সভায় একসংগে কাজ করেছি। সব সময়ই তার সহযোগিতা মূলক মনোভাব লক্ষ্য করেছি। প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে সে কাজ করত। রেডিওতে কয়েকবার বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করার সময় তাকে একজন আলোচক হিসেবে পেয়েছিলাম। আলোচনা অনুষ্ঠান গুলিতে বিষয় ভিত্তিক, বস্তুনিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত করতে তার আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার কোন অভাব লক্ষ করিনি। আলোচনা অনুষ্ঠানকে সুন্দর করতে প্রয়োজনমত তাকে কোন দিক নির্দেশনা দিলে কখনই তাকে বিরক্ত হতে দেখিনি। সঙ্গত কারণেই বলা যায়, সে সকলেরই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছিল। খুলনা পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের সক্রিয় সদস্য হিসাবে তার বলিষ্ঠ ভূমিকা ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

বেলালের কর্মময় জীবনের সবকথা এই অল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়। তবে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ না করলে নিজেই অতৃপ্ত থেকে যাব। বেলাল ছাত্র জীবন থেকেই একটি

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলের সক্রিয় অনুসারি ছিল। কিন্তু তাই বলে তার মাঝে দলীয় সংকীর্ণতা ছিল না বরং তার কার্যক্রমে যথেষ্ট উদারতা লক্ষ করা যায়। সে যেমন পরিশ্রমী ছিল তেমনি ছিল নিরহংকার ও মিষ্টভাষী। অন্যকে সাহায্য করার প্রবণতা ছিল তার অন্যতম গুণ। একজন প্রকৃত ঈমানদার মুসলমান হিসেবে আল্লাহর প্রতি বেলালের অবিচল আস্থা নিঃসন্দেহে তার সকল গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তার মানবিক গুণাবলি কেবল প্রশংসারই নয় বরং অনুকরণীয় ও অনুস্মরণীয়। বেলালের যেমন অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল তেমনই নীতিবোধ ছিল প্রখর। সে কখনই কোন কাজ দায়সারা ভাবে করত না। কঠিন প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে দায়িত্বশীল মানুষের মতই কাজ করত। মানবিক মূল্যবোধ ও অন্যের প্রতি সম্মানবোধ ছিল তার চারিত্রের মাধূর্য। সে তার স্বল্প জীবনের কর্ম দ্বারা সকলের হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে। আমি তার আত্মার শান্তি কামনা করি।

লেখক ঃ ট্রেজারার, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।

www.pathagar.com

এপারের বেলাল ওপারে

প্রফেসর এ, এইচ,এম শামসুর রহমান

একটি সম্ভাবনাময় জীবনের অকস্মাৎ পতন– যেন বিচ্ছেদ বেদনার অবিরাম ক্রন্দন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বিরহ যাতনার অজানা অনুপ্রেরণার হাতছানি মোটেই নতুন নয়। কিন্তু এ ইতিহাস কাঙ্খিত হলেও বাঞ্চিত বলে মেনে নেয়া যে বড্ড কঠিন। মৃত্যু সে তো জীবনের সমাপ্তি নয়। এপার থেকে ওপারে পার হয়ে যাওয়া একাকী অনন্ত জীবনের নতুন এক জগতে সামীল হওয়া। ওপারের জীবনের অনন্ত সুখ কতইনা কাম্য। ইসলামী কাফেলা এগিয়ে চলেছে। বিরামহীন তার গতি। সত্য সুন্দর শক্তির নির্ভীক উচ্চারণ। বাতিল আর তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চলছে তাওহীদ আর সুন্নাহর। সারাটা দেশে যখন বাতিল শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে তর্জন-গর্জন করে আসছে তারই মুকাবেলায় ইসলামী জনতার জবাবও সোচ্চার। বেলালের কণ্ঠ, লেখনি আর সৃজনশীল প্রতিভার বহুমুখী বিকাশ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল যেন অপলক নেত্রে চেয়েছিল কি যেন দেখতে, কি যেন পেতে। কেন এমন অধীর আগ্রহ?

দেশে আছে কিশোর, যুবক, ছাত্র-জনতা, রাজনৈতিক নেতা, বিপুল কর্মী বাহিনী, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, সাহিত্যমোদী আর ইতিহাস ঐতিহ্য গড়ার কারিগর। ঘুনে ধরা সমাজ, কুসংস্কারে লিপ্ত রেওয়াজ আর দূর্নীতি, সন্ত্রাস ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতা উসকানিদাতা, বেহায়াপনা, অপসংস্কৃতি এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির অশুভ শক্তি। এসব 'কু'র বিরুদ্ধে বেলালের সাহসী ভূমিকা কেনা দেখেছে স্ব-স্ব বলয় হতে? দেশে লক্ষ লক্ষ মসজিদের মিনার হতে দৈনিক পাঁচবার আজান ধ্বনি শ্রুত হয়- কিন্তু ক'জনার কণ্ঠ হতে হৃদয় গলানো সেই বেলালী আজান শুনতে পায়? বেলাল নেই- কিন্তু প্রেসক্লাবের দরজাও বন্ধ নেই, কলম সৈনিকদের লেখনিও থেমে যায়নি। কিন্‌তু বেলালী লেখনি আর কি পাওয়া যাবে? যাবে কি সেই হৃদয়স্পর্শী সদা হাস্য আলাপচারিতার দূর্লভ মুহূর্তগুলি? শুনা যাবে কি সেমিনারে তার অপূর্ব বাচনভঙ্গী? বিষয়বস্তু প্রকাশের নির্জরনী বক্তব্য? জনতার মিছিলে ব্যানার নিয়ে নির্ভীক পদযাত্রার সেই মোহনীয় দৃশ্য। বেলাল ডাক দিয়ে যায় সামনের কাতারে। জীবনকে সামনে এগিয়ে নিতে। পিছন ফিরা নয়– নয় পিছুটানের কোন ভীরুতা জড়তা আর দূর্বলতা। দূর্যোগময় মুহূর্ত। চারদিক হতে শত্রুর ব্যুহ রচনা, ইসলামী শক্তি নির্মূলের জন্য ধেয়ে আসছে অশুভ চক্র। সেই মুহূর্তে বেলালের গৃহত্যাগ যেন সত্যের সৈনিকের ভূমিকায়। এক বিজয়ী কাফেলা নিয়ে প্রতিরোধ ব্যুহ তৈরী করার অফুরন্ত অনুপ্রেরণা।

বেলালের বেশ ক'টি গুণ ছিল যা বিরলই বলতে হবে। তার মোহনী হৃদয়ের আকর্ষণ এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্ব যা মুগ্ধ করত চুম্বকের মত জড়িয়ে ধরে। সে ভাগ্যবলে এ জন্য যে তার সেই শক্তি দ্বারা সে একটি বলয় নির্মান করেছিল পারিবারিক উপাদান নিয়ে এবং আত্মীয়তার সমৃদ্ধ উপকরণ দিয়ে। দক্ষিণবঙ্গে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রসেনানী গোলাম পরওয়ার (সম্মানিত সংসদ সদস্য) আর বেলালের সহধর্মীনী তানজিলা তাঁকে একান্তভাবে মনজিলে পৌঁছে দিবার হিম্মতটুকু নিখাঁদভাবে যোগান দেয়। তার সহযোদ্ধা সুজন যারা তাকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা

www.pathagar.com

করেছে তার তালিকা অনেক দীর্ঘ। তবে মিলন (মাকসুদুর রহমান) যেন একই বৃন্তে ২টি অগ্রজ-অনুজ পুষ্পের ন্যায় পাপড়ী মেলে বেলালের সাহিত্য সংস্কৃতিমনা হৃদয়কে পরিপ্লুত করেছিল। ওরা দু'জনাই আমার সুপ্রিয় ছাত্র। তাই তাদের হৃদয় অঙ্গনের দৃশ্য আমার নিকট প্রতিভাত। একবার জিয়া হলে খুলনা সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে পলাশী দিবসের উপর একটা সেমিনার হল। আমাকে ওরা দাওয়াত দেয় আলোচক হিসেবে। কিন্তু আমি বেলালের বক্তব্যে সেদিন সত্যিই নতুন এক পলাশীর প্রেক্ষাপট যেন অবিষ্কার করলাম। তার সে দৃঢ় প্রত্যয় সেদিন লক্ষ্য করলাম তা তো আজকের আমাদের চলতি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক দিক নির্দেশনা। আর কোন পলাশীর আবহ যাতে সৃষ্টি না হয়, আর কোন বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রের যেন জন্ম না হয় এর দ্বিতীয়বার জন্য এ বাংলাদেশে ঘষেটী বেগমদের চক্রান্তে পালাশী না হয় সে জন্য আমাদের দৃষ্টি থাকবে অতন্ত্র প্রহরীর ন্যায়। কত সত্য ও স্পষ্ট উচ্চারণ বেলাল করে গেল তা কি আমরা ভুলে যাব? এ দেশে মীরজাফর, ঘষেটি বেগম কোন সন্তানের নাম না রাখলেও উমীচাঁদ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, কৃষ্ণচাঁদ প্রমুখদের বিদ্রোহী আত্মার কর্মকাণ্ড এখনও যে চলমান তা কিন্তু সত্য। এ সত্যটি উপলব্ধি করেই বেলাল সেদিন ঐ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল। এ সত্য উপলব্ধি তো প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষকে লালন-পালন করতে হবে।

২০শে সেপ্টেম্বর। দক্ষিণাঙ্গের ইসলাম প্রেমিক মানুষের মনে বিষাদময় একটি দিন। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক হিসাবে বি, এল কলেজে সেদিন আমার চোখের সামনে ইসলামের দুশমনেরা নিষ্ঠুরভাবে তরতাজা প্রাণদু'টি কেঁড়ে নিল হালিম-রহমতের। এ দৃশ্য কত বেদনাদায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। বেলালের মনে গেঁথে গেল অম্লান বদনে সত্যের জন্য কুরবানীর দৃশ্য। আমানউল্লা, বিমান আর পাঠানও জীবন দিল ঐ একই রাস্তায়- জীবনের সর্বোত্তম প্রাপ্তির অন্বেষায়। তাও প্রত্যক্ষ করেছিল বেলাল। গাজী হয়েই যেন বাঁচবার তাগিদ সর্বদা। আর শাহাদাতের তামান্না তো একজন মুমিনের সর্বশ্রেষ্ঠ নজরানা। প্রকৃত মুমিন তো পেতেই চাইবে এটি। এক এক করে বেলালের মনে তারই অজান্তে যেন পাওনাটা জমা হচ্ছিল। কিন্তু তার সহযোদ্ধারা কি তা জানতেন? কর্মব্যস্ত, সময়নিষ্ঠ, কর্তব্যে স্থির, সিদ্ধান্তে অটল ঐ যুবকটি তার সব চেতনাটুকু যেন নিংড়িয়ে দিয়ে ইসলামী চেতনাকে বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট করে তুলবার জন্য অহর্নিশি ব্যস্ত রেখেছিল। তার বাহন ঐ মটর যানটি যেন যুদ্ধের সৈনিকের ঘোড়া যেমন আরোহীসহ জীবন দান করে তেমনি মটর সাইকেলটিও নিঃশেষ হয়ে গেল আরোহীসহ এক সোনালী ইতিহাস গড়ে।

যারা অসৎ, চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী এবং ইবলিসী প্রেতাত্মা পাহারাদার তারা সর্বদা দূর্বল ও ভীরু হয়। তাদের সত্যের মোকাবেলা করার সাহস নেই। কাপুরুষ অথচ জঘন্য, হিংস্র অথচ বর্বর এই হত্যাকারীরা চেয়েছিল এমন একটা প্রথম সারির সত্যের সৈনিককে চিরতরে সরিয়ে দিতে। বেলালের জীবনটা ছিনিয়ে নিয়েছে কিন্তু তার আদর্শ যে আরও দূর্বার অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেগবান তা কি তারা জানে? কুৎসিত কাজ যারা করে তারা সমাজে চিরদিন ধিকৃত এবং কুখ্যাত হয়েই থাকবে লাখও মানুষের লানত নিয়ে। কিন্তু বেলাল যে কীর্তি নির্মাণ করে গেল তা তো এক জলন্ত সত্য ইতিহাসের চলমান ধারাবাহিতা– যাকে বোমা মেরে হত্যা করা

www.pathagar.com

যায় না। তাই তো বেলালেরা চিরদিন খ্যাতির শিখরে সুজনের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের স্বাক্ষর অমলিন সোনালী হরফে জ্বলজ্বল করছে। ইতিহাস, সাহিত্য, সেবা, সংস্কৃতি, সংবাদ এবং জীবনকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে এমন সব কিছুতেই তাদের রেখে যাওয়া ছাপ উজ্জল-প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকে। তাদের মহান কীর্তিই স্মরণীয় হয়। তাই তারা মরেও জীবন্ত শত ভাল কাজে। সবাই তাদের জন্য দুআ করে প্রাণভরে- আহা এমন ভাল মানুষের জন্য প্রভু হে, তুমি দাও সুখকর এক জীবন-নন্দিত শয্যা।

হযরত আবু মুসা আল আশআরী (রা:) বলেন, আমার চাচা আবু আমির (রা:) কে রাসূল্লাহ (সাঃ) আওতাস গোত্রের বিরুদ্ধে সেনাপতি করে পাঠান। আবু আমির যুদ্ধে শহীদ হবার পূর্বে আমাকে বলেন, নবী (সাঃ) কে আমার সালাম জানিয়ে আমার জন্য দুআ করতে বলবে। যুদ্ধের পর মদীনায় এসে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে আমার চাচার কথা বললাম। তিনি অযু করে দু' হাত তুলে আমার চাচার জন্য দুআ করেন এবং আমার জন্যও। বুখারী শরীফ ৭ম খণ্ড পৃঃ ১৮০-৮১ হাঃ নং ৩৯৭৩ ই, ফা, প্র ১৯৯২ (দীর্ঘ হাদিসটি সংক্ষেপিত)

বারবার আমরা বেলালের মাগফিরাত আর জান্নাতের জন্যও দুআ করি।

আরবী বসবে ----

অর্থ : হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে, যারা মরে গেছে, যারা ছোট-বড় পুরুষ, মহিলা, যারা উপস্থিত- অনুপস্থিত তাদের সবার গুনাহ মাফ করে দাও। হে আল্লাহ আমাদের যাদের বাঁচিয়ে রাখবে তাদের ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রাখ আর যাদের মৃত্যু দান করবে তাদের ঈমানের সাথে মৃত্যু দিও। হে আল্লাহ্ আমাদেরকে এর প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করোনা আর মৃত্যুর পর আমাদেরকে ফিতনার মধ্যে ফেল না।

হে আল্লাহ তুমি ঐ ব্যক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা কর, তার প্রতি দয়া কর, তাকে শান্তি দাও এবং যাবতীয় পাপ হতে পবিত্র কর- যাবতীয় ত্রুটি মুছে দাও। তাকে সম্মানিত মেহমান হিসাবে ভূষিত কর। তার কবর প্রশস্ত করে দাও। বৃষ্টি, বরফ ও ঠণ্ডা পানিতে তাকে এমনভাবে ধৌত করে পরিষ্কার কর যেমন সাদা কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার হয়। দুনিয়ার ঘর-বাড়ি হতে উত্তম ঘর-বাড়ি এবং পরিবার পরিজন হতে উত্তম পরিবার পরিজন দান কর। দুনিয়ার জীবন-সঙ্গীনি হতে উত্তম জীবন সঙ্গীনি দান কর। তাকে জান্নাতে দাখিল কর আর কবর ও জাহান্নামের আযাব হতে মুক্তি দাও।

হে আল্লাহ, এই মৃত ব্যক্তি তোমার বান্দা দাসানুদাস, তুমি তাকে সৃষ্টি করেছো তুমিই তার রূহ কবজ করেছ, তুমি তাকে ইসলামের হিদায়াত দান করেছ, তুমি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা সব কিছু জান। আমরা তার জন্য তোমার দরবারে সুপারিশ করছি তুমি তার গুনাখাতা মাফ করে দাও। আমিন! ছুম্মা আমীন

লেখক ঃ বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও গবেষক, সাবে অধ্যক্ষ, কলারোয়া সরকারী কলেজ, সাতক্ষীরা।

www.pathagar.com

শেখ বেলাল উদ্দীনকে যেমন দেখেছি

প্রফেসর ডঃ জাহানারা আখতার

জানি জীবন নশ্বর। তবু অকালে হঠাৎ করে এমন চলে যাওয়া মেনে নেয়া যায় কি? জীবনসূর্য যখন দীপ্ত উচ্ছলতায় মধ্যগগন ছুঁই-ছুঁই করছে ঠিক সেই মুহূর্তে নৃশংস ঘাতকের বোমার আঘাতে শহীদ হল আমাদের প্রিয় ছাত্র শেখ বেলাল উদ্দীন। কিন্তু কেন এই নর্মমতা? কেন এই হত্যা? কি অপরাধ তাঁর? মনে অসংখ্য প্রশ্ন আর নীল বেদনার ভীড়। এমন সহজ সরল প্রাণবন্ত মানুষকে কি হত্যা করা যায়? চোখের জলেতো অন্তরের সব হাহাকার ধুয়ে মুছে যায় না। স্মৃতিরা অবিনশ্বর,বড় কষ্ট দেয়।

শেখ বেলাল উদ্দীনকে দেখছি সেই আশির দশক থেকে। কখনো কলেজ ক্যাম্পাসে, কখনো বাইরে, সদা হাস্যোজ্জল একটা মুখ, পরিচ্ছন্ন পোষাক, যার চলনে। বলনে, কথনে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠতো। যখন যেখানেই দেখা হয়েছে এক গাল হাসি দিয়ে সালাম বিনিময় তার পর একান্ত আপনজনের মত পারিবারিক খোঁজ-খবর নেয়াই ছিল ওর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, ওর এ ধরণের আলাপচারিতায় আমরা মুগ্ধ হতাম।

শেষ দেখা হয়েছিল গত ১৬ই ডিসেম্বর ২০০৪ এর বিজয় দিবসে "ফুলের মেলা" অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটি ছিল আল-ফারুক সোসাইটিতে। আমি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি সিঁড়ির বারান্দার সামনে বেলাল দাড়ানো, ওমনি প্রাণকাড়া হাসি হেসে বললো ঃ 'আস লামু আলাইকুম, কেমন আছেন', এরপর থেকে আপনি তো ফুলের মেলা নিয়েই থাকবেন। আশা করি আপনাকে পাব'।

আমি কথা দিয়েছিলাম। পরবর্তীতে আল-ফারুক সোসাইটিতে 'ফুলের মেলা'র ঈদে মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠানে গিয়ে আর তাকে পাইনি। চারিদিকে কেমন এক বিশাল শূন্যতা বিরাজ করছে, আর তার মাঝে দেখেছি অন্য এক মমতাময়ী নারীকে যার নাম তানজিলা বেলাল। যে শোকে মুহ্যমান অথচ যেন এক প্রস্তর মূর্তি, যার সম্মুখে বাসনার বনে উজ্জল "ফুলের মেলা"- বুকে আশা আর দীর্ঘশ্বাস।

দীর্ঘশ্বাস সবার। পরম করুণাময় শহীদ বেলালকে বেহেশত নসীব করুন এই প্রর্থনা সর্ব শ্রেণীর মানুষের। বেলাল অনন্তকাল বেঁচে থাকবে তার মহতী কর্মের মাঝে, সৃজনশীল সাংবাদিকতায়, নিষ্ঠায়, একাগ্রতায়। শতকোটি মানুষের প্রাণের অমলিন ভালবাসায় তার আসন হবে হিরন্ময়।

লেখিকা : প্রাক্তন অধ্যক্ষ, খুলনা সরকারী মহিলা কলেজ, বয়রা, খুলনা।

www.pathagar.com

যে স্মৃতি অশ্রু ঝরায়, প্রেরণা যোগায়

অধ্যক্ষ এস.এম জাহাঙ্গীর আলম

'জাহাঙ্গীর ভাই এ ১০০০/- (এক হাজার) টাকা নেন। আগামীকাল সকাল ১০ ঘটিকায় 'ল' কলেজে যেয়ে আপনি নিজে ল' প্রথম বর্ষে ভর্তি হবেন এবং আমাকেও ভর্তি করে আসবেন।' বুক পকেট থেকে টাকা গুলো বের করে দিয়ে স্বভাব সুলভ হাস্যজ্জ্বল মুখে আমাকে উক্ত কথাগুলো বলেন বেলাল ভাই। সময়কাল ছিল ১৯৮০ ইং সালের ল' প্রথম বর্ষে ভর্তির মওসুম। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কোন প্রশ্ন বা কথা বলার অবকাশ না দিয়ে বললেন, এ বিষয় আর কোন কথা হবে না। কাজের কথায় আসেন বলে সাংগঠনিক কাজের পর্যালোচনায় আবার মনোযোগ দিলেন। স্থান ছিলো শান্তিধাম মোড়ের কর্ণারের বিল্ডিং এর দোতলায় শিবির অফিস। আমি তখন মহানগরী শিবিরের বায়তুলমাল ও অফিস সম্পাদক।

এশার নামাজ শেষে ধীরে ধীরে খান জাহান আলী রোড দিয়ে টুটপাড়াস্থ বাসায় ফেরার পথে ভাবছিলাম বেলাল ভাই কি কাজটা করলেন। ভাইয়ের মত তিনি আমাকে কেন এভাবে আগলে ধরলেন। কেনইবা এত এত অধিকার বিস্তার করে বুকে ঠাঁই দিলেন। এমনিভাবে অসংখ্য প্রশ্নের ভিড়ে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেল্লাম। এক সময় হাটতে হাটতে বাসায় এসে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। পরের দিন রীতিমত ল' কলেজে গিয়ে ল' প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে আসি। একই সময় তার সহযোগিতায় সরকারী বি.এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বাংলায় এম.এ পূর্বভাগে ভর্তি হই। যদিও শেষ পর্যন্ত ল' পড়া শেষ করতে পারিনি সাংগঠনিক কাজের চাপে এবং ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার জন্য। তবে এম.এ. পড়া ও পাশ করার সৌভাগ্য লাভ করি। যা আমার জীবনের মোড়কে ঘুরিয়ে দেয়।

বায়তুল মালের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বেলাল ভাই আমাকে মটর সাইকেলে করে গোটা মহানগরীর সকল সুধীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং কাজের সব রকমের কৌশল একের পর এক রপ্ত করার তা'লীম সম্পন্ন করেন। অথচ ইতিপূর্বে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে মেলামেশা ও কথাবার্তা বলার যুতসই অভ্যাস আমার জানা ছিল না। বেলাল ভাইয়ের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় ১৯৮২ সালে শিবিরের সদস্য প্রার্থী এবং ১৯৮৩-৮৪ইং সেশনে সদস্য হই।

তার সাথে এক পর্যায়ে সম্পর্ক গভীরতর হয়। দিনে দিনে তাকে আমি সহোদরের মত ভাবতে থাকি। কারণ তিনি আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সকল বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখতেন এবং যে-কোন সমস্যার সমাধানের জন্য তাকে জানাতে বলতেন। বেলাল ভাই ও মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলালের পরামর্শক্রমে আমি বাংলাদেশ রেলওয়ের ষ্টেশন মাষ্টারের চাকুরিতে যোগদান না করে সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করি। তারা দুজনেই বললেন এমুহূর্তে চাকুরীর চেয়ে সংগঠনের কাজ জরুরী বেশী। এ প্রেরণা সেদিন ইকামতে দ্বীনের জন্য নিজেকে পেশ করার আগ্রহ বেশী করে অনুভব করলাম। তাই পিছনের দিকে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে গিয়েছিলাম তাদের নির্দেশিত পথে।

www.pathagar.com

১৯৮৭ ইং সালে ছাত্র জীবন শেষ করতে হয়। কারণ তখন বিবাহ করেছি অথচ পারিবারিক কোন সহযোগিতা পাচ্ছিলাম না। টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন পড়ছিল কর্মসংস্থানের। বেলাল ভাই বললেন, আপনার চাকুরী প্লাস সমাজ সেবার একটা কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা হলো এ্যাডভোকেট কে.এন আলম সাহেব একটা ইসলামী এন.জি.ও করবেন তা আপনাকে পরিচালনা করতে হবে। বেলাল ভাইয়ের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সংস্থার জন্ম হল; নামকরণ হলো "বাংলাদেশ ইসলামী কল্যাণ সংস্থা"। সংস্থাকে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কাজের সাথে সংস্থার গঠনতন্ত্র ও পরিচিতি প্রণয়নে বেলাল ভাই বিশেষ সহযোগিতা করেন। সংস্থার মনোগ্রামের ডিজাইনার ছিলেন বেলাল ভাই। সংস্থার পক্ষ থেকে কিছু আর্থিক মাসহারা পেতে থাকলাম। এ সময় বেলাল ভাইয়ের পরামর্শক্রমে আমি খুলনা ইসলামিয়া ডিগ্রী কলেজে বাংলা বিষয়ের প্রভাষক হিসাবে যোগদান করি। যাত্রা শুরু হয় বৃহত্তর কর্মজীবনের।

আমি বাংলাদেশ ইসলামী কল্যাণ সংস্থা ও কলেজের দায়িত্ব যৌথ ভাবে পালন করি। বেলাল ভাই সর্বদা খবর রাখেন সংস্থার ও কলেজের সুবিধা-অসুবিধার। প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়ে সরাসরি পাশে থেকে সাহায্য ও অনুপ্রাণিত করেন তিনি। কিন্তু তার কোন সমস্যার কথা, ব্যথা বেদনার কথা কোন দিন বলেননি বা বুঝতে দেননি। আমার কাছে মনে হয়েছে তিনি শুধু দেবার জন্য নেবার জন্য নয়। একপর্যায় ১৯৯০ ইং সালে কর্তৃপক্ষ আমাকে কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। মনে হয়েছিল সেদিন সব চেয়ে বেশী খুশী হয়েছিলেন বেলাল ভাই। কারণ তার আশাবাদের প্রতিফলন ঘটেছিল আমার পদন্নোতিতে। আমার কিছুটা সান্তনা আজ যে বেলাল ভাইয়ের সহধর্মীনি মিসেস তানজিলা বেগম সেই খুলনা ইসলামীয়া কলেজের ইসলামী শিক্ষা বিষযের একজন প্রভাষক।

যে দুই জন মানুষ আমাকে এ পর্যায় আসার জন্য ওয়াছিলা হিসাবে ভূমিকা পালন করেছেন তাদের একজন শ্রদ্ধেয় আলম মামা ও শেখ বেলাল উদ্দীন। চাকুরী না করে সংগঠন করার কারণে পরিবার থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। শহরের টুটপাড়ার বাড়ী থেকে বের হয়ে মেসে থাকা শুরু করলাম। এক পর্যায় ছোট মামা শেখ মোঃ আয়ুব আলী কাষ্টম সুপারের বাসায় থাকার ব্যবস্থা হয়। ফলে তখন নির্বিঘ্নে পড়া ও সংগঠন করার অবাধ সুযোগ ঘটল। এ সময় দ্বীনি ভাইদের বিশেষ করে বেলাল ভাইয়ের আন্তরিক সহযোগিতা আমাকে শেষ পর্যন্ত সাংগঠনিক ও পেশার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করে।

আজ আর সে বেলাল ভাই নেই। মহান রব্বুল আলামিন তাকে শহীদদের মিছিলে শরীক করেছেন। ঘাতকের বোমা তার মাটির দেহকে ছিন্নভিন্ন করলেও তার চির হাস্যজ্জ্বল শান্ত অমলিন মুখাবয়বকে মুছে ফেলতে পারেনি, পারেনি তার আদর্শের ও শিক্ষার মৃত্যু ঘটাতে। তাইত বলতে ইচ্ছা করে :

হৃদয় সমুদ্রের তীরে
অসংখ্য মানুষের ভীড়ে
তুমি যেন আছ মিশে
অম্লান প্রেরণা হয়ে।

লেখক ঃ অধ্যক্ষ, খুলনা ইসলামিয়া ডিগ্রী কলেজ, খুলনা।

www.pathagar.com

শেখ বেলাল উদ্দীন মরেনি

মোঃ শাহ্ জাহান

কালামুল্লাহ শরীফে আল্লাহপাক বলেন,

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাঁদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না। তারা আসলে জীবিত। নিজেদের রবের কাছ থেকে তাঁরা জীবিকা লাভ করছে। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, তাতেই তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত এবং যে সব ঈমানদার লোক তাদের পরে এ দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং এখনো সেখানে পৌঁছেনি, তাদের জন্যও কোন ভয় ও দুঃখের কারণ নেই, এ কথা জেনে তারা নিশ্চিত হতে পেরেছে। তারা আল্লাহর পুরস্কার ও অনুগ্রহ লাভে আনন্দিত ও উল্লসিত এবং তারা জানতে পেরেছে যে, আল্লাহ মু'মিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।" (আয়াতঃ ১৬৯-১৭১, সুরা-আলে ইমরান)

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনের দোয়ার মাহফিলে উপরোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করেন খুলনা মহানগর জামায়াতের আমীর এবং শহীদের ভগ্নীপতি অধ্যাপক মিয়া মোঃ গোলাম পরওয়ার (এম,পি)। মাহফিলে উপস্থিত হাজারো জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, শেখ বেলালকে হারিয়ে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, আমরা শোকাহত, কিন্তু শেখ বেলাল ভাগ্যবান। তিনি মরেননি। তিনি জীবিত। তিনি বেহেশতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আল্লাহপাক থেকে রিজিক পাচ্ছেন। কোরআনের উক্ত বাণী সত্য। এ পর্যায়ে তিনি প্রাসঙ্গিক হাদিসও উল্লেখ করেন। জনাব গোলাম পরওয়ার আরো বলেন, শহীদ শেখ বেলাল তাঁর সৎকর্ম, সদাচারণ ও আমলে সালেহের জন্য আমাদের মাঝে অম্লান-অক্ষয় হয়ে থাকবেন। আল্লাহপাক যেন শেখ বেলালকে শহীদানের মর্যাদা দান করেন। তিনি এ ব্যাপারে উপস্থিত সকলের দোয়া কামনা করেন। সাথে সাথে হাজারো কণ্ঠে উচ্চারিত হলো 'আমীন'। উপস্থিত জনতা ও অন্দর মহলের অনেকে যারা এতক্ষণ অবিরামভাবে অশ্রু ফেলছিলেন শহীদ হিসেবে বেলাল ভাই'র কামিয়াবী ও প্রাপ্তির এ ঘোষণায় তাঁদের অনেকের মধ্যে কিছুটা স্বস্থির অনুভূতি লক্ষ্য করা গেল।

জনাব গোলাম পরওয়ার বলে চললেন, হে আল্লাহপাক, শেখ বেলালকে তুমি নিয়েছ, আমাদের কোন দুঃখ নেই। তাঁকে তুমি উত্তম মর্যাদা দাও। যার প্রতিশ্রুতি তুমি তোমার পবিত্র কালাম এবং তোমার হাবিবের মাধ্যমে দিয়েছ। তাঁর রক্তের বিনিময়ে বাংলার জমিনে তাঁর কাঙ্খিত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা মঞ্জুর কর। সাথে সাথে হাজারো শহীদ, এ পর্যন্ত যাঁরা ইসলামের জন্য, তোমার দ্বীনের জন্য, তাঁদের তাজা খুন ঢেলে দিয়েছেন, তোমার রাস্তায় জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের সকলের শহীদান তুমি কবুল কর। তাঁদের রক্ত পিচ্ছিল রাস্তা ধরে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের সবাইকে কাজ

www.pathagar.com

করার তৌফিক দাও এবং তোমার রাজি-খুশীর জন্য তোমার রাস্তায় তোমার দেয়া জান-নজরানা পেশ করার তৌফিক দাও।

দোয়ার মাহফিলটির আয়োজন করা হয়েছিল শহীদ শেখ বেলালের নিজ বসতবাটি.. রায়ের মহল, বয়রা, খুলনা শহরতলীতে। মাহফিলটি ছিল লোকে লোকারণ্য। উপস্থিতি প্রমাণ করেছিল যে, সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট শেখ বেলাল ছিলেন অতি আপনজন। জনতার ৯৯% ছিল শেখ বেলালের আনাত্মীয়। রক্তের সম্পর্ক নেই বটে, কিন্তু রয়েছে আত্মিক সম্পর্ক- যে সম্পর্ক চিরন্তন। শেখ বেলাল তাঁর মধুর ব্যবহার দিয়ে, সদাচরণের অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে আশেপাশের সবাইকে আপন করে নিয়েছেন। যে-ই একবার তাঁর সাথে কথা বলেছে, তাঁর সান্নিধ্যে এসেছে, তাঁর সাথে যে-কোন ধরনের লেন-দেনে এসেছে, সে তাঁকে ভুলতে পারেনা। পারবে না। শত ব্যস্ততার মাঝেও নিজের মূল্যবান সময় ও অর্থ খরচ করে শহীদ শেখ বেলাল পরোপকারের যে নজীর রেখেছেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। তাইতো হাজারো মানুষের ঢল নেমেছিল সেদিন দোয়ার মাহফিলে। সবার চোখে পানি। শহীদ বেলালের বিয়োগে সবাই বাকরুদ্ধ।

বেলালের স্মৃতি মুছে ফেলা বড়ই কঠিন। সকলের অন্তরে তিনি জাগরুক রয়েছেন। জাগরুক থাকবেন তাঁর সদালাপ, সদা হাস্যোজ্জল ব্যবহার, আলাপচারিতা, তাঁর কল্যাণকামিতা, সর্বোপরি তাঁর সাহসী কলমের কাল অক্ষরের স্বাক্ষর তাঁকে এ দুনিয়াতেও অমর করে রাখবে যুগ যুগ ধরে।

সত্যিই বেলাল ভাইকে ভুলা যাবে না। যে-কোন ভাবেই যে-ই তাঁর সাহচর্যে এসেছে, সে তাঁকে ভুলতে পারে না। সবাইকে আপন করে নেয়ার তাঁর ছিল এক মোহনীয় শক্তি। কেউ তাঁর শত্রু ছিল বিশ্বাস হয় না। দল-মত নির্বিশেষে সবাই ছিল তাঁর আপনজন। তাঁর ফ্রেণ্ড/পরিচিতি সার্কেলের পরিধি ছিল অনেক বড়। সবাইকে তাঁর শুভাকাঙ্খী মনে হতো। এমন মানুষটিকে কেউ শহীদ করবে, ভাবাই যেত না তাঁর জীবদ্দশায়। তাই তাঁর দোয়ার মাহফিলে অসংখ্য গুণগ্রাহী, শুভাকাঙ্খীর সমাগম ছিল চোখে পড়ার মত।

এ মুহূর্তে মনে পড়ে শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিনের সাথে আমার পরিচয় বেশী দিনের নয়। চাকুরী উপলক্ষ্যেই খুলনায় আমার আগমন। দায়িত্ব নেয়ার পর প্রশাসনের সকল বিভাগের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা, শহরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচয় করা প্রয়োজন বলে মনে করলাম। আমার অফিসের স্থানীয় সহকর্মী আনোয়ারকে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন যে, এ ব্যাপারে দৈনিক সংগ্রামের খুলনা ব্যুরো প্রধান এবং মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন, খুলনার সভাপতি শেখ বেলালের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। তাঁকে খবর দিতেই তিনি আমার চেম্বারে হাজির। প্রথম বারের মত পরিচয়। তাঁর ব্যাপক পরিচিতি-প্রভাব ইতিপূর্বে আমার জানা ছিল না। প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হলাম। চা আপ্যায়নের পর আমার উদ্দেশ্যের কথা জানালেন তিনি সানন্দে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন।

www.pathagar.com

এরপর প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানে প্রায়শই তিনি আমাকে স্মরণ করেছেন, যার সুবাদে স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বের সাথে আমার পরিচিতির সুযোগ হয়। এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উপলব্ধি হয়েছে যে, সকল মহলেই শেখ বেলালের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং তিনি সবার "প্রিয় বেলাল ভাই"। সকল মত ও পথের মানুষের সাথে তাঁর রয়েছে ঈর্ষণীয় ভালবাসার সম্পর্ক এবং তাঁর নিকট যে কেউ যে কোন ব্যাপারে সহযোগিতা চাইতে দ্বিধা-সংকোচ করত না। তিনিও নিঃস্বার্থভাবে সাধ্যানুসারে সংশ্লিষ্ট সবার উপকার করতে চেষ্টা করতেন।

ইসলামী ব্যাংকের সাথে শহীদ বেলাল গভীর সম্পর্ক বোধ করতেন। যে-কোন প্রয়োজনে ডাক দিলেই তিনি হাজির হতেন। দেখা যেত প্রতিদিন দুপুর ১.৩০ থেকে ২.০০ টার মধ্যে বেলাল ভাই ইসলামী ব্যাংক খুলনা ব্রাঞ্চের অঙ্গনে হাজির। এখানে না এলে যেন তিনি থাকতে পারতেন না। "কে কে নামাজ এখনো পড়েননি, আসুন"। নামাজের মুসাল্লায় দাড়িয়ে যে এ ভাবে ডাক দিতেন তা ব্রাঞ্চ অঙ্গনে আজো ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বলে ব্রাঞ্চের কর্মকর্তা, কর্মচারীরা প্রায়ই বলে থাকেন।

বোমায় আহত হওয়ার মাত্র তিন দিন পূর্বে শহীদ বেলাল ভাই আমার চেম্বারে আসেন। বিভিন্ন ফাঁকে হবিগঞ্জ বৈদ্যের বাজারে আওয়ামি লীগের জনসভায় বোমা হামলায় সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ্ এ,এইচ,এম কিবরিয়া নিহত হওয়ার ঘটনার সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয় উল্লেখ করে দৈনিক সংগ্রামে ধারাবাহিকভাবে তথ্যবহুল সংবাদ পরিবেশনের প্রসংগ টেনে তিনি বললেন, "আমার পত্রিকার এ সাহসী ভূমিকার জন্য আমি সত্যিই গর্বিত"। এ পর্যায়ে তিনি তাঁর নিজেরও কয়েকটি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেন যা ইতিপূর্বে দৈনিক সংগ্রামে ছাপা হয়েছিল। এ ধরনের দুটি রিপোর্টিং এর বিষয় উল্লেখ করেছিলেন বলে মনে পড়ে, একটি ছিল- খুলনার ৮টি জুট মিলের শ্রমিকদের ঈদ বোনাস না দেয়া প্রসঙ্গে এবং অপরটি ছিল- সুন্দরবনের হরিণ নিধন সম্পর্কিত সচিত্র প্রতিবেদন। এ সব আলাপচারিতার এক পর্যায়ে বেলাল ভাই তাঁর মোবাইল সেটে আমার ছবি তুলে আমাকে দেখালেন এবং বললেন, তা প্রিন্ট করে আমাকে পৌঁছে দেবেন। এরপর ব্যাংকের কিছু ডায়েরী-ক্যালেন্ডার হাতে নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে চেম্বার থেকে তিনি বিদায় নিলেন। সেটাই যে আমার সাথে তাঁর চির বিদায় হবে তা কি জনতাম!

ওয়েব সাইটে পাওয়া বিশ্বব্যাপী ইসলাম বিদ্বেষীদের একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত একটি নিউজ-এর প্রতি সেদিন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি আমার নিকট থেকে তার একটি কপি চেয়ে নেন। তিনি এর উপর একটি নিউজ লিখার কথা বলেছিলেন যা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। দেশ ও ইলিামের শত্রুরা যে তাঁর ক্ষুরধার লেখনিই স্তব্ধ করে দিয়েছে তা নয়, তাঁর জীবন প্রদীপই নিভিয়ে দিয়েছে।

ওয়েব সাইটের সেই নিউজটি এরূপ ঃ

www.pathagar.com

"A new Quran is being distributed in Kuwait, titled "The True Furqan". It is being described as the ayats of the Shautan and Al-Furqan weekly magazine has found out that the two American printing companies- 'Omega-2001' and 'Wine Press' are involved in the publishing of "The True Furqan", a book which has also been titled "The 21st Century Quran"! It is over 366 pages and is in both the Arabic and English languages. It is being distributed to our children in Kuwait in the private English Schools. The book contains 77 Surats, which include Al-Fatiha, Al-Jana and Al-Injil. Instead of Bismillah, each Surat begins with a longer version of this incorporating the Christian belief of the three sprits. And this so called Quran opposes many Islamic beliefs. In one of its ayats it describes having more than one wife as fortification, divorce being non-permissible and it uses a new system for the sharing out of the will, opposing the current one. It states that Jihad is Haraam. This book even goes as far as attacking Allah Subhanuhu Taala".

যে দিন শহীদ বেলালের ওপর লোমহর্ষক ও ঘৃণ্য আক্রমণ করা হয়েছিল সেদিনের বিষাদময় স্মৃতি ক্ষণে-ক্ষণে মনে পড়ে। ৫ ফেব্রুয়ারি '২০০৫ ইং। অন্যান্য দিনের মত খাওয়ার পর রাতে হাটতে বের হয়েছিলাম। খুলনার কে, ডি, ঘোষ সড়ক হয়ে এস,পি'র বাসা পর্যন্ত গিয়ে ব্যাক করেছিলাম। রাত ৯.১৫ মিঃ হবে। জেলা স্কুল মাঠের নিকট আসার পরই একটি বোমার আওয়াজ কানে আসে। হরতালের কারণে এ দিন রাস্তায় লোকজন ছিল কম, দোকানও ছিল বন্ধ। তাড়াতাড়ি বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পথে পিকচার প্যালেস মোড় পর্যন্ত আসার পর ফায়ার ব্রিগেডের ২টি গাড়ী একটি এ্যাম্বুলেন্স প্রেসক্লাবের গলিতে প্রবেশ করতে দেখলাম। চৌ-রাস্তায় জড় হওয়া লোকদের নিকট জানতে চাইলে তাদের ক'জন জানাল যে, প্রেসক্লাবে বোমা ফাটানো হয়েছে। অপেক্ষা না করে বাসায় এসে টিভি অন করতেই এনটিভি স্ক্রীনে একটি ছোট প্রিন্টেড খবর মুভ করতে দেখলাম। লেখা ছিল- দৈনিক সংগ্রামের খুলনা ব্যুরো প্রধান শেখ বেলাল উদ্দীন এবং খুলনা প্রেসক্লাব সভাপতি হাসান, খুলনা প্রেসক্লাবে বোমা বিস্ফোরণে আহত (শব্দের কিঞ্চিত তারতম্য হতে পারে)।

কা'র সাথে যোগাযোগ করে খবরটির বিস্তারিত জানা যায় তা ভাবছিলাম। নিজ ব্যাংকের লোক ছাড়া তখন তেমন কারো টেলিফোন নাম্বার আমার জানা ছিল না। অগত্যা আমাদের দৌলতপুর শাখার ম্যানেজার জনাব মাকসুদুর রহমান মিলনের মোবাইলে টেলিফোন করলে তাঁর স্ত্রী টেলিফোন রিসিভ করে জানালেন যে, মিলন আড়াইশ' বেড হাসপাতালে আহত বেলালকে দেখতে গিয়েছেন। তাঁর থেকে ঠিকানা জেনে আমি

www.pathagar.com

একজন সিকিউরিটি গার্ডকে সাথে করে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে যখন রওয়ানা হলাম তখন রাত ৯.৫৫মিঃ। হাসপাতালের কাছাকাছি গিয়ে লক্ষ্য করলাম অসংখ্য লোক হাসপাতালে ছুটছে। হাসপাতালের গেটে অনেকের সাথে মিলনকেও লক্ষ করলাম। তাদের পিছু-পিছু আমরাও ওটি রুমের দিকে রওয়ানা হলাম। কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হওয়া গেল না। একদিকে লোকজনের ভীড়। অন্যদিকে পুলিশের বাঁধা। ইতিমধ্যে প্রশাসন, পুলিশ ও অন্যান্য বিভাগের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বেলাল ভাইকে দেখা ও সর্বশেষ অবস্থা জানার জন্য ও,টি'র ভেতর-বাইরে উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করছেন। ও,টিতে অপেক্ষমান মিয়া গোলাম পরওয়ার এম,পি-কে অন্যান্য নেতাদের সাথে দেখা গেল। তাঁদের চোখে-মুখে দারুন উদ্বেগ উৎকন্ঠা। পার্শ্ববর্তী একটি কক্ষে অবস্থানরত শহীদের স্ত্রী ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের ক্রন্দনে বাতাস ভারী হয়ে এলো। এ অবস্থায় আশেপাশের অনেকেই দাঁড়িয়ে নীরবে চোখ মুছতে দেখা গেল। এ সময়ে একটি বিষয়ের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, শত-শত ছত্র-ছাত্রী রক্ত দেয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। অনেকের চোখের কোনে পানি। যে-কোন কিছুর বিনিময়ে বেলাল ভাইকে বাঁচানোর আকুতি সবার চেহারায়। রাত প্রায় দেড়টার দিকে অস্থির চিত্তে অনিশ্চয়তার মধ্যে বাসায় ফিরে এলাম। এর পরের খবর সবার জানা। খুলনার হাসপাতাল ও ঢাকার সামরিক হাসপাতালের বেডে ছয় দিন থেকে সব ভাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে শেখ বেলাল ভাই প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে চিরশান্তির জান্নাতে প্রবেশ করলেন।

শহীদ বেলাল নিঃসন্দেহে সফলকাম হয়েছেন, কৃতকার্য হয়েছেন, অমর হয়েছেন, শহীদানের মিছিলে শরীক হয়ে চিরসুখের জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। যে আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি আমরণ সংগ্রাম করে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন, সেই ইসলামকে জানা, মানা ও বাস্তবায়নে তাঁর খুন রাঙ্গা পথ ধরে জান-মাল উৎসর্গ করার দৃপ্ত শপথ নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে তাঁর বন্ধু-বান্ধব হিতৈষীদের। এভাবেই কেবল শহীদের প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধা-ভালবাসার স্বার্থক প্রকাশ হতে পারে। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

লেখক ঃ বিশিষ্ট ব্যাংকার, ইসলামী ব্যাংক ও লেখক।

www.pathagar.com

সাংঘাতিক বেলাল ভাই

ডাঃ মোঃ নূরুল ইসলাম সরদার

হয়ত তাহা'ই- নয়ত তাহা'ই
এইতো জেনেছি খাঁটি
তারই স্বর্গের আছে প্রয়োজন
যারে ভালবাসে মাটি।

—কবি কাজী নজরুল ইসলাম

মাটির ভালবাসায় যার জীবন ধন্য, মাটির মানুষের ভালবাসায় যার জীবন সিক্ত- স্বর্গের প্রয়োজন তার কতটা বেশী জাতীয় কবি নজরুলের এ কথাগুলো আর প্রিয় বেলাল ভায়ের মৃত্যু পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ তার বাস্তব সাক্ষী।

সবে বিদেশ থেকে ফিরেছি। বেলাল ভাইয়ের সাথে কোন জানাশুনা ছিল না। ইসলামী ব্যাংকের স্যার ইকবাল রোডের পুরোনো ঠিকানায় একদিন ব্যাংকে কাজে গিয়েছি, দেখা হল ঈমানদীপ্ত এই যুবকের সাথে। ব্যাংক অফিসার মিলন ভাই একান্ত আন্তরিকতায় বলছেন সরদার ভাই এনাকে চিনেন? উনি হলেন সাংঘাতিক বেলাল ভাই। আসলে পেশায় উনি সাংবাদিক, লোকটা খুব সুবিধের নয়। তাই আমরা সবাই বলি সাংঘাতিক বেলাল ভাই। দিন-মাস-বছর গড়িয়ে প্রায় পাঁচ বছর পার হয়ে গেলো। শিশুদের ডাক্তার হিসেবে পরিচিতি বেড়েছে। বয়রাতে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল হবার সুবাদে বারংবার দেখা সাক্ষাত পরামর্শ নেবার সুযোগ হয়েছে। ঘনিষ্ট থেকে ঘনিষ্টতর হবার সুযোগ পেয়েছি। পরিবারের সদস্যদের মত আপন থেকে আপনতর হয়েছি। এমনকি বোমা হামলার পর দ্বীনের এ অতন্দ্র প্রহরীর ওটি থেকে পোস্ট অপারেটিভ রুমে জীবনের শেষ বাক্যগুলো নিজের কানে শুনবার আর আত্বস্থ করবার বিরল সৌভাগ্য অর্জনকারীদের একজন হবার দুর্লভ সুযোগ যারা পেয়েছে আমি তাদেরই একজন।

পোস্ট অপারেটিভ রুমে কথাগুলোর রেকর্ড মনের অজান্তে নিজে বাজাই, আর মিলন ভায়ের প্রথম পরিচয়ের শব্দগুলো মিলাই কেমন যেন অদ্ভুত এক মিল।

অন্য মানুষ যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর তখন মর্দে মুমিনের কণ্ঠে শুনি আল্লাহ, আল্লাহ শব্দ। পরওয়ার ভাইকে ডেকে বলছেন, আমি শহীদ হব না? সরদার ভাই, বেতরের নামাজ পড়ব, একটু ব্যবস্থা করবেন? ভাই তানজিলাকে একটু ডেকে দিন না? তানজিলা ভাবীকে ডেকে সুস্পষ্ট কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন তানজিলা, তুমি মুজাহিদের বউ হবে, কেঁদোনা, আফসোস করোনা। পোস্ট অপারেটিভ রুমের এ এক কঠিন মুহূর্ত সাংঘাতিক বাস্তবতা। মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরানোর পরিবর্তে শহীদি মৃত্যুকে আলিঙ্গনের কি সাংঘাতিক প্রস্তুতি।

www.pathagar.com

এমনকি পরদিন হেলিকপ্টার এর উড্ডয়নের পূর্বমুহূর্তে পরওয়ার ভাইয়ের এক প্রশ্নের উত্তরে দ্বীনের এই অকুতোভয় সৈনিক আবারও সাংঘাতিকভাবে উচ্চারণ করলেন। আর এক মুজাহিদের মত (মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী) পরওয়ার ভাই, সুস্থ হয়ে আবার ফিরে আসব কিনা এ ফয়সালা আসমানে হচ্ছে। ফয়সালা হলে--- আবারও দেখা হবে। সপ্তাহান্তে সুস্থ হয়ে নয়, শহীদি কফিনে সারা দেশের মানুষের ভালবাসা সিক্ত হয়ে আবারও বেলাল ভাই হেলিকপ্টার যোগে তার নিজের শহর খুলনাতে ফিরে আসেন কথায় কাজে বিশ্বাসে মোয়ামেলাতে তিনি বহুবার প্রমাণ দিয়েছেন সাংবাদিক বেলাল আসলেই ছিলেন সাংঘাতিক। মাটি, মাটির মানুষ, যে বেলালকে কত ভালবেসেছিল, তার প্রমান পাওয়া যাচ্ছে ঐ রাতেই আওয়ামী লীগের লাগাতার হরতালের মধ্যেই যানবাহনহীন খুলনা শহরে মেডিকেল চত্বরে দলমত ধর্ম নির্বিশেষে জনতার ঢল নেমেছে। রক্ত দেবার জন্য লাইন, ওটিতে এত ডাক্তারের সমাবেশ সম্ভবতঃ মেডিকেল চত্বর কোনদিন দেখেনি। হাসপাতালের চত্বরে মনে হয়েছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই বেলালের একান্ত বন্ধু স্বজন সবার একই প্রশ্ন মাটির এত কাছের মানুষটির সাথে এ আচরণ করল কারা?

পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা, ঢাকা গমন, হেলিকপ্টার এর ব্যবস্থা, শহীদি কফিনে ফিরে আসা, জাতীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের জানাজায় যে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ, তাতে প্রমাণ হয় বেলাল মাটির মানুষের কত কাছাকাছি ছিলেন।

অবাক হবার মত নিজ এলাকায় স্বধর্মের চেয়ে অন্য ধর্মের লোকদের বেশী আহাজারি করতে দেখেছি। তাদের সবার কথা এবার আমাদের সমস্যা নিয়ে আমরা কার কাছে যাব?

সাংঘাতিক বেলাল ভায়ের স্মৃতিচারণে মিলন ভাইকে স্মরণ না করে উপায় নেই। পরিচয়ের মাধ্যম হিসেবে তিনিই যেমন ছিলেন বার্তাবাহক, বোমা হামলার খবরটাও মিলন ভাই দিয়েছিলেন। বাসায় অফিস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন কাজে তাকে স্মরণ করছি। মনে পড়ছে কবি নজরুলের সেই অমোঘ বাণী ঃ

তারই স্বর্গের বেশী প্রয়োজন
যারে ভালবাসে মাটি।

লেখক ঃ শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ও সুপারিনটেন্ডেন্ট, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, খুলনা।

www.pathagar.com

যে ফুল দেখিনি কখনও

আলী আহাম্মদ

যে ফুল দেখিনি কখনও, এ ফুল নামটি আমার দেয়া নয়, নামটি হলো একজন শহীদ জননীর। যিনি আল্লাহকে বলেছেন, "আমার বাগানে নয়টি গোলাপ ফুল ছিল। সবচেয়ে মিষ্টি ঘ্রাণযুক্ত ফুলটি তুমি সবার আগে তুলে নিলে"? তিনি হলেন খুলনার শহীদ বেলালের মা। মহান আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্ট কোন কোন বান্দার মধ্যে কত যে সৎ গুণ ও যোগ্যতা দিয়েছেন তা তার জীবন দশায় পুরোপুরি ফুটে উঠে না। আর এটা সম্ভবও না করা, পারত পক্ষে কেউ কারো সামনে তার গুণাবলী আলোচনা করে না। কিন্তু মৃত্যুর পর তার জীবন স্মরণে যখন পরিচিত ও আপন জনের মধ্যে মৌখিক আলোচনা হয় কিংবা কর্মময় জীবন নিয়ে কিছু লিখতে চান, তখন নিজের অজান্তে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে মনে রেখাপাত করা, এমন কিছু স্মরণীয় বাস্তব কথা ও কাজের বিষয় বেরিয়ে আসে যা সম্পর্কে জীবিত সময় বললে হয়তো বলতেন, "এ বিষয়টি তো আমার স্মরণে আসেনা।" সম্প্রতি খুলনা প্রেস ক্লাবের মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন সভাপতি ও দৈনিক সংগ্রামের খুলনা ব্যুরো প্রধান শেখ বেলাল উদ্দীন টাইম বোমা হামলায় আহত হয়ে পরে শহীদ হয়েছেন। আহত পওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যার নাম আমি শুনিনি পরে তাঁর সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট ও স্বজনদের লেখা পড়ে তাঁর গুণ ও যোগ্যতা সম্পর্কে আমার মনে যে বিশ্বাস জন্মেছে, তার আলোকে আমি তাঁর সংগ্রামী জীবনের উপর কিঞ্চিৎ আলোচনার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

শহীদ বেলাল সম্পর্কে আমার প্রিয় কলামিষ্ট জহুরীর লেখা পড়ে প্রথমে জেনেছি। জহুরীর সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলেও তাঁর মূল্যবান লেখা ও বই পড়ে জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার সুযোগ আমার হয়েছে। তবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সালেহ আহম্মদ জহুরীকে শুধু জহুরী নামেই জানতাম। আমার ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস এ লেখা শুরুর সময়ও যিনি জীবিত ছিলেন অথচ লেখা শেষ না হতেই গত ০৭ এপ্রিল ২০০৫ তারিখে হঠাৎ তিনি ইন্তেকাল করেন (ইনালিল্লাহি........রাজিউন)। মনে অনেক আশা ছিল আমার এ লেখাসহ কিছু লেখা জহুরীকে দেখিয়ে তাঁর কিছু মূল্যবান পরামর্শ নেব। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখে দৈনিক সংগ্রামে শহীদ বেলালকে নিয়ে জহুরীর "এক গাজীর জীবন ঃ শহীদ হয়ে চিরবিদায়" শিরোনামের লেখা পড়ে জানলাম, অমায়িক ব্যবহারের লোক ও সৎ সাংবাদিক শহীদ বেলালের সামাজিক পরিচিতি, জনপ্রিয়তা ও মেহমানদারী করার মত উদার মন সম্পর্কে। বেলালের জন্য হাউ মাউ করে কেঁদেছেন তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীগণ এবং দলমত নির্বিশেষে বিশেষ করে খুলনার সর্বস্তরের সাংবাদিকরা তার জন্য যে ভূমিকা দেখেছেন তা সত্যই বিরল দৃষ্টান্ত। বর্তমান সমাজে যার খুবই অভাব। এজন্যই বেলাল তাঁর সৎ ও কর্ম নিষ্ঠ জীবনের

www.pathagar.com

পুরস্কার হিসেবে মৃত্যুর পূর্বে ও পরে অসংখ্য মানুষের সম্মান ও আন্তরিক ভালবাসা পেয়েছেন।

গত ০১মার্চ ২০০৫ দৈনিক সংগ্রামে শহীদ বেলালের ভাগীনি হুমায়রা হোসাইন (শাম্মা) এর "মামা আমার প্রেরণা" শিরোনামের লেখা পড়ে বুঝলাম ও ভাবলাম লেখাটির নাম "মামা আমাদের প্রেরণা" হলে অধিক বাস্তব হতো। কারণ তার মামার পরিচিত মহলের ছোট বড় অনেকেই তাঁর অমায়িক ব্যবহার, দক্ষতা ও সৎ পরামর্শের দ্বারা আল্লাহর পথের নির্ভীক সৈনিক হওয়াসহ বিভিন্ন সামাজিক কাজে প্রেরণা পেয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর নিকট আত্মীয়দের সকল ছেলে-মেয়েরা যেমন তাঁকে ভালবাসতেন তেমনি অভিভাবকের মত সম্মান করতেন। তাঁর সাথে যারই দেখা হতো ছোট বড় বিবেচনা না করে প্রথমেই শুদ্ধ করে সালাম দিতেন। যিনি সব সময় আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে চেয়েছেন ও যে দু' চোখে আজীবন শহীদ হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন এবং একজন আদর্শ কলম সৈনিক হিসেবে ইসলাম ও বর্তমান সমাজের বাস্তব রিপোর্ট যে দু'হাতে পত্রিকায় তুলে ধরতেন। সে দু' চোখ ও দু'হাতেই শত্রুরা টাইম বোমার আঘাতে উড়িয়ে দিয়েছে।

আবার গত ২৯ মার্চ ২০০৫ তারিখে একই পত্রিকায় শামছুন নাহার ফরিদ (জাহিমা) এর "কিছু স্মৃতি কিছু কথা" শিরোনামের লেখা পড়ে জানলাম তিনি তাঁর ভাইজান সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তুলে ধরেছেন শহীদ বেলালের আরোও কিছু গুরুত্বপূর্ণ জীবন চিত্র। সমাজ কর্মী বেলাল নিজের হাতের গড়া বাড়ীর (আল্লাহর দান মঞ্জিল) বারান্দায় প্রতিদিন সকালে বিচারালয়ের মত বসাতেন যার বিচারক থাকতেন শহীদ শেখ বেলাল। প্রতিদিন কতজন যে কত রকমের সমস্যা নিয়ে আসতেন তার বিচারালয়ে, তিনি সুবিচারকের ন্যায় সাধ্যমত সব কিছুর সমাধান দিতেন সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে। আজ তাঁর সে মঞ্জিল আছে, নেই শুধু বিচারক। সামাজিক জীবনে তিনি এত পরিচিত ছিলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে অনেকে "বেলাল" নামের পরিচয় দিয়েও ফায়দা হাসিল করতেন। একদিন তার দ্বীনি ভাইদেরকে আপ্যায়ন করানোর সময় কিছু কাঁচের প্লেট-বাটি ভেঙ্গে যাওয়ায় তাঁর মা মন খারাপ করে কেঁদে ফেলায় বেলাল মাকে সান্তনা দিয়ে বললেন,"আজ কাঁচের জিনিসের জন্য কাঁদছেন, একটি ছেলে শহীদ হলে কি করবেন?" তার জবাবে মা করুন দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি ছোটবেলা থেকে ভাই বোনদের নামাজ ও পর্দার ব্যাপারে কঠোর ছিলেন। তাদের বাড়ীতে পরিবেশের কারণে বে-নামাজী আত্মীয় স্বজন গেলেও নামাজ পড়তে বাধ্য হতেন এবং বেপর্দা অবস্থায় বাড়ীতে যাওয়ার কেউ সাহস পেত না। তিনি তাঁর পাঁচ বোনকে শরীয়াহ মোতাবেক গড়েন আর বিয়ের ক্ষেত্রে পরহেজগার পাত্রকে প্রাধান্য দিতেন। সে বাড়ীর মেয়েদের প্রতি অনেকের চাহিদা থাকায় উনি আফসোস করে বলেছিলেন, আমার আরো পাঁচটি বোন থাকলেও খুশী হতাম এবং আমার প্রিয় কিছু ব্যক্তিদের সাথে আত্মীয় করতাম।

www.pathagar.com

শহীদ বেলালের শেষ জীবনের কিছু কাজের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো মা-বাবাকে হজ্বে পাঠানো। হজ্বে যাওয়ার দিন বিমান বন্দরে বিদায় মুহূর্তে আব্বা-আম্মাকে ধরে অনেক কেঁদেছেন বেলাল। এটাই ছিল আব্বা-আম্মার সাথে তাঁর শেষ দেখা। হেরা থেকে দু'টি মূল্যবান পাথর আনার জন্য তিনি বোন ও মাকে বলেছেন। নবীর দেশ থেকে ছেলে পাথর নিতে বলেছে এই ভেবে মা মক্কা, মদিনা, মুজদালিফা ও উহুদ প্রান্তর থেকে পাথর কুড়িয়ে আনেন। অথচ সে পাথর হাতে পৌঁছার আগেই ছেলে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ছেলে হারা শোকার্ত পিতা-মাতা তাঁদের বাকী জীবনটা এখন সে পাথর বুকে বেঁধেই থাকতে হবে। বিবাহিত জীবনের ১৬ বছর পর্যন্ত নিঃসন্তান থাকায় ছেলের মুখে হাসি দেখার জন্য দোয়ার স্থানগুলোতে গেলেই মায়ের সর্বপ্রথম দোয়া ছিল ঃ "হে আল্লাহ, আমার বেলালকে একটি সন্তান দাও।" অথচ দেশে এসে নিজ সন্তানের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হয়েছে।

যে-কোন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও খোদা ভীরু লোকের মৃত্যুর পর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন তাঁর জীবন ও কর্মের উপর বেশী বেশী লেখা উচিত। তাতে তাদের সম্পর্কে পূর্বে যারা জানতেন না তারাও অনেক তথ্যগত বিষয় জানতে পারেন। শহীদ শেখ বেলালের স্বজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাই, তাঁদের লেখার কারণে। বেলালের জীবনী পড়ে শিক্ষণীয় অনেক বিষয় জানলাম। তাদের লেখা যতবার পড়েছি ততবারই চোখের পানি পড়েছে। এ বিষয়ে আপনারা আরো লিখুন, এটাই আমাদের কামনা। শহীদ বেলাল চলে গেছেন কিন্তু তাঁর কর্মময় জীবন দর্পণের ন্যায় আমাদের সামনে রেখে গেছেন। দোয়া করি, আল্লাহ যেন বেলালের শাহাদাৎ কবুল করেন এবং পরকালে শহীদি মর্যাদা দান করেন। আমীন।

লেখক ঃ অফিস সহকারী, ঢাকা কমার্স কলেজ, পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখে থাকেন।

www.pathagar.com

মর্মস্পর্শী দৃশ্যের স্মৃতিময় সেই দিনগুলি

জি.এম হায়দার আলী

সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা, খুলনা মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এবং দৈনিক সংগ্রামের খুলনা ব্যুরো প্রধান, সৎ ও নির্ভীক সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দিন গত ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ তারিখ, রাত ৯-১৫ মিনিটে খুলনা প্রেসক্লাব চত্বরে সন্ত্রাসীদের পেতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে মারাত্মক আহত হলে মুমূর্ষ অবস্থায় প্রথমে তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সংবাদটি তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন সহ সকল স্যাটেলাইট চ্যানেলে প্রচারিত হয়। বিদ্যুৎ বেগে সংবাদটি পৌঁছে যায় আন্তর্জাতিক বিশ্ব সহ দেশের সকল প্রান্তরে।

সারাটি জীবন যে মানুষটি শুধু সকলকে ভালবেসেছেন, সমাজে ইসলামী জীবন-ধারা প্রতিষ্ঠিত করবার লক্ষ্যে নিরলস কঠোর পরিশ্রম করেছেন, সাংগঠনিক কাজে ছুটে বেড়িয়েছেন দেশের সর্বত্র, সাম্প্রতিক সময়ে খুলনায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে যার অবস্থান, দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছে অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং প্রাণবন্ত সদা হাস্যময় সেই বেলাল আজ সন্ত্রাসীদের বোমা হামলার শিকার হয়ে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে। খুলনা তথা দেশবাসীর কাছে এমন মর্মান্তিক সংবাদ প্রত্যাশিত ছিল না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে খুলনার আপামর মানুষ নেমে এল রাজপথে। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত হাজার হাজার শোকার্ত মানুষের ঢল নামল খুলনা শহরে। খুলনা মহানগরীতে এ যেন অঘোষিত শোকার্ত মানুষের এক বিশাল কাফেলা। বিরোধী রাজনৈতিক দলের আহবানে টানা ৪৮ ঘন্টা হরতালের কারণে শহরে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। দ্রুত পায়ে হেঁটে চল্ছে সবাই। সকলের গন্তব্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। প্রিয় মানুষটিকে দেখতে, তার প্রতি সহানুভূতি জানাতে শারীরিক যে কোন কষ্ট উপেক্ষা করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে পায়ে হেঁটে সকলকে। মনে প্রচণ্ড ব্যাথা, বুকে কান্না চেপে ছুট্ছে সবাই। কিন্তু ততক্ষনে মেডিকেল কলেজের নিকটবর্তী এলাকার শোকার্ত মানুষের ভীড়ে হাসপাতাল চত্বর পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছে, তিল ধারণের ঠাঁই নেই কোথাও। হাসপাতালের বিরাট এলাকা ছাপিয়ে সামনের মহাসড়ক যেন জনসভার ময়দানে পরিণত হয়ে পড়ল মুহূর্তের মধ্যে।

খবর পেয়ে ছুটে এসেছে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সকল বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ। অপারেশন থিয়েটার কক্ষে এত অধিক সংখ্যক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপস্থিতি ছিল সত্যিই নজিরবিহীন। বেলাল তো সেখানেও তার চমৎকার স্বভাবসুলভ আচরণ, প্রাণবন্ত হাসি এবং ভালবাসা দ্বারা তাঁদেরকেও মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। তাদের সেই প্রিয় বেলাল আজ মুমূর্ষ অবস্থায় তাঁদেরই অপারেশন থিয়েটারে শায়িত। ডাক্তারদের কি আন্তরিকতা, কি প্রবল প্রচেষ্টা সেদিন বেলালকে বাঁচানোর, স্বচক্ষে না দেখলে সত্যিই বিশ্বাস করা যায় না।

www.pathagar.com

বেলালের দেহে অস্ত্রোপচার চল্ছে। অপারেশন থিয়েটার থেকে সংবাদ দেওয়া হোল রক্তের প্রয়োজন। রক্তদান কেন্দ্রের সামনে অভাবনীয় আর এক করুণ দৃশ্য। শত শত মানুষ রক্ত দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বেলাল ভাইয়ের জীবন বাঁচাতে নিজের রক্ত দেওয়ার এমন দূর্লভ সুযোগ কেউ হাতছাড়া করতে রাজী নয়। আল্লাহর দরবারে সকলের সরব-নীরব প্রার্থনা বেলাল ভাইয়ের রক্তের গ্রুপের সঙ্গে যেন তার রক্তের গ্রুপ মিলে যায়; তাহলেই তাদের বেঁচে থাকা হবে সার্থক, জীবন হবে ধন্য । কিন্তু তা তো হবার নয় সঙ্গত কারণে অমিলতো হবেই এবং অপারেশনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রক্তও নেয়া যাবে না। যে সফল হোল, সে নিজেকে ধন্য এবং সার্থক ভেবে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করল। অন্যদিকে ব্যর্থদের বিলাপধ্বনি, " নিরর্থক এই জীবন, বেলাল ভাইয়ের এই চরম বিপদের সময়ে যৎসামান্য কিছুই করতে পারলাম না"।

অপারেশন চল্ছে। পাশাপাশি হাসপাতাল করিডোরে, হাসপাতালের বিশাল চত্বরে এবং সামনের মহাসড়কে অপেক্ষমান হাজার হাজার শোকার্ত জনতার দোয়া ও মোনাজাত অব্যাহত রয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীন যেন বেলালকে সুস্থ করে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দেন। ভাল সংবাদের প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান সকলে। প্রায় চার ঘন্টারও অধিক সময় ধরে অপারেশন চল্‌ল। অপারেশন শেষে গভীর রাতে তার একটু জ্ঞান ফিরে এলে পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকা কয়েকজন স্বজনদের সাথে কথা বলেন বেলাল। খবরটি নিকটে থাকা লোক মারফত বাইরে প্রচার হয়ে পড়া মাত্রই অপেক্ষমান হাজার হাজার শোকার্ত মানুষের মাঝে কিছুটা স্বস্তির লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু আগুনে ঝলসানো বেলালের উন্নত চিকিৎসা কেবলমাত্র ঢাকাস্থ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালেই সম্ভব জানালেন কর্তব্যরত চিকিৎসকগণ। খুলনার চার দলীয় জোটের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সংগে সংগে বেলালের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে অবহিত করলেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে খুলনার চার দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দকে আশ্বস্ত করা হোল, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার পরদিন সকালেই খুলনায় পৌঁছে যাবে।

৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ সকাল ৯-৩০ টার সময় খুলনা শহরের উপর দু'বার চক্কর দিয়ে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার খুলনা সার্কিট হাউসের হেলিপ্যাডে অবতরণ করল। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকগণ ততক্ষণে আহত বেলালকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে প্রেরণের আবশ্যকীয় সকল কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন করে রেখেছেন। সকালে হাসপাতালে দর্শনার্থীদের ভীড় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খুলনা সার্কিট হাউসের উদ্দেশ্যে আহত বেলালকে এ্যাম্বুলেন্সে উঠানো হবে। এক পলক দেখতে চায় তাদের ভালবাসার মানুষটাকে। হাসপাতালের দোতলা থেকে স্বতীর্থরা স্ট্রেচারে বহন করে আন্‌ছে প্রিয় বেলাল ভাইকে। এ্যাম্বুলেন্সের কাছাকাছি আনা মাত্রই ডুক্‌রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো শত শত শোকার্ত বেদনাহত মানুষ। কেউ দেখ্‌তে পেল কেউ পেল না। হাজার হাজার শোকার্ত মানুষ অশ্রুসিক্ত নয়নে খুলনা

www.pathagar.com

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে বিদায় জানালো সাদা ব্যান্ডেজে আবৃত প্রিয় বেলাল ভাইকে।

সামনে মোটর সাইকেলের দীর্ঘ বহর তার পেছনেই বেলালকে বহনকারী এ্যাম্বুলেন্স, তার পেছনেই জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের গাড়ী বহর , তার পেছনেই রয়েছে খুলনার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের গাড়ীবহর। দুই কিলোমিটার পথ পেরিয়ে সার্কিট হাউস ময়দানে আসতেই হাজার হাজার মানুষকে এ্যাম্বুলেন্স অভিমূখে ছুটে আসতে দেখে স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী তাদের পথরোধ করল। এই মুহূর্তে আবেগ অনুভূতির চেয়ে বেলাল ভাইকে বাঁচানো বেশী জরুরী স্বেচ্ছা-সেবক ভাইয়েরা বিনয়ের সহিত নিবেদন রাখলেন সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে। এ্যাম্বুলেন্সটি সরাসরি হেলিকপ্টারের খুব কাছে যেয়ে থেমে পড়ল। এ্যাম্বুলেন্স থেকে হেলিকপ্টারে স্থানান্তরিত হোল বেলালকে। হাজার হাজার সমবেত জনতা হাত নেড়ে বিদায় জানালো বেলালকে। এক/দুই মিনিটের মধ্যে আহত বেলালকে নিয়ে আকাশে উঠে গেল হেলিকপ্টারটি। সমবেত সকলের চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে অজান্তে । আল্লাহ্‌র দরবারে সকলের কামনা, বেলাল যেন সুস্থ্য হয়ে আবার ফিরে আসতে পারে তার প্রিয় খুলনার মাটিতে।

ঢাকার পুরাতন (তেঁজগাও) বিমানবন্দর। সেখানে উপস্থিত হয়ে আহত বেলালকে গ্রহণ করতে অপেক্ষায় রয়েছেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে প্রতিনিধি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহ্‌সান মুহাম্মদ মুজাহিদ, ঐসময় ঢাকায় অবস্থানরত খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড-এর মাননীয় সভাপতি ও খুলনা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলী আজগর লবী। কিছুক্ষণের মধ্যেই খুলনা থেকে আহত বেলালকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি তেঁজগাও বিমানবন্দরে অবতরণ করল। সকলে এগিয়ে গেলেন হেলিকপ্টারটির কাছে। আহত বেলালকে যথাযথ পূর্ণ মর্যাদায় গ্রহণ করলেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী আলী আহ্‌সান মুহাম্মদ মুজাহিদ, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড-এর মাননীয় সভাপতি ও খুলনা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলী আজগর লবী। বেলালের অবস্থা দেখে সকলেই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। খুলনা থেকে সংগে থাকা বেলালের স্ত্রী অধ্যাপিকা তানজিলা বেলালকে সান্তনা জানিয়ে মাননীয় মন্ত্রী বল্‌লেন ' বেলালের সর্বোত্তম সুচিকিৎসার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সরকারের পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা হবে'। আহত বেলালকে বহন করে নিয়ে যেতে এগিয়ে এল সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের একটি এ্যাম্বুলেন্স। বাকরুদ্ধ নেতৃবৃন্দ ব্যথিত হৃদয়ে এ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিলেন আহত বেলালকে। সাইরেন বাজিয়ে দ্রুত ছুটে চললো এ্যাম্বুলেন্সটি সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল অভিমুখে।

১২ ফেব্রুয়ারি সকালে শহীদ বেলালের কফিন হেলিকপ্টার যোগে খুলনায় আনা হবে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে দলমত নির্বিশেষে হাজার হাজার শোকাভীভূত খুলনাবাসী খুলনার

www.pathagar.com

সার্কিট হাউস ময়দানে সমবেত হতে থাকে। সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে সার্কিট হাউস ময়দান শোকার্ত মানুষে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। সকাল ৯-৩০ টায় খুলনার আকাশে শহীদ বেলালের কফিনবাহী হেলিকপ্টারটি চোখে পড়তেই সমবেত হাজার হাজার শোকার্ত মানুষের সকলেই আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলেন। হেলিকপ্টারটি হেলিপ্যাডে নেমে আসলে প্রথমে হেলিকপ্টার থেকে বেরিয়ে আসলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহ্সান মুহাম্মদ মুজাহিদ, তারপর বেরিয়ে আসলেন খুলনা মহানগর আমীর এবং খুলনা-৫ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এবং শহীদ বেলালের সুযোগ্যা স্ত্রী দীর্ঘ দিনের অনুপ্রেরণার সাথী অধ্যাপিকা তানজিলা বেলাল।

শহীদ বেলালের মরদেহ হেলিপ্যাড থেকে সরাসরি তার রায়েরমহলস্থ বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হবে এই উদ্দেশ্যে একটি পিক-আপ ভ্যান পূর্ব থেকেই প্রস্তুত রাখা ছিল। শহীদ বেলালের কফিনটি হেলিকপ্টার থেকে বেরিয়ে এনেই পিক-আপ ভ্যানে রাখা হোল। সমবেত হাজার হাজার শোকার্ত খুলনাবাসীর কান্না আর আহাজারীতে সার্কিট হাউসের আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠল। খুলনার রত্ন শহীদ বেলাল চিরদিনের জন্য সকলের মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে চলে গেছে। খুলনা বাসীর জন্য সত্যিই শোকাবহ দিন আজ। কাঁদো খুলনাবাসী.........কাঁদো।

ধীর গতিতে শহীদ বেলালের কফিন বহনকারী পিক-আপ ভ্যানটি রায়েরমহল অভিমুখে রওয়ানা করল। সম্মুখ ভাগে অবস্থান নিয়ে পুলিশের গাড়ী সাইরেন বাজিয়ে চলেছে। শত শত মোটর সাইকেল বহরের পেছনেই শহীদ বেলালের কফিন বহনকারী পিক-আপ ভ্যান, তার পেছনেই ধারাবাহিকভাবে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, অন্যান্য নেতৃবৃন্দের গাড়ীবহর। পিক-আপ ভ্যানে দণ্ডায়মান ছাত্র শিবিরের ছেলেরা লাউড স্পীকার মুখে লাগিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে উচ্চারণ করে চল্‌ছিল "আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্‌দুহু ওয়া রাসূলুহু"। আনুমানিক এক কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে শোক মিছিলটি পথচারীদের হৃদয়ে শোকের করুণ ছায়া মেখে দিয়ে শহীদ বেলালের বাড়ী অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে।

রায়েরমহলের অবস্থা সেদিন ছিল নজীরবিহীন বেদনাবিধুর। শহীদ বেলালের বাড়ীতে মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে হাজার হাজার শোকাভিভূত নর-নারীদের ঢল নেমেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের প্রিয় বেলালকে আজ শহীদের পূর্ণ মর্যাদায় নিয়ে আসা হচ্ছে তার নিজ বাড়ীতে, যেখানে কাটিয়েছে সে সারাটি জীবন। শহীদ বেলালের অসীম প্রেরণা শক্তির উৎসস্থল, সকল উত্থানের কেন্দ্রবিন্দু, তার বহু স্মৃতি বিজড়িত সেই ঐতিহাসিক বাড়ীটি আজ গভীর শোকাচ্ছন্ন। বেলাল ছিল এলাকাবাসীর একমাত্র গর্বের ধন। শেষবারের মত শহীদ বেলালের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে রায়েরমহল সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং দূর দূরান্ত থেকে অগনিত নর-নারী। অবশেষে বিশাল শোক

www.pathagar.com

মিছিলটি বাড়ীর বেশ দূর পর্যন্ত এসে থেমে গেল। বাড়ীতে প্রবেশের সকল পথে শোকাভিভূত মানুষ আর মানুষ ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে। কর্তব্যরত পুলিশ এবং নেতৃবৃন্দের আহবানে সকলে সরে গিয়ে যায়গা ফাঁকা করে দিল। শহীদ বেলালের কফিনটি তার সহকর্মীরা কাঁধে বহন করে এনে বাড়ীর সম্মুখস্থ সেই ছবেদা গাছটির সুশীতল ছায়ায় নামিয়ে রাখতেই আছড়ে পড়ল আগত শত শত শোকার্ত মানুষ। এই গাছটির নীচে বসে বেলাল প্রতিনিয়ত সংবাদপত্র পড়তেন এবং বন্ধু-বান্ধব, মুরব্বীয়ানদের সহিত আলাপ আলোচনা সারতেন, কুশলাদি বিনিময় করতেন।

শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাতে দলে দলে লোকজন ছুটে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ দূরে গাড়ী থেকে নেমে পায়ে হেঁটে উপস্থিত হলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এবং আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে প্রতিনিধি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহ্সান মুহাম্মদ মুজাহিদ, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাচ্ছেরে কোরআন আল্লামা হযরত মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী সহ খুলনা জেলা ও মহানগর জামায়াত নেতৃবৃন্দ। ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংবাদিক এবং ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এসে শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করলেন।

ঐদিন বেলা ১২-০০ টার সময় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গনে শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনের কফিনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে সর্বপ্রথম শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহ্সান মুহাম্মদ মুজাহিদ। তারপর একে একে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলেন খুলনার সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ খুলনার সর্বস্তরের জনগণ। প্রেসক্লাবে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন পর্ব শেষে সেখান থেকে শহীদ বেলালের কফিন ২য় নামাজে জানাজার জন্য খুলনার সার্কিট হাউস ময়দানে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঐদিন বাদ যোহর শহীদ বেলালের ২য় নামাজে জানাজা খুলনার ঐতিহাসিক সার্কিট হাউস ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। নামাজে জানাজায় শরীক হলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে প্রতিনিধি মাননীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহ্সান মুহাম্মদ মুজাহিদ, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাচ্ছেরে কোরআন আল্লামা হযরত মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী সহ দলমত নির্বিশেষে খুলনার সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সকল পেশাজীবী, ছাত্র, শিক্ষক সহ হাজার হাজার জনগণ। খুলনা সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত স্মরণাতীতকালের সর্ববৃহৎ

www.pathagar.com

এই নামাজে জানাজায় ইমামতী করলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্প মন্ত্রী এবং আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া কামনা করে তিনি বল্‌লেন, "হে আলাহ্ ,আমরা সকলে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, বেলাল তোমার এক মুমিন বান্দা এবং একজন খাঁটি ঈমানদার মানুষ ছিলেন। তুমি তার শাহাদাৎকে কবুল করে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব কর .... আমীন।"

একই দিন বাদ আছর শহীদ বেলালের ৩য় নামাজে জানাজা রায়েরমহলস্থ পূর্বপাড়া মসজিদ সংলগ্ন প্রশস্ত কে,ডি,এ সড়কে অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা সহ পার্শবর্তী জেলা থেকে আগত দলমত নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ উক্ত নামাজে জানাজায় শরীক হলেন। জানাজা পূর্ব শোকার্ত হাজার হাজার মানুষের উদ্দেশ্যে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে খুলনা মহানগর আমীর অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এম,পি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনকে আল্লাহ্‌র অধিকতর প্রিয় বান্দা, সৎ , আদর্শবান, অমায়িক এবং সদা হাস্যোজ্জ্বল একজন মানুষ হিসাবে আখ্যায়িত করলেন এবং শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনের শাহাদাৎ মঞ্জুরের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। নামাজে জানাজা শেষে শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনকে চিরদিনের জন্য শায়িত করা হল পারিবারিক গোরস্থানে ।

শহীদ বেলাল শূন্য বাড়ীতে সবাই পাথরের মত নির্বাক, নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। সান্ত না জানানোর ভাষা হারিয়ে ফেলেছে আগন্তুকরা। দূরবর্তী জেলা থেকে ভক্ত, শুভাকাংখীদের আগমন এখনও অব্যাহত রয়েছে। বেলালের অনুপস্থিতি জনিত যে শূন্যতা তা তো পূরণ হবার নয়, পূরণ হবেও না কখনও। কারণ শহীদ বেলাল ছিলেন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং উৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলীতে পরিপূর্ণ একজন খাঁটি মানুষ। তার প্রাণবন্ত হাসি মিশ্রিত কথার ফুলঝুরিতে আকৃষ্ট হোত দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ। অনুসরণ এবং অনুকরণ যোগ্য উন্নততর আদর্শের একটি উজ্জল নক্ষত্রের নাম শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিন।

আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর প্রিয় শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন আজ আমাদের মাঝে নেই। রেখে গেছেন অসংখ্য ভাল কাজের দৃষ্টান্ত এবং অনুসরণযোগ্য আদর্শ। সেই আত্মত্যাগী মহান মানুষটির রেখে যাওয়া আদর্শ ও লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের অভিপ্রায়ে ইং ১১ মার্চ, ০৫ তারিখে শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানব কল্যাণ, যুব সমাজকে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী করে তোলা, সকলকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করার মহান লক্ষ্যে একটি পাঠাগার স্থাপন, আর্ত মানবতার সেবা কার্যক্রম পরিচালনা, দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান, সপ্তাহে একদিন বিনা খরচে চিকিৎসা সেবাদান সহ বিভিন্ন সমাজকল্যাণ মূলক কর্মকান্ড পরিচালনা নিশ্চিত করাই প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আপনাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান এবং সক্রিয় আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের কাম্য।

লেখক ঃ সভাপতি, শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ফাউন্ডেশন।

www.pathagar.com

একজন শেখ বেলাল উদ্দিন

– উপল রহমান

এ পৃথিবীতে যা আজ দৃশ্যমান কাল তা অতীত। আর অতীত মানেই ভুলে যাওয়া। তবে অবিনশ্বর তা যা আমাদের কর্ম। শেখ বেলাল উদ্দিনের নাম হয়তো ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে না। ইতিহাস হয়ে থাকবেন তিনি আমাদের অন্তরের মনিকোঠায়। সত্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তার ছিল এক ঈমানী আত্মবিশ্বাস। যার কারণে পরিচিত মহলে তার ছিল এক অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা।

হ্যাঁ, শেখ বেলাল উদ্দিন খুলনার রায়ের মহল গ্রামের এক ধর্মপ্রাণ মুসলিম পরিবারের গর্বিত সন্তান। যিনি তাঁর কর্মজীবনে পেশা হিসেবে সাংবাদিকতাকে বেছে নিয়েছিলেন। শেখ বেলাল উদ্দিনকে কে না চিনতো। সেই সুঠাম দেহের সাদাসিধে হাসি মুখের মানুষটি। মুখে কালো খোঁচা দাঁড়ি, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, মটর সাইকেলে করে পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্যে ঘুরে বেড়াতেন ক্লান্তিহীন।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে শেখ বেলাল উদ্দিনের মত এমন খাঁটি বন্ধু খুব কমই ছিল। ৯/১০ বছর পূর্বে আমার এক আত্মীয়ের শালিশ বৈঠকে তাঁর সাথে প্রথম পরিচয়। সে বৈঠকে তাঁর ন্যায় নিষ্ঠতা ও বিচক্ষণতা আমাকে বিমোহিত করেছিল এবং আমরা ক্রমে একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যাই।

বৈঠকখানায়, অফিস-আদালতে, অনুষ্ঠানে যেখানেই তাঁকে পেয়েছি- কথা, গল্প, ভাবের আদান প্রদান হয়েছে। ফোন অথবা মোবাইল করে যখনই বলেছি, বেলাল ভাই একটু আসুন ১০ মিনিটেই হাজির। চলুন, অনুষ্ঠান করতে হবে, –হ্যাঁ চলুন। একজন সাংবাদিক হিসেবে অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থাপনা ছিল খুবই সাবলিল, বুদ্ধিদীপ্ত। একটি বিষয়কে যুক্তি দিয়ে, উপমা দিয়ে তাঁর উপস্থাপনা কৌশল ছিল অসাধরণ।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একটি রাজনৈতিক দলের নিবেদিত প্রাণ কর্মী ছিলেন-কিন্তু দল, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে একজন সত্যিকারের মানুষ হিসেবে শেখ বেলাল উদ্দিনের জনপ্রিয়তা ছিল ঈর্ষণীয়, অতুলনীয়। নিজস্ব মটর সাইকেলটি ছিল তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুর মত এবং দুঃখের বিষয় সেই সাইকেলটি তাঁর মৃত্যুর ফাঁদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। হয়তো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা অথবা খুনী ষড়যন্ত্রকারীদের শিকার হয়ে আজ আর তিনি আমাদের মাঝে নেই; কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন- বেঁচে থাকবেন এতদাঞ্চলের আপামর সাধারণ মানুষের মনের মণিকোঠায়।

যা বলছিলাম- শেখ বেলাল উদ্দিনের মটর সাইকেলটি। ঘাতকদের পাতা ফাঁদে সেই মটর সাইকেলটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। রিমোট চালিত বিস্ফোরক একটি ব্যাগে করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল প্রেসক্লাব খুলনার গেটের সামনে তাঁর মটর সাইকেলটিতে। যখন তিনি মটর সাইকেলটির কাছে আসেন এবং ঝুলন্ত বস্তুটি কি, হাতে নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন সেই মুহূর্তে তা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়- সর্বত্র আগুন জ্বলে উঠে।

শেখ বেলাল উদ্দিন সে আগুনকে প্রতিহত করতে পারেননি। সেই মটর সাইকেলের তেলের ট্যাংকির বিস্ফোরণে বেলালের গায়ে মারাত্মকভাবে আগুন লেগে যায়। শেখ বেলাল উদ্দিন বাঁচার জন্য গায়ে জ্বলন্ত আগুন নিয়ে ছুটাছুটি করেও শেষ রক্ষা পাননি। আশে পাশে যারা অক্ষত ছিলেন তারা বালি ছুড়ছিলেন তার শরীরে- কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা ততক্ষণে হয়ে

www.pathagar.com

গেছে। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নেয়া হলো। ঐ রাতে যে যেখানে ছিল তার পরিচিতজন, সাংবাদিক, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, দলীয় কর্মী, হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের সম্মুখে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। সবার মুখে একটাই কথা, বেলাল ভাই বেঁচে আছেন তো! বেঁচে যাবেন তো? শোনা গেল রক্ত দেয়া হচ্ছে। কত রক্তের প্রয়োজন, দলে দলে লোকজন প্রস্তুত বেলালকে রক্ত দেয়ার জন্য- রক্ত দেয়া-নেয়া চলছে। তার মধ্যে ডাক্তার, নার্স আর নেতা কর্মীদের ছোটাছুটি, এটা কর, এইটা ধর- এই ওষুধটা নিয়ে এসো- সে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। তারপর রাত গড়িয়ে সকাল, সকাল গড়িয়ে দুপুর। সময়তো আর থেমে থাকে না, আর সৃষ্টিকর্তার ইশারায় যা হবার তা কে রোধ করে? সকাল বেলায় ইনটেনসিভ কেয়ারে রক্ষিত বেলাল উদ্দিন। দু'চোখে ব্যাণ্ডেজ, হাতে ব্যাণ্ডেজ, মুখে অক্সিজেন মাক্স, চিৎ হয়ে বেডে শুয়ে আছেন শেখ বেলাল উদ্দিন। তার সমস্ত শরীর পুড়ে কালো হয়ে আছে। যেহেতু বার্ণ কেস, তার কাছে যাওয়া, কথা বলা একেবারেই নিষিদ্ধ। তবুও হৃদয়ের অবাধ্য আবেগকে কে সামলাতে পারে। দেখলাম, মুখে লাগানো মাক্সের মধ্য থেকেও বেলাল ভাই কথা বলছেন। যে মানুষটির হাতের অংশবিশেষ উড়ে গেছে, চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, সমস্ত শরীর ঝলসে গেছে সে স্বাভাবিক ভঙ্গীতে কথা বলছে। জিজ্ঞেস করা হলো, বেলাল ভাই আমি অমুক, আপনি এখন কেমন আছেন, বেলাল ভাই বললেন, " আমি পরীক্ষা দিচ্ছি- আমার জন্য দোয়া করবেন"- হ্যাঁ আমরা তাঁর জন্য দোয়া করি- তার যেন বেহেশ্‌ত নসীব হয়। তাঁর জীবন ও কর্ম ছিল সত্যাশ্রয়ী সুন্দর অনুপম। পরকালের সেই পরীক্ষায় তিনি অবশ্যই কামিয়াবী অর্জন করেছেন।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম- তারপরে তাঁকে বিশেষ ব্যবস্থায় হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। তখনও আমরা এবং শুভানুধ্যায়ীরা অপেক্ষায় ছিলাম তার সুস্থ হয়ে ফিরে আসার। কিন্তু আগুনে যার ফুসফুস, গলা, কিডনী, সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাঁর বেঁচে থাকার আশা করাটা ছিল নিতান্তই দুরাশা। শেখ বেলাল উদ্দিন ফিরে এলেন বটে, তবে কফিনে করে। শেখ বেলাল উদ্দিন সবার কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য, ভালোবাসার পাত্র ছিলেন তা বোঝা গেল তার লাশের জানাজা, দাফন-কাফনের সময়ে। কোথা থেকে এত লোক এলো, কাঁদলো, সমবেদনা ও সহানুভূতি জানালো তা ছিল ধারণাতীত।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় খুলনায় তাঁর প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হলো- খুলনা সার্কিট হাউজ ময়দানে। সেই দুপুরের তীব্র রোদে হাজার হাজার মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে তাঁর আত্মার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানালো সুশৃঙ্খলার সাথে।

শেখ বেলাল উদ্দিন চির নিদ্রায় শুয়ে আছেন– তাঁর পারিবারিক গোরস্থানে। কিন্তু শেখ বেলাল উদ্দিনের খুনীদের বিচার এখনও হয়নি। আদৌ হবে কি না সময়ই তা বলে দেবে। এই নশ্বর পৃথিবীতে সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু শাস্তি হবে না- এ কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

আমরা সে দিনটির প্রত্যাশায়- যেদিন শেখ বেলাল উদ্দিনসহ সাংবাদিক হুমায়ুন কবির বালু, মানিক সাহা, শেখ হারুন-অর-রশীদ খোকনের খুনীরা ধরা পড়বে- তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে।

লেখক ঃ পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক।

www.pathagar.com

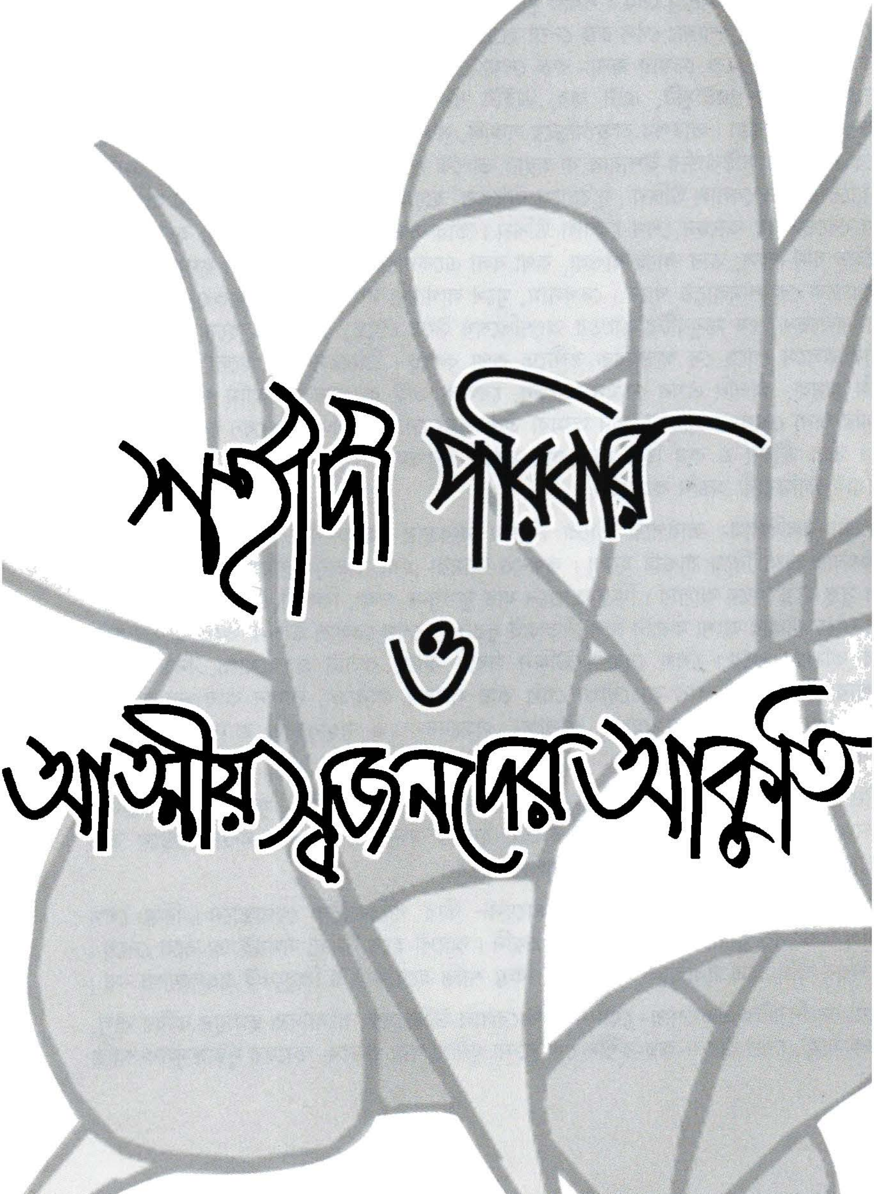

শহীদ পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের আকুতি

www.pathagar.com

আমার বাজান

আলহাজ্ব মন্নুজান নেছা

আজ তেষট্টি বছর পর আমার বাজান (বেলাল) সম্পর্কে লিখতে অনুরোধ করায় কলম ধরেছি। কিন্তু আমার বাপ যে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে এই কথা চিন্তা করলে আমি কিছুই লিখতে পারব না। বরং কোরআনের কথা মনে করে শহীদের মর্যাদায় ইহকাল ও পরকালে জীবিত আছে একথা ভেবে কিছু লেখার চেষ্টা করছি।

আমার বয়স যখন ১৫ তখন বেলালের জন্ম। স্থানটি ছিল- দিঘলিয়া থানার অন্তর্গত সুগন্ধি নামক গ্রাম। অর্থাৎ ওর নানাবাড়ি। আমার আব্বা ছিলেন একজন জ্ঞানী মানুষ। পরহেজগার শিক্ষক এবং ঈমাম। যে দিনে আমার বাজানের জন্ম হয় সেই দিনটি ছিল মঙ্গলবার বেলা ১০টা। আমার আব্বা স্কুলে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আযান শুনতে পেয়ে এগিয়ে এসে খবর নেন বেলালের আগমন হয়েছে। বেলাল বলে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে বেলালকে কোলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। নবজাতক শিশুকে গোসল ছাড়া কোলে দিতে চাচ্ছিলেন না আমার মা। কিন্তু আব্বা বললেন, ওতো বেহেস্ত থেকে এসেছে। ওকে দাও। কোলে নিয়ে কালেমা পড়ে সমস্ত শরীরে ফু দিলেন। আজ তাই আমার বাজানের ঘটনা শুনে মনে হচ্ছে, জন্মমুহূর্তে যেভাবে কালেমা উচ্চস্বরে শুনেছে আহত অবস্থায়ও আমার বাজান কালেমা উচ্চস্বরে পাঠ করেছে।

ছোটবেলায় ও খুব চঞ্চল ছিল। ব্রেনটা অত্যধিক ভাল ছিল। লেখাপড়া করতে চাইত না। পড়তে বসলে ওয়াদা করিয়ে নিত পাঁচ অথবা ছয়বার এর বেশী কোন বিষয়ে পড়ব না। ক্লাসে রোল ১ বা ২ এর মধ্যে থাকত। ছোটবেলা থেকে কখনও বেলাল মিথ্যা কথা বলত না। পারিবারিক জীবনে ছোটখাটো কোন বিষয় ঘুরিয়ে বলতে গেলে ও সত্য ঘটনা চিৎকার করে বলে দিত। এতে আমার সাময়িক সমস্যা হত। কিন্তু ওর সততার জন্যে পরে আদর করতাম। খেলাধুলার ক্ষেত্রে ও ছিল খুব উৎসাহী। সকল খেলায় অংশগ্রহণ করত। আযান দিতে খুব পছন্দ করত। আমার বাড়ীতে জামাতের নামাজের আগে উচ্চস্বরে আযান দিত। কখনও ঝড় শুরু হলে বেলাল সমধুর কণ্ঠে আযান দিত। গজল, ক্বেরাত পরিবেশন করত মধুর কণ্ঠে। গ্রামের নাটক, ঈদ উৎসব, ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়ও ওর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। স্কুল জীবনেই ও ইসলামের দিকে ঝুকে পড়ে। কলেজে পড়া অবস্থায় কিছুটা শান্ত হয়ে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। ক্লাসে পড়াশুনায় মনযোগ ছিল না। একদিন টেবিলে পড়তে দেখে আমি খুশি হয়ে বলি, বাপ ক্লাসের পড়ায় জোর দিয়েছ, খুশি হয়েছি। তখনও আমাকে বইটি উচু করে দেখায়, দেখি 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' বইটি পড়ছে। আমি আর কিছু না বলে চলে যাই। পরিবার পরিচালনার সকল দায়িত্ব ও নেয়। বোনদের বিবাহের ক্ষেত্রে আমার মতকে উপেক্ষা করে ঈমানদার ছেলেদের সাথে বিয়ে দিয়েছে। ওর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে ওর আব্বা পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব ওর উপর ছেড়ে দেয়। পরোপকার, সহানুভূতির ক্ষেত্রে ও ছিল সকলের উর্দ্ধে। একবার একটা ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষ ওকে মুখে

www.pathagar.com

আঘাত করে। এতে আমার বাজানের মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করে বরং ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে, ভাই আপনি কি হাতে ব্যাথা পেয়েছেন? কত বড় মনের মানুষ হলে একথা বলতে পারে।

বিবাহিত জীবনে দীর্ঘ আঠার বছর আল্লাহ তাকে কোন সন্তান দেন নি। ১৭ জন ভাগনে-ভাগনি এবং একজন ভাইজিকে তার নিজের সন্তানের মতই ভালবাসত। সকলে একত্রিত হলে বাড়িতে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। বেলাল এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করত। পরিবারের সবাইকে ইসলামের পথে অগ্রসর করেছিল বেলালই। দেখতে কালো হলেও তার নূরানী চেহারা সবাইকে আকৃষ্ট করত।

২০০৪ সালে আমাকে সাংবাদিকদের সাথে সেন্টমার্টিনে নিয়ে যায়। সেখানে যেয়ে আমার সাথে বেলাল ঝিনুক-শামুক কুড়িয়েছিল। তখন বউমা তানজিলা বলেছিল যে "মা-ছেলে এক রকম হয়েছে।" আমার সাথে ও যেন সেদিন শিশুসুলভ আচরণ করেছিল যা আমার কাছে এখন শুধুই স্বপ্ন।

২০০৫ সালে আমাদের বেলাল হজ্জে পাঠায়। যাবার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে আমার বাজান আমাকে যাবার সময় ৫০০টাকা হতে দিয়ে বলেছিল "শখের কিছু জিনিস কিনে আনবেন, আম্মা।" আমি আমার বাজানের জন্য লম্বা তো'ফ (জুব্বা) নিয়ে এসেছি। কিন্তু তাকে আমি তা দিতে পারিনি। এখন সেই তো'ফ আমি কাকে পরাব ? আমার বাজান ছাড়া সেই তো'ফ কারোর গায়ে মানায় না। নবীর দেশে গিয়ে আমি ওর জন্য কত দোয়া করেছি তা আল্লাহই ভাল জানেন।

সন্তান হারা মায়ের ব্যাথা কাউকে বোঝানো যায় না। তারপরও দুই একটি স্মৃতি বারবার আমার হৃদয়ে বেদনার ঝড় তোলে। প্রতিদিন সকালে ব্রাশ হাতে দোতলা থেকে নেমে আসত বেলাল। আজ শুধু সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু আমার বাজান আর উপর থেকে নেমে আসেনা। হাতে মোবাইল নিয়ে ছাদের উপর ঘুরে ঘুরে উচ্চস্বরে কথা বলত। এখন তো আর সেভাবে কাউকে কথা বলতে দেখিনা। রাত জেগে বসে থাকতাম বেলালের মটর-সাইকেলের হর্ন কখন আমার কানে পৌঁছবে আর তখনই দরজা খুলে দিব। ঘরে ঢুকে "আম্মা" বলে চিৎকার দিত। সেই চিৎকার আর শুনতে পাইনা। সবসময় মনে হয় যে, আমার কলিজা ছিদ্র হয়ে গিয়েছে। কিভাবে তা দূর হবে?

শরীআতের কথা স্মরণ করতে থাকি আর নিজেকে সান্তনা দিই। হাদীসের এই বাণীটি হৃদয়ে গেথে নিতে চাই যে, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।" আমি আমার বাজানের উপর সন্তুষ্ট। আল্লাহ অবশ্যই ওকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করবেন। আমার বউমাকে (তানজিলাকে) আল্লাহ আরও বেশী ধৈর্য্য দান করুন। এই দোয়া সবাই করবেন। এটাই আমার কামনা। আল্লাহ যেন বেলালের অভাব আমাদেরকে জান্নাতে পূরণ করে দেন। আমীন।

লেখিকা ঃ শহীদ বেলালের গর্বিত মা।

www.pathagar.com

আমার বেলাল

আলহাজ্ব শেখ মোদাচ্ছের আলী

আমি শহীদ শেখ বেলালের পিতা। সন্তান হারানোর ব্যাথা নিয়ে বেলাল সম্পর্কে কিছু লিখতে বসেছি। আমি ভাল জানি যে, তার স্মৃতিচারণ কখনও শেষ হবার নয়। তবুও বাস্তব পরিস্থিতির কারণে তার কিছু স্মৃতি তুলে ধরছি।

বেলাল যখন মায়ের গর্ভে ছিল, তখন আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলাম, "হে আল্লাহ, তুমি যদি আমাকে সন্তান দাও তাহলে একটা পুত্র সন্তান দিও।" যখন শুনলাম বেলাল হয়েছে তখন আমি আল্লাহকে বলেছিলাম, "হে আল্লাহ আমার ছেলেকে এমন গুণের অধিকারী করো যেন সে একজন খাটি ঈমানদার ও সকলের প্রিয়ভাজন হয়।" ছোটবেলায় বেলাল ছিল খুব চঞ্চল এবং বুদ্ধিমান। ঘুড়ি উড়াতে সে খুব পছন্দ করত। একদিন ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে কাঁটাতারে বেঁধে তার পা কেঁটেছিল। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে আমি তাকে খুলনা জেলা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। তার ইচ্ছানুযায়ী তাকে আমি সাইকেল কিনে দিয়েছিলাম। তার সকল আবদার আমি যথাসাধ্য পূরণ করার চেষ্টা করতাম। আমি কোর্টে চাকুরী করাকালীন সময়ে বেলালকে একবার নিয়ে গিয়েছিলাম। তখন ওর বয়স ৯/১০ বছর হবে। ও "ঝড় যদি ওঠে মাঝ দরিয়ায়" এই গানটি গেয়েছিল। সবাই ওর গান শুনে খুব প্রসংশা করেছিল। গানটির সাথে বেলালের জীবনের অধ্যায়গুলোর ছিল অপূর্ব মিল।

বেলাল ওর বড় ভগ্নিপতি অর্থাৎ আমার বড় জামাইয়ের হাত ধরে শিবিরে প্রবেশ করে। সংগঠনের প্রতি ছিল তার অগাধ ভালোবাসা। সেই সময় বেলালের চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই সংগঠনকে সমর্থন করত। বেলাল ওর যোগ্যতার কারণে একসাথে অনেক গুলো দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম ছিল। পড়ালেখায় অমনোযোগী হয়েও সে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি পাশ করেছিল।

বেলাল ওর আম্মার চাইতে আমাকে বেশি ভালবাসত। সে আমার খুব খোঁজখবর নিত। তার যোগ্যতা আর প্রতিভা দেখে আমি সংসারের সব দায়-দায়িত্ব ওর উপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। সে শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত এই দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেছিল। তার মত এত দায়িত্ব পরায়ন ছেলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে এত বড় হওয়া সত্ত্বেও আমি তাকে প্রতিদিন ফজরের নামাজ পড়ার জন্য বেলাল বলে ডাকতাম। এখন আমি কাকে বেলাল বলে নামাজের জন্য ডেকে দেব। বেলাল বউমাকে একদিন বলেছিল ঃ "আমার আব্বার মত আব্বা আর হয় না, এত বড় হয়েছি তবুও নামাজের জন্য আমাকে প্রতিদিন ডেকে দেয়।" প্রতি ঈদে বেলাল আমার কি দরকার তা জিজ্ঞাসা করত এবং তা যথাসাধ্য পূরণের চেষ্টা করত।

www.pathagar.com

এ বছর বেলাল আমাকে এবং ওর আম্মাকে হজ্জে পাঠায়। বিমান বন্দরে বেলাল ওর বুকের সাথে আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদে। এই ছিল ওর সাথে আমার শেষ দেখা। হজ্জে যাওয়ার সময় কল্পনা করতে পারিনি যে, হজ্জ থেকে ফিরে এসে বেলালকে আর জীবিত দেখতে পাব না। হজ্জ থেকে ফিরে এসে যখন আমি ঢাকা বিমান বন্দরে পৌঁছলাম তখন বেলালকে না দেখে আমার মনে খটকা লাগে। বেলালের না আসার কারণ জানতে অস্থির হয়ে পড়ি। আমার ছোট ছেলে রব্বানি জানায়, "খুলনায় ব্যস্ততার কারণে ভাইজান আসতে পারিনি।" মেয়ের বাসায় এসে জিজ্ঞাসা করি, বেলাল ফোন করছেনা কেন? দুইদিন পর বেলালের আহত হবার খবর শুনি। হজ্জে গিয়ে আমার এক হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাই অন্য হাতটি তুলে মহান আল্লাহর কাছে আমার বেলালের প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম হয়ত বাবরের ছেলে হুমায়ূনের মত বেলালকে আমার জীবনের বিনিময়ে আল্লাহ ফিরিয়ে দিবেন। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা ছিল বেলালকে তার প্রিয় বান্দা হিসাবে কবুল করা। আমার বেলালের ছোট্ট বেলা থেকেই কাম্য ছিল শহীদ হবার। আমি একজন শহীদের পিতা হতে পেরে গর্বিত এবং আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহর কাছে সব সময় এই দোয়াই করি আল্লাহ যেন আমার বেলালকে শহীদি মর্যাদা দিয়ে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন। আমীন।

লেখক ঃ শহীদ বেলালের গর্বিত পিতা।

www.pathagar.com

শহীদি চেতনা

অধ্যাপিকা তানজিলা খাতুন

'শাহাদাত' শব্দের অর্থ সাক্ষ্যদান, উপস্থিত হওয়া বা সফল করা। ইসলামে এ শব্দটি তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যারা আল্লাহর রাহে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। শাহাদাত আমাদের কাছে অতীব পবিত্র ও তাৎপর্যপূর্ণ। জীবন্ত ঈমানের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে শাহাদাতের তামান্না থাকবে। শাহাদাতের ইচ্ছা পোষণ করাও একটি ইবাদত। নবীজির সঙ্গী-সাথীদের অন্তরে সর্বদা প্রজ্জ্বলিত থাকত শাহাদাতের আগুন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, "বিছানায় মৃত্যুবরণ করার চাইতে হাজার তরবারীর আঘাত সহ্য করাকে আমি শ্রেয় মনে করি"। যে মুজাহিদ শাহাদাত কামনা করে আল্লাহতায়ালা তাকে শাহাদাতের দরজা দান করেন যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে। (মুসলিম-তিরমিযী)

শহীদেরা চিরঞ্জীব। তাঁরা অমর, তাঁরা নিজ জীবনের বিনিময়ে গ্রহণ করেন এমন এক জীবন যাতে মৃত্যুর স্পর্শ নেই। কোরআন সাবধান করে বলেছে ঃ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না, তারা জীবিত। অথচ তোমরা তা বোঝ না"। – (আল-কুরআন বাকারা-১৫৪)

শাহাদাতের তামান্না ঃ

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিন যার আজীবন তামান্না ছিল শাহাদাতের পেয়ালা গ্রহণ করার আল্লাহ তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছেন। যিনি ছিলেন অন্যায়ের ঘোর বিরোধী, নীতিতে অটল, সাহসী মনোভাবসম্পন্ন, দূর্বার গতিতে পথ চলতে অভ্যস্থ। পাহাড় সমান বিপদেও তিনি কখনও ধৈর্য্যহারা হননি। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় আহত হওয়ার পর যখন সারা গায়ে আগুন জ্বলছে তখন তিনি মুখে উচ্চারণ করছিলেন কলেমার বাণী। হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার থেকে বের করার পর উনি পরওয়ার ভাইকে (মহানগরী আমীর) ডেকে বলছেন ঃ পরওয়ার ভাই! আমি কি শহীদ হব না? পরওয়ার ভাইসহ অন্যান্য দায়িত্বশীল ভাইয়েরা আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, আপনি গাজী হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আ-লামীন তাঁর প্রিয় বান্দার মনের একান্ত আকুতিকে কবুল করে তাঁকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করলেন।

সকলের আপনজন ঃ

বৃদ্ধ পিতা-মাতার সুযোগ্য বড় সন্তান, আপামর জনসাধারণের প্রাণ-প্রিয় মানুষ, স্বামী হিসেবে আদর্শ স্থানীয়, 'ভাইজান' বলে ছোট ভাই-বোন সম্বোধন করত। তিনি সকলের হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের একান্ত আপনজন। আত্মীয়-স্বজনের কাছে ছিলেন সর্বগুণের অধিকারী। ইসলামী আন্দোলনে তাঁর পুরো সময়টা

www.pathagar.com

অতিবাহিত হয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতি আন্দোলনে রয়েছে তার পদচারণা। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। উনার শাহাদাতের পর কবি মতিউর রহমান মল্লিক ভাই আমাকে স্বান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন, ভাবী আমি চেয়েছিলাম সংস্কৃতি আন্দোলনে আমি প্রথম শহীদ হব। কিন্তু আল্লাহ আমার বেলাল ভাইকে পছন্দ করলেন। শিক্ষা আন্দোলনে প্রথম শহীদ আব্দুল মালেক ভাই আর সংস্কৃতি আন্দোলনে প্রথম শহীদ বেলাল ভাই। আমি বললাম, আল্লাহ আপনার পছন্দের ব্যক্তিকে কবুল করেছেন। আমাকে আরও বললেন, ভাবী আপনি সারা দেশের ইসলামী আন্দোলনের একজন শহীদের স্ত্রী হিসেবে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন।

সাংবাদিকতা পেশার কারণে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামে তাঁর অংশ নিতে হতো। উনি এসে বলতেন, যে-কোন ধরনের প্রোগ্রামে যখন বক্তৃতা দিতে যাই কৌশলে উপসংহারে ইসলামের মূল ধারণা তুলে ধরি। তিনি একজন ভাল বক্তা, উপস্থিত আলোচক হিসেবে পারদর্শী ছিলেন। বিভিন্ন সভা, সেমিনারে তিনি একজন দক্ষ আলোচক ও প্রশিক্ষক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। তাঁর লেখনিতে থাকত সত্য ও ন্যায়ের শ্লোগান। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী, স্পষ্টবাদী, সৎসাহসী। তাঁর মধ্যে ছিল না কোন লৌকিকতা। উনি বলতেন, আমি মানুষের সঙ্গে মিশি পুরা আন্তরিকতার সাথে। যেটা আমি ভালভাবে অনুভব করেছি উনার আহত হওয়া ও শাহাদাত লাভের পর। দেশ-বিদেশের সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিকতা, ভালবাসা, দোয়া, হৃদয়ের আকুতি, চোখের পানি সবকিছু সেটা প্রমাণ করেছে। যেটা আমাদেরকে ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা বাড়িয়ে তুলেছে।

অতিথি পরায়নঃ

একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ, সুঠাম দেহের অধিকারী, রুচীশীল, সৌখিন, কৌতুক-হাস্যরস উজ্জল চেহারা ছিল তার সর্বদা সঙ্গী। উনি যে পরিবেশে যেখানে যেতেন মাতিয়ে তুলতেন। এত বেশী অতিথিপরায়ন ছিলেন যেটা কল্পনাতীত। উনার জীবনের শেষ অধ্যায়ে আল্লাহর রহমতে মেহমান ও প্রচুর এসেছেন। দ্বীনি আন্দোলনের ভাইদের অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। উনার শাহাদাতের ১০/১২ দিন আগে সুদূর চট্টগ্রাম এর অধ্যাপক মফিজ ভাই ও ওবায়েদ ভাইয়ের পরিবার সুন্দরবন সফর শেষে আমাদের বাড়ীতে আসেন। আমাদের মেহমানদারীর সুযোগ হল। উনি খুশী হয়ে আমাকে বললেন, তানজিলা মফিজ ভাইয়েরা আসছেন আমার যে কি ভাল লাগছে। কি আমলওয়ালা ঈমানদার মানুষ। উনি আনন্দ-ফুর্তিওয়ালা মানুষ ছিলেন। আনন্দ-ফুর্তি করতে করতেই শাহাদাতবরণ করেন। এত উদার মনের মানুষ ছিলেন সেটা সর্বজনবিদিত। আমার মনে হয় না উনার জীবনে কোন আফসোস ছিল। আমি মাঝে-মাঝে বলতাম তুমি একজন সুখী মানুষ। দীর্ঘ ১৮ বৎসর সংসার জীবনে নিঃসন্তান থেকেও কোন ধরণের কষ্ট বা আফসোস প্রকাশ পেত না। উনি শুধু বলতেন, সবই আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ যাতে খুশী থাকেন আমরাও তাতে খুশী। আবার উনি বাচ্চাদের খুবই পছন্দ করতেন এবং আদরও করতেন। উনার শাহাদাতের পর দেখেছি, প্রায়ই

www.pathagar.com

বাচ্চারা বার বার তাঁর নাম বলছে এবং বলে বেলাল চাচুকে যারা মেরেছে আমরা তাদের গুলি করব, বোমা বানানো শিখে বোমা মারব ইত্যাদি। এটা বুঝছি আল্লাহর অশেষ রহমত। ছোট বাচ্চাদেরও এতটা অনুভূতি।

একজন আদর্শ স্বামী ঃ

হাদীসে রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।" আমি তাঁর স্ত্রী হিসেবে বলতে পারি, একজন্ আদর্শ স্বামী হতে গেলে যা কিছু দরকার সবই তাঁর মধ্যে ছিল। স্ত্রীর হক আদায়ের ব্যাপারে খুবই সজাগ ছিলেন তিনি। স্বামী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব-কতব্য যথেষ্ট পালন করেছেন। আমার পরিচিতজন আত্মীয়-স্বজন অনেকের স্বামীকে দেখেছি আর উনাকে দেখেছি। উনার সাথে কারো তুলনা হয় না। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দেখে অনেকে বলেই ফেলত আপনারা খুবই সুখী। তার এ বয়সে যে দায়িত্ব পালন করেছেন সবদিক থেকে আল্লাহ তাকে অনেক যোগ্যতা দিয়েছেন। আর একটা উনার বিশেষ গুণ ছিল কোরআন-হাদীসের আলোকে মহিলাদের মর্যাদা দেয়া। আল্লাহ যাদেরকে শহীদি মর্যাদা দিয়ে কবুল করবেন তারা মনে হয় এত বড় মাপের মানুষ হন। স্বামী হিসেবে যেমনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তেমনি আবার বন্ধুসুলভ আচরণ ও করতেন। সর্বদা চেষ্টায় থাকতেন সবাইকে খুশী করার জন্য।

একমাত্র ভাইজি মাহজাবিন ঃ

মাহজাবিন যেন ছিল তাঁর কলিজার টুকরা। ছোটবেলা থেকেই তাঁর কোলে বেশী সময় থাকত। এক প্লেটে বসে খাওয়া যেন তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। মাহজাবিন বড়চা' বড়চি' বলত আমাদের। বাইরে থেকে যদি ওর বড় চা আগে আসত তখন বড়চা'-কে দেখেই বলত বড় চি কই? আবার যদি আমি আগে আসতাম আমাকে বলত বড় চা কই? বড় চা-কে বলত আমার জন্য কি এনেছ? কিছু না কিছু নিয়ে আসত। ওর হাতে দিলেই উপরে চলে যেত আমার ঘরে নিয়ে এবং বলত বড়চি' বড়চা' আসছে। এভাবে আনন্দ-ফুর্তি করত। ওর বড় চা ৫ই ফেব্রুয়ারি যখন আহত হয় তখন মাহজাবিনের বয়স ৪ বছরের কিছু বেশী। হাসপাতালে বড় চা-কে দেখতে যেয়ে হতবাক হয়ে চেয়ে আছে কিছুই বলতে পরছে না। চোখে পানি ছল-ছল করছে, বড়দের কান্নাকাটি দেখে ও সবার দিকে তাকাচ্ছে। আমি বললাম বড় চা-কে দেখেছ? ও শুধু একটু মাথা নাড়াল। ১১ ই ফেব্রুয়ারি শাহাদাতের পর একদিন আমাকে মাহজাবিন বলছে, বড় চি বড় চা প্রেসক্লাবে যাইছিল কেন? এখানে বাড়ী থাকবে। আমি অতি আদরের মাহজাবিন-এর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না, শুধু দু-চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল আর ওকে আদর করে কোলে তুলে নিলাম। গত ঈদের আগে মাহজাবিন ওর বড় চা-কে বলেছে স্যান্ডেল কিনে দিবে? ভাইজির আবদার ওকে দোকানে নিয়ে পছন্দের স্যান্ডেল কিনে দিলে ও খুশীতে হেসে ফেলল। ওর বড় চা এসে গল্প করেছিল, মাহজাবিনের হাসির দাম লাখ টাকা। এভাবে উনি ছোট-বড় সবার মনকে করেছিল জয়। এত অল্প সময়ে সবাইকে ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে কেউ তা কখনও কল্পনাও করেনি। তাঁর সখ ছিল মাহজাবিনকে মাদ্রাসায় পড়াবে। আর ওকে বলত বড় চি-র সঙ্গে

www.pathagar.com

তুমি মাদ্রাসায় যাবে। মাহজাবিন বলত বড় চা আমাকে সব কিছু কিনে দিবে। এখন কে তার দাবী-দাওয়া পূরণ করবে ? আল্লাহ তো সব আশা পূরণ করেন না। মাহজাবিনকে যদি বলা হয় তোমার বড় চা কোথায় ? ও বলে বড় চা আল্লাহর কাছে বেহেশতে চলে গেছে। শত্রুরা মেরে ফেলছে.........।

সকলের যেন অভিভাবক ঃ

পিতা-মাতার সংসারে থেকেও উনিই ছিলেন অভিভাবক, পিতা-মাতা, ভাই-বোনেরা এমনকি যে-কোন আত্মীয়-স্বজনেরা ও তাঁর পরামর্শ নিয়েই চলত। পরিবারের সবাই ইসলামী আন্দোলনে কম-বেশী জড়িত। সবার বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রেও আন্দোলনকে প্রধান্য দিতেন। তাঁর শাহাদাতের আগপর্যন্ত প্রত্যেকের হক ঠিকমত আদায় করেছেন। সর্বশেষ পিতা-মাতাকে হজ্জে পাঠিয়েছিলেন এবং বিমান বন্দরে বিদায় দিতে গিয়েছিলেন। এটাই যে পিতা-মাতার সাথে শেষ সাক্ষাত হবে তা তো আর কেউই বুঝতে পারেনি। পিতা-মাতা হজ্জ থেকে ফিরে এসে শহীদ ছেলের লাশ দেখতে পেলেন। হজ্জের যে শিক্ষা নিয়ে এলেন আল্লাহ সেই পরীক্ষা করছেন।

প্রেসক্লাবে বিচরণ ঃ

প্রেসক্লাব যেন উনার পদচারণায় ধন্য হতো। প্রেসক্লাবে নামাজে উনি ইমামতি করতেন। প্রতি বছর রোজার মাসে তারাবীহ নামাজ পড়াতেন সবাইকে নিয়ে। সর্বমহলের সাংবাদিকদের মধ্যে ছিল উনার গ্রহণযোগ্যতা। সবার আগে উনি সব সময় সালাম দিতেন। পিয়নরা পর্যন্ত তাঁর খুবই ভক্ত ছিল। প্রিয় স্যাঁর হিসেবে তাঁরা আখ্যায়িত করত। এটা বুঝতাম যখনই ফোন করতাম প্রেসক্লাবে পিয়নরা খুশীর সাথে বলত, স্যাঁর আপনার ‘টেলিফোন’ ভাবী করছে।

বাড়ী থেকে শেষ বিদায় ঃ

সেদিন ৫ই ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টার সময় রাজ্জাক রানাকে (সাংবাদিক-সংগ্রাম) নিয়ে বাড়ীতে আসলেন মটরসাইকেলে। আমি নিত্য দিনের মতই সালাম দিলাম এবং বললাম মেহমান আসছে নাকি ? তারপর দু'জনকে খাবার দিলাম। উনারা একসঙ্গে খুবই তৃপ্তির সাথে খাওয়া-দাওয়া সেরে উপরে নিজের রুমে যেয়ে একটু বিশ্রাম নিলেন। আমাকে বললেন, আজকে একটু বেশী খাওয়া হয়ে গেছে। আমি রানাকে বললাম, সাংবাদিকদের মধ্যে রুকন বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। ৪.৪৫ মিঃ এর দিকে উনারা এক সঙ্গে মটরসাইকেলে চলে গেলেন। ঐটাই যে তাঁর শেষ যাওয়া হবে তা কি জানত কেউ! আনন্দ-ফুর্তির সাথেই বাড়ী থেকে বিদায় হলেন। যাওয়ার সময় আমি প্রশ্ন করলাম আজ কোন প্রোগ্রাম আছে? উনি বললেন, সন্ধ্যা ৭টার সময় কালাম ভাইয়ের (মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারী) সাথে সোনাডাঙ্গা যেতে হবে'একজন সুধীর বাসায়।

এর পরবর্তী ঘটনা ঃ

রাত ৯টার দিকে আমি মোবাইলে মিসকল দেই। উনি তারপরই ফোন করেন প্রেসক্লাব থেকে। আমি বলি তুমি প্রেসক্লাবে কেন? তোমার তো প্রেসক্লাবে এখন থাকার কথা না।

www.pathagar.com

সোনাডাঙ্গা যাওনি? উনি বললেন, কালাম ভাইতো বেশী জোরালোভাবে বললেন না মনে হয় অন্য কাউকে পেয়েছেন। আমি আবার বললাম প্রেসক্লাবে কি ব্যাডমিন্টন খেলছ? আবার বলবে এসে হাতে ব্যথা ম্যাসেজ করো। উনি রসিকতা করে বললেন, টুটুল হাত ম্যাসেজ করে দিয়েছে। আমি বুড়ো হয়ে গেছিতো তাই তোমার ভাবী হাত ম্যাসেজ করে দিতে চায় না। দু'জনে টেলিফোনে হাশি-তামাশা হলো। তারপর বললাম তাড়াতাড়ি আস আর দেরী করে কি লাভ? উনি বললেন আসছি। সুস্থ্য অবস্থায় এটাই শেষ কথা। ১৫ মিঃ পর পাশের বাড়ীর এক চাচা এসে বললেন, বৌ'মা বেলাল একটু অসুস্থ্য হাসপাতাল থেকে ফোন এসেছে। অসুস্থ্য শুনে আমি চমকে উঠলাম। বললাম, আমার সাথে তো মাত্র কথা হলো। কি অসুস্থ্য? চাচা বললেন, বোমা মারছে নাকি? তারপর সবখানে ফোন করে জামায়াত অফিস থেকে জানলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়েছে হাতে লেগেছে। রক্ত লাগবে। চারিদিক থেকে মোবাইল-টেলিফোন আসতে লাগল। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চলে যাই। যেয়ে দেখি শত শত মানুষের ভীড়। ও টিতে নিয়েছে। গোলাম পরওয়ার ভাই আমাকে কতটুকু আহত হয়েছে সব বর্ণনা দিলেন। আমি তো হতবাক। ধৈর্য্য ধরে শক্ত থাকার চেষ্টা করলাম। ২/৩ ঘন্টা পর জ্ঞান ফিরলে শুধু বলছেন পরওয়ার ভাই তানজিলা কই ? আমাকে কাছে নিয়ে গেলে বললেন, "তানজিলা তুমি একজন মুজাহিদের স্ত্রী"? কোন যন্ত্রণা নাই, ছটফট করছেন না। বিকৃত চেহারা হয়ে গিয়েছিল মুখ পুড়ে ফুলে কালো হয়ে গিয়েছিল। দুই চোখই ব্যান্ডেজ করা। দুই হাতসহ পুরা শরীর সাদা ব্যাণ্ডেজ করা, শুনালাম এক হাতের কবজি কেটে ফেলেছে। এরকম অবস্থায় স্বামীকে দেখে কোন স্ত্রীর পক্ষে ধৈর্য্য ধরে থাকা আসলেই কঠিন। আল্লাহই আমাকে ধৈর্য্য দিলেন। আমি শুধু বললাম, তুমি ভাল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। উনিই আমাকে সাহস জুগিয়েছেন এবং ধৈর্য্য কিভাবে ধরতে হয় এটাও কিছুটা শিখিয়েছিলেন। উনার সর্বদা সাহসী মনোভাব দেখে যখনই বলতাম, তুমি একটু সাবধানে চলাফেরা করবে। উনি বলতেন, আল্লাহর উপর ভরসা- হায়াতের মালিক আল্লাহ। আমিতো কোন অন্যায় করিনি। এরপর আমার আর কোন কথা থাকত না। সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর ভরসা করেই থাকতাম। সারা রাত হাসপাতালের বেডের পাশে বসে থাকলাম। বার বার শুধু পানি চাচ্ছিলেন। আমার খুবই কষ্ট হচ্ছিল তারপরও নামাজ পড়ছি, আল্লাহকে ডাকছি, ধৈর্য্য ধরছি। কখন সকাল হবে। উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা নিয়ে যাওয়া লাগতে পারে– রাতেই সেটা শুনেছি। পরদিন ৬ই ফেব্রুয়ারি সকাল বেলা ডাক্তাররা ড্রেসিং করার পর আমাকে ডাকলেন। বললেন, বেলাল ভাই ভাবী আসছে। আমাকে উনি বললেন, তানজিলা আচ্ছালামু আলাইকুম। আমি উত্তর দিলাম। বিদায়ী সালাম মনে হয় দিয়েই দিলেন। উনি বললেন, তুমি যাচ্ছ ঢাকায়? আমি বললাম হ্যাঁ যাচ্ছি। আর কিছু বললেন না। হ্যালিকপ্টারে তুলে দিয়ে পরওয়ার ভাই বললেন, ভাইজান আপনি সুস্থ্য হয়ে যাবেন। উনি বললেন, ফয়সালা তো আসমানে হয়। হ্যালিকপ্টারে করে ঢাকা নিয়ে পৌঁছালে মুজাহিদ ভাইকে (সমাজকল্যাণ মন্ত্রী) বললেন, মুজাহিদ ভাই আচ্ছালামু আলাইকুম। দোয়া করবেন। আলী আসগর লবী (এম,পি), মেয়র তৈয়েবুর রহমান সবাইকে দোয়া করতে বললেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আমাকে

www.pathagar.com

সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ধৈর্য্য ধর, তুমি শক্ত থাকবে। চেষ্টা করা হচ্ছে তো। তারপর আল্লাহর ফয়সালা যেটা হবে। আমি বললাম, তা তো অবশ্যই। সি, এম,এইচ-এ নেয়ার পর মনিটরিং এ অবজারভেশনের পর কর্তব্যরত ডাক্তার আমাকে ডেকে বললেল ইনার শরীরে বোমার আঘাতে অনেক ইনজুরি হয়েছে, শ্বাসনালীতে সমস্যা হচ্ছে, এজন্য চিকিৎসার জন্য অজ্ঞান করতে হবে, জ্ঞান ফিরবে কিনা আল্লাহই জানেন। কোন কথা থাকলে বলেন। আমি বললাম, কি আর বলব! আল্লাহ ভরসা। উনাকে ডাক্তার বললেন, আপনার স্ত্রী আসছে কোন কথা থাকলে বলেন। উনিও মাথা নেড়ে বললেন না। আল্লাহ ভরসা। তার জীবনের শেষ কথা আল্লাহ ভরসা ।আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসা করেই উনি জীবনযাপন করতেন।

পাঁচদিন চিকিৎসার পর ১১ই ফেব্রুয়ারি ১লা মুহাররম শুক্রবার সকাল ১০টায় শাহাদাতবরণ করেন। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন"। কর্তব্যরত ডাক্তার সকাল ১১টার দিকে আমাকে ডেকে বলেন, আমরা চিকিৎসা করেছি কিন্তু গতকাল থেকে প্রেসার খুব নীচে ছিল, সমস্ত অরগানগুলো আস্তে আস্তে অকেজো হয়ে যাচ্ছিল। সকাল ১০টার দিকে থেমে যায়। আমি বললাম, আল্লাহর ফয়সালা। আপনারাতো চেষ্টা করেছেন। তারপর সি, এম, এইচ-এ এক হৃদয়বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হলো। আত্মীয় স্বজনেরা সব ডুকরে কেঁদে উঠল। আকাশ-বাতাস সব যেন ভারী হয়ে যেতে লাগল। পরওয়ার ভাই মোবাইল করে খুলনায় কালাম ভাইকে জানালেন, বেলাল ভাই শাহাদাতবরণ করেছেন। চারিদিক থেকে যেন কান্নার আওয়াজ আসতে লাগল। পরদিন হেলিকপ্টারে করে শহীদের লাশ খুলনা সার্কিট হাউজে নিয়ে আসা হলো। হেলিকপ্টারে বসে মনে হচ্ছিল খুলনার মানুষ অপেক্ষায় আছে কখন আমাদের প্রিয় শহীদ বেলাল ভাই এর লাশ খুলনার জমিনে আসবে। আর শহীদের প্রেরণায় খুলনার ইসলামী আন্দোলনের কাজ আরও বেগবান হবে।

আমি সর্বদা আল্লাহর উপর ভরসা করেই শুধু কোরানের আয়াতগুলো বারবার মনে করছিলাম। আল্লাহ বলেন, " আমি তোমাদের ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে পরীক্ষা করব। আর তোমাদের জান, মাল ও শস্যের ক্ষতিসাধন করেও পরীক্ষা করব। এ পরীক্ষায় ধৈর্য্যশীলদেরকে সু-খবর দাও," (বাকারা-১৫৫)

আমি তোমাদের পরীক্ষা করব, যাতে করে তোমাদের মধ্যকার মুজাহিদ ও ধৈর্য্যশীলদেরকে চিনে নিতে পারি"। (মুহাম্মদ-৩১)

আমি বলতাম, সত্যের পথে কাজ করতে গেলে বিরোধীতা তো আসবেই। কিন্তু উনি সর্বদা সাহসী ভূমিকা রাখতেন। আমাকেও সাহস দিতেন। আর এখন চিন্ত করি আসলে আল্লাহই তো হায়াত-মওতের ফয়সালাকারী। আমাদের দুশ্চিন্তা করে আর কি লাভ ! আল্লাহর কাছে আমাদের এই দোয়া করতে হবে তাঁকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন এবং আমাদেরকে ধৈর্য্যধারণ করে তাঁর রেখে যাওয়া কাজগুলো ঠিকমত করতে পারি। আল্লাহ কবুল করুন।

www.pathagar.com

শাহাদাতের মর্যাদা ঃ

ইসলামে শহীদদের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে নবীদের মর্যাদার পর। নবুওয়াত যেমন আল্লাহ যাকে চান তাকেই দান করেন, শাহাদাতও এক দূর্লভ বস্তু আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের এ মর্তবা দান করেন।

"আমি তোমাদের মধ্যে কাকেও শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করি"। (আল-কোরআন)

শাহাদাতের পথে মরন তো জীবনেরই আর এক নাম, উহা জীবনের চাইতেও রোমাঞ্চকর। যে মৃত্যুর মধ্যে রয়েছে হায়াতের সমুদ্র। শাহাদাতের চূড়ান্ত সাক্ষ্য দিয়েছে শহীদেরা, তারা শাহাদাতের ময়দানে আপোষহীন। জালেমেরা তাদের হাত কেটেছে, কর্তিত অঙ্গ নিয়ে মিছিল করেছে। অথচ শহীদের খণ্ডিত হাত বলছিল। "কাবার মালিকের কসম! আমি কামিয়াব হয়েছি। আমি মরণের সাথেও আপোষ করিনি"। তাদের রক্তের শেষ বিন্দু বয়ে গেছে খোদার পথে। তাদের রক্তাক্ত লাশ বাতিলের অগ্রগতির পথে হিমালয়ের বাঁধা। তাদের রক্তের প্রতিটি ফোঁটা দ্বীনের দুশমনদের জন্য এক একটি রক্তবোমা। নিজেদের স্বপ্ন ও ক্যারিয়ারের বিধ্বস্ত জমিনে তারা দিয়েছে দ্বীনের কেতন। তারাই দ্বীনি আন্দোলনের অমর কর্মী দল। এরাই দুর্গমতার বাঁধা উপেক্ষা করে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবে কাল থেকে কালান্তরে। একটি আন্দোলনে যখন এদের সংখ্যা বেড়ে যায় তখন আন্দোলনের জীবনীশক্তিও বেড়ে যায়। শাহাদাতের রক্ত আল্লাহ বৃথা যেতে দেন না। এটাই আল্লাহর বিনিময়। শহীদের উত্তরসূরীরা যখন সংগঠিতভাবে শাহাদাতের তামান্নায় উজ্জীবিত হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় তখন তাদের সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে পড়ে। স্বয়ং আল্লাহ বলেন, "মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব"। মুমিনদের দৃষ্টিতে শহীদ পরিবার অত্যন্ত সম্মানীয় এক আদর্শ পরিবার। শহীদের পিতা-মাতা মুমিনদের নিকট শ্রদ্ধাষ্পদ, শহীদের সন্তান, স্ত্রী, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনকে সকল মুমিন নিজেদেরই আত্মীয়-স্বজন মনে করে। এসব দিক থেকেই শহীদ পরিবার গৌরবান্বিত।

শেষ জীবনের কিছু স্মৃতি ঃ

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিন তাঁর জীবনের শেষ কোরবানী ঈদের আগের রাতে ১.৩০ পর্যন্ত মোবাইলে সবাইকে ম্যাসেজ পাঠাচ্ছিল। লিখছে "ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়া ইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"। "নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কোরবানী, আমার জীবন-মরণ সবই একমাত্র আল্লাহ-রাব্বুল আলামীনের জন্য"। আমাকে ডেকে দেখাচ্ছিল তানজিলা দেখ এই ম্যাসেজ সবাইকে দিচ্ছি। আমি বললাম, এই আয়াত তো সংগঠনের লোক ছাড়া বুঝতে পারবো না। ইংলিশে কম্পোজ করা কোরআনের আয়াত। কিন্তু উনার শাহাদাতের পর বুঝেছি তাঁর ঘনিষ্টজনদের কাছ থেকে কোরআনের ভাষা দিয়েই চিরবিদায় নিলেন। উনার জীবনের শেষ অধ্যায়গুলোতে দেখেছি আমূল পরিবর্তন। সব মানুষের হৃদয়ে যেন গেঁথে আছেন। তাঁর কার্যকলাপ, ব্যবহার এমন হলো- যাদেরকে আল্লাহ শহীদ হিসেবে কবুল করবেন তারা মনে হয়

www.pathagar.com

এরকমই হয়। উনার জীবনের অন্যতম মিশন ছিল মানুষের উপকার করা। উনি বলতেন, মানুষের উপকার করতে আমার ভাল লাগে। ধনী-গরীব, ছোট-বড়, আত্মীয়-প্রতিবেশী, হিন্দু-মুসলমান সবাই যে কোন ধরনের বিপদে পড়লে উনার কাছে ছুটে আসতেন। আল্লাহ যে তীক্ষ্ণ মেধা, বুদ্ধি দিয়েছিলেন তা দিয়ে সুন্দর পরামর্শ ও আন্ত রিকতার সাথে মানুষের সাথে মিশতেন এবং মিষ্টি ভাষায় কথা বলতেন। উনি বলতেন, ইসলামী বিপ্লবের কর্মীদের আমরা একটা বট গাছের সাথে তুলনা করতে পারি। বটগাছ শুধু কল্যাণই করতে জানে। কত পথিক ক্লান্ত হয়ে এই গাছ তলে ছায়ায় বিশ্রাম নেয়। কেউ ডাল ভাঙ্গে। কিন্তু বটগাছ সে শুধু কল্যাণই করে। শত্রু-বন্ধু সব তার কাছে সমান।

দ্বীনি আন্দোলনে প্রেরণা ঃ

মহিলা অঙ্গনে দ্বীনি আন্দোলনের কাজে অগ্রগতির জন্য তিনি সর্বদা পরামর্শ দিতেন। বিশেষ করে শিক্ষিত মহিলাদের মাঝে কিভাবে দাওয়াতী কাজ করতে হবে সে ব্যাপারে সুপরামর্শ দিতেন। উনি আমাকে বলতেন, ধসে পড়া এ জাতির জন্য ইসলামী বিপ্লব একান্ত অপরিহার্য। আর সে বিপ্লবের পটভূমি তৈরী করতে হবে আমাদের। মেয়ে হলেও তোমাদের দায়িত্ব কিন্তু কম নয়। কারণ ইসলামী আদর্শের সৈনিক তেরী হবে ঘর থেকে। আর সে ঘরের পরিচালনা থাকবে তোমাদের হাতে। সুতরাং ঘর পরিচালনার যোগ্যতা সম্পন্ন লোক তৈরী করা তোমাদেরই দায়িত্ব।

আমাকে আন্দোলনের কাজে উৎসাহিত করে বলতেন, "আমি কিন্তু তোমার মাঝে খুঁজে পেয়েছি আমার জীবনের স্বপ্নের সেই রমনী, যার থাকবে তাকওয়া, পরহেজগারী এবং জ্ঞানার্জনের তীব্র আকাংখা। এগুলো সবইতো তোমার মাঝে আছে। তাহলে আর কিন্তু পিছনে থাকা যাবে না। আন্দোনে এগিয়ে আসতে হবে। নিজের যোগ্যতায় আরো বেশী উৎকর্ষতা ঘটাতে হবে। আগামী দিনে খুলনার ইসলামী আন্দোলনে বলিষ্ট ভূমিকা পালনের জন্য তৈরী হতে হবে। আমার সামর্থ্যের এবং যোগ্যতার সবকিছুই তোমার সহযোগিতায় ব্যয়িত হবে ইনশাআল্লাহ।

স্বপ্নের ঘটনা ঃ

উনার শাহাদাতের দেড়মাস পর একদিন আমি স্বপ্ন দেখি উনি যেন এসেছেন। আমি কয়েকটা প্রশ্ন করলাম; উনি সুন্দর করে জবাব দিলেন। প্রথমে প্রশ্ন করি তুমি, শহীদের মর্যাদা পেয়েছ? উনি বললেন, হ্যাঁ পেয়েছি। কোথায় আছ জানতে চাইলে একটা মসজিদের নাম বললেন। কোন কষ্ট আছে? বললেন না। আমি বললাম, তুমি তো অনেক আহত হয়েছিলে, কিন্তু সুস্থ্য হয়ে গিয়েছ? উনি শুধু একটু মুচকি হাসলেন। ব্যস্ত চলে যাবেন। আমি তাড়াতাড়ি বললাম আল্লাহকে বলো, কথা শেষ হতে না হতেই উনি বললেন, কি ধৈর্য্য ধরতে পারো? আমি তখন বললাম, হ্যাঁ আমরা যেন ধৈর্য্য ধরতে পারি। তারপর তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। স্বপ্নটা দেখার পর বেশ সান্ত্বনা পাই। আর আল্লাহর কাছে সর্বদা দোয়া করতে থাকি, " হে আল্লাহ তার শাহাদাত কবুল করো এবং আমাদের ধৈর্য্যধারণ শক্তি আরও বৃদ্ধি করে দাও।

লেখিকা ঃ শহীদ বেলালের গর্বিত স্ত্রী।

www.pathagar.com

শহীদ বেলাল ঃ এক সোনালী স্বপ্নের অবসান

বেগম নাজমুন্নাহার

বেলাল শুধু একটি নাম নয়। একটি জীবন্ত ইতিহাস। একটি ফুটন্ত গোলাপ। এই গোলাপের ঘ্রাণ যারা পেয়েছে তারা আজ শোকাহত, তারা পাগল পারা।

খালিশপুর থানার অন্তর্গত রায়ের মহল একটি গ্রাম। এই গ্রামের কৃতী সন্তান শহীদ শেখ বেলাল। এখানে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন তিনি। গ্রামের আর কেউ আসবে না তার কাছে কোন সমস্যা নিয়ে। সকাল থেকেই বারান্দায় লোক জমা হয়ে যেত। সকল ধর্মের মানুষ। সকল দলের মানুষ। সমস্যা হলেই বেলাল। মাঝে মাঝে ভাইজান একটু বিরক্ত বোধ করতেন। তার কারণও ছিল। পেশায় তিনি ছিলেন- সাংবাদিক। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে অনেক রাত হয়ে যেত। তাই ঘুমাতে দেরি হত। সুতরাং সকালে কেউ আসলে বিরক্ত হওয়াটা স্বাভাবিক, তবুও মানুষকে বিমুখ করেন নি। মহানগরী জামায়াত কর্তৃক আয়োজিত প্রতিনিধি সম্মেলনের কালেকশনে গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীতে গিয়েছি। গ্রামের প্রত্যেক পাড়ার মহিলারা শুধু ভাইজানের কথা বলে আর চোখের পানি মুছে। এক মহিলাতো আমাকে ধরে বল্ছে তোমাদের তো ভাই হারানো শোক। আর আমরা হারিয়েছি একটি সম্পদ। গ্রামের আর উন্নতি হবে না। ওর আচার-ব্যবহার দিয়ে গ্রামে আর অন্যায়ের প্রতিবাদ করার লোক থাকলো না। ওর সত্য বলার যে অদম্য সাহস তাতে ওর শহীদি মৃত্যু আমার মনে অনেকটা সান্তনা আনলো। সেই দিন থেকে আমার মনের ব্যথা অনেকটা লাঘব হয়েছে। তারপর যেখানে কালেকশনে যাই আগে ভাইজানের কথা। মনে হচ্ছে তারা পাগলের মতো হয়ে গেছে।

ভাইজান আহত হওয়ার দিন থেকে আজ অবধি গ্রামের মানুষের শোকের মাতম দেখে আমি স্থির হয়ে গেছি একি! ভাইজান মানুষের মধ্যে এতো ভালবাসা পেলো কিভাবে? ৫ই ফেব্রুয়ারি রাতে আহত হওয়ার পর আমরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেয়ে দেখি, গ্রামের প্রায় সকল মানুষ ভাইজানকে এক নজর দেখার জন্য হাসপাতালে উপস্থিত হয়েছিল। সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পরের দিন ছিল হরতাল। আমি ভোরে চলে গেছি। পথে পায়ে হেটে মানুষ ছুটছে হাসপাতালের দিকে। এদিকে বাড়ীতে খোঁজ-খবর নিতে আসছে অসংখ মানুষ। যে যেভাবে পারছে তাদের প্রিয় বেলালের খোঁজ-খবর রাখছে। গ্রামের প্রতিটি মসজিদ, মন্দিরে মুসলিম-হিন্দু ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে প্রিয় বেলালের জন্য দোয়া ও প্রার্থনা করছে। শুধু বলছে, হে প্রভু বেলালকে সুস্থ করে দাও। কিন্তু না, মহান আল্লাহ তা'য়ালার ফয়সালা অন্য রকম। ১১ই ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় তাদের প্রিয় বেলাল তাদেরকে রেখে প্রিয় প্রভুর কাছে চলে গেছেন। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। সবাই স্তম্ভিত

www.pathagar.com

হয়ে পড়েন। পরের দিন লাশ আসার আগে কয়েক হাজার জনতা শহীদের লাশ দেখার জন্য বাড়ীর সামনে রাস্তা জুড়ে অপেক্ষা করছিল। শহীদের লাশ পৌছার পর এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। সকলেই শোকে বিহবল হয়ে পড়েন। হায়েনাদের পেতে রাখা গোপন বোমার আঘাতে ঝাঝরা হয়ে গেলো গ্রামের সকলের সোনালী স্বপ্ন-প্রিয় বেলালের দেহ। তারা এর বিচার চায়। কিন্তু বিচার কি হবে?

গ্রামে আজ যারা নামী-দামী হয়েছেন। সকলের পিছনে প্রিয় বেলালের ছোঁয়া আছে। এটা তারা অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু তারা সেভাবে শহীদ বেলালকে মূল্যায়ন করতে পারেনি। শহীদ বেলাল কারো কাছে ঋণী নয়। শহীদ বেলালের কাছে এই গ্রামের অনেকেই ঋণী। এই ঋণ শোধ করতে হলে তাদেরকে শহীদ বেলালের মত ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ করতে হবে।

আর সেটা হচ্ছে আল-কুরআনের সেই আয়াত "লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহে উসওয়াতুন হাছানা" অর্থাৎ "রাসূলের চরিত্রের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ"। কুরআনের অমর আদেশ অনুযায়ী চলতে পারলে এক বেলালের পরিবর্তে লক্ষ বেলাল সৃষ্টি হবে।

আজ আমি উপলব্ধি করলাম যে, জীবিত বেলাল এবং এ ধুলির ধরা থেকে বিদায় নেয়া বেলাল-এর পার্থক্য যেন আসমান ও যমীনের। বেলাল আজ মৃত্যুঞ্জয়ী। তার স্বার্থহীন উপকার, তাঁর স্বচ্ছ চিন্তাধারা তাকে অমর করে রাখবে চিরদিন। জীবদ্দশায় যারা তাঁকে বাঁকা চোখে দেখেছেন, আজ তারা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আল্লাহ তাকে শহীদি বেলাল হিসেবে বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থান জান্নাতুল ফেরদৌস-এ অধিষ্ঠিত করুন। আমীন

লেখিকা ঃ শহীদ বেলালের বড় বোন।

www.pathagar.com

কিছু স্মৃতি কিছু কথা

শামছুন নাহার ফরিদ

এই ডাক পাওয়ার অধিকারী একমাত্র তিনি, যিনি হলেন আমাদের বড় ভাই শেখ বেলাল। 'ভাইজান' বলে ডাকতাম। উনার সমকক্ষ আর কেউ নেই– তাই ভাইজান এক দুনিয়াবী শক্তির নাম, এক শ্রদ্ধার নাম, এক ভক্তির নাম, এক প্রেরণার নাম, এক ভালেবাসার নাম এবং প্রাত্যহিক জীবনে সমস্যা সমাধানের নাম। দ্বিতীয় কোন ভাইজান আমাদের নেই, আর আসবেও না।

আব্বা-আম্মার প্রিয় সন্তান 'বেলাল'। দেখতে কালো হলেও মায়াময়ী চেহারায় সবাইকে আকৃষ্ট করত। সুমধুর কণ্ঠে ইসলামী সঙ্গীত, আজান, আবৃত্তি, তেলাওয়াত সকল মানুষের হৃদয়কে ভরিয়ে দিত। ৪৭ বছর বয়সে তিনি মনের মত একটি বাগান সাজিয়েছিলেন, যার নাম ছিল "আল্লার দান মঞ্জিল"। এই মঞ্জিলের নয় ভাই-বোন এবং আব্বা-আম্মাসহ সকলের মন, মত, আদর্শ, লক্ষ্য, চিন্তাধারা ছিল এক সুতায় গাঁথা।

সকল মানুষের সাহায্যের নাম 'বেলাল' : আব্বা-আম্মা বেঁচে থাকলেও পরিবার গঠনে সকল ভূমিকা রাখতেন তিনি। সর্বদা আব্বা-আম্মা তার পরামর্শকে প্রাধান্য দিতেন। আট ভাই-বোনকে শরীয়তের বিধান মোতাবেক শাসন ও আদর দিয়ে গড়ে তোলেন। পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনসহ মুরুব্বীগণও 'বেলাল' নামক ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা, সম্মান, ভয় এবং স্নেহ করতেন। উপস্থিত বুদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ পরামর্শের জন্য সকল মানুষকে শরণাপন্য হতে হতো আমাদের বাড়িতে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টানসহ সকল রাজনৈতিক দলের শুভাকাঙ্খী হিসেবে পরামর্শ দিতেন তিনি। প্রতিদিন সকালে আল্লার দান মঞ্জিলের বারান্দায় বিচারালয়ের মত লোকের সমাগম হতো। কেউ আসতো চাকরির জন্য, কেউবা বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা, কারও সাহায্যের আবেদন, কারো লেনদেন এবং বিবাহ সংক্রান্ত। কত মানুষকে যে তিনি বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করেছেন আজ তারাই বলতে পারবেন। গ্রামের স্কুল, কলেজ এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডেও তিনি বিরাট অবদান রেখে যান। যে-কোন কাজের ক্ষেত্রে একটা টেলিফোনই ছিল যথেষ্ট। ভাইজান-এর অনুপস্থিতিতে অনেকে "বেলাল" নামের পরিচয় দিয়ে ফায়দা হাসিল করেছেন। আজ তাদের আর্তনাদ, আহাজারি, হতাশার দৃষ্টি এবং অসহায়ত্বের চেহারা দেখে সকলেই নির্বাক। আল্লাহ হয়তো এমন মানুষ দুনিয়াতে বহু পাঠাবেন; তবে আমাদের শুধু কষ্ট 'বেলাল' নামের এই তিন অক্ষরের মধুর নামটি 'আল্লার দান মঞ্জিল' থেকে চিরদিনের জন্য মুছে গেছে।

শাহাদাতই যার কাম্য : মনে পড়ে সেই দিনের কথা-১৯৬৯ সালে আমার বয়স তখন ৮/৯ বছর হবে। ভাইজান কি একটা খবর শুনে দৌড়ে এসে টিনের একটি চোঙা মুখে নিয়ে আমাদের শিখিয়ে দেন- তোরা বলবি। বৃথা যেতে দেব না', আমি বলব- 'মালেক

www.pathagar.com

ভাইয়ের রক্ত'। এই শ্লোগানটি দিয়ে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের একত্র করে বাড়ির চতুর্দিক ঘুরছেন। পরে জানতে পেরেছি মালেক ভাইয়ের বিস্তারিত ঘটনা।

ঢাকা থেকে প্রায়ই দ্বীনী ভাইয়েরা আমাদের বাড়িতে আসতেন। ভাইজান তাদের আদর-আপ্যায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখতেন। এমনি একদিন হঠাৎ কাচের প্লেট-বাটি ভেঙ্গে যায়। আম্মা মন খারাপ করে কেঁদেই ফেলেন। ভাইজান এতে সান্ত্বনার বাণী হিসেবে বলেছিলেন- আজ কাচের জিনিসের জন্য কাঁদছেন, তাহলে একটি ছেলে শহীদ হলে কি করবেন? আম্মা করুণ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ভাইজান ইসলামী আন্দোলনকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ভালো ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন; কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব বুঝতে পেরে লেখাপড়ায় খুব একটা সময় দিতেন না, সারা দিন দ্বীনের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এ অবস্থায় আম্মা একদিন বকাঝকা দেন এবং সারাদিনের কাজের হিসাব চান। এতে তিনি প্রত্যুত্তর না দিয়ে পরমুহূর্তে একটি ক্যাসেট কোথা থেকে এনে আম্মাকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলেন। যার কথাগুলো ছিল–

আম্মা বলেন, ঘর ছেড়ে তুই যাসনে ছেলে আর

আমি বলি, খোদার পথে হোক এ জীবন পার"....

শেষে আম্মাকে বলেন, আর কখনও একথা বলবেন? উনি এক দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, বলব না।

জীবনের শেষ মুহূর্তেও তিনি শাহাদাত-এর আকাঙ্খী ছিলেন। বোমার আঘাতে যখন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত তখনও তিনি পরওয়ার ভাইকে বলেন, আমি তো শহীদ হতে পারলাম না। তিনি জবাবে বললেন, আমাদের গাজীর দরকার। আপনি গাজী হয়ে ঢাকা থেকে ফিরে আসবেন। ভাইজান বলেন, ফয়সালা তো আসমানেই হবে। হ্যাঁ ফয়সালা আসমানে হয়েছে। তাই মহান আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা, পনেরশ' বছর পূর্বে ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বেলালকে যেভাবে বেহেশতি বেলাল হিসেব আখ্যায়িত করেছেন তেমনি শহীদ শেখ বেলালকেও বেহেশতি বেলাল হিসেবে গ্রহণ করেন।

আমাকে ইসলামী আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছেন ভাইজান : ১৯৭৭ সালের কথা। আমি তখন ৯ম শ্রেণীতে পড়ি। তিনি খুলনার স্থানীয় ছেলে হওয়ার কারণে ঢাকা থেকে আগত ভাইদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের বাড়িতে বেশি হতো। আমি উনার কথামতো মেহমানদারী করতাম। ভাইজান আমাকে উৎসাহ দিয়ে বলতেন, মেয়েদের মধ্যেও দ্বীনের কাজ শুরু হবে, তুমি খুলনাতে কাজ করবে এবং এখন থেকে সকলের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোল, যাতে দাওয়াত দিলে তারা কবুল করে। ১৯৭৮ সালে বললেন, ঢাকায় ছাত্রী সংস্থা নামে ছাত্রী সংগঠনের কাজ শুরু হয়েছে; তাই তুমি কাজ শুরু করো। আমি সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা করবো।' মেয়েদের জোগাড় করতাম আমি আর পর্দার আড়াল

www.pathagar.com

থেকে কুরআন-হাদীসের আলোকে বক্তব্য রাখতেন তিনি। আমাকে বক্তব্য শেখানোর জন্য রেকর্ড করে দিতেন, লিখে দিয়ে মুখস্ত করতে বলতেন।

আমাদের ভাই-বোনেরা প্রায় সকলেই কেরাত, হামদ-নাতে ভাল করতেন। আমি খুব একটা পারতাম না, এতে মন খারাপ করলে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন- তুমি হবে একজন ভালো বক্তা এবং সুসংগঠক। এভাবে সংগঠনের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। ঢাকার সাথে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলি, কিন্তু সেটি সময়ের ব্যাপার ছিল। তাই ভাইজান প্রতিদিন আমাকে কাজের নির্দেশনা দিতেন এবং রাতে এসে হিসাব নিতেন। এভাবে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত খুলনাতে কাজ করি। কাজের বিভিন্ন বিভাগে যেমন মহানগরীর কাজ, সংসদ নির্বাচন, এ্র.ঝ. পোস্টার, লিফলেটসহ সার্বিক কাজে আমাকে উৎসাহিত করার জন্য উনার লেখা আমার নামে পত্রিকায় ছাপিয়ে আমাকে দেখাতেন। দ্বীনের কাজে সময় বেশি দেয়ায় আমার H.S.C রেজাল্ট খারাপ হয়। এতে আব্বা-আম্মা অসন্তুষ্ট হন। ভাইজানের সান্ত্বনার বাণী ছিল- একটা বিল্ডিং তৈরী করতে হলে কিছু ইটকে ভেঙ্গে খোয়া এবং সুরকী করতে হয়। সুতরাং দ্বীনের কাজ করতে হলে....।

ভাইবোনের শাহাদাৎ-এর খবর শুনে দূর-দূরান্ত থেকে প্রাক্তন ছাত্রী বোনেরা ছুটে আসেন। তাদের স্মরণে আমি বলেছিলাম, আজ শুধু একজন সাংবাদিক শহীদ হননি। শহীদ হয়েছেন খুলনার ইসলামী ছাত্রী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। একথা শোনামাত্র সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

অভিভাবক-এর ভূমিকায় ভাইজান : সন্তানদের মধ্যে বড় এবং বুদ্ধিমত্তার কারণে পিতা জীবিত থাকলেও মূলত অভিভাবক ছিলেন তিনি। সংসারের প্রতিটি কাজ উনার নির্দেশে পরিচালিত হতো। ছোটবেলা থেকে ভাই-বোনদের নামাজ পর্দার প্রতি তিনি কঠোর ছিলেন। উনার জন্য বেনামাযী আত্মীয়-স্বজন এ বাড়ীতে এসে নামায পড়তে বাধ্য হতো। বেপর্দা হয়ে কেউ এ বাড়ী আসতে সাহস পেত না। পাঁচ বোনকে শরীয়াহ মোতাবেক গঠন করেছেন এবং বিয়ের ক্ষেত্রে পরহেজগার পাত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ বাড়ীর মেয়েদের প্রতি অনেকের চাহিদা থাকায় উনি আফসোস করে বলেছিলেন, আমার যদি আরো পাঁচটি বোন থাকতো তাতে আমি খুশি হতাম এবং আমার প্রিয় কিছু ব্যক্তিদের সাথে আত্মীয়তা করতাম।

আমাদের প্রত্যেক বোনের আলাদা সংসার থাকলেও পারিবারিক যে-কোন কাজ করতে উনার পরামর্শ নিতাম। বোনের সন্তানদের দ্বীনের কাজে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন রকম উপহার দিতেন। সব ক'জন ভাগ্নে-ভাগ্নিরা সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল। বড় মামা ওদের সবাইকে নিজের সন্তানের মত আদর করতেন। বড় মামা খুশি হলে আল্লাহ খুশি হবেন, তাই বড় মামাকে খুশি করানো ওদের লক্ষ্য ছিল। প্রাণপ্রিয় বড় মামার শাহাদাতের খবর শোনামাত্র বাচ্চাদের আহাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। ওদের সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা কারও মুখে ছিল না।

আমি মাতা-পিতাহারা সন্তানকে দেখেছি, সন্তানহারা বাবা মাকে দেখেছি, কিন্তু ভাইজানকে হারিয়ে বোন জামাইরা যেভাবে শোকাহত হয়েছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে

www.pathagar.com

বিরল। উনার শারীরিক অবস্থার কথা শুনে একেকজন বোনজামাইয়ের চিন্তা-ভাবনা ছিল এরূপ-উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ পাঠাতে টাকা যোগাড় করতে থাকেন। অন্য একজন বলেন, ভাইজানের বাম চোখটি বোমার আঘাতে নষ্ট হয়ে গেছে; আমার দুটি চোখ থেকে উনাকে একটি দিয়ে দিব। আর একজন ভেবেছিলেন, বোমার আঘাতে ভাইজানের বাম হাত উড়ে গেছে। উনি তো আর কখনও হোন্ডা চালাতে পারবেন না। তাই সেরে ওঠা মাত্র আমি একটি গাড়ী কিনে দিব; যাতে সাংবাদিকতা করতে কোন সমস্যা না হয়। ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখে বোঝা যায় তিনি কত প্রিয় ছিলেন।

আমাদের পাঁচবোনের পর তিন ভাই। দুই ভাইকে বিয়ে করিয়েছেন। মেঝো ভাইয়ের একটি মেয়ে, যার নাম মাহযাবীন। বয়স চার বছর। গায়ের রং উনার মত। তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বলতেন, এ পর্যন্ত যত বাচ্চা কোলে নিয়েছি মনে শান্তি কখনও পাইনি। ছোট মেয়েটির মুখে একটু হাসি দেখার জন্য সকল আবদার স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেটাতেন। এ বছর তাকে স্কুলে ভর্তি করাবেন এবং নিজেই আনা-নেয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ছোট ভাই রব্বানীকে এ বছর বিয়ে দিবে। উনি ঘোষণা দেন, এই মঞ্জিলের সর্বশেষ বিয়ে। তাই শরীয়ত মোতাবেক সবার আবদার পূরণ করা হবে। অসমাপ্ত কাজগুলো আজ সবার সামনে পড়ে আছে। কে নিবে এ দায়িত্ব?

প্রিয় সন্তানের আবদার মেটাতে মায়ের তৎপরতা : ভাইজান-এর জীবনের সবচেয়ে বড় আশা ছিল আব্বা-আম্মাকে হজ্জে পাঠানো। এ বছর আমরা দু'জন হজ্জে যাচ্ছি শুনে ভাইজান অস্থির হয়ে পড়েন এবং আব্বা-আম্মাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে উনাদের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করি। ফ্লাইটের দিন বিমান বন্দরে এসে উনি বিদায় দেন। বিদায় মুহূর্তে আব্বা-আম্মাকে জড়িয়ে ধরে অনেক কেঁদেছেন। যা আমি কখনও দেখিনি। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দেন। শেষে আমাকে বললেন, হেরা থেকে দুটি পাথরের টুকুরা নিয়ে আসবি। আম্মাকেও একথা বলেন, প্রিয় সন্তানের আবদার, 'নবীর দেশ থেকে পাথর আনতে হবে।' এ ভেবে আম্মা মক্কা, মদীনা, মুজদালিফা, উহুদের প্রান্তর থেকে পাথর কুড়িয়ে আনেন। বেলাল পাথর নিতে বলেছে একথা বলেই পাথর কুড়াতে থাকেন। দোয়ার স্থানগুলোতে সর্বপ্রথম আম্মার দোয়া ছিল– "হে আল্লাহ, আমার বেলালকে একটি সন্তান দাও"। দীর্ঘ ষোল বছর উনার কোন সন্তান আল্লাহ দেননি। ভাইজানের মুখে একটু হাসি দেখার জন্য আম্মার সে কি প্রচেষ্টা নবীর দেশ থেকে ছেলেদের জন্য কি নিবেন? ছোটদের জন্য টুপি এবং বড় ছেলের জন্য একটা লম্বা জোব্বা নিবেন। মদীনায় ঘুরে ঘুরে পছন্দমত এটি ক্রয় করেন। কাপড়টি নেড়ে-চেড়ে দেখেন। আর বলেন, এটি পরে নামাযে গেলে ওকে খুব সুন্দর লাগবে। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব। মনে হচ্ছিল আম্মার সেই দিন কবে আসবে?

বাসায় ঢোকামাত্র আম্মা ভাইজান-এর কথা বলতে থাকেন। মায়ের মন ছেলের জন্য এত ব্যাকুল কেন, পরে বুঝতে পেরেছি। ছেলের জন্য কি এনেছেন, কোথায় দোয়া করেছেন, কি কি পাথর এনেছেন– বের করতে থাকেন। আমি তখনও বুঝে উঠতে পারিনি।

www.pathagar.com

উপস্থিত সকলের চোখে মুখে তখন পানি। তারা ভাবছেন, এই মাকে কিভাবে শোনাবেন কলিজার টুকরা সন্তানের কথা? যে এই মুহূর্তে সি.এম.এইচ-এ শাহাদাতের অমীয় সূধা পানের অপেক্ষায় আছেন। ইতিমধ্যে আব্বা-আম্মা বলছেন, বেলাল আসেনি কেন? একটা ফোনও করছে না কেন? পিতা-মাতার পেরেশানি দেখে সিদ্ধান্ত হয় উনাদের জানাতে হবে। আত্মীয়-স্বজনদের উপস্থিতিতে স্বাভাববিকভাবে খবরটি দেয়া হয়। সামান্য আঘাত লেগেছে, সেরে উঠবে। কিন্তু মায়ের মনে খবর হয়েছে, উনি ভাইজানের পূর্ণ অবস্থাটা বর্ণনা করতে থাকেন। কিন্তু শহীদ হয়ে যাবেন এটা আমরা ভাবতেও পারিনি।

আমরা পরমুহূর্তে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলাম, সন্তানের মুখ দিয়ে আল্লাহ মাকে যে পাথর আনতে বলেছেন, সে পাথর শুধুমাত্র কয়েকটি টুকরা নয়, বরং প্রিয় সন্তানকে হারিয়ে শোকার্ত পিতা-মাতার বাকি জীবনটা যেন বুকে পাথর বেঁধে থাকতে পারেন এটাই আল্লাহর ইশারা।

আসলে ইতিহাস কত বাস্তব, মনে পড়ে ভাইজানের সেই কথাগুলো প্রায় প্রতি বছরই ঈদুল আযহা আসলে আম্মাকে লক্ষ্য করে বলতেন, আম্মা সেদিন যদি হযরত ইসমাঈল (আঃ) কোরবানী হয়ে যেতেন তাহলে আজ আমাকে তোমাদের কোরবানী দিতে হতো। একথা শোনামাত্র আম্মা হাসতে হাসতে ভাইজানকে ধমক দিতেন কিন্তু আজ মা সন্তানকে ধমক দেয়ার সময়ও পেলেন না বরং হাসির পরিবর্তে সারা জীবনের জন্য কান্নাকে বরণ করে নিয়েছেন। আব্বা-আম্মাকে ভাইজানের পূর্ণ শারীরিক অবস্থাটা বলাই যাচ্ছিল না। আমরা ৯-২-২০০৫ তারিখ রাতে সি.এম.এইচ-এ গিয়ে যা দেখলাম তাতে মনে হয়েছে শাহাদাতের খবরটুকু শুধু শুনতে বাকি আছে। এদিকে আব্বা-আম্মা ভাবছেন ছেলেকে সুস্থ করে একই সাথে খুলনাতে যাবেন। এই পিতা-মাতাকে আমি কিভাবে সন্তানের অবস্থার কথা বলবো? অধীর আগ্রহে উনারা বসে আছেন। বাসায় এসে আব্বা-আম্মাকে বললাম, হজ্বের মাধ্যমে যে শিক্ষা আমি পেয়েছি তাহলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে কোরবানী করতে হবে হাসিমুখে। আমরা কতটুকু করতে পারবো আল্লাহ তা পরীক্ষা করছেন, আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবো না? ততক্ষণে আব্বা বুঝেই ফেলেছেন, অশ্রুভরা চোখে উনি বলেন, অবশ্যই উত্তীর্ণ হবো এবং আল্লাহর সিদ্ধান্ত মেনে নিবো। আম্মা তখন অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, বেলাল কি আর কখনও ফিরে আসবে না? আমাকে আম্মা বলে ডাকবে না? বুকফাটা কান্নাকে চেপে ধরে বলি, আরো আট সন্তান আপনাকে ডাকবে। জবাবে বলেন, তোমরা আট সন্তান এক পাল্লায় আর আমার বেলাল এক পাল্লায়। সান্ত্বনার ভাষা হারিয়ে নিজেকে সামলিয়ে শুধু বিদায় দেয়া ছাড়া কোনো উপায় আমার ছিলো না। আমার মনে হয়েছে, অর্থনৈতিক, শারীরিক এবং মানসিক এই তিন সমন্বয়ে হজ্বের এবাদত সম্পন্ন করতে হয়। আমি মক্কায় একটু অসুস্থ হয়ে পড়ি, আব্বা মীনায় পড়ে গিয়ে হাতে আঘাত পান আর আম্মা মদীনায় সামান্য অসুস্থ হন। সে সময় বারবার ভেবেছি, একটি মাস কষ্ট করি এবং দেশে যেয়ে বিশ্রাম

www.pathagar.com

নিবো। কিন্তু জেদ্দা বিমানবন্দরে ফ্লাইট দেরি হওয়ার কারণে ২৫ ঘন্টা অপেক্ষায় থাকতে হয়, এতে শরীরের অবস্থাটা আরো খারাপ হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় দেশে এসে যে আঘাত পেলাম তা সারাজীবনের জন্যে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে।

দেশে এসে ভাইজানের জন্য দোয়া করতে বললে আম্মা বলেন, নবীর দেশে সর্বত্র 'বেলালকে একটি সন্তান দাও' বলে দোয়া করেছি আর আজ দেশে ফিরে আমার সন্তানের জন্য প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছি– 'হে আল্লাহ....'। তিনি আরো বলেন, আমার বাগানে নয়টি গোলাপ ফুল ছিলো। সবচেয়ে মিষ্টি ঘ্রাণযুক্ত ফুলটি তুমি সবার আগে তুলে নিলে?

আমার প্রার্থনা, আল্লাহ যেন ভাইজানকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন। শোকার্ত পিতা-মাতাকে অতিসত্তর ধৈর্য্য দিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনের তৌফিক দেন এবং ভাবীকে চলার পথ সহজ করে দেন। আল্লাহ্র নিকট আরও দোয়া করি, ভাইজান দুনিয়ায় আমাদের যেমন অভিভাবক ছিলেন, উনার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ যেন আমাদের অভিভাবক হন। আর পরকালীন জিন্দেগীতে জান্নাতেও যেন পুনরায় উনাকে আমাদের অভিভাবক হিসেবে পাই।

১০০৩ সালে খুলনাতে জিয়া হলে উনি একটা ইসলামী সঙ্গীত গেয়েছিলেন। যেটা উনার জীবনের সাথে আল্লাহ মিলিয়ে রেখেছিলেন। গানটি হলো– "ঝড় যদি ওঠে মাঝ দরিয়ায় রক্তে মশালও জ্বেলে"। সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে এই সিডিটি সংগ্রহ করে দেখার অনুরোধ করছি।

লেখিকা ঃ শহীদ বেলালের সেঝ বোন।

www.pathagar.com

কিছু স্মৃতি

ইসমত আরা খান

শেখ বেলাল এখন কেবল স্মৃতি। এত তাড়াতাড়ি যে তাকে হারাতে হবে তা কখনই মনে হয়নি। তার কথা মনে পড়লে কখন যে চোখের পাতা ভিজে আসে ঠিক পাইনে। মনে পড়ে সুদূর অতীত। সেই শৈশব, সেই কৈশোরে। সম্পর্কে আমি তার ছোট খালা। সে আমার বছর খানেক ছোট। তার জন্ম হয়েছিল তার মাতুলালয়ে, গ্রাম-সুগন্ধী, দিঘলিয়া-খুলনায়। তার নানা (আমার আব্বা) তার নাম রেখেছিলেন বেলাল। তিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ, পেশায় শিক্ষক। তিনি বেলালকে কোলে নিয়ে আদর করতেন এবং বলতেন "বড় হয়ে সে সত্যিকারের একজন বেলাল হবে।"

খুব ছোট বেলা থেকে বেলাল ছিল খুব ধর্মানুরাগী। সে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ত। মসজিদে গিয়ে সে এত মধুর সুরে আযান দিত। তা শুনে আমার পিতার ভবিষ্যৎ বানীর কথা মনে পড়ত। স্কুল-কলেজ কোথাও কোন অনুষ্ঠান হলে বেলাল সেখানে হামদ, নাত এবং কোরআন তেলাওয়াত করত। বরাবর সে এ বিষয় গুলোতে প্রথম স্থান অধিকার করত।

ছাত্র হিসেবে সে ছিল খুব মেধাবী। স্কুল জীবনে সে কোন শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়নি। খুলনা জেলা স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে সে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়। স্কুলে পড়াকালীন সময় তারই গৃহ শিক্ষক এরশাদ আলীর (ভগ্নিপতি) কাছ থেকে ইসলামী আন্দোলনে দীক্ষা গ্রহণ করে। পরবর্তীতে দেখেছি ইসলামের প্রতি তার কি গভীর অনুরাগ।

এই সেদিনের কথা। ১৯৭৩ সালে আমার মা (বেলালের নানী) এর মৃত্যুর পরদিন আমার বোন (বেলালের মা) আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে আসেন এবং বয়রা সরকারী মহিলা কলেজে ভর্তি করে দেন। এখানে থাকাকালীন আমার মনে হতো আমি বেলালদের পরিবারেরই একজন সদস্য। আমার বোনের অন্যান্য সন্তানদের মত আমি এখানে থেকেছি। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে বেলালকে বলতাম; সে সাথে সাথে তা করে দিত। বেলাল তখন বি,এল, কলেজের জি.এস। আমি বি.এল কলেজে ডিগ্রী পড়ি। কলেজে তখন মেয়েদের বোরকা পরার বিশেষ প্রচলন ছিল না। আমি বেলালের কথা মনে করে খুব পর্দার সাথে কলেজে যাওয়া আসা করতাম। এই দিনগুলির কথা মনে পড়লে নিজেকে সম্বরণ করতে পারিনা।

ও প্রায়শঃ আমাকে বলত, "খালা, তোর যেখানে বিয়ে হবে, সেখানে আমি যাব।" বছরে একবার হলেও সে তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে আমার বাড়ীতে বেড়াতে আসত। ও ছিল খুব প্রাণোচ্ছল। তার মুখে সর্বদা হাসি লেগেই থাকত। দেখা হলে একগাল হেসে বলত 'খালা, কেমন আছিস'। মাঝে মাঝে টেলিফোনে ওর সাথে আলাপ হতো। আমরা কথা

www.pathagar.com

বার্তা বলতাম একেবারে আঞ্চলিক ভাষায়। সর্বশেষ ও যে দিন আমার বাড়ীতে এলো, আমি ওকে বলি, "বাজান, তুই একটু সাবধানে থাকিস। খুলনা অঞ্চলে সাংবাদিকদের সন্ত্রাসীরা টার্গেট করেছে।" উল্লেখ্য যে, এর কিছুদিন আগে সাংবাদিক হুমায়ুন কবীর বালু আততায়ীর বোমায় নিহত হন।কথাটি শুনে সে তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি দিয়ে বলল"খালা, তুই মৃত্যুকে এত ভয় পাস? সৎ লোক কখনও মৃত্যুকে পরোয়া করেনা।"

বেলালের আহত হবার খবরটি আমাকে টেলিফোনে জানায় আমার বড় বোনের ছেলে বাবলু। আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ছুটে গেলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। তার নিথর দেহ দেখে মুর্ছা যাই। এই বেলাল আর আগের বেলালের ছবি মেলাতে পারিছলাম না। তবুও আশায় বুক বেঁধেছিলাম ঢাকায় উন্নত চিকিৎসা করলে হয়ত ও ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্ত ফায়সালা তো একমাত্র তিনিই করেন, যিনি জীবন দিয়েছেন। তাঁর ডাকে বেলাল সাড়া দিল। রেখে গেল এক বুক স্মৃতি। ছোট কাল থেকে তাঁর বড় সাধ ছিল শহীদ হবার। আল্লাহ পাক তাঁর সেই আশা পূর্ণ করেছেন। রাব্বুল আলআমীন যেন আমাদের বেলালকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন।আমীন।

লেখিকা ঃ শিক্ষিকা, বেলালের ছোট খালা।

www.pathagar.com

রায়ের মহলের বেলাল: একটি স্মৃতিচারণ

ড. খন্দকার আলমগীর

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কবে তা ঠিক আমার মনে নেই। ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমিন ভাইসহ তিনি খুলনা শহরে অবস্থিত আমার পিতার বাড়িতে ১৯৮১ সালে একদিন এসেছিলেন। এর আগে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল কি-না তা এখন আমার স্মরণ হচ্ছে না। হাস্যোজ্জ্বল ও প্রাণোচ্ছল এ যুবক সহজেই যে কাউকে আপন করে নিতে পারতেন বলে আমার মনে একটি ছাপ রয়ে গেছে। ১৯৮১ সালে দৌলতপুর দিবা-নৈশ কলেজের শিক্ষক হিসেবে আমার কর্মকালীন সময়ে ঐ কলেজে দলবলসহ তাঁর পদচারণা দেখেছি। তিনি ঐ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও ঐ সময়ে সরকারি ব্রজলাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীতে আমি দিবা-নৈশ কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঢাকায় সরকারি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে যোগদান করি। পড়াশুনা ও চাকুরি ব্যপদেশে খুলনার বাইরে থাকায় তাঁর সঙ্গে তখন আমার দেখা সাক্ষাৎ কম হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তিনি রায়ের মহলের বেলাল বলে পরিচিত ছিলেন।

এখানে বলে নেওয়া ভাল যে, বেলাল ভাইদের বাড়ি খুলনা শহরের রায়ের মহল এলাকায় ও আমাদের বাড়ি গোয়ালখালি এলাকায় অবস্থিত। পাকিস্তান আমলে এ দু'টি এলাকা দু'টি গ্রাম ছিল। মাঝে একটি বিল- যা বছরের কয়েক মাস পানিতে ভরা থাকত। অন্য সময়ে চাষাবাদ হত। শীতকালে এ বিলে ঘোড়দৌঁড়ও দেখেছি। বর্তমানে এখানে মুজগুন্নি আবাসিক এলাকা ও নেভি কলোনি হয়েছে। রায়ের মহল ও গোয়ালখালির সম্পর্ক ছিল মধুর ও আত্মিক। আমার প্রতিবেশী চাচা অধ্যাপক মুহম্মদ আবূ তালিবের মামা বাড়ি ছিল রায়ের মহলে। চাচার মা অর্থাৎ আমার দাদির নাম ছিল রূপ বানু। তিনি রায়ের মহলের মেয়ে ছিলেন বলে সব সময়ে পিত্রালয়ের স্মরণ করতেন। তিনি তাঁর নাতি আলাউদ্দীন ভাইকে বলতেন, দৌলতপুর গেলে রায়ের মহল থেকে ঘুরে যাস। এ নিয়ে আমরা হাসতাম। উল্লেখ্য যে, এ দু'টি এলাকা বিপরীত দিকে অবস্থিত। এর দ্বারা পিত্রালয়ের প্রতি একজন বৃদ্ধার মমত্ব, আকুলতা ও আন্তরিকতা প্রকাশ পেত। আবূ তালিব চাচার বোন সুরুজ ফুপুর বিয়ে হয়েছিল রায়ের মহলে। সেখানে তাঁর দুই মেয়ের নাম আরা ও জোস্না। আমার এক দাদা (আবূ তালিব সাহেবের চাচা) মরহুম বাবু শাহ ফকিরের কন্যা আমাদের শিরি ফুপুর বিয়ে হয়েছিল রায়ের মহলে। এ ফুপুর ছেলে বর্তমানে সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা পদে আসীন বলে শুনেছি। এ গ্রামের নাম পূর্বে আমরা (বিশেষ করে প্রাচীনেরা) র-এর পরিবর্তে ন-বর্ণ ব্যবহার করে উচ্চারণ করতাম। যেমন: রায়ের মহল> নায়ের ম'ল> না'র মল। পাকিস্তান আমলে দৌলতপুর মুহসিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন মরহুম বেগ আব্দুল মুত্তালিব। তিনি আমার আপন বড় চাচা মরহুম খন্দকার নূর উদ্দীনের (করাচিতে মৃত) সহপাঠী ছিলেন। বেগ স্যার রায়ের মহল সম্বন্ধে একটি ছড়া বা কৌতুক বলতেন- যা তিনি তাঁর সহপাঠীর কাছে শুনেছিলেন।

www.pathagar.com

ছড়াটি এরূপ: 'বিয়ান-নাত্তিরি নাঙ্গা শাকের খাটা খেয়ে নক্ষ ধরায়ে নিয়ে নাড়া বন দিয়ে নুড়াতে নুড়াতে না'র মলে নানিগে বাড়ি নাঙ্গা গোরুটা তলাশ করতে গিছিলাম।' অর্থাৎ ভোর রাতে লাল শাকের টক খেয়ে কুপি (ল্যাম্প) ধরিয়ে নিয়ে নাড়া (ধান কেটে নেওয়ার পর গোড়ার অবশিষ্ট অংশ) ভরা মাঠের ভিতর দিয়ে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে রায়ের মহলে নানি বাড়ি লাল গোরুটা খুঁজতে গিয়েছিলাম। আমার পিতামহ মরহুম আলহাজ খোন্দকার এমলাকউদ্দীনের বাল্যবন্ধুর বাড়ি ছিল এ গ্রামে। আমরা বাল্যকালে এ গ্রামের হাফেজ ওয়াহিদকে আমাদের বাড়ির মসজিদে দেখেছি।

১৯৮৬ সালে ঢাকার লালবাগ দুর্গে আমার কর্মকালীন সময়ে বেলাল ভাই তাঁর মা, বোন ও ভাগ্নেকে নিয়ে লালবাগ দুর্গ দেখতে আসেন। আমি তখন সেখানকার আবাসিক কর্মকর্তা হওয়ায় তাঁরা আমার বাসায়ও এসেছিলেন।

১৯৮৭ সালে আমার ছোট ভাই খন্দকার নজরুল ইসলাম খুলনা থেকে আমাকে টেলিফোনে জানায় যে, বেলাল ভাই-এর সঙ্গে আমার ছোট বোন তানজিলার বিয়ে-শাদির কথাবার্তা চলছে। এ ব্যাপারে টেলিফোনে কয়েকদিন আলাপ-আলোচনা হয় ও আব্দুল কাদের মোল্লা ভাই-এর সঙ্গে আলোচনা করে আমি এতে আমার সম্মতি জ্ঞাপন করি। এ বিয়ের পর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। শেষের দিকে অর্থাৎ তাঁর শাহাদতের পূর্বে আমাদের এ যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

আমি যত কর্মস্থলে চাকুরি করেছি- ঢাকা, বাগেরহাট, বগুড়া ও কুমিল্লা- তার সব জায়গাতেই তিনি গিয়েছেন। কখনও একা, কখনও আমার বোনকে সঙ্গে নিয়ে। আবার কখনওবা বন্ধু-বান্ধব-সহকর্মীসহ। বেশিরভাগ সময়ই কোন না কোন উপঢৌকন নিয়ে আসতেন- ফলমূল, ডায়েরি, আতর বা অন্য কিছু। মাঝে-মধ্যে খুব অল্প সময়ের জন্য এসে বলতেন, আত্মীয়তার হক আদায় করার জন্য এসেছি- হাতে একেবারে সময় নেই। এভাবে তিনি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত জনের খোঁজ-খবর নিতেন। একবার তিনি চলে যান রংপুর জেলার নাগেশ্বরী উপজেলায় আমার নোয়া (৪র্থ) বোনের বাসায়। সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁর শ্বাশুড়িকে বলেন, আপনার মেয়ের খোঁজ নিয়ে এসেছি। আমাকে পুরস্কার দেন।

আমার লালবাগ দুর্গের বাসায় তিনি একদিন নিয়ে এলেন ছাত্রশিবিরের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আমিনুল ইসলাম মুকুলকে (বর্তমানে ইংল্যাণ্ড প্রবাসী)। ১৯৮৬ সালে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন হঠাৎ একদিন টেলিফোন করে তিনি আমাকে বললেন, আমার বাসার একটি কক্ষ তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে - তাঁর সঙ্গে একজন মেহমান থাকবেন। টেলিফোনটিও তাঁকে দিতে হবে। আমি সম্মতি জ্ঞাপন করলে তিনি ছাত্রশিবিরের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মওলানা শামসুল ইসলামকে (বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের চট্টগ্রাম মহানগরী আমীর) নিয়ে আমার বাসায় হাজির হলেন। শুরু হল ৭২ ঘণ্টার কারফিউ। তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন ঘরে বাজার-ঘাট কিছু আছে কি-না। বিশেষ কিছু নেই শুনে তিনি দৌঁড়ে যেয়ে

www.pathagar.com

কারফিউ শুরুর পূর্ব মুহূর্তে কিছু আলু ও ডিম কিনে নিয়ে এসেছিলেন। নির্বুদ্ধিতার জন্য এটি আমার একেবারেই খেয়াল ছিল না। এই আলু ও ডিম ছাড়া আমার বাসায় ঐ ক'দিন আর কোন তরকারি ছিল না। তবে চাল ছিল। এই দু'জন বিশেষ মেহমানকে আমি যথোপযুক্ত সমাদর করতে পারি নি।

১৯৮৯ সালে বগুড়ায় আমি খুব অল্পদিন কর্মরত ছিলাম। মে মাসের একদিন তিনি হঠাৎ আমার অফিসে উপস্থিত হলেন। প্রত্নতত্ত্ব অফিসটি বগুড়া শহরের শেরপুর রোড, কানছগাড়ি, তেঁতুলতলায় অবস্থিত। সেখান থেকে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমি সাত মাথায় মহরমের দোকানে দৈ কিনতে গিয়েছিলাম। দোকানে কর্মরত লম্বা আকৃতির ও কালো শ্মশ্রুমণ্ডিত এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, দৈ কখন খাবেন। আমি বলেছিলাম, একটু পরে খাব। মালতিনগর এম.এস. ক্লাবের মাঠের পাশে অবস্থিত আমার ভাড়াবাসায় যখন ২ জনে খেতে বসলাম তখন দেখা গেল দৈ গলে গেছে। অর্থাৎ দৈ ফ্রিজে রেখে ঠাণ্ডায় জমানো হয়েছে। জৈব প্রযুক্তি প্রক্রিয়ায় জমানো হয় নি। দোকানের মালিকের ভাইপো শামসু আমার বগুড়া অফিসের সহকর্মী ছিল। তার মাধ্যমে মহরমের দোকান থেকে দৈ আনালে তা সব সময় ভাল হয়েছে। আমার কেনা দৈ খারাপ হওয়ার ব্যাপারটি পরবর্তীতে তাকে জানালে সে বলেছিল ঐ দোকানে ঐরূপ বর্ণনার কোন লোক ছিল না। বগুড়ায় আমার এক মাসের ভাড়াবাসায় বেলাল ভাই-এর পর আমার ছোট ভাই নজরুল গিয়েছিল আমার বাগেরহাটে বদলির পর বাসা বদলের জন্য। ১৯৮৯ সালের পর আমার বাগেরহাটের মুনিগঞ্জের বাসায় তিনি আমার বোনকে নিয়ে একাধিকবার গিয়েছিলেন। একবার তিনি আমার ৩ মেয়ের ছবি তুলেছিলেন। আমার মেয়েরা তখন ছোট ছিল।

কুমিল্লায় আমার অবস্থানকালে তিনি একদিন কয়েকজন সাংবাদিকসহ হাউজিং এলাকায় অবস্থিত আমার অফিসে যেয়ে উপস্থিত। কোটবাড়ি পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে সাংবাদিকদের ওয়ার্কশপ ছিল। একাডেমীতে থাকার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বিশ্রামাগার পছন্দ করেছিলেন। আমার কুমিল্লা অফিসের গাড়িতে করে তাঁদেরকে নিয়ে আমি পুরাকীর্তি পরিদর্শনে বের হই। ড্রাইভার আমাদের সকলকে নিয়ে গাড়ি চালাতে অনিচ্ছুক ছিল। সে বলল, গাড়িতে তেল নেই। গাড়ি যাবে না। আমি তখন নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে তেল কেনার ব্যবস্থা করেছিলাম। ড্রাইভারের উদ্ধত অনিচ্ছার বিষয়টি মেহমানদের দৃষ্টির অগোচর ছিল না। বেলাল ভাই পরে বিষয়টি আমাকে জানিয়েছিলেন। আমিও পরবর্তীতে আঞ্চলিক পরিচালককে বিষয়টি মৌখিকভাবে জানাই। কিন্তু আঞ্চলিক পরিচালক ড্রাইভারের কাছে অসহায় ছিলেন বিধায় কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। বিভিন্ন পুরাকীর্তি দেখে ঐদিন বিকেল ৫ টার পর আমরা কমনওয়েল্থ গোরস্থানে যাই। কিন্তু ততক্ষণে গেইট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভিতরে প্রবেশ করা যায় নি। এজন্য তাঁরা আফসোস করেছিলেন। কমনওয়েল্থ গোরস্থানের সামনে অল্প আলোতে তাঁরা বেশ কিছু ছবি তুলেছিলেন।

www.pathagar.com

ঢাকা শহরের কল্যাণপুর এলাকায় অবস্থিত আমার দক্ষিণ পাইকপাড়ার বর্তমান ভাড়াবাসায় তিনি অসংখ্যবার এসেছেন। মাঝে মধ্যে আমার ঢাকা অফিসেও এসেছেন। তাঁদের সন্তানাদি না হওয়ায় চিকিৎসার জন্য একবার তাঁরা ২ জনই কিছুদিন আমার এ বাসায় ছিলেন।

২০০১ সালে আমি বাগেরহাটের ইতিহাস ও স্থাপত্য নিয়ে একটি ইংরেজি বই ছাপি। এ বই-এর প্রকাশক হিসেবে বেলাল ভাই-এর নাম ছাপানোর প্রস্তাব করলে তিনি সানন্দে রাজি হন। ২০০৫ সালে একই বিষয়ে আরেকটি পুস্তিকা ছাপানোর পূর্বে প্রকাশক হিসেবে পুনরায় তাঁর নাম ছাপানোর প্রস্তাব করলে এবারও তিনি সানন্দে রাজি হন। আমার প্রথম বই-টি বিক্রির জন্য প্রকাশক হিসেবে তিনি ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশনে আবেদন করেন ও মীর কাসেম আলী ভাই-এর সঙ্গে আলাপ করেন। আমিও সর্বজনাব শাহ আব্দুল হান্নান ও মীর কাসেম আলীর সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করি। আমার বই-এর ১০০ কপি ক্রয় করে সেগুলি তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় বিতরণ করেন। লেখক হিসেবে এটি আমার একটি স্বীকৃতি। অবশ্য পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু বই ক্রয়ের জন্য আমাকে পত্র প্রেরণ করলে স্টক শেষ হয়ে যাওয়ায় চাহিদা অনুযায়ী পুস্তক সরবরাহ করতে পারি নি। আগে বিভিন্ন জায়গায় ব্যক্তিগতভাবে বই বিক্রির জন্য চেষ্টা করেছিলাম। এ দুই প্রতিষ্ঠান আমার বই ক্রয় করায় লেখক হিসেবে আমার মনে একটি আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়।

জানুয়ারি ২০০৫ মাসে 'বাগেরহাট বিশ্ব ঐতিহ্য প্রত্নস্থল: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক ৩ দিন ব্যাপী একটি সেমিনার ইউনেস্কো ঢাকা ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে খুলনা শহরে আয়োজন করা হয়। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আমি খুলনা যাই। ৬ জানুয়ারি বিষ্যুৎবার সকালে মাননীয় মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমি নন্দনপুর যাই। সেখানে আমার সেজো বোনের বাড়ি। ভগ্নিপতি মরহুম হাবিবুর রহমান কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। তার পর আমার আর সেখানে যাওয়া হয় নি। কয়েকদিন পূর্বে বেলাল ভাই আমার বোন তানজিলাকে মোটর সাইকেলের পেছনে বসিয়ে সেখানে যাওয়ার পথে একটি রিক্সা ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তানজিলার পায়ের একটি আঙ্গুল ভেঙ্গে যায়। সেই থেকে তানজিলা ডাক্তারের পরামর্শে রায়ের মহলের বাসায় আছে। নন্দনপুর থেকে ফিরে আমি রায়ের মহলে তানজিলাকে দেখতে যাই। পথে হুগলি বেকারি থেকে কেক ও মিষ্টি (মনছুর) কিনেছিলাম। তানজিলাকে বললাম, তোর আঙ্গুল ভেঙ্গেছে তাই বাসায় পাওয়া গেল। তোর আঙ্গুল না ভাংলে এবার আর আমার আসা হত না। ঘরে বসে কেক ও মনছুর খাবি। উল্লেখ্য যে, সংগঠনের কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকায় তানজিলার বাসায় গেলে তাকে পাওয়া যায় না। তানজিলা বলেছিল, বেলালও বলে আঙ্গুল ভেঙ্গে ভাল হয়েছে। তানজিলাকে এখন বাসায় পাওয়া

www.pathagar.com

যায়। তানজিলা তার দেওর রব্বানিকে ডেকে বলেছিল, তোমার বেয়াই কেক এনেছে, খাও।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর রায়ের মহলেই থেকে গেলাম। তাঁর আতিথ্য গ্রহণের জন্য ইতঃপূর্বে বেলাল ভাই আমাকে একাধিকবার বলেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সম্প্রতি তাঁর বাড়িতে রাত্রিযাপন হয়ে ওঠে নি। এবার বেলাল ভাই বলেছিলেন, বাড়িঘর মেহমানদের থাকার উপযুক্ত করে তৈরি করছি। আগের থেকে নিশ্চয়ই ভাল হয়েছে। সামনের দিকে আরও ভাল হবে। আপনাদের আর কোন অসুবিধা হবে না। কোন কোন মেহমান সম্প্রতি এসে গেছেন ও আবার আসতে চেয়েছেন তাঁদের নামও বলেছিলেন। পরে জেনেছিলাম চট্টগ্রামের অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মেহমানরা তাঁর বাড়িতে আরামের সঙ্গে থাকতে পারবেন এ আশায় বেলাল ভাই-এর মধ্যে একটি উল্লাস লক্ষ্য করেছিলাম।

পূর্বেই বলেছি যে, একটি সেমিনার উপলক্ষে সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মহোদয়কে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে খুলনা গিয়েছিলাম। সেমিনারের দাওয়াত কার্ড ছাপানো ও কলম, প্যাড, ব্যাগ ও ব্যাজ ক্রয়ের ব্যাপারে বেলাল ভাই-এর সঙ্গে আলোচনা হল। সেমিনার উপলক্ষে আমার লেখা পূর্বোল্লিখিত পুস্তিকাটি ছাপানোর ব্যাপারেও তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল। সেমিনারে আগত অতিথিদের খুলনা শহরে থাকা-খাওয়ার জন্য হোটেল ভাড়া ও পুরাকীর্তি পরিদর্শনের জন্য বাগেরহাট যাতায়াতের জন্য মাইক্রোবাস ভাড়ার ব্যাপারে তাঁর সাহায্য নিয়েছিলাম। সেমিনারের স্থান ছিল শিববাড়ি মোড় বা বাবরি চত্বরের নিকট জিয়া হল সংলগ্ন খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর। রয়েল হোটেল থেকে সেমিনার স্থলে যাতায়াতের জন্য আমাদের কোন ট্রান্সপোর্ট ছিল না। রয়েল হোটেল থেকে এর দূরত্ব মোটর সাইকেলের মিটারে তিনি আমাকে মেপে দেখালেন। পাকা ২ কিলোমিটার। এ কারণে পার্শ্ববর্তী মিলেনিয়াম হোটেল ও টাইগার গার্ডেন হোটেল পছন্দ করা হয়। হোটেল ভাড়ার ব্যাপারে মিলেনিয়াম হোটেল কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে যে প্রতারণা ও দুর্ব্যবহার করেছিলেন তা ভুলবার নয়। একটি উন্নত মানের সেমিনার খুলনায় অনুষ্ঠিত হওয়া খুলনার গৌরব– সেই হিসেবে প্রচলিত রেইট থেকে কিছু কম নেওয়ার কথা থাকলেও সেমিনার শেষে ভাড়া পরিশোধের সময় আমাদেরকে কোন ছাড় দেওয়া হয় নি। বিশেষ বিবেচনায় সন্ধ্যা ৬ টায় চেক আউটের কথা ছিল; কিন্তু দুপুরের পর হোটেল ছেড়ে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে চাপ দেওয়া হয় ও অশোভন আচরণ করা হয়। ম্যানেজার (প্রশাসন) আব্দুল মজিদের সঙ্গে কথা বলে আমরা হোটেল ভাড়া করেছিলাম কিন্তু ভাড়া পরিশোধের সময় তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। বেলাল ভাই-এর মত একজন নেতৃস্থানীয় সাংবাদিকের সঙ্গে হোটেল কর্তৃপক্ষের এ ধরণের আচরণের জন্য দুঃখ পেয়েছিলাম ও বিস্মিত হয়েছিলাম। যাঁরা ভারত ভ্রমণে যান তাঁদের এ রকম অভিজ্ঞতার কথা খবরের কাগজে ছাপা হয়। মিলেনিয়াম হোটেল কর্তৃপক্ষের এ ধরণের আচরণ খুলনাবাসীর জন্য লজ্জাজনক।

www.pathagar.com

৭ই জানুয়ারি শুক্রবার জুম'আর নামায পড়ে ঢাকার পথে রওয়ানা হই। এক সঙ্গে আসার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে তিনি আসতে পারেন নি। মরহুম কাজেম আলি সাহেবের ইন্তেকালের কয়েকদিন পর আয়োজিত দো'আর মাহফিলে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি হঠাৎ মনিরামপুর চলে যান। পরে নাইট কোচে ৮ই জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছান। পুস্তিকা ও কার্ড ছাপানোর জন্য তিনি তাঁর পরিচিত কয়েকটি প্রেসে আমাকে নিয়ে যান। কলম, প্যাড, ব্যাগ ও ব্যাজ ক্রয়ের ব্যবস্থাও হয়ে যায়। খুলনা ও ঢাকায় তাঁর ব্যাপক পরিচিতির জন্য আমার যাবতীয় কাজ অত্যন্ত সহজ হয়ে যাওয়ায় মনে অনেক প্রশান্তি অনুভব করেছিলাম। সেমিনারটি সর্বতভাবে সার্থক হওয়ার পিছনে তাঁর পরিশ্রম ও অবদান স্মরণ করার মত। তিনি বলেছিলেন, আপনার সেমিনারের জন্য মোবাইলে আমাকে অনেক জায়গায় কথা বলতে হয়েছে। আমার মজুরি বাবদ তানজিলাকে মোবাইল ফোনের একটি কার্ড কিনে দেবেন। এর মাত্র কয়েকদিন পরই তাঁর শাহাদতের পর তানজিলাকে আমি ৩০০ টাকার একটি একটেল প্রি-পেইড কার্ড কিনে দিয়েছি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেমিনারটি ইউনেস্কো ঢাকা ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল। ইউনেস্কো-এর অভিপ্রায় অনুযায়ী জনসচেতনতা বৃদ্ধির উপায় হিসেবে খুলনা ও বাগেরহাটের স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, কলেজ শিক্ষক ও সাংবাদিকদের দাওয়াত করা হয়। খুলনার গণ্যমান্য ব্যক্তি, কলেজ শিক্ষক ও সাংবাদিকদের নামের তালিকা বেলাল ভাই-এর সঙ্গে আলোচনা করে প্রস্তুত করা হয়েছিল। সেমিনারের ৩ দিন অন্যান্য সাংবাদিকসহ তিনি বেশীর ভাগ সেশনেই উপস্থিত ছিলেন। এ সেমিনারের জন্য তিনি সুন্দরবন ভ্রমণ বাদ দিয়েছিলেন। মাননীয় সংসদ-সদস্য অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার অন্যান্য অতিথিদের নিয়ে ঐ সময়ে সুন্দরবন ভ্রমণে ছিলেন। পূর্বোল্লিখিত চট্টগ্রামের অধ্যাপক মফিজুল ইসলামও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। বেলাল ভাই-এর কারণেই খবরের কাগজগুলিতে সেমিনারের কভারেজ ভাল ছিল। রেডিওতেও প্রচার করা হয়েছে।

এ সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম এম.পি. (৭৬ কুষ্টিয়া-২)। ২৮শে জানুয়ারি দিবাগত রাতে মিলেনিয়াম হোটেলে খাওয়ার সময়ে সেমিনার উপলক্ষে প্রকাশিত আমার লেখা পুস্তিকাটি প্রকাশক হিসেবে তিনি অধ্যাপক শহীদুল ইসলামকে উপহার দেন। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তৎকালীন পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় সংসদ-সদস্য আমার পুস্তিকাটি পছন্দ করেন ও পরদিন তাঁর ২ ভ্রাতুষ্পুত্রী আমার নিকট থেকে উক্ত বই-এর ২ কপি সংগ্রহ করেন।

সেমিনার শেষে ১লা ফেব্রুয়ারি ভোর রাতে ঢাকায় এসে সকাল বেলায় আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজিপুর-এ সহকারী অধ্যাপক পদে কার্যে যোগদান করি। এ চাকরির কথা তিনি শুনেছিলেন ও গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

www.pathagar.com

কয়েক দিন পর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি রাতে বেলাল ভাই-এর কাছে মোবাইল ফোনে এস.এম.এস. করেছিলাম তিনি যেন বাগেরহাটের 'দূত' পত্রিকায় প্রকাশিত সেমিনার সংক্রান্ত পেপার কাটিংগুলি আমাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। একটু পরে তিনি ফোন করে আমাকে জানালেন, তিনি বাগেরহাটের সাংবাদিক সাইদ ভাইকে বিষয়টি বলে দেবেন। এটিই বেলাল ভাই-এর সঙ্গে আমার শেষ কথা। পরদিন অর্থাৎ ৫ই জানুয়ারি রাত ৯টা ২৭ মিনিটের দিকে এই সাইদ ভাই-ই বাগেরহাট থেকে আমাকে ফোন করলেন। আমি মনে করেছিলাম যে, তিনি পেপার কাটিং-এর ব্যাপারে কিছু বলবেন। কিন্তু অত্যন্ত ভারি গলায় মোবাইলের অন্য প্রান্ত থেকে তিনি আমাকে জানালেন যে, একটু আগে খুলনা প্রেস ক্লাবে বেলাল ভাই-এর উপর বোমা হামলা হয়েছে। কী অদ্ভুত কাকতালীয় ব্যাপার।

বেলাল ভাই-এর দেওয়া একটি শার্ট, একটি হাফ-হাতা গেঞ্জি ও এক শিশি আতর আমার ঘরে ছিল। শার্ট ও গেঞ্জিটি এখনও আছে। শিশি থেকে আমি মাঝে মধ্যে অল্প পরিমাণে আতর মাখতাম। তবে তাঁর শাহাদাতের মাস খানেক পরে আতরের শিশিটি অসাবধানতার ফলে খাট থেকে নিচে পড়ে ভেঙ্গে গেছে। ভাঙ্গা শিশিটি আমার স্ত্রী যত্ন সহকারে তুলে রেখেছেন। কোন জিনিসের স্মৃতি আসল নয়, মনের স্মৃতিই আসল।

লেখক ঃ সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজিপুর।

www.pathagar.com

বেলাল (রাঃ) এর যোগ্য উত্তরসূরী আর এক শহীদ বেলাল

জি, এম ইলিয়াস হোসাইন

ইসলামের আবির্ভাব মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ছিল চরম অধঃপাতে নিমজ্জিত। দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের নাজাতের জন্য বিশ্বমানবতার একমাত্র ধর্ম ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হন। হযরত বেলাল (রাঃ) তাদের মধ্যে একজন। যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন আবু জেহেল, আবু লাহাব এবং তাদের অনুসারীরা নিরীহ মুসলমানদের উপর পৈশাচিক নির্যাতন শুরু করে দিল। কিন্তু কেউ ইসলামের সুমহান আদর্শ থেকে একচুল পরিমাণ সরলেন না। বেলাল (রাঃ) ছিলেন একজন ক্রীতদাস। তার উপর নেমে এলো অবর্ণনীয় অত্যাচার-নিপীড়ন। যা মানব সভ্যতার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। আরবের তপ্ত মরু বালুকায় চিৎ করে শুয়ে বুকের উপর পাষণ্ড কাফেরেরা পাথর চাপা দিল। নিষ্ঠুর অত্যাচারেও তিনি রাসূল (সঃ) কে ত্যাগ করলেন না। ভুলে গেলেন শারীরিক নির্যাতনের কথা। কেবল মুখে উচ্চারণ করলেন- ‘‘আহাদ আহাদ’’।

ইসলাম আবির্ভাবের চৌদ্দ’শ বছর পর রচিত হল আর একজন খাঁটি মুমিনের ইতিহাস, শহীদের ইতিহাস। তিনি হলেন আমাদের প্রিয় শেখ বেলালুদ্দিন। বোমার আঘাতে হাত নেই, চোখ নেই, আগুনে ঝলসে গেছে সমস্ত শরীর, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ক্ষত-বিক্ষত। অপারেশন হয়েছে। পুড়ে যাওয়া অংশ প্রতিদিন ড্রেসিং করা হচ্ছে। তিনি সবই নিঃশব্দে হজম করেছেন। আহ্-উহ্ শব্দ করেননি। কেবল মুখে উচ্চারণ করলেন, আল্লাহ, আল্লাহ কেবল মহান আল্লাহকে স্মরণ করেছেন আর প্রতিটি মুহূর্তে শাহাদাতের আকাঙ্খা করেছেন।

ত্যাগের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রে, ভোগের ক্ষেত্রে সকলের পিছনে। তাঁর গোটা জীবন বিশ্লেষণ করলে এক দুর্লভ গুণসমূহের নজীর মেলে। একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ার আন্দোলনে তিনি ছিলেন আপোষহীন, অকুতোভয়, দুঃসাহসী এক সিপাহসালার। প্রখর মেধাবী, নিরহংকার, বিনীত ও কঠোর পরিশ্রমী।

বৃহত্তর রাজনৈতিক অঙ্গনে তার ছিল সুবিশাল পদচারণা। তিনি সমস্ত চিন্তায় এবং মননে মজবুত বিশ্বাসী ছিলেন- ‘‘ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা’’। তিনি ছিলেন ‘‘জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের’’ খুলনা মহানগরীর প্রথম সারির একজন দায়িত্বশীল নেতা। ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ, আত্মপ্রচার বিমুখ, দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ, মিষ্টভাষী, অমায়িক চরিত্রের অধিকারী। ইসলামী দা’ওয়ার কাজ সম্প্রসারণ ও সুদৃঢ় করণের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা, সুশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি দেখে বিস্মিত হতে হয়। তিনি ছিলেন সুদক্ষ ও দূরদর্শী নেতা। যখন সহকর্মী কিংবা বন্ধুদের সাথে রাজনৈতিক তর্ক

www.pathagar.com

করতেন তখন অন্যদের কথায় উষ্মা প্রকাশের পরিবর্তে সত্য প্রকাশের ভদ্রতাকে শ্রেয় মনে করতেন। মানবতাবাদী এই নেতা ছিলেন সকলের বিশ্বস্ত এবং প্রিয় বন্ধু। বিরোধীদলের নেতা-কর্মী এমনকি প্রতিবেশী হিন্দুরাও বুদ্ধি, পরামর্শ এবং সালিশ-বিচারের প্রত্যাশায় তাঁর কাছে ছুটে যেত।

আমার সাথে প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৮০ সালে দৌলতপুর সরকারী বি,এল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ইসলামী ছাত্র শিবিরের এক মিছিলে। তিনি আমার প্রিয় স্বজন। তাঁর অতি আদরের একমাত্র শালীকে বিয়ে করে বেলাল ভাই এর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা সৃষ্টি হয়। পারিবারিক বন্ধনের সুবাদে একান্ত কাছ থেকে বেলাল ভাইয়ের সাথে ঘনিষ্টভাবে মেশার সুযোগ পেয়েছি। একত্রে খেয়েছি, নানাবিধ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছি। আমার যে-কোন কাজে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেছি। তিনি প্রাণ খোলা, ভাবাবেগমুক্ত, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা বর্জিত এবং উত্তেজনামুক্ত ব্যক্তি। ক্রোধমিশ্রিত রাগতস্বরে কথা বলতেন না আবার বিমর্ষ মলিনভাবে বসে থাকতেন না। তাঁর পারিবারিক পরিসরও ইসলামী জীবনাদর্শে সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। তিনি সাদা-সিদা, সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিলেন। পোষাক-পরিচ্ছদে ছিলেন আধুনিক সভ্য সুরুচিশীল ব্যক্তিত্ব।

বেলাল ভাইয়ের শাহাদাতের সংবাদ শুনে তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মীরা শোক-বিহ্বল হয়ে পড়েন। তাদের প্রিয় নেতা সম্পর্কে সাংবাদিকরা বলেন, "বেলাল ভাইয়ের আদর্শিক কথাবার্তায় বুঝতাম তিনি ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী সৎ মানুষ, সাহসী যোদ্ধা এবং একজন বিপ্লবী। কিন্তু অন্তরে তিনি এতো খাঁটি মুসলমান তা সত্যি তখনি কেবল বুঝেছি। বেলাল ভাইয়ের আহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। ছুটে আসেন শুভাকাঙ্খীরা। কোলাহল মুখর খুলনার রাজপথ তখন নিঃসীম-নিরবতা, ভয়াল শোকাহত। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরী অপারেশন এবং পরদিন উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারে ঢাকা সি, এম এইচে স্থানান্তর করা হয়। আহত বেলাল ভাইকে গভীরভাবে ভালবাসার কারণেই হয়তবা মহান আল্লাহতায়ালা আমাকে এই মহান ভাইয়ের খালেস সেবার জন্য জীবনের শেষ ক'টা দিন সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আহত হওয়া থেকে শাহাদাত বরণ পর্যন্ত এবং পরবর্তী দাফন কার্য সম্পাদন পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে সর্বক্ষণ বেলাল ভাই এর পার্শ্বে রেখেছেন বলে আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি। উভয় হাসপাতালের ডাক্তার-সার্জনসহ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গ স্বতঃস্ফূর্ত সেবা দেন। দেশ-বিদেশে তার আপনজন, শুভাকাঙ্খীদের শ্বাসরুদ্ধকর অপেক্ষা, সকল দু'আ মুনাজাতের অবসান ঘটায় শাহাদাতের তামান্নায় উজ্জীবিত বেলাল ভাই ১১ ফেব্রুয়ারী'০৫ সকাল ৮টায় তাঁর কাঙ্খিত মঞ্জিল জান্নাতে চলে যান।

শহীদের প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয় ১১ ফেব্রুয়ারী'০৫ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের দক্ষিণ গেটে। হাজার হাজার জনতার উপস্থিতিতে ইমামতি করেন বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের আপোষহীন জননেতা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। পরদিন ১২ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর

www.pathagar.com

হেলিকপ্টারে শহীদের কফিন খুলনা পৌঁছায়। খুলনার সার্কিট হাউজ ময়দানে দ্বিতীয় জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। নামাজে ইমামতি করেন জামায়াত আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, উপস্থিত হন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এম, পিসহ বিভিন্ন পেশার হাজার হাজার মানুষ। তৃতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হয় শহীদের বাসস্থান রায়ের মহলে। তারপর শহীদের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শাহাদাতের আকাঙ্খা ঃ

শাহাদাত পাগল বেলাল ভাই গত ঈদুল আযহায় বন্ধু এবং শুভাকাঙ্খীদের সকলকে মোবাইলে ম্যাসেজ পাঠান- ইন্না সলাতি অ-নুসুকি ওয়াঅমাহ্ ইয়া ইয়া ওয়াঅমামাতিলিল্লাহি রব্বিল আলামিন।

"নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু একমাত্র রাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্যই উৎসর্গীকৃত। (সুরাঃ আল্ আনআম- ১৬২)

খুলনা মহানগরীর জামায়াত আমীর তাঁর ভগ্নীপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এম,পি তাকে সুস্থ্য হওয়ার আশ্বাস জানাল প্রতিউত্তরে তিনি বলেন- "কেন আমি শহীদ হতে পারবো না"? প্রিয়তমা স্ত্রী তানজিলাকে বলেন, "তুমি হবে একজন মুজাহিদের স্ত্রী"। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সংগ্রামে বেলাল ভাই ছিলেন ক্লান্তিহীন সিপাহসালার। বেলাল ভাই সশরীরে আমাদের মাঝে নেই- কিন্তু প্রত্যেকে অন্তরে তিনি অনিন্দ্য সুন্দর, আলোর মশাল হাতে আগামী বিপ্লবের রাহবার। তিনি অলিখিত ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবেন।

বেলাল শূন্য খুলনা ছন্দহীন ধুসর প্রান্তর, কেবল ব্যথার জনপদ। আমরা বেলাল ভাইয়ের সাথীরা ভয়াল এ জনপদে প্রাণের স্পন্দন চাই, চাই বোমা-গ্রেনেড মুক্ত স্বদেশ। চাই আল-ইসলামের আদর্শের বাংলাদেশ। গড়তে চাই- বেলাল ভাইয়ের স্বপ্নের সুশীল সমাজ, গণতন্ত্র আর মানবতার বিশ্ব। সারিবদ্ধ হতে চাই শহীদ বেলালের কাতারে। আমীন।

লেখক ঃ ছাত্র শিবিরের সাবেক কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও খুলনা মহানগরী সভাপতি।

www.pathagar.com

এক সমুদ্র শোক গাঁথা

শেখ শামসুদ্দীন দোহা

পত্রিকার পাতায় যার লেখা দেখে, যার ছবি দেখে মুগ্ধ হতাম। যার লেখা News দেখার জন্য পত্রিকার পাতা উল্টাতাম। আজকে আমার সেই প্রাণের ভাইজান-যে আমকে আর কোন দিন ফজর নামাজের জন্য ডাকবে না। ডাকবে না কখনও তার প্রিয় মোটর সাইকেলে বিভিন্ন যায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। পরামর্শ করবে না কখনও পরিবারের সমস্যা সমাধানের জন্য। সে আমার প্রিয় ভাইজান- সব হিসেব-নিকেস ওলট-পালট করে সবাইকে কান্নার সাগরে ভাসিয়ে তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দিয়ে আমাদের মাঝ থেকে চিরদিনের জন্য শহীদী ঈদগাহে শামীল হয়ে জান্নাতের পথে পাড়ি দিয়েছেন।

আর কখনও মুখরিত হবে না তার মুক্তমাখা হাসিতে আমাদের বাড়ী। গানে গানে উচ্চারিত হবে না তার মুখ থেকে সুমধুর কন্ঠ। রায়ের মহল ঈদগাহ ময়দানে আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। হাতে গড়া প্রিয় কলেজ আর স্কুলে সমস্যার জন্য ছুটে যাবে না কখনও। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আল্লাহর দান মঞ্জিলে সমস্যা সমাধানে ছুটে আসবে না কেউ। সেই ভাইজানকে নিয়ে লেখা! কি লিখব? লিখে কি হবে? ফিরে পাব কি ভাইজানকে? তারপরও আল্লাহর উপর ভরসা করে শুরু করলাম। কারণ কালের সেরা সন্তানদের ইতিহাস তো মুছে যায় না।

আমি কলেজের একজন প্রভাষক। পাশাপাশি কম্পিউটার ডিজাইনের কাজ করি। যে কম্পিউটারে বসে ভাইজানের দেয়া কত কাজ করেছি। বিভিন্ন ডিজাইনের কাজে ভাইজান আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। সেই কম্পিউটারে বসে আজ তার খুনীদের ফাঁসীর দাবীতে পোস্টার, তাঁকে নিয়ে শহীদী বুলেটিন, তাঁর আহত হওয়ার বীভৎস ছবি স্ক্যানিং এবং শাহাদাৎ পরবর্তী সকল কিছু যখন কম্পিউটারে করতাম তখন মাথা চক্কর দিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেত। বুকফাটা কাঁন্নাকেও মাঝে মাঝে ফিরিয়ে দিতাম। মনে হত জীবিত এবং মৃত বেলাল এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

কখনও কোন সমস্যায় পড়েছি-নিশ্চিন্তে থাকতাম। ভাইজান আছে তো! কলেজে, বিভিন্ন অফিসে, ব্যবসায়িক কাজে, হাসপাতালে যেখানেই সমস্যা সেখানেই ভাইজান। ইসলামী আন্দোলন তথা শিবিরের সদস্য হওয়ার পেছনে ভাইজানের ভূমিকা আমাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। এ সব কিছুকে পেছনে ফেলে তিনি আমাকে পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ করে চলে গেলেন।

আব্বা-আম্মাকে হজ্বে পাঠাবার জন্যে ভাইজান হঠাৎ একদিন সকালে ফজরের নামাজের পর পরিবারের সবাইকে নিয়ে বসলেন। বললেন, আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব

www.pathagar.com

রয়েছে আর তা হলো আব্বা-আম্মাকে এবার হজ্বে পাঠাতে হবে। তাদের সামর্থ থাকলেও পরে শক্তি থাকবে না। আর একটা সুবিধা হলো জাহিমা (আমার সেঝ বোন আর দুলাভাই) হজ্বে যাচ্ছে। আমরা একটু নিমরাজি ভাব দেখালেও ভাইজান বললেন আল্লাহর ভরসা করে নিয়ত কর, সমস্যা হবে না। ইনশাআল্লাহ। যেই কথা সেই কাজ। ভাইজান আমাকে আব্বা-আম্মার মেডিকেল সংক্রান্ত সকল কাজ করতে বললেন। তিনি এবং ছোট ভাই রব্বানী পাসপোর্ট সহ ঢাকার প্রসেসিং এবং অর্থ সংক্রান্ত বিষয়টার দায়িত্ব নিলেন। আব্বা-আম্মাকে নিয়ে হাসপাতালে রওয়ানা হলাম। RMO সাহেবের রুমে তখন হজ্ব যাত্রীদের উপচে পড়া ভীড়। উনাকে বললাম আমি বেলালের ভাই। দেরি না করে উনি হাসপাতালের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মেডিকেল চেকআপের সব ব্যবস্থা করে দিলেন। মনে হলো যেন ভাইজানই কাজ করছেন। আব্বা-আম্মার সকল কাজকর্ম সেরে বাড়ী আসলে ভাইজান আমাকে বললেন, কোন সমস্যা হয়েছে নাকি? আমি বললাম, আপনি আছেন তো।

ভাইজানের সাথে কোথাও যখন বের হতাম, তখন মনে খুব কষ্ট লাগত। কখন তার হাত থেকে মুক্তি পাবো। যেখানেই যাই সেখানেই তার শুভাকাংখী, পরিচিত বন্ধু, সহপাঠী। যার সাথে দেখা তার সাথে আলাপ আর আড্ডা। এক ঘন্টা সময় নিলে ধরে নিতাম ঘন্টা তিনেক সময় লাগবে। এভাবে প্রতিটি সেক্টরে মানুষের কত আপন ছিলেন তিনি। কম্পিউটারে বসে ডিজাইনের কাজ করছি। ভাইজান এসে হাজির। যথারীতি জেরা। জামায়াতে নামাজ পড়েছিস ? মাঝে মাঝে এশার জামায়াত মিস করার কারণে রাগ করতেন। এভাবে উৎসাহ, উদ্দীপনা আর প্রফুল্ল মন নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন তিনি খানজাহানের খুলনায়।

তাঁর মনোমুগ্ধকর এবং আকর্ষণীয় হাতের লেখা দেখে আফসোস করতাম। কিন্তু সফলও হয়েছিলাম। তৎকালীন খুলনা মহানগরী সেক্রেটারী অছিয়ার রহমান মন্টু (বর্তমানে মুসলিম এইড বাংলাদেশে চাকুরী করেন) ভাইকে বললাম, ভাইজানের মত হাতের লেখা শিখেছি। মন্টু ভাই আমাকে বললেন, বেলাল ভাই শুধু হাতের লেখা নয় আজান, আবৃত্তি, ইসলামী গান, খেলাধুলা, বক্তৃতা, উপস্থিত বুদ্ধি, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা, মোটরসাইকেল চালনা সবকিছুতেই তিনি পারদর্শী ছিলেন। আমার চোখে এমন বহুমুখী প্রতিভার মানুষ আমি আর দেখিনি।

ডেটলাইন ৫-১২ই ফেব্রুয়ারি '০৫

দিনটি ছিল হরতাল। কলেজ থেকে বাড়ী এসে দেখি খাওয়ার টেবিলে ভাইজান। সাথে তার জুনিয়র রাজ্জাক রানা (সাংবাদিক)। ভাইজান আমাকে বললেন, আয় এক সাথে খেয়ে নিই। আগে থেকেই রান্নার আইটেম বেশী হলে সব সময় তিনি খুব খুশী হতেন। তিন জন একত্রে বসে খুব ধুমধামের সঙ্গে খাওয়-দাওয়া শেষ করলাম। আমার শ্বশুর বাড়ী রূপসা নদীর ওপারে হওয়ায় আমি ভাইজানকে বললাম, আজ আমি ওপারে যাব।

www.pathagar.com

এই বলে বের হলাম। রাত ৯.৩০ মিঃ শ্বশুর বাড়ী পৌঁছানোর পর হঠাৎ মোবাইলে রিং। বড় বোনের ছেলে মাসুম বললো, সেঝ মামা-বড় মামা প্রেসক্লাবের কাছে এক্সিডেন্ট করেছে তাড়াতাড়ি খুলনা হাসপাতালে চলে আসেন। আল্লাহর উপর ভরসা করে হাসপাতাল গেটে গিয়ে দেখি ভাবীও নামলেন। হাসপাতালের বারান্দা দিয়ে OT রুমে যাচ্ছি, ভাবীও আমাদের সাথে। হঠাৎ এক মহিলা আমাদের সাথে হাটছিল। উনি বললেন, রোগী আপনাদের কি হয়? অবস্থার খানিকটা বর্ণনা দেয়ার পর পরিবেশ বুঝে বললেন, কিছু হবেনা দোয়া করেন। তখন আর কিছু বুঝতে বাকী রইল না। OT-র বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিছু সময় পর খবর। ইনশাআল্লাহ ভাল হয়ে যাবে। পরক্ষণেই আবার কেউ কেউ বললেন, ডাক্তাররা প্রাণপন চেষ্টা চালাচ্ছেন। মনটা কেমন যেন উতালা হয়ে উঠলো। বুক ফাটা কান্না, চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় পানি সব কিছুকে সংবরণ করে নিয়ে মাঝে মাঝে মোবাইল করার ভান করে পাশে গিয়ে খানিকটা কেঁদে বুক হাল্কা করে নিলাম। যে হাসপাতালে তাঁর মোবাইল আর চিঠি নিয়ে কত অসহায় লোক ফ্রি চিকিৎসা করেছে আজ তাকে বাঁচানোর জন্য ডাক্তারদের প্রাণপন চেষ্টা। এভাবে ইনটেনসিভ রুমের পাশে বসে মনের অজান্তে কত কথা, কত প্রশ্ন, কত স্বপ্ন সবকিছু যেন এলোমেলো হতে লাগলো- আব্বা-আম্মা কি করে বাঁচবে, ভাবীর কি হবে? পরওয়ার ভাই কি করবেন? ভাগ্নে-ভাগ্নীরা কাকে দেখে প্রেরণা পাবে ? দুলাভাই আর বোনেরা কার সাথে পরামর্শ করবে। সাংবাদিক জগতে আর কেউ কি পাবে এমন ব্যক্তিকে? প্রশাসনে কে যোগাযোগ করবে? এভাবে হাজারো প্রশ্নে বিদ্ধ হতে লাগল প্রতিটা সেকেণ্ড। প্রশ্ন আর উত্তর খুঁজতে খুঁজতে রাত কেটে গেল। সকাল হতে না হতেই বেলাল ভক্তদের ভীড়ে হাসপাতাল চত্বর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সবারই দাবী প্রাণের ভাইকে বাঁচানোর জন্য উন্নত চিকিৎসা দিতে হবে। প্রয়োজনে ঢাকায় তা না হলে বিদেশে পাঠাতে হবে। ডাক্তারদের পরামর্শ মতে উন্নত চিকিৎসার জন্য CMH এ পাঠানো হল।

৬ থেকে ৯ তাং পর্যন্ত প্রতিটা দিন যেন সেকেন্ডের মত মনে হলো। ছোট ভাই রব্বানী ঢাকাতে থাকায় তার কাছে সবসময় CMH-এর খোঁজ খবর নিতাম। ভাইজান কেমন আছে। ও সব সময় বলতো, দোয়া কর সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ। দিন যায় রাত আসে- রাত যায় দিন আসে। কখন ভাইজান আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন এই প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে থাকলাম। ১০ তারিখ রাত ৮টার দিকে খুলনা মহানগরী জামায়াত অফিসে বসে মহানগর সেক্রেটারী কালাম ভাইয়ের সাথে কথা বলছি। পাশে সাংবাদিক এরশাদ ভাই, হাসান মোল্লা, মেঝভাই বোরহান, এবং আমার ভায়রা পলাশ। হঠাৎ কালাম ভাইয়ের মোবাইলে রিং- সেকেণ্ডের মধ্যেই পরিবেশ ভারী হয়ে উঠলো। কালাম ভাইকে বললাম কি হয়েছে বলুন। আমরা সব কিছুর জন্য প্রস্তুত রয়েছি। কালাম ভাই বললেন, বেলাল ভাইয়ের pulse পাওয়া যাচ্ছে না। খবর শুনে মেঝ ভাই হু হু করে কেঁদে উঠলো। অফিসে উপস্থিত তৎক্ষণাত সবাইকে নিয়ে ভাইজানের সুস্থ্যতার জন্য

www.pathagar.com

হৃদয় বিদারক দোয়া করা হলো। দেরী না করে আমি মেঝ ভাইকে নিয়ে স্কুটারে করে বাড়ী এসে দেখি পাড়াপ্রতিবেশী এবং মহিলারা সবাই দোয়া করছে। রাত ১১ টার দিকে মুজাহিদের সাথে মোবাইলে কথা বলতেই ও বললো-আপনার আব্বা-আম্মাকে CMH এ আনার জন্য গাড়ী চলে গেছে। দোয়া করেন। খবর শোনা মাত্রই হু হু করে কেঁদে উঠলাম। ওরে ভাইজান আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন? আমি কি করবো। কান্নার আওয়াজে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে ঘটনা শুনে প্রাণভরে আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে দোয়া চাইলেন। এভাবে কিয়ামতের মহাপ্রলয়ের মত পার হলো ১০ তারিখ রাত।

১১ তারিখ সকালে চারিদিক থেকে মোবাইল আর টেলিফোনে কান্নার আওয়াজ। বেলালের কি অবস্থা? সবার চোখে পানি। কেউ গোপনে, কেউ প্রকাশ্যে, কেউ নীরবে, কেউ হাউমাউ করে কেঁদে বাড়ীর পরিবেশকে ভারী করে তুললো। ততক্ষণে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে ভাইজান চলে গেছেন মহান প্রভুর সান্নিধ্যে। ওদিকে আম্মা ও আব্বা ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে দুপুর ২ টার মধ্যে বাড়ী পৌছালেন। আব্বার হাতে ব্যান্ডেজ দেখলাম। আম্মাকে তখনও দেখিনি। বাড়ীর ছবেদা তলায় বসে পরামর্শ হলো আব্বাকে ভাইজানের ঘটনা জানানো হোক। আব্বা শোনা মাত্রই মেনে নিয়ে বললেন, আমি আল্লাহর ফয়সালা মেনে নিলাম। কিন্তু তোমার মাকে কি বলবা? তাঁকে তো বাঁচানো যাবে না। আম্মা বাড়ীতে প্রবেশ করা মাত্রই এত লোক দেখে ভাবলেন হয়তবা আমি হজ্ব থেকে এসেছি সে জন্য এতলোক আর বেলাল আহত হয়েছে তার জন্য দোয়া হবে তাই এত লোক। কিন্তু ততক্ষণেই তার উপর ভরসা করতে বললাম। এর মধ্যে আমার স্ত্রী সাহারা পারভীন আমাকে এসে বললেন, তোমাকে আম্মা ডাকছে। তুমি আম্মার কাছে এসে ঘটনা বল। তা না হলে পরে সহ্য করা কঠিন হবে। ঈমানের বিরাট পরীক্ষা নিয়ে আম্মার কাছে গিয়ে কপালে চুমু খেয়ে বললাম আম্মা কি হয়েছে? এইতো আমি।

আম্মা বললেন, আমার বাজান বিলালের খবর কি? ও কি সুস্থ্য আছে? আল্লাহর উপর ভরসা করে বললাম, আম্মা ভাইজান শহীদ হয়েছেন। আপনি কি রাজী? আপনার সাথে জান্নাতের সিঁড়িতে গিয়ে দেখা হবে। এ কথা শোনা মাত্রই চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ পর আবার চোখ খুলে বললেন। আমার বাজান কই? বিলাল কি চলে গেছে? ও বাজান! আমি এখন কি করবো। আমাকে গলা জড়িয়ে বলতে লাগলো, দোহা আমি বাজানের জন্য অনেক কষ্ট করে কালো পাথর কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি। ওর গায়ের রং কালো বলে আমি ওর জন্য উজ্জল রংয়ের একটি জোব্বা নিয়ে এসেছি। এগুলো কাকে পরাবো। কথাগুলো বলতে বলতে বার বার মুর্ছা যাচ্ছিলেন। কত কষ্ট করে হজ্ব করে আসছি। তারপর এত বিপদ। আল্লাহ আমাকে কি পরীক্ষা করছেন? জানিনা। আমি আম্মার কাছে বসে বিভিন্ন সাহাবী, ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন শহীদদের কাহিনী শোনাতে লাগলাম। বিভিন্ন শহীদের স্মৃতিচারণ করে আম্মাকে বললাম। আপনি শহীদের মা। খুশী হয়েছেন তো? আম্মা বললেন, আমি খুশী। তবে আমার সোনাপাখিটাকে একটু এনে দাও।

www.pathagar.com

প্রতিদিন কাজকর্ম সেরে ভাইজান যখন বাড়ীতে আসতেন, ঘুমানোর আগে তিনি প্রায়ই কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করতেন এবং তেলাওয়াত করতেন। নীচতলা থেকে তার সুমধুর তেলাওয়াত শুনে হৃদয় জুড়ে যেত। বাইরে থেকে এসে উপরে ওঠার সময় আমাদের বাড়ীর সিঁড়ি ঘরে ঢোকা মাত্রই শুরু করতেন ইসলামী সংগীত। মাঝে মাঝে মোটর সাইকেলে যখন একা একা রাতে বাড়ীতে আসতেন তখন তার প্রিয় ইসলামী সংগীত গাইতে গাইতে আসতেন। প্রেসক্লাবে যখন আমি যেতাম তখন নিজেকে খুবই স্বাধীন মনে হতো। ক্লাবের পিয়ন থেকে শুরু করে সহকর্মীরা বেলালের ভাই পরিচয় দিলে আপন করে নিত।

ভাইজান ছিলেন অত্যন্ত রুচীশীল। তার পরনের জামাকাপড় দামে সস্তা হলেও কেউ মনে করত না এটা কম দাম। যে পোশাকটি তিনি পরতেন সেটিই তাকে মানাত। ভাইজানের একটি দিক আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করে তা হলো যখনই কোন বিষয়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুলতেন তখনই তার চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় পানি চলে আসত। আমাদের পারিবারিক যে-কোন বিষয় আমরা তার উপর ছেড়ে দিতাম। তিনি যে সিদ্ধান্তটা দিতেন সেটাকে আমরা কল্যাণকর মনে করতাম। যে-কোন বিষয় আমার আব্বা বলতেন বেলাল যেটা বলবে সেটাই ঠিক।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ভাইজানের জীবনী লিখে শেষ করা যাবে না। আজকে ভাইজান নেই। যখনই বাড়ী থেকে বের হই তখন দেওয়ালে লাগানো প্রতিটা পোস্টার যেন তাকিয়ে ডাকে। জীবিত বেলাল থেকে শহীদ বেলাল যেন এখন শক্তিশালী। তার গাওয়া প্রিয় গানের সেই শহীদ হাসানুল বান্নাহ, সাইয়্যেদ কুতুব আর মালেক ভাইয়ের ঠিকানায় আল্লাহ তাঁকে যেন পৌঁছে দেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে সেই দোয়াই করি। আমিন।

লেখক ঃ শহীদ বেলালের ভাই, অধ্যাপক রায়ের মহল কলেজ, খুলনা।

www.pathagar.com

শাহাদাৎ ছিল কাম্য যার

শেখ কুতুব উদ্দিন রব্বানী

'কুল্লু নাফসিন যা ইকাতিল মাউত' সকল প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। ঐ বাণীটার দিকে তাকালে সকল কিছু যেন নীরব হয়ে যায়। গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২ তারিখ সকালে খাবার টেবিলে বসে খাচ্ছিলাম, কথা প্রসঙ্গে বলে ফেললাম ভাইজান আমি কিন্তু ২:৫০ মিঃ ঢাকায় যাচ্ছি। এই খবর শুনে উনি (ভাইজান) আমাকে ধমক দিলেন। আমি মনে মনে একটু কানলাম। তারপর বললাম তাহলে টিকেটটি ফেরত দিয়ে আসি? উনি বললেন, না তুই যা ঢাকায় আমি ৫ তারিখ আসব। যাওয়ার সময় অনেক কিছু সাথে নিলাম। ঢাকায় বোনের মেয়ে ও ছেলেরা বলল, মামা তুমি কিন্তু কোরবানীর গোস্ত নিয়ে আসবা। কিন্তু অনেক কষ্ট করেও ফ্রিজ থেকে গোস্ত বের করতে পারলাম না। উনি (ভাইজান) বললেন যে, ঠিক আছে আমি তো যাব ৫ তারিখে ঐ দিন সঙ্গে করে নিয়ে যাব। কারণ ৫ তারিখ রাত ১১:৩০ মিঃ আব্বা-আম্মা হজ্ব থেকে ঢাকায় আসবে। জানুয়ারির ০৮/০১/০৫ ইং তারিখ এয়ার পোর্টে শেষ বিদায় জানানোর জন্য সকল আত্মীয় স্বজন সহ আমিও এয়ারপোর্টে গেলাম। সবার সাথে মোছাফা ও কোলাকুলি সেরে নিলাম। ভাইজানকে দেখলাম আম্মাকে জড়িয়ে ধরলেন অনেক সময়। মনে হল জীবনের শেষ সাক্ষাত আল্লাহ তাআলা ওখানেই লিখে রাখলেন। সাথে ছিলেন গোলাম পরওয়ার ভাই। উনি ভাইজানকে নিয়ে এয়ারপোর্টের মধ্যে ঢুকলেন, বিভিন্ন ডেক্সে, ইমিগ্রেশন, ভি-আই-পি রুমে ও রানওয়েতে গেলেন, এমনকি যেখানে যাত্রী ছাড়া কাউকে যেতে দেওয়া হয় না সেখানেও ভাইজানকে নিলেন। তারপর বিমানের সিড়িতে উঠিয়ে দিয়ে বের হয়ে আসেন ভাইজান।

৫ তারিখ রাত পৌনে নয়টায় আমি জুনায়েদ, সাব্বির, মামুন ও সাম্মা ঢাকার বাসায় বসে গল্প করছিলাম। হঠাৎ মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল, রিসিভ করতে যেয়ে মনিটরে দেখি ভাইজানের নাম্বার, দেখে খুশি হলাম। মনে হল যেন, ঢাকায় এমপি হোস্টেল অথবা টি এন্ড টি কলোনীর মাহি ভাইদের বাসায় চলে আসছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভাইজান আপনি কোথায়? ভাইজান বললেন, আমি খুলনা প্রেসক্লাবে। তখন আমি চমকে গেলাম। একটু রাগ করে বললাম রাত ১১:৩০ মিঃ-এ আব্বা-আম্মার ফ্লাইট। ভাইজান সান্ত্বনা দিয়ে বললেন আমার, অনেক কাজ বেঁধে গেছে। আসতে পারবো না। তুই এয়ারপোর্টে গিয়ে নিয়ে আয়। সেদিন ছিল হরতাল। কেউ গাড়ী নিতে রাজী হয়নি। ভাইজান খুলনায় বসে আদ্-দ্বীন হাসপাতালের গাড়ী ঠিক করে দিলেন। ৯:৩০ মিঃ ডাইনিং এ বসে খাচ্ছিলাম। এর মধ্যে ফোন বেজে উঠল। ফোন রিসিভ করে পরিচয় দিল আমি জোনায়েদের বন্ধু 'ইশারায়'! সে আমাকে বললে যে, বড় মামা কোথায়, কেমন, কি অবস্থায় আছে আপনি জানেন ? আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। থালা ভর্তি ভাত যেন আর আমার পেটে ঢুকল না। খুলনায় ফোন করলাম ভাইয়াকে। ও একই কথা

www.pathagar.com

বলল। আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। ভাবলাম সন্ত্রাসীরা আমার ভাইজানকে আক্রমণ করল। কি অপরাধ ছিল? অপরাধ তো কোরানের ঐ আয়াত (ওমা-নাকামু মিনহুম ইল্লা আই-ইউমিনু বিল্লাহিল আজিজিল হামিদ)। তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

অনেক কষ্ট হলেও দেরী না করে বেরিয়ে পড়লাম ওদের সাথে নিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে। কিন্তু বিপদ হলে একই রকম হয়। ওখানে যেয়ে দেখি ফ্লাইট ডিলে হয়েছে। আগামীকাল ২:৩০ মিঃ এ বিমান আসবে। মনের কষ্টে চলে আসলাম বাসায়। রাত যেন চব্বিশ ঘন্টার মত। মনে হল এখনই খুলনায় রওয়ানা হই। পরওয়ার ভাইয়ের সাথে কথা বললাম। উনি বললেন, খুলনায় আসা দরকার নাই। কাল ১১:৩০ মিঃ এ ভাইজানকে ঢাকায় হেলিকপ্টারযোগে CMH হাসপাতালে পাঠানো হবে। শুনে অনেকটা ভাল লাগল। আমি শুনে খুব খুশি হলাম। খুলনার হাসপাতালে যেন তিল ধারণের ঠাঁই নেই। ইসলামী আন্দোলনের সাথীরা যেন ভাইজানের জীবনের জন্য কারোর চোখ, হাত, পা কেউবা জীবন দিতেও প্রস্তুত। পরের দিন যে সময়ে ভাইজান ঢাকায় অবতরণ করলেন ঠিক সেই সময় আব্বা-আম্মা, দুলাভাই ও আপা এয়ারপোর্টে আসবেন। ভাবলাম বহুলোক থাকবে CMH হাসপাতালে। তার থেকে বরং এয়ারপোর্টে যাই। আমি জোনায়েদ এবং ছাব্বিরকে নিয়ে চলে গেলাম এয়ারপোর্টে। আমি ওদেরকে বললাম সবাইকে কিন্তু হাসতে হবে। ওনারা যেন বুঝতে না পারেন যে আমাদের কি হয়েছে। রীতিমত ২:৩০ মিঃ বিমান ল্যান্ড করল। দাঁড়িয়ে থাকলাম চাতক পাখির মত। অনেক সময় পরে দেখি সাদা কাপড়ে শ্রদ্ধেয় আব্বা, আম্মা, দুলাভাই ও আপা বের হলেন। সবার চোখে যেন বাইতুল্লাহর ছবি ও মদিনার ধুলাবালি মেখে এলেন নিজ মাতৃভূমিতে। গাড়িটা এনে সবাইকে উঠালাম। পিছনে আম্মার কাছে বসলাম। বিমানে দেওয়া অনেক নাস্তা ফলমূল খেতে লাগলাম আমরা। বাসায় এসে আম্মা বললেন, বেলাল কৈ? কি বলে বুঝ দিব কিছুই বুঝতে পারলাম না। বললাম যে, খুলনায় একটু ব্যস্ত আছে। আমাকে উনি ঢাকায় পাঠায়। কিন্তু মায়ের মনতো! বার বারই বলছে ও তো একটু ফোন করতে পারতো। অনেক কিছু বলে আম্মাকে বোঝালাম।

কবির ভাষায় 'সন্তানের যদি কিছু হয়, পশু-পাখি না জানে, আগে জানে মায়'।

পরের দিন CMH হাসপাতালে মাহি ভাই আমি ও মামুনকে নিয়ে গেলাম। ভাবীর সাথে কথা বললাম, দেখলাম উনি খুব শক্ত আছে, ভেঙ্গে পড়ে নাই। কারণ তিনি ইসলামী আন্দোলনের একজন মর্দ্দে মোজাহিদের স্ত্রী। হাসপাতালে যেয়ে দেখি খুলনা মহানগরীর শিবিরের সেক্রেটারী পিকু ভাই ও ইলিয়াস ভাই আমাকে দেখে ওনারা খুব খুশী হলেন। যেন নিকটাত্মীয়ের মধ্যে রব্বানী শুধু একা। ওনারা পাশের গাড়ীতে কথা বলছেন শিল্প মন্ত্রীর স্ত্রীর সাথে। দূর থেকে আমাকে দেখে বলল যে, ঐ তো বেলাল ভাইয়ের ছোট ভাই। আমাকে উনি ডেকে অনেক প্রশ্ন করলেন এবং আমি সে মতে উত্তর দিলাম। আমি প্রতিদিন ভোরে যাই হাসপাতালে, আর রাত ১১:০০ টায় বাসায় ফিরি। বাংলাদেশের

www.pathagar.com

সকল সেক্টরের লোক আসতে শুরু করে CMH হাসপাতালে। হয়তো আমাকে ভাইজান আগে সবার সাথে পরিচয় করে দেবার সুযোগ হয়নি, তাই আল্লাহ আমাকে পরিচয়ের সুযোগ করে দিলেন। ICU রুমে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। গ্লাসের বাইরে থেকে দেখতে হয়। ১০ তারিখ বিকাল বেলায় ডাক্তাররা বললেন, আজকের রাত একটা টার্নিং পয়েন্ট; আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকেন। খবর শুনে সবাই চলে এলেন দোয়ার আসরে। CMH হাসপাতালে ওয়েটিং রুম ভরে গেল মুহূর্তের মধ্যে। মোনাজাত পরিচালনা করেন আমার শ্রদ্ধেয় প্রিয় ভাই 'মতিউর রহমান মল্লিক'। দুনিয়াতে যদি জান্নাতি লোক দেখতে চাই মল্লিক ভাই তাদের মধ্যে একজন। উনি যখন দোয়া করতে লাগলেন মনে হল যেন আসমান হতে কে যেন কথা বলছে। পরওয়ার ভাই সহ সকলের কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী হয়ে গেল হাসপাতাল। দোয়া শেষে সবাই চলে গেলেন। রাত ১২ টার দিকে মোহতারাম কামারুজ্জামান ভাই, সৈয়দ আব্দুল্লা মোঃ তাহের, আবুল আসাদ, রুহুল কুদ্দুস, আব্দুস সাত্তার এমপি সবাই এসে দেখে চলে গেলেন। সারা রাত মনির, সাইফুল্লাহ, মন্টু, মামুন আর আমি বসে থাকলাম। সকালে CMH এ আসতে শুরু করেন ভাইজানের শুভাকাঙ্খীরা। ভাগ্নেদের মধ্যে জোনায়েদ ছিল ভাইজানের খুব প্রিয় সে ICU রুমে দেখে এসে বলল ছোট মামা বড় মামার অবস্থা খুব খারাপ। মনিটরে ইকোলাইজারে কোন কাজ করছে না বলে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ফেটে পড়ে। শিবিরের সাবেক খুলনা মহানগরী সেক্রেটারী মন্টু ভাই আমাকে কুরআনের সেই আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছিলেন ছোট ভাই তুমি কাঁদবে না। কারণ তুমি ইসলামী আন্দোলন কর আমি জানি। কিন্তু দুনিয়ার সকল কাজ কর্ম থেকে আল্লাহর কাছে তাঁর প্রিয় বান্দার জীবন ছিল অধিক প্রিয়। সকলের মায়া ত্যাগ করে হাজারো আত্মীয় স্বজনদের ছেড়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে আমার শ্রদ্ধেয় প্রিয় ভাই নির্ভীক সাংবাদিক শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিন চলে গেলেন ওপারের বাড়ীতে। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নালিল্লাহি রাজিউন) মুহূর্তের মধ্যে সারা দেশ-বিদেশে খবর ছড়িয়ে পড়ল। বাইতুল মোকাররমে প্রথম জানাজা নামাজ, খুলনা সার্কিট হাউজ ময়দানে দ্বিতীয় জানাজা এবং শেষ জানাজা নামাজ নিজ বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়। আমার চোখে কোন জানাজা নামাজে এত লোকের উপস্থিতি কখনো দেখিনি। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান সবার কান্নায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রতিদিন শত শত থেকে লোক এসে ভাইজানের কবর জিয়ারত করতে থাকে। বাড়ীর পূর্ব পাশে চির নিদ্রায় শায়িত আছে কিন্তু মনে হচ্ছে ভাইজান শহীদ হয়ে আমাদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

লেখক ঃ শহীদ বেলালের কনিষ্ঠ ভাই।

www.pathagar.com

ফেরারী স্মৃতি

এম. জায়েদ আলী

"শেখ বেলাল উদ্দীন" আমার বড় মামা। "মা" অতি ভালবাসার একটি শব্দ। শব্দ দুটিকে একত্র করলে ভালবাসার যে তীব্রতা বৃদ্ধি পায় ঠিক ততটুকু নয় বরং তার চেয়েও অনেক বেশী ভালবাসতাম বড় মামাকে। আমার মনের মনি কোঠায় হৃদয়ের স্বরলিপি দিয়ে যে নামটি স্বর্ণাক্ষরে বাঁধাই করা আছে এবং থাকবে তা হল "শেখ বেলাল উদ্দীন"। যাকে আমি আমার পিতার সমকক্ষ একজন অভিভাবকের মর্যাদায় রেখেছিলাম। ছোট বেলা থেকেই শাসনের ভয়ে তাঁর সামনে যেতে ভয় করতাম। তিনি আমাদের চিৎকার করে ধমক দিতেন ঠিকই কিন্তু তাঁর প্রতিটি ধমকেই যেন ছিল বিরল ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। বড় মামা এতটাই হাসি-খুশি এবং উৎফুল্ল থাকতেন যে মনে হত তাঁর মুখের সুন্দর হাসি দেখে সন্তান হারা কোন মায়ের হৃদয়ও পরিপূর্ণতা লাভ করবে। অবসরের প্রায় অধিকাংশ সময়ই তিনি কাটাতেন ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সাথে অথবা তাদের বয়সী ছেলে মেয়েদের সাথে আড্ডায় মেতে। তাঁর মনে কোন দিন অহংকারের লেশ মাত্র দেখিনি। আমরা ১৬-১৭ বছর বয়সী কিশোররা যখন ক্রিকেট খেলতাম তিনি যে কোন দলের একজন অলরাউন্ডার হয়ে আমাদের সাথে খেলতেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর ছিল দক্ষ পারদর্শিতা। ভাগ্নে-ভাগ্নীদের মধ্যে যে লেখা পড়া এবং সাংগঠনিক দিক থেকে ভাল করত সেই ছিল বড় মামার সবচেয়ে প্রিয়ভাজন। বড় মামা ছিলেন নিঃসন্তান। এজন্যই হয়তবা ভাগ্নে-ভাগ্নীদের একমাত্র ভাইঝি "মেহজাবিন" কে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতেন।

আব্বু, আম্মু, বড় ভাই, আমি এবং ছোট বোনকে নিয়ে আমাদের পরিবার। এই পরিবারের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভূমিকা রাখতেন বড় মামা। যেমন কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আব্বু সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন, তখনই বড় মামাকে ডাকা হল এবং সাথে সাথেই ঐ সমস্যার সুন্দর এবং সঠিক সমাধান হয়ে যেত। এভাবে সকল সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদে সাথে পেয়েছি বড় মামাকে। ৪ মামা ৪ খালার সবার পরিবারের সকল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করে দিতেন বড় মামা এক নিমিষেই। তাঁর অতিরিক্ত ভালবাসা এবং স্নেহ মমতার প্রমাণ পাই অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে। একটি ঘটনা বলি, ২০০২ সালে আমাদের পরিবার খুলনা থেকে বদলি হয়ে রাজশাহী চলে যায়। তার পর থেকে প্রতি বছরই খুলনা তথা নানাবাড়ি ঈদ করতে যেতাম। ২০০৩ সালের রমজানের ঈদকে সামনে রেখে ২৭ রমজান খুলনা রওনা হলাম আমি, বড় ভাই জুনায়েদ, আম্মু আর ছোট বোন জুবাইদা। বড় মামা ফোন করে বললেন যে, আমরা খুলনা পৌঁছালে আমাদের রিসিভ করবে ছোট মামা। ট্রেন সাধারণত খুলনা পৌঁছে রাত ১০টায়। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে সেদিন ট্রেন খুলনায় পৌছালো রাত ১.৩০ মিনিটে। এমনিতেই রমজান মাস তার উপর মধ্যরাত। ট্রেন পৌঁছার পর দেখি বড় মামা প্লাটফর্মে দাড়িয়ে আছে।

www.pathagar.com

আমাদের দেখে তার সেই সুন্দর হাসিটি দিয়ে সালাম দিলেন। বড় মামা এমনিতেই সারা দিন পরিশ্রম করে ক্লান্ত থাকেন। তারপরও অত রাত অবধি আমাদের রিসিভ করার জন্য প্লাটফর্মে দাড়িয়ে ছিলেন। আমরা পরিচিত এক ভ্যানে উঠে রওনা হলাম নানা বাড়ির উদ্দেশ্যে। স্টেশন থেকে নানা বাড়ির দূরত্ব ৮/৯ কিলোমিটার। ভ্যান আস্তে আস্তে চলছিল। তার পিছনে ভ্যানের গতিতেই বড় মামা মটর সাইকেল চালাচ্ছিলেন আর খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন পড়াশোনার। এভাবে পিছু পিছু মটর সাইকেলে করে গার্ড দিয়ে আমাদের সাথে নিয়ে নানা বাড়ি পৌঁছলেন।

আগেই বলেছি যে, মামার কোন সন্তান ছিল না। তাই মেঝ মামার ৫ বছর বয়সী মেয়ে অর্থাৎ আমার একমাত্র মামাতো বোন মেহজাবিন-কে নিজের সন্তানের মতই দেখতেন। মেহজাবিনও বড় মামার অফুরন্ত, অকৃত্রিম স্নেহ পেয়ে ভুলে যেত সব কিছু। বড় চাচ্চু বলে মেহজাবিন ডাকত মামাকে। মামাও মেহজাবিনকে স্নেহের সুরে ডাকতো 'বড় চাচ্চু' বলে।

আল্লাহর নির্দেশে বড় মামা শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে পাড়ি জমালেন পরপারের উদ্দেশ্যে। আমি মেহজাবিনকে বলেছিলাম, 'আপুনি তোর বড় চাচ্চু কোথায় বলত?' ও বলল 'মরে গেছে।' ছোট্ট শিশু কিছুই বুঝেনা। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখে অজস্র মানুষের সমাগম। আমি ওকে বললাম, ''মাজিন তোর চাচা যে আর কোনদিন ফিরে আসবে না, তোকে আর বড় চাচ্চু বলে ডাকবে না। তোকে কাঁধে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে না। তুই কার কাছে দৌড়ে গিয়ে কোলে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে থাকবি। কে তোকে সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় কিনে দেবে?" এর উত্তরে মেহজাবিনের কাছে পেয়েছি নির্বাক চাহনি। হারানোর বেদনা মেহজাবিন সেদিন বুঝেনি। ওর চোখের নির্বাক চাহনি সেদিন কান্নাকেও হার মানিয়েছিলো। আমি ওকে বলেছিলাম, তুই জানিসনা মাজিন তুই কি হারিয়েছিস। এই হারানোর বেদনা যে কেউই বুঝতে পারবেনা।

আজ মামা নেই। কিন্তু তাঁর প্রতিটি মূহুর্তই যেন চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ছবেদা গাছের নিচে সেই খেলার মাঠের স্মৃতি, মসজিদের সামনে আড্ডার সময় বড় মামার ধমক, রেজাল্ট ভালো করার পর বড় মামার পক্ষ থেকে পুরস্কার, সাংগঠনিক মানোন্নয়নের জন্য বড় মামার আলটিমেটাম, মানোন্নয়নের পর অকৃত্রিম ভালবাসা আর স্নেহের নিদর্শন সবই যেন 'ফেরারী স্মৃতি হয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ, "ইয়া আল্লাহ যে মানুষটি তোমার দ্বীন কায়েমের জন্য সারাটি জীবন কাটিয়ে দিল, তোমার দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে কলম উঠতে যার হৃদয় কাঁপেনি, তোমার দ্বীনের প্রদীপ জ্বালানোর জন্য, দ্বীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে চলত তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ এবং তোমারই দ্বীনকে কায়েম করতে গিয়েই তাঁর জীবনকে বিলিয়ে দিল। তাঁকে তুমি শহীদের মর্যাদা দিয়োগো প্রভূ। তাঁর জীবনের বিনিময়ে তুমি তাঁকে দান কর চির সুখের স্থান- 'জান্নাতুল ফেরদৌস"।

লেখক ঃ শহীদ বেলালের স্নেহধন্য ভাগ্নে।

www.pathagar.com

বেহেশ্তি বেলাল

সাইয়্যেদা লামিয়া সিদ্দিকাহ্

খুলনা শহরের রায়ের মহল গ্রামে আল্লাহর দান মঞ্জিল বাড়িতে একটি সুসজ্জিত বাগান গড়ে উঠেছিল। এই বাগানের সব থেকে সুন্দর আকর্ষনীয় রঙ্গীন গোলাপটি ঝড়ে পড়ে গেল চির দিনের জন্য। শত শত গোলাপ এ বাগানে ফুটন্ত অবস্থায় স্থান নিলেও ঝরে পড়া গোলাপটি আর কোনদিনই ফুটবে না, স্থান নিবে না আর কোন দিনই রায়ের মহলের সুসজ্জিত সেই বাগানে। শেখ বেলাল উদ্দিন নামক এ গোলাপটি বেশী আকর্ষণীয় ছিল বলে গাছটি বেশী দিন ধরে রাখতে ব্যর্থ হল তাকে। অচিরেই ঝরে গেল ডাল থেকে। এ গোলাপের সাথে সাথে বাগানটিও নিস্তেজ হয়ে গেছে, নিস্তেজ হয়ে গেছে চির জীবনের জন্য। শেখ বেলাল উদ্দিন আমার বড় মামা। ৯ ভাই-বোনের মধ্যে সবার বড়। তিনি ছিলেন সবার অভিভাবক। বড় মামার কোন ছেলে মেয়ে ছিল না। কিন্তু আবার অনেক ছেলে মেয়ে ছিল আমরা ভাগ্নে-ভাগ্নী দিয়ে মোট ১৭ জন এবং ১ জন ভাইঝি মিলে মোট ১৮ জন ছিলাম। বড় মামার ছেলে-মেয়ে। কোন বাবা ছাড়া আর কেউ সে বাবার মত মায়া, মমতা, সোহাগ আর ভালবাসা দিয়ে বাবার সম করে ভালবাসতে পারে তা একমাত্র বড় মামার মাধ্যমেই অনুধাবন করতে পেরেছি। আমাদের প্রতি মামার এত ভালবাসা ছিল অল্প দিনের জন্য। তাইতো মামা আমাদের কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে ভালবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গেছেন ওপারে। আমাদের প্রতি মামার এত ভালবাসা আমি আর কোন মামা ভাগ্নে-ভাগ্নীদের মধ্যে দেখিনি। তিনি সংগঠনের সকল ভাই বোনদের ছেলেমেয়েদেরকেও আপন করে ভালবাসতেন।

মামার সাথে আমি ঃ

মামাকে আমি যতদূর দেখেছি ও তার সাথে মিশেছি তার মত সর্বগুণের অধিকারী আমি আর কাউকেও দেখি নি। ছোট থাকতে নানু বাড়ি গেলেই আগে কোলে নিত, আর বলত, কত দিনের সফরে আইছিস। বাড়িতে কোন ছোট বাচ্চা না থাকায় আমরা গেলে খুব খুশী হত। একবার আমি ৭/৮ বছর বয়সে অনেকগুলি রোযা রেখেছিলাম। তাই বড় মামা আমার ১ কপি ছবি সহ সংগ্রাম পত্রিকায় তুলে দিয়েছিলেন সম্পূর্ণ তার নিজের উদ্যোগে। আমি তখন কবি ফররুখ একাডেমী স্কুলে শিশু শ্রেণীতে পড়ি। একদিন বড় মামা শিল্পী মল্লিক মামাকে নিয়ে ঐ স্কুলে যেয়ে আমাকে আর বড় আপুকে দুইটি গানের বই দিল, মল্লিক মামারই লেখা 'কাঙ্খিত মানযিল' বইয়ের প্রথম গানের দু'টি কলি ছিল,

'কাঙ্খিত মানযিলে যেতে হলে আসবে শত বাঁধা ঝড়

তবুও তুমি সামনে চল রেখো না মনে ভয় ডর'।

তিনি ঝড়ের মাঝে আটকে যাবেন বলেই হয়তোবা সে দিন থেকেই আমাদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এ গানের বইটির মাধ্যমে। আর তার দেখানো আলোর পথে চলতে আদেশ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

এ বছর রোযার ঈদের ২য় দিনে নানু বাড়িতে আমরা সব খালাতো ভাই-বোনরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি। এ অনুষ্ঠানে প্রায় সবারই ভাবভঙ্গী দেখানো হয় ও বলা হয়। বড় মামারও দেখানো হয় তিনি কিভাবে নামায পড়ার কথা বলেন, বড় মামা অনুষ্ঠানে ছিলেননা। পরে গল্প শুনে বলেছিলেন, 'সব ভাগ্নে-ভাগ্নীরা দেখি আমাকে অনুকরণ করা শিখে গেছে'। হ্যা আমরা মামার চরিত্রকে অনুকরণ করতে পারব এবং মামার মতই দ্বীন ইসলামের সঠিক দায়িত্ব ভালভাবে আনজাম দিতে পারব-এ আশা বুকে বেঁধেই মামা খুশি হয়ে সে দিন এ লাইনটি ব্যক্ত করেছিলেন।

কোরবানী ঈদের কিছুদিন আগে হজ্জের উদ্দেশ্যে নানুরা ঢাকায় রওয়ানা দিল। সাথে আমিও ছিলাম। যাওয়ার সময় নানু ও নানার মনে অনেক আনন্দ। তাদের বড় ছেলে কলিজার টুকরা তাদের হজ্জে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু হজ্জ থেকে ফেরা ছিল তার পুরোপুরি বিপরীত। ছেলে হারা ব্যথা নিয়ে ফিরতে হয়েছে তাদের বাড়িতে। ঢাকায় যাবার সময় মামাও গিয়েছিলেন। নানাদের বিমানে তুলে দিয়ে আমাদের নতুন বাসায় গিয়েছিলেন। বাসায় এসে সব ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন আর খুব খুশী হচ্ছিলেন। নতুন বাসায় কোন ঘড়ি ছিল না। তাই একটি দেয়াল ঘড়ি কিনে এনে নিজেই টাঙ্গিয়ে দিলেন। ঐ ঘড়ি এখন সবাইকে কাঁদায়। যতবারই ঘড়ির দিকে চোখ যায় ততবারই হৃদয়ে, ভাবনায় আর স্মৃতিতে বড় মামার স্মৃতিচারণ ভেসে ওঠে। সকালে খাওয়ার সময় টেবিলে বারবার আমাকে খেতে ডাকছিলেন। দুপুরে আমার কাছে ক্রীম চাইলে আমি ক্রীম ও লিপজেল দিলে আমাকে বলল, 'তুই কি ক্রীমের সাথে লিপজেল ফ্রি দিলি'? বড় মামা হাসি ঠাট্টাও খুব করত।

আমরা চলে আসব। বড় মামা তার কাজের জন্য কিছুদিন আমাদের বাসায় থাকবেন। আমরা আসার আগে আমাকে একজোড়া মোজা পরিষ্কার করে দিতে বললেন। আমি পরিষ্কার করে দিলাম। এই আমার বড় মামার শেষ খেদমত করার সৌভাগ্য হয়েছিল।

এরপর থেকে নানু বাড়ি ফোন করলেই বড় মামাই ফোন ধরত। কোরবানী ঈদের আগের দিন রাতে আব্বু-আম্মু নানু বাড়ি গেল। আমি ঐ রাতে ফোন করলে বড় মামাই ফোন ধরেছিল। আমাকে বলল, 'তুই আসলিনা কেন'। আমি যাইনি বলে আম্মুর কাছে আমার জন্য পিঠা পাঠিয়ে দিল। এই ছিল মামার সাথে আমার শেষ কথা টেলিফোনে। এখন আর কেউ-ই এত আন্তরিকতার সাথে পিঠা পাঠাবে না, অন্তর খুলে কেউ-ই আর হয়তোবা কথা বলবে না।

মামার সাথে শেষ দেখা ঃ

এ বছরেরই কোরবানী ঈদের দিন বিকালে আমি ও আমার দাদী গেলাম নানু বাড়ি। আমাদেরকে দেখে অনেক খুশি হয়েছিল। নানুরা এই সময় ছিল হজ্জে। আমার দাদীকে বলল, 'শোনমা আপনি এসেছেন খুব ভাল হয়েছে। আপনি কিন্তু যেতে পারবেন না। এই ঈদে আব্বা-আম্মা নেই তাই আপনিই আমাদের মা ও অভিভাবক'। মামীকে আমাদের রেখে দিতে বলল ও নাস্তা দিতে বলল। সবাইকে আপ্যায়ন করাতে খুব

www.pathagar.com

আন্তরিক এবং খুব আনন্দ পেত। আমার সাথেও অনেক কথা বললেন। পরে আমরা চলে গেছি শুনে একটু কষ্ট পেয়েছিলেন। কেউ আসলে খুব খুশি হতেন আর চলে গেলে কষ্ট পেতেন, মুখটা মলিন হয়ে যেত। কিন্তু তিনি চলে যেয়ে যে আমাদের সকলকে বেজার আর মলিন করে দিয়ে গেছেন চির দিনের জন্য। এক সাগর কষ্টে ভাসিয়ে দিয়ে গেছেন সবাইকে। ঐ দিন একটা সাদা গেঞ্জী, লুঙ্গী ও মোবাইল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সাথে প্রাণ ভরে, মন ভরে কথা বলেছিলো। সে দিনই ছিল মামার সাথে আমার শেষ দেখা এ ধরাতে। শেষ বিদায় দিয়েছিলেন এই দিন। এই স্মৃতিতো আমি কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারছিনা। সেদিন যদি জানতাম তুমি সত্যিই খুব তাড়াতাড়ি চলে যাবে তাহলে তো তোমাকে মন প্রাণ ভরে দেখে নিতাম। তৃষ্ণা মিটিয়ে নিতাম চিরজীবনের। তাহলে আর এই পিপাসা থাকতো না আমার। কিভাবে ভুলব তোমাকে ? আমার চলনে, বলনে, কথায় আর কাজে সব কিছুতেই তো তুমি সদ্য বেঁচে আছো। চিরন্তন মিশে আছো স্মৃতির পাতায়।

আমার মাঝে এখনো মামা ঃ

মামা ঠিকই চলে গেছে ওপারে কিন্তু প্রায়ই মামার সাথে আমার আগের মতই দেখা হয়, কথা হয়। প্রায়ই স্বপ্নের মাঝে আমি মামার কাছে থাকি। এক জায়গায় যায়। একদিন মামা একটা চলন্ত গাড়িতে যাচ্ছেন আর আমি পথে দাঁড়ানো। মামা যাচ্ছেন আর আমাকে জোরে জোরে বলছেন, সব জায়গায় যেয়ে নিজেকে মানিয়ে চলতে হবে। মানিয়ে চলার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এগুলো বলতে বলতে গাড়িটি দূরে মিশে গেল আর দেখা গেল না। এ গাড়িটি হয়তবা শাহাদাতের কাফেলার যাত্রী বহনকারী জান্নাতের গাড়ি। আমাকে এসে বড় মামা যে সব উপদেশ দিয়ে গেছেন সেগুলো মানতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আর একদিন মামা আমাকে তার কাছে যেতে ইশারায় ডাকছিলেন। মামা ও আমি কোন কথা বলি নাই। আমার স্বপ্ন যেন আল্লাহ সত্যিই কবুল করেন। আমি যেন সত্যিই মামার সাথে জান্নাতুল ফেরদাউসে যেতে পারি।

অর্ধ ফুটন্ত গোলাপ শেখ বেলাল উদ্দীনকে নিষ্পাপ একজন শহীদের মর্যাদা দিয়ে বেহেশতী বেলাল হিসেবে আল্লাহ্ তুমি কবুল করে নাও। আমীন॥

লেখিকা ঃ শহীদ বেলালের ভাগ্নি ও স্কুল ছাত্রী।

www.pathagar.com

সহযোদ্ধাদের অনুভূতিতে শেখ কামাল

www.pathagar.com

তোমারে পারিনা ভুলিতে

আ, জ, ম, ওবায়েদুল্লাহ

এক.

শেখ বেলাল।

শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীন।

বাংলাদেশের ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রথম শহীদ, খুলনা সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি, খুলনা মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সদস্য, খুলনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সম্পাদক, খুলনা মহানগরীর সাবেক সভাপতি, সাবেক কৃতি ফুটবলার, গায়ক– শেখ বেলাল উদ্দীন। হাজারো পরিচিতির ভীড়ে সংগ্রাম খুলনা ব্যুরোর, ব্যুরো চীফ আমার প্রিয় ভাই, বন্ধু ও সহকর্মী শেখ বেলালুদ্দিনের সদা হাস্যোজ্জল চেহারাটা যেনো হারিয়ে যাচ্ছে। বেলাল ভাই, বয়রার আবাল-বৃদ্ধ বণিতার প্রিয় মুখ, সুখ-দুঃখের সঙ্গী বেলাল। অশীতিপর বৃদ্ধ বাবা-মায়ের বুকের ধন বেলাল তাদের পিছনে রেখে চলে গেছেন। চলে গেছেন এক নারীর প্রায় দুই দশকের ভালবাসার সমস্ত বন্ধনকে পশ্চাতে ঠেলে। বারবার চেষ্টা করি। বারবার ব্যর্থ হই। বারবার মনের গভীরে হু-হু করে কান্নার সুর বেজে ওঠে। কেন যেনো তাকে ভুলতে পারিনা। বারবার চোখে ভেসে ওঠে এক চির তরুণ, উদ্দীপ্ত মানুষের মুখচ্ছবি, শেখ বেলালের হাসিমাখা মুখখানা।

দুই.

প্রথম দেখা ..... শেষ দেখা

১৯৭৯ সালে ঢাকার ইডেন হোটেলে একটি সম্মেলনে খুলনা থেকে আগত একজন একহারা পেটানো শরীরের যুবকের সাথে দেখা হয়। মতিউর রহমান মল্লিক ভাইয়ের সাথে তাঁর খুব বন্ধুত্ব ও ভাব। সম্মেলনের এক পর্যায়ে একটি গান শুনলাম তাঁর কণ্ঠে। সেই বিখ্যাত গান। এরপর বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলনে যতদিন দেখা হয়েছে ততদিনই তাঁর কণ্ঠে এ গানটি শুনেছি। এ লেখার অনেক পাঠকই আমার এ কথার স্বাক্ষী হবেন। সেই গান, সেই স্মৃতি জাগানিয়া গান- "যদি সাগরের জলকে কালি করি, গাছের পাতাকে করি খাতা, আর একে একে লিখে যাই মহিমা তোমার, তবু রইবেনা একটিও পাতা"। দরদমাখা এই হামদ তার মুখেই প্রথম শুনি। সেই ১৯৭৯ সাল থেকে আমাদের প্রথম পরিচয়। পরিচয় থেকে ভাব। ভাব থেকে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও বন্ধন। তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা ২০05 সালের ৩১শে জানুয়ারি। খুলনা গিয়েছিলাম ওয়ামীর একটি ক্যাম্পে অংশ নিতে। সুন্দরবনে হয়েছিল ক্যাম্প। আমি সপরিবারে গিয়েছিলাম। পরে নানা কারণে বাচ্চা তিনটি ও তাদের মাকে খুলনায় আমার পুরানো সহকর্মী জুয়েলের শ্বশুর বাড়িতে রেখে যাই।

www.pathagar.com

সুন্দরবন থেকে ফিরে এসে শেখ বেলাল ভাইয়ের বাড়ি। আল্লাহর দান মঞ্জিল-এ ওদের সাথে মিলিত হই। আমরা লঞ্চে থাকতেই বেলাল ভাই এবং তার অপর ভায়রা শেখ ইলিয়াছ জুয়েলের আত্মীয় বাড়ি থেকে ওদের আনিয়ে নেন। মনে হলো বাচ্চারা তাদের নানা বাড়ি বেড়াচ্ছে। মুসান্না, নূহা, নুসাইবা সবাই খুশী। মহা খুশী। কারণ বাড়িতে ওরা পেয়েছে গ্রামের শতভাগ আমেজ। বেলাল ভাই আর তানজিলা ভাবীর প্রাণের ছোঁয়া, রাব্বানী, দোহা আর বোরহান এর মামা-মামা ব্যবহার।

বিয়ের পর থেকে বেলাল দম্পতির একটাই বড় কষ্ট ছিলো- তারা ছিলেন নিঃসন্তান। বাচ্চাদের সাথে বেলাল ভাই-এর সখ্যতা একান্তই বেশী। উনার মোবাইল সেটে সেট হয়েছিল আমার ছোট মেয়ে নুসাইবার ছবি, তাও আবার উনার বুকে লেপ্টে আছে ছোট মেয়েটি।

হরতালের কারণে আমার এবং অধ্যাপক মফিজ ভাইয়ের সপরিবার যাত্রার ব্যবস্থা হলো খুলনা থেকে রকেটে চাঁদপুর হয়ে চট্টগ্রাম। রাত তিনটায় আমাদের রকেট। প্রথম শ্রেণীতেই ভ্রমণের আয়োজন। এটুকুর সমস্ত কৃতিত্ব বেলাল ভাইয়ের।

রাত বারোটায় আমাদের রকেটে ওঠার কথা। ঘাটে এসে দেখি বেলাল ভাই ও ভাবী হাজির। সাথে শেখ ইলিয়াছ, মনজিলা ভাবী, সাইফ ও অন্য বাচ্চাদের সহ। রাত একটায় তিনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। পরদিন চাঁদপুর হয়ে ফেনী পৌঁছা পর্যন্ত বেলাল ভাই আমাকে মোট সাতবার মোবাইল কল করেছেন। প্রতিবারই এক প্রশ্ন এখন কোথায় আছেন, বাচ্চাদের খবর কি, ভাবী ভাল আছেন কি-না....ইত্যাদি। কেবলমাত্র সহোদর বড় ভাইয়ের কাছ থেকেই মানুষ এত দরদ, এত ভালবাসা আশা করতে পারে। শেখ বেলালের সাথে এই হলো আমার শেষ স্মৃতি।

তিন.
স্মৃতিরা কেবলই বাড়ায় কষ্ট আমার ঃ

বলেছিলাম বেলাল ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় ও বন্ধুত্ব দুই যুগেরও বেশী। দুজনই তখন স্নাতকের ছাত্র যখন আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। আর যেদিন তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন সেদিন দুজনই পৌঢ় হয়ে গেছি।

আমাদের কতগুলো মিল ছিল- যেমন বেলাল ভাই এক সময় শিশু সংগঠনের খুলনার পরিচালক ছিলেন, স্কুল বিভাগের পরিচালক ছিলেন। আমিও এক সময় চট্টগ্রাম মহানগরী শিশু ও স্কুল বিভাগের পরিচালক ছিলাম। সেই সুবাদে আমাদের অনেক স্মৃতি। একসাথে অনেক ক্যাম্প করেছি। খুলনায় যখনই গিয়েছি বেলাল ভাইয়ের বাড়ী গিয়েছি। গেলেই একটা আব্দার থাকতো- 'ভাইটল চাইলের ভাত আর কুরোর গোশ্‌ত', অর্থাৎ দেশি আতপ চালের ভাত আর মুরগীর গোশ্‌ত। সাথে প্রায় সময়ই থাকতো আমড়ার বিশেষ মোরব্বা। দুজনেই আমরা সাংস্কৃতিক কর্মী। উনারতো অনেক গুণ- গায়ক, শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচালক আবার কবিতাও লিখতেন। একসাথে অনেক সাংস্কৃতিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছি। বেলাল ভাইয়ের উপস্থিতিতে সবাই প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো।

www.pathagar.com

শিবিরের কার্যকরী পরিষদ ও সেক্রেটারিয়েটে আমি আগে এলেও আমরা একসাথে কলাবাগানে থেকে কাজ করেছি তিন বছর। তিন বৎসরে একসাথে ফজর নামাজের পর কলাবাগান মাঠে ফুটবল খেলা, সংসদ এলাকায় জগিং করা, প্রেসে কাজ করা, মিছিলে শরীক হওয়া, এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে হরতাল-পিকেটিং করা সব কাজেই আমরা সঙ্গী ছিলাম। বেলাল ভাই বায়তুলমাল সম্পাদক ছিলেন আর তখন আমি ছিলাম প্রশিক্ষণ সম্পাদক। ছাত্রজীবন শেষে বেলাল ভাই চলে গেলেন খুলনায়। খুলনায় তিনি ছিলেন শিবিরের সার্বক্ষণিক মাঠ কর্মী। সকল সঙ্কটে, সংঘাতে, সুদিনে ও দুর্দিনে বেলাল ভাইকে খুলনার ময়দানে পেয়েছি। খুলনার শহীদ আবুল কাশেম পাঠান, বিমান, ওদের পরিবারের সাথে বেলাল ভাইয়ের যে কি সম্পর্ক না দেখলে বোঝা যেতো না। বয়রার শেখ জাকির ছিল শেখ বেলালের আবিষ্কার। যতবার খুলনা গেছি, বেলাল ভাইয়ের কিংবা উনার শ্বশুরের বাসায় গেছি। এত আন্তরিক আপ্যায়ন খুব কমই হয়। শেষবার যখন রাতে বেলাল ভাইয়ের বাসায় পৌঁছলাম সকালে টেবিলে সাজানো খেজুর রসে ডোবানো চিতই পিঠাসহ আরো পিঠা। যেনো নিকটাত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া।

বাড়ীর ছাদে বরই পেকে আছে, লাউয়ের চমৎকার ডগা বেড়ে উঠেছে, সফেদা পেকে আছে গাছে- আমার স্ত্রী সে সব পেড়ে নিয়ে আসছে। বোঝাই যাচ্ছেনা ওরা এখানে এবারই প্রথম বেড়াতে এসেছে। মতিউর রহমান মল্লিক ভাইয়ের কাছে শুনেছি খুলনা এলে উনি বেলাল ভাইদের বাড়ীতেই উঠতেন।

চার.

সেই ডানপিটে ছেলেটি হাল ধরেছিলেন পিতার সংসারে ঃ

স্কুলের বেলাল ভাই খুব দুষ্ট ছিলেন। খুলনা জেলা স্কুলের ছাত্র থাকতে খুব ডানপিটে দুরন্ত খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। খুব ভাল ফুটবলার ছিলেন। শিবিরের সদস্য হতে গিয়ে ফুটবলের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তার।

ভূমি অফিসে চাকরি করতেন বাবা মোদাচ্ছের আলী। সৎলোক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল এবং এখনও আছে। সৎলোকের যা হয়। বয়রার বাড়িটি বড়সড় পাকা দালান করতে পারেননি তিনি। সেখানে নাগরিক সুযোগ-সুবিধারও অভাব ছিলো। বেলাল ভাই ছাত্রজীবন শেষে এসে হাল ধরেন পরিবারের। ভাই-বোনদের পড়ালেখার দিকে নজর দেন। বড় আপাদের ব্যাপারেও খোঁজ-খবর রাখতে থাকেন।

বেলাল ভাইয়ের চেষ্টাতেই তাঁর নতুন নতুন যতো আত্মীয়তা হয়, সবই হয় সাংগঠনিক পরিবারের সাথে। ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মরহুম ইউনুস ভাই ছিলেন তাঁর আত্মীয়। ঢাকা মহানগরী জামায়াতের বায়তুলমাল সম্পাদক ফরিদ হোসাইন ভাই উনার ছোট বোনের স্বামী। তাঁর আরেক ছোট বোনের স্বামী আজকের সংসদ সদস্য জনাব গোলাম পরওয়ার। ছোট ভাই শামসুদ্দোহা শিবিরের সদস্য ছিলেন। বাকী দুটি ভাইও ছিলেন শিবিরের সাথী। বড় আপা, ভাবী, ছোট বোনেরা সবাই রুকন।

www.pathagar.com

পরিবারের সবাইকে সাংগঠনিক সুতোয় বেঁধে ফেলার এ কাজটি তিনি করেছিলেন নিপূণ কারিগরের মতো। ভাগ্নে-ভাগ্নী সবাইকে সংগঠনভুক্ত করে নিয়েছিলেন শেখ বেলাল। অনেকেই উনার মতোই কণ্ঠশিল্পী। তাঁর তত্ত্বাবধানে বয়রার "আল্লাহর দান মঞ্জিলে" সুখ ও সমৃদ্ধির ছোঁয়া লেগে উঠেছিল। বাড়িটা নতুন করে সাজাচ্ছিলেন। দোহার বিয়ের আগে তার রুমটি করে দিয়েছেন, রাব্বানীদের জন্য ঘর সাজানোর কাজ গুছিয়ে এনেছিলেন। বাড়ীর একপাশে ডিপটিউবওয়েল বসালেন এ এলাকাবাসীর কল্যাণে। সবই যেন দ্রুত সেরে নিচ্ছিলেন তিনি। এভাবে সব কিছু গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। এ যেন যাবার প্রস্তুতি। এবারই বাবা-মাকে পাঠালেন হজ্জে। অভাগা বাবা-মা হজ্জ থেকে ফিরে এসে আর তার হাসিমাখা মুখখানা দেখতে পেল না।

শহীদ বেলাল ক্ষমা করে দিও ঃ

বেলাল ভাই, আপনার কাছে আমার অনেক ঋণ। এমন এক ঋণ যা কখনো শোধ করা যাবে না। এ যে ভালবাসার ঋণ, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের ঋণ। বেলাল ভাই, আপনাকে শেষবারের মতো দেখার আশা নিয়ে ৯ই ফেব্রুয়ারি জ্বর, পেটের পীড়ার অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি টঙ্গীতে শিবিরের সম্মেলনে গেলাম। মঞ্চে পরওয়ার ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম ICU তে দেখা করা যাবে কিনা? উনি জানালেন ডাক্তাররা কাউকেই সুযোগ দিচ্ছেন না। অবস্থা সংকটজনক।

১০ তারিখ চট্রগ্রাম ফিরে এসে যোগাযোগ করলাম ইলিয়াছ ভাইয়ের সাথে। রাত একটায় ইলিয়াছ ভাই ডুকরে কেঁদে উঠলেন- ওবায়েদ ভাই মনে হয় আর আশা নেই। তবুও মানুষ আশায় বুক বাঁধে। খোঁজ নিচ্ছি আর হতাশ হচ্ছি। সকাল ১০টায় ইলিয়াছ ভাই ফোন করে শিশুদের মতো কেঁদে উঠলেন- আর বাঁচানো গেলোনা ... বলে। সব জায়গায় ফোন করে জানালাম। আমার বাসায় তখন এক করুণ দৃশ্য। মুসাল্লা তখন পত্রিকা পড়তে পারে। ও পত্রিকা এনে বার বার দেখছে। আর প্রশ্ন করছে বেলাল চাচুর কি হয়েছে?

অবুঝ শিশুর সেই প্রশ্নের জবাব এখনও সে পায়নি। সংগ্রামে বেলাল ভাইয়ের জীবন্ত সুন্দর ছবিটার দিকে তাকিয়ে ও আমাকে বলছে দেখোনা, বেলাল চাচু মনে হয় আবার জীবন্ত হয়ে গেছে। আমি শুধু বললাম : বাবা, শহীদেরা মরেনা, ওরা জীবিত কিন্তু আমরা বুঝিনা। বেলাল ভাই, আপনাকে এবার বেশী কষ্ট দিয়েছি। আমাদের সব ভুল ক্ষমা করে দিবেন আপনি। আর বেহেশ্‌ত থেকে দোয়া করবেন আমাদের এবং আপনার একান্ত প্রিয় আমার সন্তানদের জন্য।

লেখক ঃ সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির।

www.pathagar.com

শহীদ বেলাল ঃ সাহসী সৈনিকের স্মরণীয় বিদায়

–মুজাহিদুল ইসলাম

শহীদ বেলাল। প্রিয় নাম-প্রিয় সাথী। আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন ছোট ভাই বেলাল। ঈমানী শক্তিতে ভরপুর উদ্দীপ্ত এক টগবগে যুবক। দু'চোখে তাঁর বিপ্লবের স্বপ্ন; দু'হাত তাঁর কর্মমুখর; দুঃসাহসী তাঁর পথ চলা। তাঁর সকাল, তাঁর দুপুর, তাঁর সন্ধ্যা এবং তাঁর রাত-দুপুর সবই আল্লাহর পথে নিবেদিত। সাহসী, নির্ভয় দুরন্ত গতির এই প্রিয়ভাষী যুবক হঠাৎ করেই নিথর হয়ে গেল। তাঁর এই অকাল শাহাদাতে বুক শূন্য হয়ে গেল আমাদের সকলের। আমরা হারালাম আমাদের এক প্রাণপ্রিয় সাথীকে; ইসলামী আন্দোলন হারালো তার অক্লান্ত ছুটে চলা নিঃস্বার্থ নিবেদিত প্রাণ এক সম্ভাবনাময় কর্মীকে।

একটি মৃত্যু এত মানুষকে কাঁদায়, ভাবায়, বেদনা বিক্ষুব্ধ ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে– ভাবা যায় না। এত মানুষের মনে এত ভালবাসা তাঁর জন্যে লুকিয়েছিল কে জানত? চোখ ভরা এত অশ্রু, দুহাত তুলে অজুত কণ্ঠে তার জন্যে এই যে মাগফিরাত কামনা এসবই তাঁর অনন্য অর্জন। আজ থেকে ৩৭ বছর আগে কালো বর্ণের এক ভাইয়ের নির্মম শাহাদাত এদেশের ইসলামী আন্দোলনের স্রোতে বাঁধভাঙ্গা জোয়ার এনেছিল প্রিয় সেই শহীদের নাম আব্দুল মালেক। ৩৭ বছর পর বেলালের শাহাদাত কি পারবেনা ইসলামী আন্দোলনের গতিপথে আরেকটা জোয়ার সৃষ্টি করতে যা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে অসত্য ও অন্যায়ের সব খড় কুটা?

শহীদ বেলালের সাথে আমার প্রথম পরিচয় আজ থেকে ৩৫ বছর আগে। বেলাল তখন ছোট শিশু- ইসলামী আন্দোলনের শিশু কর্মী। ভাল-মন্দ বুঝে ওঠার আগেই আল্লাহ পাক তাঁকে ইসলামী আন্দোলনের সংগে থাকার সুযোগ দিয়েছিলেন; এটা ছিল বেলালের জীবনের এক পরম পাওয়া। ছোট বেলায় বেশ চঞ্চল ছিল সে; কিন্তু মোটেই দুষ্টু ছিল না। কখনো কখনো আমার এমন মনে হয়েছে যে, বেলালের জন্মই হয়েছিল ইসলামী আন্দোলনের জন্য। তখনকার দিনে ইসলামী আন্দোলন মূলতঃ শহর কেন্দ্রিক হলেও শহরের স্থানীয় জনশক্তির সম্পৃক্ততা তেমন একটা ছিল না। মূলত! গ্রাম থেকে আসা ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী যাদের অধিকাংশই লজিং, টিউটর, মেস হোস্টেল নির্ভর ছিল– আন্দোলনের চাকা সচল রাখতো। বেলালের পৈত্রিক বাড়ি ছিল খুলনার 'রায়ের মহল' এলাকায়। সে হিসেবে কিশোর বেলালের একটা আলাদা মর্যাদা বা আদর ছিল সবার কাছে। ছোট থেকেই সে বেড়ে উঠেছে ইসলামী আন্দোলনের জন্যে নিজেকে তৈরী করেছে ইসলামের প্রয়োজনে। একটা অসামান্য সারল্য ও নির্মম প্রফুল্লতা সারাক্ষণ ঘিরে থাকতো তাকে।

একথা আজ অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হবে যে, এক সময় বসতবাড়ির আঙিনার চেয়ে অফিসের চৌহদ্দি আমাদের কাছে বেশী প্রিয় ছিল। স্বজনদের মায়া কাটায়ে দ্বীনি ভাইদের একান্ত সান্নিধ্যে দিন-মাস-বছর গুজরান করা ছিল একটা সাধারণ ব্যাপার। আজ ভাবতে অবাক লাগে একই জেলায় বাড়ী হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে একটার পর একটা দিন গ্রামের বাড়ীতে না গিয়ে খুলনা শহরেই কাটিয়ে দিতাম আমরা অনেকেই। এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ শহরের দ্বীনিভাইদের সাথে মিলে ঈদ উদযাপনের মজা আর দ্বিতীয়-কারণ অনেকের বেলায় ঈদে বাড়ী যাবার মত টাকার বন্দবস্ত না থাকা। প্রাথমিক পর্যায়ে এদেশের ইসলামী আন্দোলনের সম্পৃক্ততা যে মূলত: দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের সাথে তৈরী হয়েছিল এ হচ্ছে তার

www.pathagar.com

অন্যতম প্রমাণ। ১৯৭০-৭১ এর একটি ঈদুল ফিতরের কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। এটি ছিল আমার জীবনের সম্ভবত সবচেয়ে আনন্দঘন ও স্মরণীয় ঈদ। আমরা যারা ঈদে বাড়ী যাইনি তারা মরহুম সিদ্দিক জামাল ভাইয়ের নেতৃত্বে খুলনার বড় মাঠে (সার্কিট-হাউস ময়দান) ঈদের নামাজ আদায় করলাম। ঈদের কোলাকুলী শেষে শুরু হলো দল বেঁধে বেড়ানো। বড় মাঠের পাশেই ছিল ডাঃ জামানের বাসা। প্রথমে সেখানেই ঢুকলাম। এরপর আলতাপোল লেনে জনাব শামসুর রহমান সাহেবের বাসা। এরপর নানা জায়গা ঘুরে হেটে হেটে পৌঁছলাম রায়ের মহলে শহীদ বেলালের বাসায়। এখানে খুব মজা করে রুটি ও গোশত খেলাম। আবারও হাটা শুরু হলো এবং সবশেষে পৌঁছলাম বয়রায় মরহুম সিদ্দিক জামাল ভাইয়ের বাড়ীতে। সেখানে রাজহাসের গোশত দিয়ে ভাত খেয়ে তবেই আমাদের স্মরণীয় ঈদ যাত্রার সফল সমাপ্তি হলো শেষ বিকেলে। সেই বেলাল এবং জামান ভাই কত তাড়াতাড়ি আমাদের ভালোবাসার ফ্রেমে স্থির হয়ে গেলেন আল্লাহ পাক উভয়কে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।

১৯৭৫ সালে এইচএসসি পাশ করে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগে ভর্তি হলাম। সেই থেকে খুলনার সাথে যোগাযোগ ক্রমাগত কমতে থাকলো। সঙ্গত কারণেই শহীদ বেলালের সাথেও সখ্যতা আর বাড়েনি। মাঝে মধ্যে টেলিফোনে আলাপ এবং কদাচিৎ দেখা সাক্ষাত হয়েছে। গত বছর হঠাৎ আমার বাসায় এসে হাজির। না বেড়াতে নয়- কাজের প্রয়োজনে। মতিউর রহমান নিজামী খুলনা সফরে যাচ্ছেন। তার উপস্থিতিতে জিয়া হলের সেমিনারে দারিদ্র বিমোচনে জাকাতের ভূমিকা বিষয়ে আমাকে প্রবন্ধ দিতে। ছোট ভাই গোলাম পরওয়ার এমপির সাথে এ বিষয়ে আলাপের সূত্র ধরেই বেলালের আগমন। এসেই খুব ব্যস্ততা দেখালো। স্বভাবসুলভ দ্রুত কথা শেষ করলো এবং সিদ্ধান্ত দিয়ে চলে গেল। প্রচন্ড ভালো লাগলো বেলালকে কাছে পেয়ে। মনে হলো অনেকদিন পর খুব প্রিয় এক সাথীকে কাছে পেলাম। খুলনায় সেমিনারে যোগ দিতে নিজামী ভাইয়ের সাথেই সফরে বেরুলাম। খুলনায় যেয়ে বেলালের যে ব্যস্ততা দেখলাম তা আমাকে অবাক করলো। কাজ পাগল বেলাল সারাক্ষণ ছুটে চলেছে দুরন্ত গতিতে। ভয় নেই, হতাশা নেই, দুঃখ নেই, অভিযোগ নেই আছে শুধু কাজের নেশা। আর সব সাংবাদিকের সাথে তার সম্পর্ক ও সদ্ভাব-রীতিমত ঈর্ষণীয়। সব কিছু দেখে শুনে একটি আশংকা আমাকে তাড়া করে ফিরত। আমি ভাবতাম অকুতোভয় সিপাহসালার মত বেলাল দিনরাত অসাধারণ দক্ষতায় যে কর্মকান্ড সম্পাদন করছে তাতে শেষ পর্যন্ত যদি ওর কিছু একটা হয়ে যায় কে জানতো আমার ভীরু মনের আশংকা এতটা সকালে সত্যে পরিণত হবে।

বেলালকে যারা শহীদ করেছে তারা আসলেই নির্বোধ। কারণ, তারা জানেনা, বেলাল আজ আর কোন ব্যক্তি মানুষের নাম নয় শহীদ বেলাল আজ ইতিহাসের অংশ প্রেরণার কিংবদন্তি এবং অনুসরণযোগ্য একটি আদর্শের নাম। মোটর সাইকেলে ছুটে চলা বেলালকে হয়তো আমরা আর কোনদিন দেখতে পাবোনা; কিন্তু বাংলাদেশের কোটি মানুষের স্মৃতির মিনারে চির ভাস্বর বেলালকে মুছে ফেলা সাধ্য কার?

লেখক ঃ সহযোগী অধ্যাপক, ফিনান্সও ব্যাংকিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়।

www.pathagar.com

আমার স্মৃতিতে শেখ বেলাল উদ্দীন

অধ্যাপক মোঃ সিরাজুল ইসলাম

শেখ বেলাল উদ্দীন সদা হাসিখুশী প্রাণচঞ্চল এক সাহসী যোদ্ধা। বেলালের হাসি সে যেন মুক্তার বিচ্ছুরণ। শত্রু-মিত্র সকলকে তা একবাক্যে স্বীকার করতে হবে। বেলালের হাসি জীবনে তাঁকে অনেক কিছু দিয়েছে। বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্ব, কর্মপ্রেরণা আরও বহু কিছু। জানিনা হয়তো তাঁর নৃশংস মৃত্যুও।

বেলালের সাথে অনেকের অনেক স্মৃতি রয়েছে। আমার মন বলছে সব স্মৃতিই প্রেরণাদায়ক। আমারও তাঁর সাথে বহু স্মৃতি বিদ্যমান। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আমরা পরস্পর সহযোদ্ধা। তাঁকে ১৯৭৫ সাল থেকে একটানা দেখেছি এবং মেলামেশা করেছি। গোটা সময়টা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সাথে মিশেছি। আমাদের পারস্পরিক অনুভূতি ছিল একই পরিবারের সদস্যের ন্যায়। আজও আমার অনুভূতি একইভাবে বিদ্যমান। রাস্তায় চলতে গিয়ে পোস্টারে বেলালের ছবি, ছবি নয় যেন জীবন্ত বেলাল আমাকে ডাকছে। আমি তাকাতে পারি না, সে যেন আমাকে কিছু বলতে চায়।

আন্দোলন-সংগঠনে বেলালের প্রাথমিক অবদান গানের ভূবনে। সংগঠনের প্রতিটি অনুষ্ঠানে আমরা তাঁকে সমভাবে প্রত্যাশা করতাম। সুরের প্রশ্নে বেলালের সঙ্গীত হয়তো মানোত্তীর্ণ ছিল না, কিন্তু সেগুলো সবার হৃদয়কে আন্দোলিত করতো। তাই সবাই বলতো বেলালের গান সেতো তাঁর অন্তরাত্মার প্রকাশ। তাঁকে কেন্দ্র করেই খুলনায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'টাইফুন শিল্পীগোষ্ঠী' যা সাইমুম গড়ার প্রেরণা।

বি,এল কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন। এ নির্বাচনে সংগঠনের পক্ষ হতে ভি পি পদে আমাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অন্য সকল দল এ মনোনয়নকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করেছিল। ফলে একমাত্র বিকল্প প্রার্থী হিসেবে বেলাল ভাইকে আমার মনোনীত করি। সকল দল একত্রিত হয়ে তাকে সামান্য ভোটের ব্যবধানে প্রতিহত করে। এভাবে খুলনার সকল সংগ্রামে-সংঘাতে বেলাল অগ্রসেনানীর ভূমিকা পালন করে।

বেলাল ভাইদের রায়ের মহলের বাড়িটি আমার স্মৃতিমণ্ডিত। কমার্স কলেজে শহীদ মিনারে ফুল দেয়াকে কেন্দ্র করে আমাদের ২৫ জন ভাই গ্রেফতার হন। আমি তখন শেখ পাড়ায় থাকতাম। আমার শুভাকাঙ্খীরা আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে আমাকে বেলাল ভাইদের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। আমি সেখানে বেশ কিছু দিন ছিলাম এবং সেখান থেকেই আমার কাজ কর্ম চালাতে থাকি। এক সময় আমার স্ত্রীও আন্দোলনের কর্মী হিসেবে এই পরিবারের আপনজন হয়ে উঠে এবং আজও তা অটুট।

www.pathagar.com

বেলাল ভাই বোমা হামলার শিকার হয়েছেন অনেকের মত আমিও তা বিশ্বাস করতে পারি না। তাঁদের বাসায় ফোন করে নিশ্চিত হই ঘটনা সত্য। কিন্তু তারপরও বিশ্বাস হতে চায়নি। .... সর্বত্র একই কথা বেলালের কোন শত্রু থাকতে পারে এটা আদৌ কোন বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমি কারণ অনুসন্ধান করেছি। একই কথা সদা হাস্যোজ্জল, সদালাপী বেলালতো কারো কোন ক্ষতি করেনি। কেন তাঁর শত্রু থাকবে? তাদের এ আবেগ যথার্থ।

কিন্তু আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যখন একথা বলেছেন তখন আমি আহত হয়েছি। কারণ বেলাল শুধু একজন সাধারণ সামাজিক মানুষই ছিলেন না, বা কেবলমাত্র একজন সাহসী সাংবাদিকই ছিলেন না; তিনি ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের একজন অগ্রসর ব্যক্তিত্ব, নিবেদিত প্রাণ কর্মী। যারা আন্দোলন সংগ্রাম করবে অথচ তাদের কোন শত্রু থাকবে না তাতো হয় না। কোন আন্দোলন এমন হয়নি। এমনকি প্রিয় রাসূলের (সঃ) ক্ষেত্রেও তা ঘটেনি।

বেলালের ঘাতককে নাম ধরে বলা এখনও অসম্ভব। হয়তো নাম জানা যাবে- হয়তো যাবে না। তাঁর খুনীদের শাস্তি হবে, হয়তো হবে না। তবে আখেরাতে তারা পার পাবে না। এ ক্ষেত্রে দুটো সম্ভাবনা ধরে নেয়া যায়। প্রথমটি হলো তাঁর আদর্শিক ও আন্দোলনের জীবন এবং অন্যটি হলো তাঁর পেশাগত। আন্দোলনের শত্রুরা সাংবাদিক হিসেবে তাঁর ভূমিকাকে নিজেদের জন্য হুমকীস্বরূপ মনে করতে পারে। পেশাগত ক্ষেত্রে তিনি তাঁর যোগ্যতা বলে স্বতন্ত্র বলয় সৃষ্টি করেছেন- যা অন্যদের ঈর্ষার কারণ হতে পারে। এগুলোর বাইরে অন্য কারণও থাকতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে বেদনাদায়ক হলো তাঁর শাহাদাতের ঘটনা দেশে-বিদেশে যে আলোড়ন তুলেছে- তাঁর হত্যাকারীদের বিচারের দাবী অসহায়ত্বে রূপ নিয়েছে।

শেখ বেলাল উদ্দীন এখন ইতিহাসের অংশ। ইতিহাস কখনো পীড়া দেয়, আবার কখনো প্রেরণা যোগায়। আমার একান্ত বিশ্বাস, শহীদ বেলালের কর্মময় জীবন তাঁর সাথী-বন্ধু সকলকে প্রেরণা যোগাবে। এ দেশের আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি অনেক দিন প্রেরণার উৎস হিসেবে বিবেচিত হবেন।

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনের একান্ত বাসনা ছিল শহীদ হওয়ার। আহত হওয়ার পর হাসপাতালের শয্যায় বার-বার তিনি এ আকাঙ্খার পূনরাবৃত্তি করেছেন। আমার বিশ্বাস আল্লাহ তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করেছেন। এখন তাঁর আত্মা জান্নাতে সবুজ পাখী হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। আল্লাহ তুমি এ মোনাজাত কবুল কর।

লেখক ঃ সাবেক কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, খুলনা মহানগরী।

www.pathagar.com

আমার হৃদয়ে বেলাল ভাই

এ্যাডভোকেট গাজী এনামুল হক

৬ ফেব্রুয়ারি '০৫ সাল সকাল ৭ টা যশোরের বাসাতে আসি। গত রাতে মোবাইল বন্দ করে রেখে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ি। সকাল ৭ টায় মোবাইল অন করেই দেখি একটা ম্যাসেজ এসেছে। Belal Vi Khulna injured by bomb blast. Left eye lost. Left hand amputation from elbo. Abdominal injury. Bleeding controled. please doa. May Allah bless him." ম্যাসেজটি পাঠিয়েছে ঢাকার সেঞ্চুরী আই কেয়ার এর চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মিজানুর রহমান ভাই, ৬ই ফেব্রুয়ারি রাত্র ১টা ৪ মিনিটের সময়। ম্যাসেজটি পড়েই আমি হতভম্ব হয়ে যাই। সাথে সাথেই ডাঃ মিজান ভাইয়ের কাছে মোবাইল করি এবং বেলাল ভাই এর আহত হবার বিষয়ে বিষদভাবে অবগত হই। আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের খবরটি জানিয়ে দ্রুত শিবিরের যশোর জেলা শাখার অফিসে যেয়ে বেলাল ভাই-এর অবস্থা জানতে চাই। দৈনিক পূর্বাঞ্চল পত্রিকাটি জেলা সভাপতি আব্দুর রহমান আমার সামনে এগিয়ে দিলে তাতে বেলাল ভাইয়ের ঝলশানো মুখ শরীর ও বাম হাতের কনুই থেকে উড়ে যাওয়া রক্তাক্ত ছবি দেখে আমি আর্ত চিৎকার দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠি। প্রতিদিনই বেলাল ভাইয়ের খোঁজ নিচ্ছিলাম এবং আল্লাহর কাছে প্রাণভরে দোয়া করছিলাম আল্লাহ যেন বেলাল ভাইকে তড়িৎ খুলনার দৌলতপুরে আমার একটি মাহফিলে দাওয়াত ছিল। রাত ১১ টার দিকে মাহফিলে বক্তৃতা শেষ করে বেলাল ভাইয়ের জন্য শ্রোতাদের কাছে প্রাণখোলা দোয়া চাই। মাহফিলে দোয়া ও হয় বেলাল ভাইয়ের জন্য। বেলাল ভাইয়ের এক ভগ্নিপতির সাথে কথা বলতে বলতে ডাঃ মিজান ভাই ঢাকা থেকে ১১ তারিখ রাত্র ১২ টা ৬ মিনিটের সময় ম্যাসেজ পাঠান Journalist Sk. Belal's Condition is very critical Now he is under life saport. After two operation he detoriated. Pl. pray for him." ঐ রাতেই আমি খুলনা থেকে যশোরের বাসায় ফিরে আসি। ১১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১-৫৭ মিনিটের সময় ডাঃ মিজান ভাই আবার মোবাইলে ম্যাসেজ পাঠান : Dear Belal Vi. Now Morhum. Innalillah .... ।

সত্যি কথা বলতে কি বেলাল ভাইকে হারিয়ে আমরা কেবল একজন খ্যাতিমান সাংবাদিক কলম যোদ্ধাকে হারায়নি। বরং আমরা হারিয়েছি একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সংগঠককে, আপোষহীন সৎ প্রার্থীকে, অসহায় মানুষের একান্ত দরদী বন্ধুকে। কেউ বেলাল ভাইয়ের কাছে যেয়ে তার কোন সমস্যার কথা বললে বেলাল ভাই নিজেই এত পেরেশানি হয়ে যেতেন যেন সমস্যাটা বেলার ভায়ের নিজেরই। ১৯৮১ সালে বেলাল ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় শিবিরের কেন্দ্রীয় সাথী সম্মেলনে। তার পর থেকে যতবার যেখানেই দেখা বেলাল ভাইয়ের সাথে ততবারই প্রাণোচ্ছল হাসি দিয়ে জড়িয়ে ধরেছেন গাজী ভাই বলে। এখনও আমি যেন আমার হৃদয়ের মাঝে শুনতে পাচ্ছি বেলাল ভাইয়ের দরাজ কণ্ঠের গান– "ঝড় যদি ওঠে মাঝ দরিয়ায়, ভয় করি না তাতে, নবী মোর আছেন তরীতে কাণ্ডারী হয়ে রক্তে মশাল ও জ্বেলে।" সত্যিই এ গানের সার্থক নকিব শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন। বেলাল ভাই হলেন এ দেশে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রথম শহীদ। আল্লাহ তাঁর এ শাহাদাত কবুল করুন।

লেখক ঃ প্রথিতযশা আইনজীবী ও সভাপতি, যশোর সংস্কৃতিকেন্দ্র, যশোর।

www.pathagar.com

শহীদ বেলাল ঃ অনুপ্রেরণার প্রতিচ্ছবি

এ্যাডভোকেট শাহ্ আলম

শাহাদাতের জন্য উৎসর্গকৃত প্রাণ শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন। দুনিয়াবী সকল যোগ্যতার পাশাপাশি আখেরাতের প্রস্তুতি যার ছিল সার্বক্ষণিক। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সে কামনা পূরণ করেছেন।

প্রায় দু'যুগ আগে থেকেই বেলাল ভাইয়ের সাথে পরিচয়। সাংগঠনিক দায়িত্বশীল ছিলেন তিনি। মযবুত ঈমান, দৃঢ় মনোবল, প্রচণ্ড সাহসিকতা, সিদ্ধান্তে অনড় যোগ্যতা ও দক্ষতা বলে তিনি সকল কাজকে খুব সহজেই বাস্তবায়ন করতে পারতেন। আসলে আল্লাহ ভীতি থাকলে তার কাজের কোন সমস্যা সৃষ্টি হয় না, এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন। অনেক স্মৃতি অনেক বাস্তবতার সাক্ষী থেকেও কখনো ভাবনায় আসেনি তিনি আমাদের ছেড়ে এত দ্রুত চলে যাবেন।

বেলাল ভাই যখন ছাত্র শিবিরের মহানগরী সভাপতি তখন বি.এল. কলেজে হোস্টেলে থাকতাম। একদিন খুব ভোরে মটর সাইকেলে চলে গেলেন। দেখলেন, হোস্টেলে ফজর নামাজের পরে অনেকে ঘুমাচ্ছে। তিনি বললেন, "ঘুমের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে হবে"। আগামীকাল থেকেই মাঠে ফুটবল খেলার সব আয়োজন করার আদেশ দিলেন। যে কথা সেই কাজ। পরের দিন থেকে শুরু হলো নিয়মিত ফুটবল খেলা। তিনি খেলা শেষে আমার রুমে আসতেন আর ছোলা, কলা খেয়ে বিদায় নিতেন। তিনি খেলার সাথীদের মধ্য থেকে ও ইসলামী আন্দোলনে শরীক করাতে টার্গেট করে দায়িত্ব ভাগও করে দিতে ভুল করেননি।

ছাত্র ইসলামী আন্দোলনকে খুলনায় প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর অবদান অন্যতম। তিনি শিবিরের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালনকালে দেশের যেখানে সফরে যেতেন সকলকে এমন আপন করতেন যার জুড়ি নেই। ছাত্র জীবন শেষ করে তিনি খুলনায় চলে আসলেন। শুরু হলো সামাজিক সকল কাজে তার পদচারণা। তিনি এমন কোন স্থানে তাঁর অবস্থান করে নেন নি যেখানে কেউ তাকে চিনে না বা জানে না। প্রশাসনিক যোগাযোগে তিনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। সরকারি আমলাদের সাথে তার ছিল পরম সখ্যতা। একটা ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, আওয়ামী শাসনামলে সংগঠনের প্রতি যখন চরম আঘাত আসছিল। ঠিক এমনি এক সময়ে মহানগরী জামায়াতের পক্ষ থেকে তারের পুকুরে এক সমাবেশ চলছিল। হঠাৎ ইনফরমেশন এলো পুলিশ আক্রমণ করবে। তখন দায়িত্বশীল নির্দেশ দিলেন মসজিদে অবস্থান করার। পুলিশ মসজিদ ঘিরে আমাদেরকে আটকিয়ে রাখছে। সেদিন বেলাল ভাই যে কিভাবে প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করলেন আর নিয়মিত পরওয়ার ভাইকে Inform করতে লাগলেন তা সত্যিই স্মরণ রাখার মত।

www.pathagar.com

পুলিশ প্রশাসন আটকে পড়া সকলকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবেন। বেলাল ভাই তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে পর্যায়ক্রমে উর্দ্ধতন মহলে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন বলেই সেদিন আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা অবরুদ্ধ মসজিদ থেকে বের হয়ে ছিলাম। সংগঠনের প্রতি তাঁর দরদ, ভালোবাসা ও প্রাণান্তকর চেষ্টা ছিল অতুলনীয়।

তার সততা, সহমর্মিতা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা যোগায়। মানুষের উপকার করা ছিল তার স্বভাব। পরিচিতজনকে মোবাইল কিনে দেওয়া, কিংবা সম্পর্ক বুঝে কাউকে কিছু কিনতে বাধ্য করা তার নিত্য নৈমিত্তিক স্বভাব। তিনি আমার মোবাইল নম্বরও পছন্দ করে দিলেন, বললেন সহজে মনে রাখার মত এ নম্বরটি। কাপড় কেনা থেকে শুরু করে আমার প্রায় প্রতিটি কেনায় তিনি উৎসাহিত করতেন। যেহেতু পেশায় আমি আইনজীবী, সেহেতু এক্ষেত্রেও তিনি তার কাছে কোন মামলা কিংবা আইনগত কোন বিষয়ে কেউ আসলে আগেই মোবাইল করে জানাতেন লোক ও পাঠিয়ে দিতেন। জানিনা আমাকে কেন এতটা পছন্দ করতেন। তার পরিচিত, ঘনিষ্ঠ বহু আইনজীবী থাকা সত্ত্বে আমাকে সে দায়িত্ব দিতেন। এমনই একজন ব্যক্তি যিনি আমার অনেকটা অভিভাবক হিসেবেও কাজ করেছেন। আমার ও খুব পছন্দ ছিল তার স্পষ্টবাদিতা, ভুল ধরিয়ে দেয়া ও উপদেশ দেয়া। তাই আমিও কোন বিষয়ে সর্বাগ্রে তারই পরামর্শ নিতাম।

শেখ বেলাল ভাই গত ৫ ফেব্রুয়ারি খুলনা প্রেসক্লাবে দুস্কৃতিকারীদের হামলায় আহত হয়ে ঢাকা সি.এম.এইচ-এ গত ১১ ফেব্রুয়ারি শাহাদাৎ বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ..... রাজেউন) মহান আল্লাহ তায়ালা তার শাহাদাৎ কবুল করুন এ দোয়া সার্বক্ষনিক। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন ঠিকই; কিন্তু রেখে গেলেন অনেক স্মৃতি অনেক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। আজ বেলাল ভাইকে খুব মনে পড়ে, খুব অভাব বোধ করি। আমি একা নই, সর্বস্তরের মানুষও সে অভাব বোধ করে। এমন কোন শ্রেণী নেই যে, তাঁকে মনে করে না। তিনি পেশায় সাংবাদিক হলেও সর্বক্ষেত্রে তাঁর এমনি বিচরণ ছিল, যা তার শাহাদাতের পরে বোঝা যায়। যেখানে আমরা গিয়েছি সেখানেই বেলাল ভাইকে স্মরণ করে কেঁদেছে আর বলেছে কত বড় ক্ষতি করে দিল দুস্কৃতিকারীরা।

সাংগঠনিক প্রয়োজনে বেলাল ভাইয়ের সহযোগিতা আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি। এক সঙ্গে কাজ করতে যেয়ে আমরা কিছুটা হতাশ হলেও তাঁকে কখনো হতাশ হতে দেখিনি। সব কাজে মাথা দিয়ে এগিয়ে নিতেন খুব চমৎকারভাবে।

'খুলনা সংস্কৃতি কেন্দ্রে'র সভাপতির দায়িত্বে থাকাতে সাংস্কৃতিক জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। আজ আমার উপর ঐ গুরু দায়িত্ব আসায় বেশ অসহায় বোধ করছি। মনে হয় যেন মহা সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি। যে ক্ষতি হলো তা কাটিয়ে উঠবার নয়। বেলাল ভাইয়ের যোগ্যতার কাছে আমরা কিছুই নই। তার অসমাপ্ত কাজের আন্‌জাম দেওয়ার মত কোন যোগ্যতা আমাদের নেই। তিনি বড় স্বপ্ন দেখতেন এদেশে ইসলামী বিপ্লব ঘটবে, সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটবে আর তাঁর তিনি ছিলেন অন্যতম সিপাহসালার।

www.pathagar.com

বেলাল ভাইয়ের শাহাদাত পরবর্তী কালে চরম শূন্যতা বিরাজ করছে। এ শূন্যতা পূরণ কিভাবে হবে কেউ কি তা জানে? মহান আল্লাহ যদি খাছ করে রহম করেন তাহলেই সম্ভব। শাহাদতের পরে দু'বার তাকে স্বপ্নে দেখেছি, যাতে অনেক দিক নির্দেশনা রয়েছে।

বেলাল ভাইয়ের শাহাদাতের ক'দিন পরেই আমাদের পারিবারিক এক বৈঠকে আমার ছ'বছরের মেয়ে তাসফিয়া রুফাইদা আহনাফ রাশহাকে দোয়া ও মুনাজাত করার জন্য বললে সে মুনাজাতের এক পর্যায়ে নিজের ইচ্ছায় একথাগুলো বললো, হে আল্লাহ বেলাল আংকেলকে শহীদ হিসেবে কবুল করো, আমাদেরকেও শহীদ করো" চোখে আমরা পানি রাখতে পারিনি। মোনাজাতে আমিন আমিন বলতে থাকলাম, আর মনে মনে বললাম আল্লাহ তুমি এ মোনাজাতকে কবুল করো।

শহীদ বেলাল ভাই একজন খাঁটি মুমিন হিসেবে তাঁর দ্বীনি দায়িত্ব পালন করে সর্বোচ্চ নজরানা পেশ করলেন শাহাদাতের মাধ্যমে। মহান রব্বুল আলামিন তাঁর শাহাদাতকে কবুল করুন, আর তাঁর রেখে যাওয়া কাজ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে আসুক তাঁর অনুগামী ও অনুসারীরা। আল্লাহ রব্বুল আলামিন এ মোনাজাত কবুল করুন। আমীন।

লেখক ঃ সাবেক খুলনা জেলা সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
সভাপতি, খুলনা সংস্কৃতি কেন্দ্র।

www.pathagar.com

Shaheed Belal in my memory

Md. Ahad Ali

I met first with Shaheed Sk. Belaluddin in 1977 when I got admitted into govt. B.L. University college in 1st year honours course in English deptt. I received invitation of Shibir from Rafiqul Islam Dulal, the former g.s of govt. B.L University college students union in 1977. I took the oth ... as a shathee of i.c.s on 11 march' 1978.

In 1979, I became the secretary with Rafiqul Islam Dulal (President) of i.c.s. Then I became very much close to brother Belal, Rafiq, Hadi, Siraj and so on.

On the 21st February of 1980, we 25 shibir leaders were arrested illegally by the them government. We had to stay in khulna district jail up 14 march, 1980. At this time, Shaheed Belal, Mia Golam porwar and other shibir leaders who were not in jail of came to meet us in jail gate. This scnerry is never to be forgotten.

On 15 march, 1980, Belal- Rafiq-Ahad pannel was declared by Shibir for the Students Union Election of govt. B.L college which was the 2nd Election after the great liberation war. For election campaign, Belal-Rafiq-Ahad and other shibir leaders moved from door to door since 6 a.m till deep night except college hours. In college hours-campus was over shouted with Narai Takbir-AllahuAkber, Belal-Rafiq-Ahad parishad is the future of B.L college shangshad etc. On 5 April, 1980, shibir leaders got mine posts out of 17 under the leadership of A.g.s Md. Ahad Ali, Brother Belal and Rafiq were defeated with a very few margin. On 24 December, 1980 the third students Union election of Govt. B.L college took place and we faught under the leadership of Mazed-Belal-Ahad. The sologan of Belal-Rafiq-Ahad or Mazed-Belal-Ahad shall never be uttered in B.L college campus.

Shaheed Belal is a rare person who never became angry 1977 to 2005, with in these long 28 years, I have never seen shaheed Belal in pensive mood or in angry face. His always smiling face spelled me a

www.pathagar.com

lot. His white teeth between two black lips is never to be forgotten.

Shaheed Belal had a great and admiring personality. He could receive any one as his brother with in a very short time. All the high officials and police officers were his bosom friends. He helped me a lot by arranging my driving license, rescuing my motor cycle from traffic police and also in my danger time.

On 4 February, 2005, I warned him to move with consciousness at 11 p.m. But he smiled and warned me to be conscious. His ever smiling face shall never be seen but his unparallel personality and behaviour shall never be forgotten by any body. May Allah accept his sacrifice as shaheed. -Amin.

Writer : President, Shikhak Workers United, Bangladesh Shikhak Samitee Khulna Division.

www.pathagar.com

শহীদ বেলাল ভাইকে যেমন দেখেছি

অধ্যাপক শেখ সাইফুদ্দিন

'তোমার দয়া আছে খোদা মাগরিবে মাশরিকে'- কবি ফররুখ আহমেদ রচিত এ গান দরাজ গলায় বাদ্য যন্ত্র ছাড়া আবেগ জড়িত কণ্ঠে গেয়ে যিনি ইসলামী ছাত্রশিবির বাগেরহাট শহর শাখা আয়োজিত ১৯৭৯ সালের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় বাগেরহাট শিল্পকলা একাডেমী ভবনের কানায় কানায় পূর্ণ দর্শক শ্রোতাদের বিমুগ্ধ করলেন, তিনি হলেন খুলনার টাইফুন শিল্পী গোষ্ঠীর (তৎকালীন) পরিচালক শেখ বেলাল উদ্দীন। সেদিন শিল্পী বেলাল ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম পরিচয়। তাঁর গান শুনে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে প্রতিনিয়ত যারা গান গায় (শিল্পকলা একাডেমী ভবনের পাশে দাঁড়িয়ে) সেই প্রতিষ্ঠিত শিল্পীবৃন্দ মন্তব্য করলেন, 'বাদ্যযন্ত্র ছাড়া কিভাবে এতো সুন্দর গান গায়- চমৎকার গলাও বটে'। ইসলামী আন্দোলনের স্বার্থে বেলাল ভাই গানের চর্চা করতেন বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই। বাদ্যযন্ত্রহীন ইসলামী গানের অন্যতম পুরোধা কবি মতিউর রহমান মল্লিক এর সাথে বেলাল ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল খুবই নিবিড়। কবি মতিউর রহমান মল্লিক তাঁদের বাড়ী আসতেন। বেলাল ভাই তাঁর স্বকণ্ঠে গান, গানের ক্যাসেট শুনাসহ ইসলামী গানের অন্যান্য শিল্পীদের গান শুনতেন এবং চর্চা করতেন। কেন্দ্রীয় সম্মেলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমাবেশ ও অনুষ্ঠানে বেলাল ভাইয়ের কণ্ঠে গান শুনার দাবী উঠতো। তিনি গাঁইতেন মনপ্রাণ দিয়ে। সে গান ইসলামী আন্দোলনের সকল পর্যায়ের কর্মী ও শুভাকাঙ্খী সবাইকে অনুপ্রাণিত করতো। তাই তো শহীদ বেলালের দোয়ার অনুষ্ঠান শেষে বি, এল, কলেজের সাবেক ভি, পি, জাহাঙ্গীর কবিরের কণ্ঠে অনুরণিত হলো- ছোট বেলা হতে বেলাল ভাইয়ের গান শুনে আসছি। মনে পড়ে বেলাল ভাইয়ের সেই গান 'ঈমানের দাবী যদি কুরবানী হয়, সে দাবী পূরণে আমি তৈরী থাকি যেন ওগো দয়াময়'- ঈমানের এ সর্বোচ্চ দাবী পূরণ করতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে তিনি সে কথার প্রমাণ দিলেন।

১৯৮০ সালে বি. এল কলেজে অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার পূর্বক্ষণে বেলাল ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ। ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের সাথে কুশল বিনিময় করছেন; যেন মুক্তা ঝরে পড়ছে তাঁর মুখ থেকে। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে পাশে দাঁড়ালাম। সালামের উত্তর দিয়েই তিনি বললেন- 'কি বাগেরহাটের তলোয়ার ভাই- কেমন আছেন' এ হেন সম্বোধন আমাকে তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করলো। মনে পড়লো, ইতিপূর্বে আমার নামের ব্যাখ্যা করেছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। যখন আমি স্কুলে পড়তাম। সংগঠন বুঝতাম না; কিন্তু আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তাঁরই সাংস্কৃতিক শিষ্য বেলাল ভাই আমাকে মাঝে মাঝে বিশেষ মুহূর্তে ওভাবে সম্বোধন করতেন। শুধু আমাকে নয় তিনি অনেককেই প্রসংশামূলক সুন্দর নামে ডেকে আপন করে নিতেন। আমি তাকে বললাম, আপনার বিষয়ে অনার্স পড়ার ইচ্ছা পোষণ করি। তিনি আমার রোল নম্বরটি একটি কাগজে টুকে

www.pathagar.com

নিলেন। বস্তুত আমার অর্থনীতিতে অনার্স পড়া বেলাল ভাইয়ের সহযোগিতায়ই সম্ভব হয়েছে। নিজের বই, নোট আমাকে দিতেন এবং রাবি ও এম, এম, কলেজ। যশোর থেকে সাজেশন ও নোট সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি সক্রিয় সহযোগিতা করতেন। অনার্স পাশের জন্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মণ্ডলীসহ বেলাল ভাইয়ের কাছে আমি সমভাবে ঋণী। শুধু আমাকে নয় অনেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য তিনি সর্বদা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন নির্দ্বিধায়। পরোপকার করতেই যেন তাঁর জন্ম, নিজের স্বার্থ ত্যাগ করেই তিনি অপরের কল্যাণে ব্রত ছিলেন। খুলনার প্রতিটি অলিগলি তাকে চেনে একজন পরোপকারী বন্ধু হিসেবে। অন্যের বিপদে-আপদে সদা পাশে দাঁড়াতেন তিনি।

সংগঠন পাগল বেলাল ভাই নিজের জীবন, নিজের স্বার্থ, নিজের পড়ালেখা সবকিছুকেই সংগঠনের তুলনায় তুচ্ছ মনে করতেন। সংগঠনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও মজবুতির জন্য তিনি ছিলেন সদা তৎপর। নতুন নতুন দাওয়াতী কৌশল উদ্ভাবন, পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী কোন ধরণের কৌশল অবলম্বন করতে হবে সে ব্যাপারে তাঁর চিন্তাধারা ছিল নিত্য নতুন এবং যথোপযুক্ত। দেওয়াল লিখন, পোস্টারিং, হ্যান্ডবিল, বুকলেট-ব্যানারসহ অন্যান্য প্রকাশনার ধরণ ও প্রকৃতি কেমন হবে এবং কিভাবে উপস্থাপন করলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীসহ শুভাকাঙ্খী আকৃষ্ট হবে সে ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অতুলণীয়। ১৯৮৬ সাল বি, এল কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন। দেওয়াল লিখন নিষিদ্ধ হলো। তাই ব্যানারের গুরুত্ব বেড়ে গেল। বেলাল ভাই আমাকে বললেন, আকর্ষণীয় ফেস্টুন ও পোস্টারসহ ব্যানার করতে হবে- তবে ছোট ছোট ব্যানার নয়-চমক সৃষ্টিকারী এক বিশাল ব্যানার তৈরী করতে হবে; যার দৈর্ঘ্য হবে ২০/২৫ গজ। চল্‌লাম দু'জনে ব্যানার লিখতে।

ইতিপূর্বে খুলনার কোন চিত্রকর এতো বড় ব্যানার লিখেননি। বেলাল ভাইয়ের নির্দেশনায় একজন চিত্রকর লিখলেন ২০ গজের এক বিশাল ব্যানার- 'জাহাঙ্গীর-কামরুল-জাকির পরিষদে ভোট দিন--- বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির' বিরাট অক্ষরে লেখা এ ব্যানার চমকে দিল গোটা ক্যাম্পাসকে। সবার মুখে- এতো বড় ব্যানার ? (উল্লেখ্য, আমরা ছোট ছোট ব্যানার বর্জন করলাম) এক ব্যানার গোটা কলেজে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। এ ব্যানার দেখে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সমালোচনার সুরে বললেন, সৌদি আরবের পেট্রো-ডলারের মাধ্যমেই এতো খরচ করা সম্ভব। শিবির ৩ লক্ষাধিক টাকার বাজেট নিয়ে নির্বাচনে নেমেছে। কিন্তু আমাদের ঐ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সর্বসাকুল্যে খরচ হয়েছিল মাত্র ৩০ হাজার পাঁচশত টাকা (প্রায়)।

শেখ বেলাল উদ্দীনের দাওয়াতী টার্গেট একটু ভিন্ন ধরণের ছিল। সাধারণ ছাত্রের পাশাপাশি সমাজের প্রতিভাবান-ডানপিঠে ও সাংস্কৃতিক মনা ছত্ররাই তাঁর প্রধান টার্গেট ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের জন্য এই প্রতিভাধর ডানপিঠে ও সাংস্কৃতিকমনা ছাত্রদের খুবই প্রয়োজন। তিনি অতি সহজে এদেরকে আপন করে নিতেন। তাইতো দেখা যায়, বয়রা রায়ের মহল, দৌলতপুর, দেয়ানা, পাবলা, খালিশপুর, বানিয়াখামার, মহসিনাবাদ, দোলখোলা, টুটপাড়া সহ শহরের সর্বত্রই

www.pathagar.com

মেধাবী ডানপিঠে ও সাংস্কৃতিকমনা ছাত্ররা তাঁর ভক্ত। এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীতে শিবির নেতা তথা ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

খুলনায় সাংগঠনিকভাবে আমার প্রথম দায়িত্ব পড়ে নূরনগর ওয়াপদা কলোনী ইউনিটে। দেখি সেখানেও বেলাল ভাই সংগঠনের বীজ বপন করে রেখেছেন। তাঁরই তৈরী কর্মী হিসেবে পেলাম জহিরুল ইসলাম...কে, আর পেলাম বেলাল ভাইয়ের এক ভক্ত ইসলামী ছত্রশিবির খুলনা মাহনগরীর প্রথম শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমানকে। এ ইউনিটে আমার দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও বেলাল ভাই প্রতিনিয়ত ঐ কলোনীতে আসতেন, আর ছাত্র-কিশোররা তাঁকে ঘিরে ধরতো- যেন তাদের আপনজন। এমনকি অভিভাবকবৃন্দও বেলাল ভাইকে ভাল ছেলে হিসেবেই জানতো। বেলাল ভাইয়ের পরামর্শ ও পদচারণায় শিল্পী, বিমান এবং অন্যান্যদের প্রচেষ্টায় ঐ কলোনীতে একটি দ্বীনি পরিবেশ তৈরী হয়েছিল, হয়েছিল শিবিরের মজবুত অবস্থান। এভাবে দায়ী ইলাল্লাহ'র ভূমিকা নিয়ে খুলনার সর্বত্রই ছুটে বেড়িয়েছেন শহীদ বেলাল ভাই। তাইতো খুলনার প্রতিটি অলি-গলি শেখ বেলালের চেনা।

সুধী-শুভাকাঙ্খীদের মাঝে বেলাল ভাইয়ের প্রভাব ছিল ব্যাপক। তাদের নিকট নিয়মিত যাতায়াত করতেন তিনি। তাদেরকে সংগঠনের ক্যালেন্ডার, বই, ডায়েরী, স্টীকার ইত্যাদি উপহার দেয়া তাঁর অভ্যাস ছিল। মাসিক এয়ানত বা এককালীন চাঁদা সংগ্রহ করতে যাওয়া ছাড়াও শুধুমাত্র সালাম বিনিময় করার জন্য তিনি সুধীদের বাসায় হাজির হতেন। সময় থাকলে সংগঠনের সুবিধা-অসুবিধা সাফল্য-ব্যর্থতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেন- তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে। সুধীদের নিকট থেকে এয়ানত সংগ্রহ করার সময় তিনি অত্যন্ত মার্জিতভাবে দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন করতেন। কোন্ সুধীকে কি বলতে হবে সে সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। খুলনা মহানগরীর কর্মীদের শিক্ষা-শিবির চলছে। বেলাল ভাই এবং আমি অর্থ সংগ্রহের জন্য বের হলাম। গেলাম এক সুধীর বাসায়। রাত তখন আনুমানিক দশটা। স্বভাব সুলভভাবে বেলাল ভাই সালাম দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, রাতে নিশ্চয়ই খেয়েছেন, আর আমরা খেলাম কিনা সে খবর রাখলেন না? দেন টাকা দেন চাল-ডাল কিনে শিক্ষাশিবিরে যেতে হবে। কিছুদিন পূর্বেই ঐ সুধী সংগঠনকে বেশ কিছু টাকা দিয়েছেন। তাই তিনি বললেন, বেলাল ভাই একটি মুরগী কয়বার জবাই দেয়া যায়। উত্তরে বেলাল ভাই বললেন, আমরা আমাদের জবাইকৃত মুরগীর গোশ্‌ত নিতে এসেছি, ঐ গোশ্‌ত নেয়ার অধিকার একমাত্র আমাদের। ঐ সুধী মুচকি হেসে বললেন, বেলাল ভাই আপনার সাথে পারা যাবে না। আল্লাহর রাহে গোশ্‌ত তো আমাকে দিতে হবে। বেলাল ভাইয়ের মুখ থেকে তখন বেরিয়ে এলো কুরআনের আয়াত- 'ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহ ইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রব্বিল আলামীন।' এই তো ছিল বেলাল ভাইয়ের উপস্থাপনা।

শুধু সুধী শুভাকাঙ্খী নয় ছাত্রজীবন থেকে শেখ বেলালের সাথে সাংবাদিকদের সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। তিনি জানতেন প্রচার মাধ্যম হিসাবে সংবাদপত্র যে-কোন আন্দোলনকে

www.pathagar.com

বিজয় দানে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই তিনি সুযোগ পেলেই মাগরিব/ এশার নামাজের পরে মরহুম কাজেম আলী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত খুলনা পেপার স্টল পরবর্তীতে খুলনা নিউজ কর্ণার (পিকচার প্যালেস মোড়)-এ যেতেন এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকা পাঠ সহ ওখানে সাংবাদিকদের আড্ডায় কিছু সময় দিতেন। মনে হয় ঐ সূত্র ধরেই তাঁর সাংবাদিকতায় পা রাখা।

বেলাল ভাই ছিলেন ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এক মহীরুহ, এক বিশাল বটবৃক্ষ। যার ছাঁয়ায় ইসলামী আন্দোলনের কর্মী, সমর্থক, শুভাকাঙ্খী সকলেই ঠাঁই পেত। তাঁরই নিরলস প্রচেষ্টায় বয়রা রায়ের মহল ছিল ইসলামী আন্দোলনের জন্য এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এখানকার প্রতিটি ঘরে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী-সমর্থক-নেতা তৈরী হয়েছে। তাঁর ব্যবহারেই এ এলাকার অন্যদলের নেতা-কর্মীরা শিবিরকে সমীহ করতো- সহযোগিতা করতো। বেলাল ভাইদের আল্লাহর দান মঞ্জিল (বাড়ী) ছিল ইসলামী আন্দোলনের এক স্থায়ী অফিস। বয়রা উপশাখা, বৃহৎ দৌলতপুর থানার যাবতীয় অফিসিয়াল কার্যক্রম আবর্তিত হতো ঐ বাড়ী থেকে। এমনকি খুলনা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি ঐ মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত হতো। আমার জানা মতে কেন্দ্রীয় মেহমান খুলনায় আসছেন আর বেলাল ভাইদের বাড়ীতে আসেননি এমনটা হয়নি। কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব সাইফুল আলম খান মিলন ঐ বাড়ীতে বসে অগ্রসর সাথী-কর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সহ আমাকে সদস্য প্রার্থী করেছিলেন। বেলাল ভাই তাঁদের ঘর, তাঁদের এলাকাকে ইসলামী আন্দোলনের মজবুত ঘাঁটিতে পরিণত করে আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় হয়ে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন।

বেলাল ভাই ছিলেন এক অসীম সাহসী দৃঢ়চেতা সিপাহসালার। বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন ব্যক্তিত্ব। যাকে দেখলে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পেত, শক্তি-সাহস-হিম্মত বেড়ে যেত। তাগুত হতো ভীত সন্ত্রস্ত। ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। বি.এল কলেজ অডিটরিয়ামে বেলাল ভাই অনার্স পরীক্ষা দিচ্ছেন। কলেজে তেমন কোন উত্তেজনা নেই। আমরা ক'জন বি এল কলেজের শহীদ মিনারের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। হঠাৎ করে দুটি ছেলে এসে শিবির নেতা নুরুজ্জামান বকুল এবং শফিউল আলম রতনকে ডেকে নিয়ে মারতে শুরু করে। তাদের নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগলো। আমরা তো হতবাক, ব্যাপার কি শুনতে গেলেই ঐ দুর্বৃত্ত ছেলে দুটি দৌলতপুর (দিবা-নৈশ) কলেজের দিকে দ্রুত চলে গেল। সংবাদ পেলাম অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা দৌলতপুর (দিবা-নৈশ) কলেজে অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে। আমরা তখন মাত্র ২০/২৫ জন মিছিল শুরু করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা রামদা-হকিস্টিক, রড, কুঠার, ছোরা, বোমা ও অন্যান্য অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে কলেজের মেইন গেট দিয়ে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে আমাদের কর্মীদের প্রতিরোধের মুখে পিছু হটে যায়। ওরা যাতে সহজে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য মেইন গেট ও দক্ষিণ পার্শ্বের গেইট বন্ধ করে দেয়া হলো। কামরুল ভাই এবং আমি ইতিপূর্বে এমন মারামারির সম্মুখীন হইনি। আমাদের কর্মীদের হাতে শুধু ইটের খোয়া আর শত্রুরা অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জি। বোমবিং করছে

www.pathagar.com

ব্যাপকহারে। তাই আমরা কিছুটা চিন্তিত। মারামারির সংবাদ বেলাল ভাইয়ের কানে পৌছিয়েছে, ছটফট করছেন তিনি। পরীক্ষা হলের পরিদর্শকবৃন্দ তাকে বের হতে দিচ্ছেন না। আমরাও সংবাদ পাঠালাম গোটা ক্যাম্পাস আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে- আপনি পরীক্ষা শেষ করে আসুন। কিন্তু সংগঠন যার প্রাণ সেই সংগঠনের কর্মীরা রণক্ষেত্রে আর শেখ বেলাল নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিবে তা হয় না। শিক্ষকদের নিষেধ উপেক্ষা করে তিনি বেরিয়ে এলেন। (উল্লেখ্য, এ কারণেই বেলাল ভাইয়ের অনার্স পরীক্ষা ভাল হয়নি) বেলাল ভাইয়ের উপস্থিতিতে কর্মীদের সাহস হিম্মত বেড়ে গেল অনেক গুণ। তারা উদ্যত হলো দক্ষিণ পাশের গেট খুলে শত্রুদের আক্রমণ করতে। বেলাল ভাই নিষেধ করলেন, কারণ শুধু ইটের টুকরা দ্বারা বাইরে গিয়ে অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত শত্রুদের আক্রমণ করা ঠিক নয়। বেলাল ভাইয়ের নির্দেশে কর্মীদের কয়েকটি গ্রুপে সুবিন্যস্ত করে বিভিন্ন স্পটে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। আর ২০/২৫ জনের একটি গ্রুপ রাখা হলো রিজার্ভ- তারা শুধু শ্লোগান দিতে থাকলো। এহেন কৌশলে বাইরে অবস্থানরত বিরোধীরা মনে করলো ক্যাম্পাস শিবির কর্মীতে পূর্ণ। তাই তারা সংখ্যায় বেশী এবং অস্ত্রে-সস্ত্রে সজ্জিত হয়েও ক্যাম্পাসের ভিতরে আসতে সাহস পাচ্ছিল না। আমার তখন মনে হলো, মুহম্মদ ঘোরীর তারাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের রিজার্ভ বাহিনীর কথা, যারা যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে রণ-ক্লান্ত পৃথ্বিরাজের বিশাল বাহিনীকে অতি সহজে পর্যদস্তু করেছিল। রণকৌশলী বেলাল ভাই সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করছেন।

দীর্ঘক্ষণ সংঘর্ষ চলছে। আমাদের কর্মীরা ক্লান্ত। সংখ্যায়ও মাত্র ৭০/৮০জন বাইরে থেকে সাহায্য আসছে না। অন্যদিকে বাইরে অবস্থানরত শত্রুদের দল ক্রমান্বয়ে ভারী হচ্ছে, বাড়ছে তাদের অস্ত্রসস্ত্র। আর বেশীক্ষণ টিকে থাকা যাবে না। এটা উপলব্ধি করে বেলাল ভাই অধ্যক্ষ স্যারকে দ্রুত পুলিশ এনে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ এলো, তবে মেইন গেট দিয়ে নয়। নদীর পার হয়ে পিছন দিয়ে। ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেই বহিরাগতদের তথা বাইরে অবস্থানরতদের নয় বরং শিবির কর্মীদের উপর চড়াও হলো। বেলাল ভাই ও কামরুল ভাই প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, ঐ দুই শিবির নেতাকে গ্রেফতার করার জন্য অধ্যক্ষ স্যার পুলিশকে উদ্বুদ্ধ করলেন। বেলাল ভাই এটা টের পেয়ে কর্মীদের নিয়ে মাঠে গেলেন। মিছিল করে ক্যাম্পাস ত্যাগ করলেন। যাবার মুহূর্তে অতি সাবধানী বেলাল ভাই আমাকে বললেন, আপনি কিছু সময় ক্যাম্পাসে থাকুন, কিছু কর্মী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে তাদের দ্রুত ক্যাম্পাস ত্যাগ করে কাশিপুরে আসতে বলুন। আপনিও একজন বিশেষ কর্মীকে সর্বশেষ পরিস্থিতি দেখার জন্য দায়িত্ব দিয়ে চলে আসুন। (উল্লেখ্য, কাশিপুর ছিল শিবিরের জন্য নিরাপদ স্থল) কারণ একটু পরেই শত্রুরা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে আমাদের কর্মীদের পেলে এলোপাতারীভাবে মারধর করবে।

বেলাল ভাই জানতেন- আমি অন্যান্যদের কাছে শিবিরের দায়িত্বশীল হিসেবে পরিচিত নই। পুলিশ ও আমাকে চেনে না। তাই আমার পক্ষে পরিচিত শিবির কর্মী-সমর্থকদের ক্যাম্পাস থেকে সরিয়ে দেয়া সম্ভব। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমি কিছু সময় অবস্থান করে

www.pathagar.com

কয়েকজন কর্মীকে দ্রুত ক্যাম্পাস ত্যাগ করিয়ে একজন বিশেষ কর্মীকে (যার কাজ শুধু সংবাদ আদান-প্রদান করা) সর্বশেষ পরিস্থিতি অবলোকন করার দায়িত্ব দিয়ে কলেজের ছাত্রাবাসের পাশে পিছন(পূর্ব পাশ) গেট দিয়ে যখন বের হচ্ছি, দেখি ঠিকই বেলাল ভাইয়ের ধারণা অনুযায়ী শত্রুরা দক্ষিণ পাশের গেট দিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করছে আর পুলিশ মেইন গেট পাহারা দিচ্ছে।

কর্মীদের রক্ষা করার জন্যই তিনি শুধু সতর্ক ছিলেন না, কর্মী-সমর্থকদের উত্তেজনাকর আচরণ যেন অহেতুক অন্যের জানমালের ক্ষতি না করে সে দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। ১৯৮৯ সাল বি, এল কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন। কিছু বাম ছাত্র সংগঠন নির্বাচন ভন্ডুলের জন্য তৎপর। তারা বিনা উসকানিতে শিবিরের মিছিলে হামলা চালালো কাটা রাইফেল দিয়ে, শিবিরের কর্মী সাহাবুদ্দিন ধীরার বুকে গুলি করলো। শিবির কর্মীদের প্রতিরোধের মুখে শিবির বিরোধীরা ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। তারপরের দিন দৌলতপুর এলাকায় বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হলো। খুলনায় শিবির কর্মী গুলি বিদ্ধ হওয়ার ঘটনা এই প্রথম। তাই উত্তেজনা খুব বেশী, যারা ধীরাকে গুলি করেছে, সামনে পেলে আর রক্ষা নেই। বিশাল মিছিলে সাহাবুদ্দিন ধীরার কয়েকজন বন্ধু (যারা শিবিরের নতুন সমর্থক) উপস্থিত। প্রতিশোধ স্পৃহা তাদের তীব্র। বেলাল ভাইয়ের নজর তাদের দিকে পড়লো- এরা অঘটন ঘটাতে পারে। বেলাল ভাই তাদের ডেকে বললেন, আপনারা নতুন সবাইকে চেনেন না- কাউকে কিছুই বলবেন না এই সাইফুদ্দিন ভাইয়ের নির্দেশ ছাড়া। আর মিছিলে সার্বক্ষণিক ওনার সাথে থাকবেন। বেলাল ভাইয়ের নির্দেশে মিছিলে আমার প্রধান কাজ ছিল তাদের সাথে রাখা। তাঁর এ সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গী আর আল্লাহর অশেষ রহমতে সে দিন কোন অঘটন ঘটেনি।

জীবন বাজি রেখে সংগঠনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সদা তৎপর ছিলেন শেখ বেলাল। রমজান আগত। সদস্য বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো রমজানের পবিত্রতা রক্ষার্থে শহরের মোড়ে মোড়ে টানানো অশ্লীল ছবিগুলো এবং সিনেমা হলের সামনের অশ্লীল ছবিগুলো সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। রমজান শুরুর একদিন আগে রমজানকে স্বাগত জানিয়ে মিছিল শুরু হলো। মোড়ের অশ্লীল ছবি এবং সিনেমা হলের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে হলের সামনের অশ্লীল ছবিগুলো সুশৃংখলভাবে সরানো হচ্ছিল। কিন্তু শংখ হলের অশ্লীল ছবি খুলতে কতিপয় যুবক বাঁধা দিলে তাদেরকে সামান্য উত্তম মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় এবং অশ্লীল ছবিও খুলে ফেলা হয়। ঘটনাক্রমে ঐ যুবকদের নেতৃত্বে ছিল হাজী বাড়ীর লিটু। এটা তার অপমান গর্জে ওঠে সে! দলবলসহ অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শিবির কর্মীদের খুঁজছে দাড়ি-টুপিধারী যুবক-কিশোরদের মারছে। শহীদ বিমান চত্বরে (শান্তিধামের মোড়) অবস্থিত শিবির অফিসে হামলা চালিয়েছে- তখন দুপুরের সময় শিবির অফিসে কেউ ছিল না। আমরা চিন্তিত হয়ে পড়লাম কিভাবে পরিস্থিতি সামাল দেয়া যায়। সদস্য বৈঠক বসলো শামসুর রহমান রোডের এক বাসায়। কোন ব্যক্তি বা হাজী বাড়ীর সাথে আমাদের কোন বিরোধ নয়, সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য কর্মীদের ঐ দিনের জন্য অফিসে আসতে নিষেধ করা হলো। হাজী বাড়ী গিয়ে লিটুর মুরব্বীদের

www.pathagar.com

ব্যাপারটা খুলে বলতে এবং মীমাংসার ব্যবস্থা করতে বেলাল ভাইকে দায়িত্ব দেয়া হলো। আমাদের মাঝে তিনিই ছিলেন এ ব্যাপারে উপযুক্ত। সংগঠনের সিদ্ধান্ত বাস্ত বায়নের জন্য তিনি জীবনের ঝুকি নিয়ে নিঃসংকোচে বেরিয়ে পড়লেন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হচ্ছে বেলাল ভাই ফিরছেন না, কোন খবর পাচ্ছি না। চিন্তিত হলাম, মহান আল্লাহর দরবারে আমরা দোয়া করতে লাগলাম। প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘন্টা পর তিনি এলেন সুসংবাদ নিয়ে। লিটুর চাচা জনাব আবুল কাশেম, রুকু আপা সহ অন্যান্য মুরুব্বী লিটুকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিলেন এবং শিবিরের উপর হামলা করতে নিষেধ করলেন। পরের দিন হাজী বাড়ীতে আনুষ্ঠানিক বৈঠক হলো অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে। এরপর থেকে হাজী বাড়ীর পক্ষ হতে শিবিরের কাজে কখনও বাঁধা দেয়া হতো না। উপরন্তু হাজী বাড়ীসহ গোটা বানিয়া খামার ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় শিবিরের কাজ সম্প্রসারিত হলো। ওখান থেকে বেরিয়ে এলো ইসলামী আন্দোলনের অনেক নেতা কর্মী। আল্লাহর অসীম রহমতে বেলাল ভাইয়ের সাহসী পদক্ষেপে শিবির শুধু উটকো ঝামেলা থেকেই মুক্ত হলো না, শিবিরের কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি পেল, ইসলামী আন্দোলনের ভীতও মজবুত হলো। জানি না বেলাল ভাইহীন খুলনায় এহেন সমস্যার সমাধান আল্লাহ কিভাবে করাবেন?

জামাতে নামাজ আদায় করার জন্য তিনি অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। তিনি খোঁজ রাখতেন খুলনার কোন মসজিদে কোন সময় নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। খুলনার একটি মসজিদে এশার নামাজের জামাত অন্যান্য মসজিদের চেয়ে প্রায় আধা ঘন্টা/পৌনে এক ঘন্টা দেরীতে অনুষ্ঠিত হতো। অনেক সময় সাংগঠনিক কাজ বিশেষ করে সুধী ও শুভাকাঙ্খীদের সাথে যোগাযোগ করতে করতে দেরী হলে বেলাল ভাই ছুটে যেতেন ঐ মসজিদে এশার নামাজের জামাত ধরার জন্য। তাই তো দেখা যায় তাঁর জীবনের শেষ কর্মদিবসে অর্থাৎ যে দিন তিনি আহত হলেন সে দিনও (তিনি) এশার নামাজ জামাতে আদায় করেন। 'নামাজ বেহেস্তের চাবি'- সে চাবি বেলাল ভাই ঠিক রেখেছেন। আল্লাহ তার নামাজকে কবুল করুন। আর আমাদেরও সে পথে যাওয়ার তৌফিক দিন। আমীন॥

লেখক ঃ সাবেক সেক্রেটারী, খুলনা মহানগরী, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

www.pathagar.com

শেখ বেলালের সাথে স্মরণীয় কয়েকটি মুহূর্ত

মুহাম্মদ ওয়াছিয়ার রহমান মন্টু

মানুষের জীবনে এমন সব মূহূর্ত থাকে যা কখনও ভুলা যায় না। শেখ বেলালের এমনি ধরনের কয়েকটি মূহূর্ত যা পাঠকের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরলাম।

এক. সাল'টা পচাশি হবে। তারিখ মনে নেই। আমি তখন জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন ফুলকুঁড়ি আসর খুলনা মহানগরী পরিচালকের দায়িত্বরত। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে খুলনার শিশু-কিশোরদের বড় ধরনের একটি প্রতিয়োগিতার অয়োজন করেছি। সকাল ন'টা থেকে বিভিন্ন বিষয় প্রতিযোগা শুরু হয়েছে। অংকন প্রতিযোগিতা শেষে বিচার করার সময় আমরা একটা সমস্যায় পড়লাম। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন খুলনা আর্ট কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ রফিকুল হক এবং নৌবাহিনী স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান। বিচার করার সময় দেখা যায় নৌবাহিনী স্কুলের এক ছাত্র এবং অন্য একজন ছাত্র সমান সংখ্যক নম্বর পেয়ে ১ম স্থান অধিকার করায় দু'বিচারকের মধ্যে প্রতিদন্ধিতার সৃষ্টি হয়। ফলে তুতীয় বিচারক নিয়োগ করার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তখন খুলনা মহানগরীর কোষাধ্যক্ষ ও খুলনা মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব শেখ আবুল হোসেন সাহেবের পরামর্শে ফুলকৃঁড়ি আসর খুলনা মহানগরী শাখার সাবেক পরিচালক জনাব শেখ বেলাল উদ্দিন ভাইকে ৩য় বিচারক নিয়োগ করি। শেখ বেলাল তাঁর বিচক্ষণতার সাথে বিচার কার্য পরিচালনা করে রায় দিলেন যে ডঃ রফিকুল হকের বিচারে যে ছেলেটিকে ১ম স্থান অধিকার করেছিল তাকে ২য় করলেন কারণ তার অংকিত পাতাসহ একটি ফুটন্ত গোলাপের একটি পাতার শিরার দু'পার্শ্বে দুই রং একপাশ সবুজ ও অন্য পাশ হলুদ।

বেলাল ভাইয়ের রায়ে মন্তব্য ছিল একটি পাতার শিরার দু'দিক দু'রংয়ের হয় না। পাকা হলে দু'পাশ হলুদ হবে আর কাচা থাকলে দু'পাশ সবুজ থাকবে। সুতরাং তৎকালীন বাংলাদেশের আর্টের উপর একমাত্র ডক্টরেটধারী ডঃ রফিকুল হক নিরবে মেনে নিলেন শেখ বেলালের বিচক্ষণতা পূর্ণ রায়।

দুই. সম্ভবত উনিশ'শ ছিয়াশি সালের কথা। একদিন বেলাল ভাইসহ সরকারী বি.এল কলেজ মসজিদে যোহরের নামাজ আদায় শেষে শহরে রওনা হওয়ার মুহুর্তে কলেজ পুকার পাড়ে পাকা সিড়িঁতে বসে আছি। এমন সময় আমাদের পাশে একজন ভিক্ষুক বসা আছে যার গায়ের কাপড়-চোপড় একটু ভাল। পরক্ষণেই অন্য একজন ভিক্ষুক এসে ঐ ভিক্ষুকে কাছে ভিক্ষা চাইল। সাথে সাথে বেলাল ভাই বিষয়টি নজরে নিয়েই। জোর গলায় হেসে বলতে লাগল- ক্যামেরা কই এই মূহূর্তে ছবি ধারণ করা দরকার।

তিন. উনিশ'শ চুরাশি সালের কথা। আমি তখন ফুলকুঁড়ি আসরের নতুন দায়িত্বশীল। আঠাশে সেপ্টেম্বর আমাদের দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। আমার নতুন দায়িত্ব। একটা বড় অনুষ্ঠান আয়োজন আমার পক্ষে কঠিন। অভিজ্ঞতা কম। সংগঠনের নির্দেশে বেলাল ভাই সহায়তা করতে এসছে। আমি জানি না যে, সংগঠন স্মরণিকা- **অগ্রপথিক** প্রকাশ করার

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত দিয়ে বেলাল ভাইকে পাঠিয়েছে। বেলাল ভাই এসে উপদেষ্টা পরিষদের সভা অহবানের ব্যবস্থা করলেন। সভায় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর বিস্তারিত পরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদিত হলো। বেলাল ভাই ঢাকায় গিয়ে প্রয়োজনীয় বানী, বিজ্ঞাপন সংগ্রহসহ প্রচ্ছদ ছাপিয়ে নিয়ে আনলেন। হাতে ধরে আমাকে এ ধরনের একটা বড় অনুষ্ঠান আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা বুঝিয়ে দিলেন। অবশেষে শেখ বেলালের নির্দেশনায় সুন্দর একটি স্মরণিকা প্রকাশ হলো। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানও খুব সুন্দর ভাবে পালিত হলো।

চার. উনিশ'শ তিরাশি সাল আমি তখন শিবিরের কাশিপুর উপ-শাখার বংগবাসী ইউনিটের সভাপতি, বর্তমান সরকারী চাকুরীতে কর্মরত সরওয়ার হোসেন বাবু ভাই আমার সেক্রেটারী। আমরা দু'জনে মিলে নবী দিবস উপলক্ষে একটা স্মরণিকা প্রকাশ করার উদ্দোগ নিলাম। আমি তখন সাথী প্রার্থী। স্মরণিকা প্রকাশ করতে হলে সংগঠন থেকে অনুমতি নিতে হয় তা আমার জানা ছিল না। প্রয়োজনের তাগিদে নগরী সভাপতি হিসেবে শেখ বেলাল ভাইয়ের অনুমোতি প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তা পড়াশুনা ও মান উন্নয়নের পরামর্শসহ না মঞ্জুর হলো। কিন্তু স্বল্প সময় পরে শেখ আল-আমীন ভাই সভাপতি হলে তার কোমলীয়তার কারনে পুনরায় অনুমোতি প্রার্থনা করলে তিনি তা মঞ্জুর করলেন। অবশেষে বংগবাসী ইউনিট থেকে স্মরণিকা- **রেনেঁসা** প্রকাশিত হলো। অতি উৎসাহ বশতঃ উপদেষ্টা কমিটিতে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নাম ছাপালে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে তদানিন্তন ইসলামিক ফাউন্ডেশন খুলনা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব আ.ছ.ম মাহমুদুল হাছানের নাম প্রকাশ হলে তার বিপক্ষের লোকজন ঐ স্মরণিকা ফাউন্ডেশনের হেড অফিসে পাঠায়ে তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগ উত্থাপন করলে বেলাল ভাই আমাকে প্রচণ্ড ধমক দিলেন। জীবনের জন্য একটি শিক্ষা হলো আমার।

পাঁচ. উনিশ'শ বিরাশি সালের কথা। আমি তখন বি.এল কলেজ শাখা শিবিরের কর্মী। বাসের কন্ট্রাক্টরের সাথে ভাড়া নিয়ে বি.এল কলেজের এব ছাত্রে বচসার এক পর্যায়ে বাস শ্রমিকদের সাথে প্রচন্ড সংর্ঘষ হয়। শিবির ছাত্রদের বাড়াবাড়িকে বিরুৎসাহিত করে। ফলে শিবিরের সাথে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সাথে প্রায় দিন ব্যাপী প্রচণ্ড সংর্ঘষ হয়। ঐ মহানগরী সভাপতি শেখ বেলাল ভাইয়ের অনার্স পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষার এক পর্যায়ে হলে থেকে তিনি জানতে পারেন শিবিরের সাথে অন্যান্য সকল ছাত্রদের প্রচন্ড সংঘর্ষ হচ্ছে। মহানগরী সভাপতি হিসাবে এই বিরাট সংঘর্ষ জেনে পরীক্ষা দেয়া অব্যহত রাখা সংগঠন ইতিবাচকভাবে নেয়নি। পরে এই ঘটনার পর্যালোচনার পর কেন্দ্রীয় সভাপতি তাকে মহানগরী সভাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নেয়ার পরামর্শ দেন। তিনি সংগঠনের এই সিদ্ধান্ত স্বাগত জানিয়ে সভাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নেন এবং পরে দৌলতপুর (দক্ষিন) থানা শাখার দায়িত্ব পালন করেন। রসূল (সাঃ) এক যুদ্ধে যেমন খালিদ বিন ওয়ালিদকে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে সাধারণ সেনা সদস্যের মত দায়িত্ব দিলে আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠ দেখিয়ে সন্তষ্টি চিত্তে তা পালন করেন। শেখ বেলালও এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

লেখক ঃ সাবেক খুলনা মহানগরী সেক্রেটারী, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির।

www.pathagar.com

অনুভবে অনুক্ষণ

আমার বেলাল ভাই

মাকসুদুর রহমান মিলন

১৯৮৪ সালের জুন অথবা জুলাইয়ের কথা। বি.এল কলেজে এসেছি ভর্তি পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষা শেষে শিবিরের বিশাল মিছিল। এর মধ্যে একজনের দিকে বিশেষভাবে নজর পড়ল। কালো লম্বাটে চেহারা, ঝকঝকে দাঁত। মাথায় প্যাঁচানো চওড়া সাদা ব্যাণ্ডেজ। ছোপ ছোপ রক্তের দাগ ব্যাণ্ডেজ ভেদ করে বাইরে চলে এসেছে। তাই নিয়ে সামনে থেকে মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? জবাব এলো- কেন চেনেন না! ইনি বেলাল ভাই। শেখ বেলাল ভাই।

মিছিল শেষে বি.এল কলেজের মসজিদের ঘাটে বিশাল আড্ডা। সবাই এসে বেলাল ভাইয়ের সাথে হ্যাণ্ডশেক করছেন। সালাম দিচ্ছেন। সবারই জিজ্ঞাসা মাথায় কি হয়েছে বেলাল ভাই। বেলাল ভাইয়ের উপস্থিত হাসির সাথে জবাব- সাতক্ষীরা কলেজে গিয়েছিলাম। ছাত্র সংগ্রাম ওয়ালারা বানান দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।" সেই যে বেলাল ভাইকে চেনা তার পর থেকে আজ ২১ বছর পার হলো। এরপরে কবে যে একেবারে আপন ভাই হয়ে গেছি কিছুই আলাদা করে মনে পড়ে না। কারণ বেলাল ভাই এমনই। কাউকে আপন বানাতে তাকে আলাদা করে উদ্যোগ নিতে হয়নি।

গত ২১ বছর দুর্যোগে, টেনশনে, মিছিলে-সংগ্রামে, সংগঠনে, আড্ডায় যে কত সময় কটিয়েছি তার হিসাব কখনই মিলবে না। শুধু মাত্র একটু বকা খাওয়া অথবা "কিডা মকছেদ ভাই নাকি!" এই আপাতঃ তাচ্ছিল্য আর আদর ভরা ডাক শোনার জন্য কতবার যে ফোন করেছি তার ইয়াত্তা নাই। বেলাল ভাইয়ের সাথে চলতে ফিরতে যদি কখনও দেখেছি ফরমাল ব্যবহার করছেন তাহলে ভয় হতো কোন কারণে আমার উপরে রাগ করেছেন হয়তো।

একটা বিষয় আমার কাছে বিস্ময়কর লাগতো। তাহলো কারো সঙ্গে যতো গভীর সম্পর্কই থাকুকনা কেনো নীতিগত প্রশ্নে কাউকেই তিনি ছাড় দিতেন না। শুধুমাত্র দ্বীনের কারণে, নৈতিকতার কারণে পরম আত্মীয়তাও হয়ে যেতো বেলাল ভাইয়ের অপরিচিত মানুষে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির পদমর্যাদা বা তার সাথে সম্পর্কের বিষয়টিকে কখনও পাত্তাই দিতেন না।

সংগঠনের সংকটে বেলাল ভাইকে যেমন ইস্পাত কঠিন দৃঢ় দেখেছি, একই বেলাল ভাই যখন মোনাজাত করতেন তখন কাঁদতেন শিশুর মত।

নিজে হাসার এবং অপরকে হাসানোর যে ক্ষমতা বেলাল ভাইয়ের ছিল তার তুলনা কল্পনাও করা যায় না। '৮৫ সালের জুলাই মাসে ভরা বর্ষায় নেছারিয়া মাদ্রাসায় টি.সি হচ্ছিল। খাদ্য বিভাগের দায়িত্ব বেলাল ভাইয়ের। তখন রান্নাও করতেন সংগঠনের

www.pathagar.com

ভাইয়েরা। বর্ষা, ভেজা কাঠ, স্থান স্বল্পতা তারপর বাজেট সংকটতো আছেই সব মিলিয়ে ডেলিগেটদের সামনে তিন বেলা খাবার হাজির করাই কঠিন। স্বাভাবিকভাবেই খাবারের অবস্থা তথৈবচ। সবারই কষ্ট হচ্ছে। শেষ দিন সূর্যের দেখা মিলল। রান্নাও ভাল। মেনু উন্নতমানের। গরুর গোস্ত। সবাই তৃপ্তির সাথে খাওয়া-দাওয়া করছেন। বেলাল ভাই সবার মাঝে দাঁড়িয়ে হাক দিলেন, "কি খাবার কেমন হয়েছে?" সবার উচ্চ কণ্ঠের জবাব "খুব ভাল" বেলাল ভাই সাথে সাথে বলে উঠলেন, "কেউ কোন দিন খারাপ বলতে পারলো না। আর আজ....।" সবার হাসিতে গড়া গড়ি যাবার অবস্থা। কারণ গত কয়দিনে খাবার যে অবস্থা গেছে তা ছিল একেবারেই কোন রকম মানের।

বছরের শুরুতেই ব্যাংকে গিয়ে ডায়েরী ও ক্যালেন্ডারের কথা বলতেন। প্রথমে একটু খারাপ লাগতো একা এতোগুলো ডায়েরী-ক্যালেন্ডার নিয়ে যেতেন। পরে জেনেছি একটিও নিজে রাখতেন না। সব দিতেন সাংবাদিক এবং সুধীদের, নিছক ইসলাম প্রচারের জন্য। সে কারণে গত ২/৩ বছর ইনস্যুরেন্স কোম্পানীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ডায়েরী ক্যালেন্ডার চেয়েও নিয়েছি। আর তা বেলাল ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে অপার সুখ অনুভব করতাম।

কোলাকুলি করার সময় বেলাল ভাইয়ের বুক থেকে বিচ্ছিন্ন হতে ইচ্ছা করতো না। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী সময় নিয়েই কোলাকুলি করতাম। হ্যান্ডসেক করার সময় প্রায়ই দুই হাতে হাত ধরে থাকতাম। কোন দুর্লভ মুহূর্তে হয়তো বেলাল ভাই কাঁধে হাত দিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন। আমি অনুভব করতাম বেলাল ভাইয়ের স্নেহের উষ্ণতা। আল্লাহর জান্নাতী গোলামের শরীরে হয়তো এরকম জান্নাতী ছোঁয়াই, উষ্ণতাই লেগে থাকে। বেলাল ভাইয়ের হাত-পায়ের আঙ্গুল ছিল অসাধারণ সুন্দর। নামাজ পড়তে যখন পাশে দাঁড়াতাম তখন প্রায়ই চোখ চলে যেত বেলাল ভাইয়ের পায়ের আঙ্গুলের দিকে। কখনও হয়তো অফিসে আমার টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে কিছু লিখছেন। আমি চেয়ে থাকতাম বেলাল ভাইয়ের হাতের আঙ্গুলের দিকে।

শাহাদাতের কিছু দিন আগে থেকেই কেমন যেন সিরিয়াস হয়ে গিয়েছিলেন। আগে যেখানে কোন কথা বললে হাসি ঠাট্টায় উড়িয়ে দিতেন। সেখানে শেষের দিকে প্রতিটি কথাই যেন সিরিয়াসলি নিতেন। চেহারায় এক ধরণের লাবণ্য লক্ষ্য করতাম।

২ ফেব্রুয়ারি বুধবার জোহর নামাজ পড়ে অফিসে দুপুরের খাবারের প্রস্তুতি নিচ্ছি। হঠাৎ দেখি বেলাল ভাই। বললাম বেলাল ভাই খাবার আনি। তিনি বললেন-না এখনই বাসায় যাব। আপনার ভাবী অপেক্ষা করছেন। আমি বললাম, ভাবীকে আমি বলে দিচ্ছি। সাথে সাথে ফোন করে জানালাম বেলাল ভাই দুপুরে আমার সাথে খাবেন। কারণ খেতে খেতে বেলাল ভাইয়ের সাথে গল্প করার লোভ সামলানো আমার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব না। খাবার আসতে কিছু দেরী দেখে বেলাল ভাই তার মোবাইলের ক্যামেরায় আমার চেয়ারে বসে কাজ করা ভিডিও করলেন। শাহাদাতের পরে ভাবী সেই ছবি প্রিন্ট করে আমাকে

www.pathagar.com

পাঠিয়েছেন। খাওয়া-দাওয়ার পরে প্রায় সাড়ে তিনটা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। এটাই সুস্থ বেলাল ভাইয়ের সাথে আমার সরাসরি শেষ সাক্ষাৎ।

৫ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা। হরতাল শেষের মহানগরী ফাঁকা ফাঁকা। আমার ছোট ছেলেকে শামসুর রহমান রোডের এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার কথা। আমি জোনাল অফিসের কাজ সেরে সোজা ডাক্তারের চেম্বারে হাজির হয়েছি। ওদিক থেকে ছেলের মা ছেলেকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য রিক্সায় রওয়ানা হয়েছে। হাতে ১০/১৫ মিঃ সময়। আমি চেম্বার থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পায়চারী করছি আর চিন্তা করছি এ সময়টা কি কাজে লাগাবো। অবলীলায় হাতের মোবাইলের বাটনে চাপলাম ০১৭১-২৯৮৪৬৫।

সকল সুখে দুঃখে এ নাম্বারটিই গত ক'বছর চেপে আসছি। আমি জানতাম বেলাল ভাই এ সময় ব্যাডমিন্টন খেলেন। মোবাইলের ও প্রান্ত থেকে "আরে ধ্যাৎ মিয়া। ফোন করার সোমায় পান না। থোন। এখন খেলতিছি।" এই ধমক খাওয়ার লোভেই ফোন করা।

কিন্তু এটি যে ছিল আমার বেলার ভাইয়ের সাথে ফোনে শেষ কথা তা কি জানতাম? আর সে কারণেই তার স্বভাব বিরুদ্ধ আচরণ জ্বি-স্লামালাইকুম। কি খবর মিলন ভাই?"

আমি কি বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। বললাম "হাপাচ্ছেন যে, র‍্যাকেট খেলছেন নাকি?" বললেন হ্যাঁ।" আরও দু'চার কথার কুশল বিনিময়ের পরে বললাম- "ভাল থেকেন।" বেলাল ভাই বললেন, "জ্বি-আচ্ছা আপনিও ভাল থেকেন।"

আমার বেলাল ভাই নিশ্চয়-নিশ্চয়ই তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে ভাল আছেন। আর আমরা? বেলাল ভাইয়ের আদরের দোহা যখন গলা জড়িয়ে ধরে বুক ফাটা চিৎকার করে বলে মিলন ভাই, ভাইজান নেই। আপনিই আমার ভাইজান। তখন তার কান্নার সাথে নিজেও একাকার হওয়া ছাড়া আর কি-ই বা করার থাকে। অফুরন্ত ভালবাসার আধার বেলাল ভাইয়ের বুকের প্রশস্ততার তুলনায় আমার হৃদয়ের পরিসীমা যে অতি-অ-তি ক্ষুদ্র।

বেলাল ভাইকে নিয়ে পরিশীলিত কিছু লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তার জীবনের প্রতিটি অধ্যায় এক একটি সু-উচ্চ রত্ন খচিত মিনার। যার প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যার বর্ণনা স্বাভাবিকভাবে দেওয়া যায় না। শুধু অনুভব করা যায়।

লেখক ঃ সাবেক খুলনা মহানগরী সেক্রেটারী, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ও ব্যাংকার।

www.pathagar.com

একজন প্রকৃত শহীদ

দিদারুল আলম মজুমদার

আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়. তাদেরকে তোমরা মৃত বলনা বরং তারা জীবিত, অথচ তোমরা তা জান না- (আল-কুরআন)

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন এ পথেরই একজন। প্রশ্ন আসতে পারে তিনি তো সাংবাদিকতা করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন, আল্লাহর পথে তো নয়। তাহলে তিনি কিভাবে শহীদ?

এবার আসি মূল কথায়। শহীদ দু'প্রকারে হয়ে থাকে। এক. আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাগুতী (খোদাদ্রোহী) শক্তির হাতে যারা নিহত হন। দুই. আগুনে পুড়ে বা গর্তে পড়ে বা এরূপ কোন কারণে যদি কেউ মারা যায়, তাহলে তিনি শহীদ হিসেবে গণ্য হবেন। তবে এক্ষেত্রে প্রথম প্রকারের শহীদকে শহীদে হাকীকী ও দ্বিতীয় প্রকারের শহীদকে শহীদে হুকমী বলা হয়। প্রথমটি প্রকৃত শহীদ ও দ্বিতীয়টি রূপক শহীদ।

আমার বাড়ী ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানায়। পাঠক হয়ত মনে করতে পারেন যে, এতদূর থেকে একজন মানুষ শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ভাইয়ের ব্যাপারে কিভাবে মন্তব্য করলেন। তাহলে শুনুন, আমি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের তৎকালীন ফেনী জেলা সভাপতি (পরে কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক) এ.এস.এম আলাউদ্দীন ভাইয়ের মাধ্যমে যথাযথ নিয়মে সাথী প্রার্থী হই। সাথী প্রার্থী হিসেবে এক মাস দায়িত্বপালন শেষে আমাকে ৩০ শে আগস্ট ১৯৯০ ইং দাওয়াত দেয়া হয় শপথের কন্টাক্টের। তখন চলছিল কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সাংগঠনিক সফর। মেহমান হিসেবে গিয়েছিলেন শেখ বেলার্ল উদ্দীন ভাই। তিন দিনের সাংগঠনিক সফরের দ্বিতীয় দিবসে বিকাল বেলায় ছাগলনাইয়া থানার কর্মী সমাবেশে শেখ বেলাল উদ্দীন ভাই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই উনাকে প্রথম দেখলাম এবং বক্তব্য শুনলাম। টল ফিগারের কালো প্রিন্সকাট দাঁড়ি আর চোখে কালো চশমা পরা শেখ বেলাল ভাইকে দেখতেই মনে করলাম উনিতো দ্বীনের পথে একজন অকুতোভয় লড়াকু সৈনিক।

সেদিন রাতেই ফেনীর ফালাহিয়া মাদরাসায় সাথী সমাবেশ, যেখানে সাথী প্রার্থী হয়েও আমরা টেকনোক্রেটে অংশগ্রহণ করি। সমাবেশের মাঝে সাথী প্রার্থীদের সাথে শপথের কন্টাক্ট, আমরা সেখানে (কন্টাক্টে) অংশগ্রহণ করলাম। কন্টাক্ট শেষে সাথী সমাবেশের সমাপনীতে রাত ১২ টায় আমাদের কয়েক জনকে সাথী শপথ দান করলেন শেখ বেলাল ভাই। শপথ শেষে আমাদের কান্না আর শেখ বেলাল উদ্দীন ভাইয়ের সাথে অন্যদের হাত তুলে দোয়া, সে এক আল্লাহ প্রেমিকদের আর্তনাদের দৃশ্য। মুনাজাত শেষে উনি

www.pathagar.com

বুকে জড়িয়ে ধরে আমাদের সদস্য হতে বললেন। উনাকে বলেছিলাম, চেষ্টা চালিয়ে যাব, ইনশাআল্লাহ।

২০০২ সালের শেষ দিকে চট্টগ্রামের বি.আই.এ-তে আবার দেখা হলো বেলাল ভাইয়ের সাথে। কিন্তু প্রথমে দেখে তাঁকে চিনতে পারিনি। কারণ তিনি আগের চাইতে অনেক স্থূলকায় হয়ে গিয়েছিলেন। যে কেউ একজন, আমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন যে, দিদার ভাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি। আমি বললাম উনি কে? সাথে সাথে উত্তর আসলো খুলনার বেলাল ভাই। জড়িয়ে ধরলাম আর বললাম, বেলাল ভাই আপনি আমাকে সাথী শপথ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন সদস্য হতে। আমিও আপনার সাথে দেয়া ওয়াদা পূরণ করেছি। উনি খুব হেসে উঠলেন। জানতে চাইলাম চট্টগ্রাম কেন এসেছেন? বললেন, সংগঠনের খুলনা মহানগরীর জন্য গাড়ী ক্রয় করতে এসেছি। এরপর উনিও আমার এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের খোঁজ-খবর নিয়ে কাজে চলে গেলেন।

২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হঠাৎ শুনতে পেলাম খুলনা প্রেস ক্লাবে দৈনিক সংগ্রামের ব্যুরো চীফ শেখ বেলাল উদ্দীন বোমার আঘাতে মৃত প্রায়। ঢাকায় সি.এম.এইচ-এ উন্নত চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর করলেও দেখার নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে উনাকে দেখতে পারিনি। সমসাময়িক সময়ে ইসলামী জমিয়তে তালাবা পাকিস্তানের বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগ থাকলেও বেলাল ভাই যে শাহাদাত বরণ করেছেন তা কেউ আর বলেননি। ২৪ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান ছেড়ে আসার সময় করাচী টু ঢাকা বাংলাদেশ বিমানে চড়ে দীর্ঘ ১৫ দিন পর ইনকিলাব পত্রিকা হাতের কাছে পেয়ে পড়তে পড়তে দেখলাম একটি ক্যাপসন, সাংবাদিক বেলালের স্মরণে খুলনা প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত। তখনি বুঝতে আর বাকী থাকলো না আমাদের প্রিয় বেলাল ভাই আর নেই। নিমিষের মধ্যে আমি হারিয়ে গেলাম সেই স্মৃতিময় ক্ষণগুলোতে।

আল্লাহর পথে নিবেদিত এই অকুতোভয় দ্বীনের সিপাহসালার শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ভাইকে তার শেষ মুহূর্তে আর দেখতে পাইনি, পারিনি জানাযাতেও অংশগ্রহণ করতে। তাই দুঃখ রয়ে গেল অন্তরে। মহান আল্লাহর কাছে তাই তো আমাদের ফরিয়াদ, "হে আল্লাহ, তুমি শেখ বেলাল উদ্দীন ভাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করো আর জান্নাতের সুউচ্চ আসনে সমাসীন করো", আমীন।

লেখক ঃ কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

www.pathagar.com

যে স্মৃতি ভোলা যায় না

জি এম শফিকুল ইসলাম

সে দিন ছিল ৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার। প্রতিদিনের ন্যায় দায়িত্বপালন শেষে রুমে বসে পড়া-শুনা করছি। রাত তখন আনুমানিক ১০ টা। সাংবাদিক শামসুল আরিফিন আমাকে বললেন, খুলনা প্রেসক্লাবে বোমা হামলা হয়েছে এবং সাংবাদিক বেলাল ভাই মারাত্মক আহত হয়েছেন। কিছুক্ষণের জন্য নিরবতা নেমে এলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে খবর দিয়েছে? বললেন টিভি'র খবরে বলেছে। আমি নির্বাক হয়ে বসে আছি। এ সময় সেক্রেটারী জেনারেল মাসুদ ভাই বাইরে থেকে এসে আমাকে বললেন খুলনায় কি হয়েছে খবর নেন তো। বেলাল ভাই নাকি আহত হয়েছে! আমি তাৎক্ষণিক খুলনা মহানগরীর সভাপতি এবং সেক্রেটারীকে ফোন করে বেলাল ভাইয়ের অবস্থা এবং ঘটনার বিবরণ জেনে সেক্রেটারী জেনারেলকে জানাই। সেদিন রাতটা ভাল কাটলো না। যখনই জেগেছি বেলাল ভাইয়ের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেছি। সকালে আবার আলী হায়দার ভাই জানান, বেলাল ভাইয়ের অবস্থা উন্নতির দিকে, সেন্স ফিরেছে, আমাদের সাথে কথা বলেছে; কিন্তু তার বাম হাত কব্জী থেকে কেটে ফেলতে হয়েছে। বাম চোখটা নষ্ট হয়ে গেছে। এ সময় আমার সামনে ভেসে এলো হাত হারা নজরুল ভাই, আশফাকুর রহমান বিপু ভাই এবং আবুল কাশেম ভাইয়ের চেহারা, তার সাথে যোগ হলো আমাদের শ্রদ্ধাভাজন দায়িত্বশীল হাত হারা শেখ বেলাল উদ্দীন ভাই।

শহীদ বেলাল ভাইয়ের আহত হওয়ার খবর বিদ্যুৎ গতিতে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লো। কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করার কারণে সারা দেশ থেকে সাবেক এবং বর্তমান অনেক দায়িত্বশীল ভাই আমাকে ফোনে বেলাল ভাইয়ের অবস্থা জানতে চেয়েছে। আমি তাদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তখনো আমি হতভাগা বুঝতে পারিনি এ ভাবে বেলাল ভাই আমাদের ছেড়ে শাহাদাতের মর্যাদা নিয়ে মহান প্রভুর কাছে চলে যাবেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার সি এম এইচ এ ভর্তি করা হলো। প্রতিদিন কয়েক বার করে তার অবস্থা জানার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কেউ আমাকে বলেনি বেলাল ভাই বাঁচবে না। আমি কেন্দ্রীয় সভাপতিকে নিয়ে বেলাল ভাইকে দেখতে যাব। কিন্তু যাওয়া হলো না। কাজের ব্যস্ততায় তিন দিন চলে গেল। ১০ তারিখ রাতে পিকু ভাই আমাকে জানালেন বেলাল ভাইয়ের অবস্থা ভালো না, দেখতে চাইলে কেন্দ্রীয় সভাপতিকে নিয়ে রাতে দেখে যান। ঐ রাতে আর সম্ভব হলো না। পরের দিন সকাল ১০ টার দিকে কেন্দ্রীয় সভাপতিকে নিয়ে সি এম এইচে বেলাল ভাইকে দেখতে গেলাম। সেখানে গোলাম পরওয়ার ভাই সহ সকলকে বেদনাহত অবস্থায় পেলাম। গোলাম পরওয়ার ভাই আমাদেরকে হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে গ্লাসের ভিতর থেকে বেলাল ভাইকে দেখালেন। তখনও ডাক্তাররা তার হার্ট রান করানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তখনি আমার মনে হয়েছে সম্ভবত বেলাল ভাই আর বেঁচে নেই। পরওয়ার ভাই

www.pathagar.com

আমাদের সহ উপস্থিত সবাইকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সভাপতিকে দোয়া করতে বললেন। সেলিম ভাই আমাদেরকে নিয়ে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করলেন। এ সময় কেউ চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি। সকলে হাও মাও করে কেঁদেছে আর বলেছে, হে আল্লাহ তুমি আমাদের বেলাল ভাইকে প্রাণ ভিক্ষা দাও ! কিন্তু আল্লাহ যাকে শহীদ হিসেবে কবুল করবেন, তাকে কি আর ফেরানো যায় ? এর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি পান করলেন শাহাদাতের অমিয় পেয়ালা। তিনি সকলকে কান্নার সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলেন মহান প্রভুর দরবারে। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন)।

বেলাল ভাইয়ের শাহাদাতের খবর বিদ্যুৎ গতিতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো। পরিচিত সবাই ছুটে এলো হাসপাতালে। আমি সেক্রেটারী জেনারেল মাসুদ ভাইকে নিয়ে আবারো ছুটে এলাম হাসপাতালে। সেখানে শহীদ বেলাল ভাইকে দেখলাম। কিন্তু তাকে চিনতে পারছিলাম না যে, তিনি বেলাল ভাই। কারণ ঘাতক বোমা ঝলছে দিয়েছে তার সমস্ত মুখমণ্ডল। শরীরের বিভিন্ন স্থানেও ক্ষতের চিহ্ন দেখে নিজেকে আর স্বাভাবিক রাখতে পারছিলাম না। পরওয়ার ভাই এবং কামারুজ্জামান ভাইকে বললাম, ঢাকা থেকে বেলাল ভাইয়ের গোসল এবং কাফন সেরে নিতে। কারণ এ অবস্থা দেখে সাধারণ কর্মীরা আর স্বাভাবিক থাকতে পারবে না। আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী শহীদ বেলাল ভাইয়ের গোসল এবং কাপন ঢাকাতে শেষ করে বায়তুল মোকাররম মসজিদের পূর্ব চত্বরে সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আজম সাহেবের ইমামতিতে প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হলো। এখানে তথ্য মন্ত্রী সহ অনেক গণ্য-মান্য ব্যক্তিরা ছাড়াও অসংখ্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পরের দিন সকালে মাসুদ ভাই সহ আমি খুলনায় শহীদ বেলাল ভাইয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় জানাজায় অংশ গ্রহণ করে তাঁর দাফন সম্পন্ন করলাম। এর পর সেক্রেটারী জেনারেলকে নিয়ে বেলাল ভাইয়ের পিতা এবং মাতার সাথে দেখা করতে গেলাম। আমরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, মা তুমি কাঁদছো কেন ? তুমি অনেক মর্যাদার অধিকারী। সে তখন বেলাল ভাইয়ের অনেক স্মৃতি তুলে ধরলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বেলাল তখন ক্লাস সেভেনে পড়ে, তখন মালেক শহীদ হয়। সে ঐ দিন সকাল থেকে প্লাকার্ড তৈরী করে এবং সারা দিন মিছিল করে সন্ধ্যায় বাড়ীতে ফেরে। এ সময় আমি তাকে বকা দেই। বললাম, পড়া-শুনা বাদ দিয়ে মিছিল করলে তোমার তো লেখা-পড়া হবে না। সে পরের দিন আমাকে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একটা গানের ফিতা দিল। মা বেলালের দেয়া ক্যাসেট শুনছে, সেখানে আছে 'আম্মা বলেন ঘর ছেড়ে তুই যাসনা ছেলে আর, আমি বলি খোদার পথে হোক এ জীবন পার'। এ কথা বলতে বলতে শহীদ বেলালের মা মূর্ছে পড়লেন। এ সময় হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল, যা শুধু অনুভব করা যায়, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

শহীদ বেলাল ভাই ছিলেন খুলনার ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের অভিভাবক। ২০০৩ সালে আমি যখন খুলনা মহনগরীর সভাপতি ছিলাম, তখন বেলাল ভাইয়ের নিকট থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেয়েছি। তিনি আমাকে বিভিন্ন ব্যাপারে সাহস জুগিয়েছেন। মহানগরী আমীর হিসেবে পরওয়ার ভাইকে যা বলতে সাহস করতাম না, তা বেলাল

www.pathagar.com

ভাইয়ের মাধ্যমে বলার চেষ্টা করেছি। এক বার বেলাল ভাইকে বললাম, বি এল কলেজে ছাত্রদল শহীদ রফিকের নামে হুইফ সাহেবকে দিয়ে সেমিনারের নাম ফলক উন্মোচন করেছে। এখন আমরা কি করতে পারি? তিনি অত্যন্ত শক্ত ভাবে বললেন, আপনারা হালিম, কাশেম, রহমতের নামে সেমিনারের নাম ফলক উন্মোচন করেন। আমি বললাম তারা তো হুইফ সাহেবকে দিয়ে উন্মোচন করেছে, আমরা কাকে দিয়ে করবো? তিনি একটু সুরে বললেন, পরওয়ার ভাই এমপি হিসেবে করবে। তাকে বললাম, পরওয়ার ভাই যদি রাজী না হয়। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, সে দায়িত্ব আমার। এর কিছু দিন পর আমরা পরওয়ার ভাই, তৎকালীন শিবিরের সেক্রেটারী জেনারেল সেলিম ভাই এবং কলেজ অধ্যক্ষের মাধ্যমে আমাদের তিনজন শহীদ ভাইয়ের নামে তিন বিভাগে তিনটি সেমিনারের নাম ফলক উন্মোচন করি। কেন্দ্রে দায়িত্ব থাকার কারণে যখনই খুলনায় কোন সমস্যা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সভাপতি আমাকে পরওয়ার ভাইয়ের আগে বেলাল ভাইকে ফোন করতে বলতেন। আর বেলাল ভাইও যে অবস্থায় থাকেন না কেন, আমাদের ডাকে সাড়া দিতেন। এ ভাবে তিনি সব সময় আমাদের পাশে থেকে এক কর্মী হিসেবে আনুগত্য করেছেন। আজ বেলাল ভাই নেই। বেলাল ভাই শূন্য খুলনার ইসলামী ছাত্র আন্দোলন আজ অনেকটা অভিভাবক হীন।

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ভাই সর্বশেষ কেন্দ্রের সাংস্কৃতিক ও বায়তুলমাল বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর উত্তরসুরী হিসেবে যখনই তার সাথে দেখা হয়েছে, তখনই তিনি সারা দেশের সংগঠনের খবর নেয়ার চেষ্টা করতেন। খবর নিতেন কলা বাগানের মেসের। কলা বাগানসহ সারা দেশের সেই সময়কার বিভিন্ন স্মৃতি তিনি আমাকে বলতেন। সে যে কত স্মৃতি তা এখানে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

আজ আমরা একজন নির্ভীক সাংবাদিককে হারিয়েছি। হারিয়েছি একজন অভিভাবককে। তার মতো হয়তো আর কোন বেলালের জন্ম হবে না। কিন্তু জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন, শহীদ বেলালের কি অপরাধ ছিল? কেন তাকে বোমা মেরে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো? তিনি তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন, সত্য কথা বলতেন, মানুষের উপকার করতেন, আর সব সময় সত্যের দিকে সবাইকে ডাকতেন! সে দিনও তিনি প্রেসক্লাবে সবাইকে নিয়ে ঈশার নামাজ পড়েছিলেন।

আল্লাহর ভাষায় ঃ

'তাদের আর কোন অপরাধ ছিল না। তাদের অপরাধ একটাই যে, তারা মহা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল'। শহীদ বেলাল সব সময় শাহাদাতের তামান্না করতেন। শাহাদাতের মর্যাদা পেয়ে তার আজীবন লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত করলো। তার শত্রুরা হত্যার মধ্য দিয়ে তার লালিত আদর্শকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র কখনো সফল হবে না। কুচক্রী মহলের সকল ষড়যন্ত্রের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্য হাজারো বেলাল আজ প্রস্তুত রয়েছে।

লেখক ঃ কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সম্পাদক ও সাবেক সভাপতি, খুলনা মহানগরী, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

www.pathagar.com

আর কেউ কোন দিন পিঠা খাওয়ার দাওয়াত দিবে!

অধ্যাপক মোঃ মাহফুজুর রহমান

কিভাবে শুরু করব সে ভাবনাতেই আধাঘন্টা চলে গেল। ইতিপূর্বে খুলনার ৫ শহীদের স্মরণে স্মরণিকা বের হলেও সেখানে আমার লেখার সুযোগ হয়নি। (যদিও তাদের সাথে আমার গভীর সম্পর্ক ছিল)। সাংগঠনিক কাজ এবং অনেক ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও যখন শুনলাম আমার একান্ত প্রিয়, শ্রদ্ধাভাজন দায়িত্বশীল যিনি আমাকে সাথী শপথ দিয়েছিলেন সেই বেলাল ভাই স্মরণে স্মরণিকা বের হতে যাচ্ছে তখন আর স্থির থাকতে পারলাম না। স্মৃতির জানালায় উকি দিচ্ছে সেই সব মূহুর্তগুলো যা সারা জীবন অত্যন্ত বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমাকে বহন করতে হবে। ১৯৮৬ সালে বি.এল কলেজে এইচ.এস.সি বিজ্ঞান শাখার ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়ে ১০/১৫ দিন ক্লাস করতে না করতেই সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে সংঘর্ষ বেধে গেল। পুলিশ এসে ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার পর আমরা কাশিপুর মসজিদে চলে গেলাম, সেখানেই বেলাল ভাইয়ের সাথে প্রথম পরিচয়। এই হতভাগ্যকে প্রথম সাক্ষাতেই অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের Information Collection করার মত গুরু দায়িত্ব অর্পন করলেন। প্রথমে ভয় পেয়ে গেলেও পরে মজা পেয়েছি এবং কাজ করতে যেয়ে যে শিক্ষা পেয়েছি, তা আজো কাজে লাগাতে পারছি।

* সাথী শপথের জন্য Contact-এ যাওয়ার আগেই বেলাল ভাই বলেছিলেন সংবিধানের ভূমিকার একটি শব্দও যদি মুখস্ত করতে বাদ থাকে তাহলে তাকে সাথী শপথ দেয়া হবে না। এ কথা শুনেই লেগে গেল প্রতিযোগিতা। সেদিন মাত্র কয়েকজন সৌভাগ্যবান ছাত্র ভাইয়ের মধ্যে আমিও ছিলাম। তখন না বুঝলেও পরবর্তীতে দায়িত্বশীল হিসেবে ভূমিকা রাখার সময় বুঝেছি, কেন বেলাল ভাই সংবিধানের ভূমিকার ব্যাপারে এত কঠোরতা আরোপ করেছিলেন। আজো যদি দায়িত্বশীল ভাইয়েরা এভাবে ভূমিকা রাখেন তা হলে নিঃসন্দেহে সংগঠন উপকৃত হবে বলে মনে করি।

* বি.এল কলেজের নিউ মডেল হোস্টেলের (বর্তমান মহসিন হল যেখানে) ১০ নং রুমে আমি থাকতাম। এটা দায়িত্বশীলদের রুম হিসেবেই বরাদ্দ থাকত। বেলাল ভাই মাঝে মাঝে আমার ওখানে থাকতেন। একদিন মটর সাইকেল রেখে আমার বেডে ঘুমিয়ে পড়লেন। সাইকেলে অনেক ধুলাবালি লেগেছিল। ঘুম থেকে উঠেই বললেন, "মাহফুজ ভাই আপনি কি দেখেননি গাড়ীতে অনেক ময়লা লেগে আছে? সংগঠনের গাড়ী একটু পরিস্কার করলে ভালো হতো না।" আমি বিষয়টা নিয়ে মোটেও ভাবিনি; কিন্তু বেলাল ভাইয়ের কথা শুনে বেশ লজ্জা পেলাম এবং সংগে

www.pathagar.com

সংগে গাড়ীটি মুছে দিলাম। এর পর যখনই তিনি আসতেন কোন কিছু বলার আগেই আমি গাড়ীটি মুছে রাখতাম। তাঁর রুচিশীলতা এবং সংগঠনের জিনিসের প্রতি মহব্বত আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করত।

* বর বেশে বেলাল ভাইকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যা বলার মত নয়। ১৯৮৭ সালে তানজীলা ভাবীর সাথে বেলাল ভাইয়ের বিয়ে হয়েছিল। মহানগরীর সাথী-সদস্য ভাইয়েরা সেদিন বরযাত্রী হিসেবে গিয়েছিলাম। আজ বেলাল ভাই নেই কিন্তু ভাবী আছেন। আমরা বেলাল ভাই এবং ভাবীকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি। ভাবীর দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

* দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে বেলাল ভাই নিঃসন্তান ছিলেন। খুলনা সার্কিট হাউস ময়দানে শিবির আয়োজিত বিশাল সিরাতুন্নবী (সাঃ) মাহফিলে বিশ্ব বরেণ্য মুফাস্‌সিরে কুরআন হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হুসাইন সাঈদী সাহেবকে বেলাল ভাই এবং ভাবীর জন্য দোয়া করতে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি বিশেষভাবে তাঁদের জন্য দোয়া করলেন। (আমি তখন মহানগরীর সভাপতি) সেদিন বেলাল ভাইয়ের হাসিমাখা মুখটি দেখে এত ভালো লেগেছিল যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

* কাপড়-চোপড় কেনার সময় বেলাল ভাই এবং মিলন ভাইয়ের পছন্দটাকে আমি বেশ গুরুত্ব দিতাম। বেলাল ভাইয়ের পছন্দ করা সাফারী সেট এবং Complete Dress আজো আমি পরি এবং নীরবে চোখের পানি ফেলি। আমাকে বলতেন, মাহফুজ ভাই কালো মানুষের জন্য এমন কাপড় পছন্দ করা দরকার যেন তার কালো রংটা ফুটে না ওঠে।

* মহানগরীর সভাপতি থাকা অবস্থায় সাথী T.C- তে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে তাঁকে আলোচনা করতে অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, দীর্ঘদিন আলোচনা করিনা তাও আবার শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে। কোন নোট-পত্র নেই, কিভাবে আলোচনা করব? আমি বললাম, নোট আমি সরবরাহ করব। তখন তিনি রাজী হলেন। আমার ডায়েরীতে থাকা ১৯৮৭ সালে সাথী T.C- তে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর তাঁরই করা আলোচনার নোট যখন দেখালাম তখন তিনি আশ্চার্যান্বিত হলেন, খুব খুশী হলেন এবং T.C- তে একটি চমৎকার আলোচনা পেশ করলেন।

* শীতকাল আসলেই অপেক্ষায় থাকতাম কখন বেলাল ভাইয়ের পক্ষ থেকে শীতের পিঠা খাওয়ার দাওয়াত আসে। আর কেউ কি কোন দিন আমাদের দাওয়াত দিবে?

* বেলাল ভাই সর্বশেষ আমার কর্মস্থল কেশবপুরে ২ বার গিয়েছিলেন। আমার বাসাতেও গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যস্ততার কারণে যথাযথভাবে আপ্যায়ণ করতে পারিনি। এ দুঃখ আমার থেকে যাবে।

www.pathagar.com

* প্রত্যেক দায়িত্বশীলের সংগঠন পরিচালনার জন্য নিজস্ব কিছু Technic থাকে। বেলাল ভাইয়ের কয়েকটি দিক আমার খুব ভালো লাগতো। তিনি সংগঠনের মৌলিক নীতিমালার ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন। কাউকে স্পষ্ট কথা বলতে দ্বিধাবোধ করতেন না। কঠিন ঝুকি থাকলেও সাংগঠনিক কাজকে অগ্রাধিকার দিতেন। তাঁর পছন্দ এবং রুচিশীলতা সকলকেই অনুপ্রাণিত করত।

* আজ ব্যক্তি বেলাল নেই কিন্তু তাঁর আদর্শ রয়ে গেছে; যা আমাদের চলার পথকে আরো বেগবান করবে। পরিশেষে তাঁর পিতা-মাতা, বিধবা স্ত্রী, ভাই-বোন সহ আমাদের সকলকে আল্লাহ ধৈর্য্য ধারণের তৌফিক দিন এক কামনা করছি। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত বেলাল ভাইকে জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং আমাদেরকে তার পদাংক অনুসরণ করার ক্ষমতা দান করুন।

লেখক ঃ সাবেক কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক ও সাবেক খুলনা মহানগরী সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

www.pathagar.com

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিন : অবিনশ্বর এক স্মৃতির মিনার

–মুহাম্মদ শামছুর রহমান

আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। তিনি এই পৃথিবীকে মনের মাধুরী মিশিয়ে অতি সুন্দর আকৃতি-প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি জগতের সকল কিছুই সুন্দর; তাই বলে সব সুন্দরকে একক ভাবে বিচার করা যায় না। কিছু কিছু থাকে যা অতি সুন্দর। আর যেগুলো পাওয়ার জন্য মানুষ খুব বেশী উদগ্রীব থাকে। বাগানে অনেক ফুল ফোঁটে; কিন্তু সব ফুল সুঘ্রাণ ছড়ায় না। আকাশের অসংখ্য তারকারাজির আছে স্নিগ্ধ আলো, কিন্তু সব তারকার জ্যোতি সমান নয়। সাগরের অথৈ পানি নদীতে জোয়ার আনে, কিন্তু সব নদীর জোয়ার বাঁধ ভাঙ্গা হয় না। সব মায়ের সন্তান তাই বেলাল উদ্দিন হয় না। শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিন এ যুগের ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব। সব ঘটনা ঘটনা হয়, সব মানুষই মানুষ হয়, কিন্তু সকল মানুষই ইতিহাস হয় না। খানজাহানের দেশে তাই শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিন এক ইতিহাস, এক অবিনশ্বর স্মৃতির মিনার।

যে ভাবে ঘটনার সূত্রপাত ঃ

খুলনা মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি দৈনিক সংগ্রাম এর খুলনা ব্যুরো চীফ নির্ভীক সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দিন গত ৫ ফেব্রুয়ারী'০৫ যথারীতি তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনের কেন্দ্র খুলনা প্রেসক্লাব থেকে রাত ৯ টার দিকে নগরীর রায়ের মহল এলাকার নিজ বাড়ীতে যাওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। কিন্তু শুধু নিয়তিই হয়তো জানতো বেলালের সেই বাড়ি যাওয়া হবে জীবন্ত বেলাল হিসেবে নয়, বরং কফিনে মোড়া শহীদ শেখ বেলাল হিসেবে। বেলাল ভাই প্রেসক্লাব চত্বরে রাখা তাঁর মটর সাইকেলের দিকে যখন অগ্রসর হন তখন তার নজর পড়ে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে রাখা বোমা সদৃশ্য একটি ব্যাগের উপর। একটু এগিয়ে যেতে-না যেতেই রিমোর্ট কন্ট্রোলের সাহায্যে দূর নিয়ন্ত্রিত শক্তিশালী বোমাটি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। মটর সাইকেলের পেট্রোল ছড়িয়ে পড়ে আগুন ধরে যায় শেখ বেলাল উদ্দিনের সমস্ত শরীরে। তার মুখ, পেট, পা সহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ঝলসে যায়। গুরুতর আহত শেখ বেলাল ভাইকে দ্রুত খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালের সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্যকে শুধু চক্ষু দ্বারা অবলোকন করা যায়, ভাষার অলংকারে সাজানো সত্যিই কঠিন। বেলাল ভাইয়ের জন্য দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী ও পেশার লোক যেভাবে আবেগ ও পেরেশান হয়েছিল তা সত্যিই অভাবনীয়। হাসপাতালের বেডেই তাঁকে ২৭ ব্যাগ রক্ত দিতে হয়েছিল। পরবর্তীতে আহত বেলাল ভাইকে আরো উন্নত চিকিৎসার জন্য ৬ ফেব্রুয়ারী সেনাবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার যোগে দেশের সর্বাধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্র ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দেশ ও বিদেশে

www.pathagar.com

অবস্থানরত বেলাল ভাইয়ের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বিভিন্ন পেশার লোক ও আদর্শিক সহকর্মীরা তাঁর সুস্থতার জন্য দোয়া করতে থাকেন। কিন্তু পরম প্রিয় প্রভূর সান্নিধ্যে ফিরে যাবার জন্য আকুল যে প্রাণ তাকে এই নশ্বর ধরাধামে আটকে রাখার সাধ্য কার? সকলকে শোকের সমুদ্রে নিক্ষেপ করে ১১ ফেব্রুয়ারী'০৫ মোতাবেক ১লা মুহররম জুম'য়াবার শেখ বেলাল উদ্দিন শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

আল্লাহর প্রতি তায়াক্কুলের এক অনন্য দৃষ্টান্ত ঃ শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিন ছিলেন সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি তায়াক্কুল প্রদর্শনের এক মূর্ত প্রতীক। বিশেষভাবে শাহাদাতের পূর্ব মুহুর্তে তিনি যে কঠিন ঈমানী দৃঢ়তা ও অসীম সংযোম প্রদর্শন করেছেন তা যুগ যুগ ধরে মুসলিম উম্মাহ তথা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত হবে। আগুনের লেলিহান শিখা যখন তার সমস্ত শরীরকে দগ্ধ করছিল তখন তিনি কারো সাহায্যের পরিবর্তে কালেমা তাইয়্যেবা ও কালেমায়ে শাহাদাৎ উচ্চারণ করছিলেন। কঠিন মুহূর্তে তাঁর এই কালেমার স্বীকৃতি উপস্থিত সহকর্মীদের সকলকে হতবাক করে দেয়। হাসপাতালের বেডে যখন তিনি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিলেন তখনও তিনি হিম্মত হারা হননি। যখন তিনি তাঁর স্ত্রী তানজিলা বেলালকে ধৈর্য্য ধরার পরামর্শ দিচ্ছিলেন এবং তার রক্তের গ্রুপ বলছিলেন তখন কর্তব্যরত চিকিৎসকেরাও হতবাক হয়ে যান তাঁর এই দৃঢ় মনোবলের কারণে। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং ইবাদতের প্রতি সচেতনতার কারণেই জ্ঞান ফিরলেই সর্বপ্রথম বলেছিলেন এখনও আমার বেতরের নামাজ আদায় হয়নি। শাহাদাতের তামান্নার কারণেই তিনি তাঁর স্ত্রী তানজিলা বেলালকে বলেছিলেন,

চিন্তা করার কিছু নেই, কারণ তুমি একজন মুজাহিদের স্ত্রী হবে, তুমি শহীদের স্ত্রী হবে। উন্নত চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টার যোগে ঢাকা পাঠানোর পূর্ব মুহূর্তে তাঁর উক্তি ছিল- আমি কি শহীদ হতে পারবো না? আমরা বলেছিলাম, না বেলাল ভাই আপনি বরং গাজী হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন, আবার সেই কলম যুদ্ধ চালাবেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন, জীবন-মৃত্যুর ফায়সালা দুনিয়াতে নয়, বরং আসমানে হয়। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে যাঁরা বাছাইকৃত হন তারাই কেবল জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এমন উক্তি করতে পারে।

আমরা হারিয়েছি এক মহান অভিভাবক ঃ

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিন শুধুমাত্র তার পরিবারই নয় বরং খুলনার আপামর জনসাধারণ, বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কত বড় অভিভাবক ছিলেন এখন আমরা মর্মে-মর্মে তা উপলব্ধি করছি। ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী এমন এক কলম যোদ্ধার করুণ বিদায়ে সাংবাদিকতা জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো। ক্ষতি হলো ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের। কন্যা দায়গ্রস্থ পিতা ও অর্ধাহারে-অনাহারে পীড়িত অসংখ্য

www.pathagar.com

অসহায় পরিবারের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার মত এমন নিবেদিত প্রাণ সত্যিই বিরল। প্রতিটি জটিল কাজের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য বেলাল ভাইয়ের যে সুচিন্তিত পরামর্শ ও আন্তরিক সহযোগিতা তা কেবল একজন যোগ্য পিতার কর্মকাণ্ডের সাথেই তুলনা করা চলে। তাই জীবন চলার বাকে বাকে এসে যখন বিভিন্নমুখী বাঁধার সম্মুখীন হই তখনই বেলাল ভাইয়ের শূন্যতাকে গভীর ভাবে অনুভব করি।

স্মৃতিতে অম্লান ঃ

শহীদ বেলাল ভাই এখন আমাদের নিকট অবিনশ্বর এক স্মৃতির মিনার। বেদনার স্মৃতিগুলো যেন আজ পাখি হয়ে দু'বাহু মেলে হৃদয় দুয়ারে এসে বার বার ডাক দিয়ে যায়। সেই মস্তক জোড়া কালো চুলের বাহার আর শুভ্র দাতের ঝিলিক মাখা মিষ্টি হাসি হয়তো আর দেখা যাবে না। বেলাল ভাই ব্যতীত হয়তো কেউ সহাস্য বদনে সবার আগে সালাম দিবে না। অনেক স্মৃতির মাঝে একটি স্মৃতি সবচেয়ে বেদনা দেয় এবং যা আজো আমাকে কাঁদায়। আর তা হচ্ছে, আমাকে ওয়ামীর পক্ষ থেকে কিছু ব্যাগ দেয়া হয়েছিল যা বেলাল ভাইয়ের অত্যন্ত পছন্দ হয়েছিল। সভাপতি হিসেবে তাকে একটি ব্যাগ উপহার দিব বলে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলাম এবং ঘটনার রাতেই দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক। নিয়তির নির্মম পরিহাসকেই অবশেষে মেনে নিতে হয়। তাইতো ব্যাগটা আজো আমার নিকট রয়েছে, কিন্তু বেলাল ভাইতে নেই।

শহীদ পরিবারের অনুভূতি ঃ

শহীদ পরিবারের অনুভূতির কথা বলার পূর্বে সাধারণ মানুষের আবেগ অনুভূতির কথা না বললেই নয়। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সরকারের মন্ত্রী ও সর্বোচ্চ ভি আই পি পর্যায়ের ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে এত বড় জানাযা সত্যিই অকল্পনীয়। প্রতিটি মানুষের চক্ষুই ছিল অশ্রুসিক্ত। শহীদের পিতা আলহাজ্ব শেখ মোদাচ্ছের আলী ছেলের কফিন দেখে কাঁদেননি বরং নির্বাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন এবং বলেছিলেন আমি গর্বিত এই জন্য যে, আমি শহীদের পিতা। শহীদ বেলাল ভাইয়ের স্ত্রী তানজিলা বেলালের ধৈর্য্য সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। তার সান্তনা একটিই তা হচ্ছে তিনি একজন আল্লাহর পথে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদের স্ত্রী। শহীদের বাড়ীতে শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও শিল্প মন্ত্রী মাওঃ মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারী জেনারেল ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, ইসলামী ছাত্র শিবিরের সেক্রেটারী জেনারেল শফিকুল ইসলাম মাসুদ সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। শিবির সেক্রেটারী জেনারেলের সাথে অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বেলাল ভাইয়ের আম্মা মন্নুজান নেছা আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, ছাত্র জীবন থেকে সংগঠনের কাজে অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরে থাকায় আমি একদিন রাগ করে বলেছিলাম তুমি আর বেশী বেশী বাইরে থাকতে পারবে না। বেলাল সে দিন আমাকে মতিউর রহমান মল্লিকের লেখা **"আম্মা বলেন ঘর ছেড়ে তুই যাসনে ছেলে আর- আমি**

www.pathagar.com

বলি খোদার পথে হোক এ জীবন পার''এই গানের ক্যাসেটটি এনে শুনিয়েছিল। আমার বেলাল কি আর কোন দিন এরূপ ক্যাসেট শুনাবে না? সেই সময় এমন এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল যে কেউ চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি।

এ হত্যা গভীর ষড়যন্ত্রেরই অংশ ঃ

শেখ বেলাল উদ্দিনের মত একজন সৎ, আদর্শবান ও নির্ভীক সাংবাদিককে কেন হত্যা করা হলো এর কারণ খুঁজতে গিয়ে কেউ নিশ্চিত বলতে পারবে না যে শেখ বেলাল কারো অধিকার নষ্ট করেছেন, কারো ক্ষতি সাধনে প্রবিত্ত ছিল অথবা কারো সাথে কটুবাক্য ব্যবহার করেছেন। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, কেন তার রক্তে রঞ্জিত হলো প্রেসক্লাবের অঙ্গন ? এর উত্তর একটাই আর তা হলো সত্য ও মিথ্যার চিরন্তন লড়াই। শেখ বেলাল উদ্দিন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন রক্ত চক্ষুকে তোয়াক্কা করতেন না। অন্যায়, অসত্য, দূর্নীতি আর হলুদ সাংবাদিকতার বিপরীতে সঠিক, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনই ছিল তার বড় অপরাধ। সত্য ও সুন্দরের পক্ষে তার ক্ষুরধার লেখনী বা কলম যুদ্ধই ছিল বাতিলের গাত্রদাহের কারণ। আল-কুরআনের সূরা বুরুজের ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন 'তাদের অপরাধ একটাই আর তা হলো তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।' শহীদ বেলালের এই শাহাদাতের ঘটনার সাথে কুরআনের এই কথাই মিলে যায়। শহীদ বেলালের খুনিদের যদি সামান্য বিবেকবোধও থাকে তাহলে তারা বুঝতে পেরেছে বেলালের মত একজন আদর্শবান ব্যক্তিকে হত্যা করে তারা শুধু ভুলই করেনি বরং দেশ ও জাতীর অপূরণীয় ক্ষতি করেছে।

শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিন ১৯৫৭ সালের ৩ ডিসেম্বর খুলনার বয়রা রায়ের মহলের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা আলহাজ্ব শেখ মোদাচ্ছের আলী ও মাতা মন্নুজান নেছা। শেখ বেলাল উদ্দিন ৪ ভাই ও ৫ বোনের মধ্যে প্রথম। ১৮ বছরের বিবাহিত জীবনে তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। তার স্ত্রী তানজিলা বেলাল খুলনা ইসলামিয়া কলেজের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত। শেখ বেলাল উদ্দিন ১৯৭২ সালে খুলনা জেলা স্কুল জেলা থেকে এস,এস,সি পাশ করে দৌলতপুর দিবা-নৈশ কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৭৪ সালে কৃতিত্বের সাথে এইচ, এস, সি পাশ করেন। পরে তিনি সরকারী বি, এল কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স পাশ করেন। সাংবাদিকতা পেশার সাথে জড়িত হন ১৯৮৮ সালে। শুরু থেকেই তিনি দৈনিক সংগ্রামের খুলনা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি খুলনা ব্যুরো প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ক্রীড়া ক্ষেত্রে বেশ পারদর্শী ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন তুখোড় ছাত্রনেতা ও সুবক্তা। তিনি দু'বার ইসলামী ছাত্রশিবিরের খুলনা মহানগরী শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল

www.pathagar.com

সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। তাছাড়াও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তিনি একজন সফল সংগঠক ছিলেন। তিনি বহু সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে আমৃত্যু জড়িত ছিলেন। তিনি খুলনার ঐতিহ্যবাহী 'টাইফুন শিল্পী গোষ্ঠী' প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। শাহাদাতকালীন সময় তিনি খুলনা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, শুধু বাংলাদেশ নয়, বরং গোটা বিশ্বের মানুষের একটাই দাবী এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক; যেন শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিনের মত আর কোন মহান ব্যক্তিদের এভাবে জীবন দিতে না হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী জোট সরকারের সময়কালেও প্রকৃত খুনীরা ধরা ছোয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। আজ শহীদ শেখ বেলাল ভাই আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তার আদর্শকে খুনীরা আমাদের নিকট থেকে কেড়ে নিতে পারেনি। তাই আসুন শোককে শক্তিতে পরিণত করি। ইস্পাত কঠিন শপথে বলিয়ান হয়ে সামনে এগিয়ে যাই। বেলাল ভাই এর রক্তের উপর ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সুউচ্চ মিনার গড়ি। আল্লাহর নিকট শুধু এতটুকু ফরিয়াদ- হে আল্লাহ তুমি বেলাল ভাইকে শহীদ হিসেবে কবুল কর। আমীন।

লেখক ঃ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও সভাপতি, খুলনা মহানগরী, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

www.pathagar.com

একটি অবিস্মরণীয় বেদনাহত স্মৃতি

শেখ জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলাল

ইন্না লিল্লাহি অ-ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এত বড় দূর্ঘটনা। কখন ঘটেছে কই শুনলাম না তো! কথাগুলো কামরুল ইসলাম ভাই তাঁর মোবাইল ফোনে বলছিলেন। সে দিন ছিল ৫ফেব্রুয়ারি ২০০৫ শনিবার। সন্ধ্যা ৬টায় খুলনা সদর থানার আমীর ডাঃ হাবিবুর রহমানের উপস্থিতিতে ৩১নং ওয়ার্ডের কর্মী সম্মেলন বাস্তবায়ন করার জন্য মুহাঃ কামরুল ইসলাম ভাইয়ের বাসায় কর্মী সম্মেলনের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কর্মসূচী গ্রহণের ব্যাপারে প্রোগ্রাম করছিলাম। রাত প্রায় ৯.৩০মিঃ। এমন সময় কামরুল ইসলাম ভাইয়ের মোবাইল ফোনটি বেজে উঠলো। ফোনটা রিসিভ করে কথোপকথনে উপরোক্ত কথা গুলো বললেন এবং সাথে সাথে তার ভিতর ও চেহারায় বেশ কষ্টদায়ক অস্থিরতা অজান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। ফোনটি ছেড়ে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে জড়ানো কণ্ঠে ফোনের ঘটনাটি তুলে ধরে বললেন, প্রেসক্লাবে বোমা হামলায় চার-পাঁচ জন আহত এবং আমাদের বেলাল ভাই নিখোঁজ। তাঁকে নাকি খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। গোটা প্রোগ্রামের মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়ে হঠাৎ করেই নিস্তব্ধতা নেমে আসলো। থানা আমীর,আমি এবং কামরুল ইসলাম ভাই অস্থির হাতে কয়েকটি ফোন করলাম মোবাইল ফোনে। কিন্তু কেউই সঠিক কোন তথ্য দিতে ব্যর্থ হলো; বরঞ্চ কেউ কেউ আমাদের নিকট থেকে প্রথমেই সংবাদটি পেল। ওখানে প্রোগ্রামের ইতি টানা হলো।

আমরা চারজন থানা আমীর, আব্দুস সোবহান ভাই, কামরুল ইসলাম ভাই এবং আমি দুটি মটর সাইকেলে মহানগরী অফিসের দিকে রওয়ানা হলাম। রূপসা পেরিয়ে খানাজাহান আলী রোড ধরে অফিসের দিকে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে নগরীটা এক অজানা আশংকায় ভয়ে ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। অফিসের সামনে এসে আব্দুল খালেক ভাইসহ বেশ কয়েকজন ভাইকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমার মটর সাইকেলকে দাড় করিয়ে আব্দুল খালেক ভাইয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং কি খবর জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, বেলাল ভাইকে মারাত্মক আহত অবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেছে। অফিস থেকে খুলনা ময়লাপোতা মোড়ে এসে মটর সাইকেলের জন্য ২ লিটার পেট্রোল কিনলাম। তারপর ছুটলাম সে দিকে।

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছে দেখি থমথমে অবস্থা, এক অজানা আতঙ্ক। সারাদিন হরতাল থাকার কারণে যানবাহন পর্যাপ্ত না পাওয়ায় হয়ত তখনও আহত বেলালের সাথীদের হাসপাতালে পৌঁছাতে দেরি হচ্ছিল। আমি মটর সাইকেলটি নির্ধারিত গ্যারেজে রাখতেই মটর সাইকেল গ্যারেজের ছেলেটি এসে বলল, স্যার মটর সাইকেল রেখে যান অসুবিধা নেই আমি দেখব। আপনি কি বেলাল স্যারকে দেখতে

www.pathagar.com

এসেছেন, উপরে যান অনেক রক্ত লাগবে, আমিও রক্ত দেব, ওর কথাগুলো শুনে আমি কোন কথার জবাব দেইনি শুধুই কেন জানি চোখ দু'টি ছল-ছল করে উঠলো। এমার্জেন্সীতে খোঁজ নিয়ে ছুটে যাই দোতলায় অপারেশন থিয়েটারের সামনে। জনা ত্রিশেক লোক ভীড় করে আছে, কেউ কেউ মুখ মলিন করে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে আছে। দু'এক জনকে মাঝে মধ্যে দৌড়-ঝাপ করতে দেখলাম। অপারেশন থিয়েটারের মূল দরজার সামনে এগিয়ে যাই। দেখি একরাশ অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা ও অনাকাঙ্খিত কোন ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে কয়েকজন দায়িত্বশীল ভাইয়ের সাথে দাড়িয়ে আছেন শেখ বেলাল উদ্দীন ভাইয়ের ইসলামী আন্দোলনের খুলনার অভিভাবক আবার অতি নিকট আত্মীয় ভগ্নীপতি মিয়া গোলাম পরওয়ার ভাই। হয়তো করণীয় নির্ধারণ করার জন্য মাঝে মধ্যে অন্যান্যদের সাথে পরামর্শ করছেন। এদিকে অপারেশন থিয়েটারে তার শরীরে অস্ত্রপাচার করছে। বেলাল ভাইকে সুস্থ্য করে তোলার জন্য ভিতরে ডাক্তার, নার্সদের আর বাইরে খুলনার মানুষদের রক্ত দেওয়ার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আপ্রণ চেষ্টা যেন বেলাল ভাইকে বাঁচিয়ে তোলার এক কঠিন যুদ্ধ। আর এ যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন নগর বি,এন, পির সম্পাদক নজরুল ইসলাম মঞ্জু ভাই। কখনো ছুটে এসে চিৎকার দিচ্ছেন "এই আর এক ব্যাগ রক্ত" আবার এসে হয়তো বলছেন, "এই ঔষধটা শীঘ্রই নিয়ে আয়" এভাবেই চলছে বেলাল ভাইয়ের প্রতি উজাড় করে দেওয়া ভালবাসার নমুনা। দেখতে দেখতে খুলনার আপামর জনতার ভীড় জমতে লাগলো। আন্দোলনের সাথী, শিক্ষক, রিক্সা চালক, শ্রমিক, সাংবাদিক, পুলিশ কমিশনার, প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, আইনজীবি ও মহিলাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ।

দোতলায় উঠে দেখি ঠিক সামনে করিডোরের এক বাকে দাড়িয়ে আছেন তানজিলা বেলাল। তার কাছে দাড়ানো আছে ছাত্রশিবিরের মহানগরী সভাপতি শমসুর রহমান ভাই ও সেক্রেটারী তারিকুল ইসলাম পিকু ভাই। পিকু ভাই অপারেশন থিয়েটারে একাধিকবার প্রবেশ করেছেন, খুব কাছে থেকেই তিনি বেলাল ভাইকে দেখেছেন তাই হয়তো পিকু ভাইকে তানজিলা ভাবী বেলাল ভাই সম্পর্কে জানার জন্য বিভিন্ন প্রশ্নবানে বিদ্ধ করছেন। পিকু ভাই তানজিলা ভাবীকে শান্ত রাখার জন্য বলছেন, বেলাল ভাই অল্প আহত হয়েছেন শীঘ্রই সুস্থ্য হয়ে যাবেন। কিন্তু তাকে শান্ত্বনা দিবে কে? তিনিতো সবই বোঝেন, সে তো অন্য কেউ নয়। তিনিতো বাতিলের উৎখাত করে সত্য প্রতিষ্ঠার আমরণ সংগ্রামে নিয়োজিত রক্তাক্ত, ক্ষত, বিক্ষত বেলালের স্ত্রী, যেন সত্যিই মুজাহিদের স্ত্রী। নেই কোন বিলাপ হয়তো মনের অজান্তে দীর্ঘ জীবনপথের ঘনিষ্ট সাথীর রক্ত শ্রোতের সাথে কয়েক ফোটা অশ্রু, কিন্তু তার সহ্যশক্তি যেন মহান আল্লাহতায়ালার উপর নির্ভরতার স্বাক্ষর।

রাত ক্রমশ বেড়েই চলছে। কিন্তু বেলাল ভাইয়ের চিকিৎসার অগ্রগতি তেমন কোন সন্তোষজনক হয়নি। বরং চিকিৎসকরাসহ দায়িত্বশীল ভাইয়েরা অনিশ্চয়তার সাগরে হাবু-ডুবু খাচ্ছেন এবং সেই সাথে ঢাকায় যোগাযোগ করে আরো উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করার আপ্রাণ চেষ্টা-তদবির করছেন। সময়ের সাথে জীবন মৃত্যুর এক নিষ্ঠুর সংগ্রামের মধ্যেই যেন শাহাদাতের এক সাগর প্রত্যাশার ঢেউ খেলছে বেলাল ভাইয়ের হৃদয়ে। এভাবে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় কেটে যেতে লাগলো সারা রাত।

৬ ফেব্রুয়ারি '০৫ তারিখ সকাল ৯টায় আমি সার্কিট হাউস ময়দানে পৌঁছে দেখি আমার মত আরো অনেকে খুলনার বিভিন্ন স্তরের শত শত মানুষ আসতে শুরু করেছে বেলাল ভাইকে বিদায় জানানোর জন্য। গত রাতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আহত বেলাল ভাইকে দেশে সর্বাধুনিক চিকিৎসা সুবিধা সম্বলিত ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে পাঠানোর আয়োজন। বেলা ১১টার পর বিমান বাহিনীর বিশেষ হেলিকপ্টার তাকে নিতে সার্কিট হাউজ ময়দানের হেলিপ্যাডে অবতরণ করে। তখনও বেলাল ভাইকে আনা হয়নি শুধু সকল মানুষের বাক্যহীন অপেক্ষা। বেলা ১১টা ৩০মিনিটে তাকে একটি এ্যাম্বুলেন্সে করে অপেক্ষমান মানুষের ভীড় ভেদ করে নেয়া হয় হেলিপ্যাডে। তখনই ছল-ছল করে ওঠে অনেকের চোখ। বেলাল ভাইকে দেখার জন্য উপচে পড়া ভীড়, আবার কারো কারো অশ্রুসিক্ত নয়নে দূর থেকে শেষবারের মত দেখার নীরব ইচ্ছা। বেলাল ভাইকে হেলিকপ্টারে উঠানো হলো, সাথে উঠলো শিবিরের সেক্রেটারী তারিকুল ইসলাম পিকু ও তানজিলা ভাবীসহ কয়েকজন। হেলিকপ্টারটি আকাশে উড়লো আহত কিন্তু শাহাদাতের তামান্নায় আত্মতৃপ্ত শেখ বেলালকে নিয়ে সাথে শেষ সঙ্গীনি তানজিলা বেলাল শাহাদাতের অমিয় পিয়ালা হাতে বহন করে এবং শত শত মানুষের নির্বাক দোয়া ও অশ্রুসিক্ত চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে হারিয়ে গেল।

১১ ফেব্রুয়ারি '০৫ তারিখ জুমআবার আল ফারুক সোসাইটিতে মহানগরীর একটি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছি। প্রোগ্রামের শুরুতে সকলের কান্নাজড়িত দীর্ঘ দোয়া শাহাদাতের ও জীবন দ্বন্দের সংগ্রামে নিয়োজিত লড়াকু বেলাল ভাইয়ের জন্য যাতে সে সুস্থ্য হয়ে আমাদের মাঝে আবার ফিরে আসে। দোয়া শেষ করে যথারীতি প্রোগ্রাম শুরু হলো। কিন্তু আমাদের দোয়াকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিল মহানগরী সেক্রেটারী আবুল কালাম আজাদ ভাইয়ের মোবাইল ফোনের রিং। উপস্থিত সকল ভাইয়ের মুখ মলিন হয়ে গেল। বুক ধড়-ফড় করছে হয়তো এখনই কোন দুঃসংবাদ আসবে। আসছেও তাই। ঢাকা থেকে গোলাম পরওয়ার ভাই জানিয়েছেন শেখ বেলাল ভাই আর নেই, শাহাদাতবরণ করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তবে এ কোন দুঃসংবাদ নয়। জীবন ও মৃত্যুর সংঘাতে বেলাল ভাই বিজয়ী হয়েছেন। জান্নাতী হুরেরা হাতে মালা গেঁথে দল বেধে এসে বেলাল ভাইকে তার গলায় শাহাদাতের মাল্য পরিয়ে মহান রবের দরবারে সংবর্ধনা দিয়ে নিয়ে গেছে। চলে গেছে ওপারে সুন্দর ভূবনে।

প্রোগ্রামের সবাই একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। আবার দোয়া করে প্রোগ্রাম ওখানেই শেষ করে ছুটলাম শহীদের বাড়ীর দিকে। মূহুর্তেই খবর ছড়িয়ে পড়লো সারা খুলনায়। চারদিক থেকে ছুটে আসছে সবাই শহীদের বাড়ীতে। একে একে ভীড় জমতে থাকলো আন্দোলনের সাথীদের, সাংবাদিক বন্ধুদের। শহীদের ছোট ভাই

www.pathagar.com

শামসুদ্দীন দোহা নির্বাক হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দাতে ঠোট চেপে চাপা কান্না আবার নীরব হয়ে যায়। নীরব তো নীরবতা নয় যেন বেদনার আকাশে ঘনকালো মেঘ। হয়তো সামান্য বৃষ্টি হয়ে দু'গন্ড বেয়ে অশ্রুসিক্ত হতে পারে দুটি চোখ, কিন্তু একটি কঠিন ঝড় তার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করছে যার প্রকাশ করার ক্ষমতা খুঁজে পায় না। কার সাহস তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার। এগিয়ে গেলাম তার দিকে জড়িয়ে ধরলো আমাকে খানিকক্ষণ। আমিও তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম আর বাঁধ ভাঁঙ্গা জোয়ারের মত কান্না এসে ভীড় করলো দু'নয়নের সীমান্ত পেরিয়ে। সাহস হল না আমার তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার।

১২ ফেব্রুয়ারি '০৫ তারিখ শনিবার দুপুর ২টায় শহীদের জানাজার আয়োজন। নির্ধারিত সময়ের আগেই শহীদের হাজার হাজার সহকর্মী, সাথীদের আগমন শুরু হয়েছে। শহীদ বেলাল ভাইয়ের প্রতি খুলনার মানুষের কত যে ভালবাসা ছিল তার প্রমাণ মিলল শহীদের জানাজায় অসংখ্য মানুষের স্রোত দেখে। হাজার হাজার মানুষের অশ্রুসিক্ত নয়নে জানাজা নামাজে ইমামতি করেন বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর মাননীয় শিল্প মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, মাওঃ দেলাওয়ার হুসাইন সাঈদী সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। যখন সাদা কাফন ঢাকা শহীদের মুখ কিছু সময়ের জন্য খোলা হলো দেখলাম আগুনে ঝলসানো মুখের উজ্জল নূরের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আমি হতবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম কয়েক মুহূর্তে মনে হলো যেন এ কোন মুখায়ব নয় এ একটি জান্নাত। ভাবলাম শহীদ বেলাল ছিল একটি জীবন্ত ইসলাম। সে ছিল আমাদের প্রিয় দায়িত্বশীল। তবে কোন দিন তাকে কোন সমস্যার সমাধান নিয়ে বিরক্ত করতে হবে না। এখন সে সুখের নিদ্রায় শায়িত।

জানাজা শেষে শহীদের কফিন নিয়ে যাওয়া হলো শহীদের বাড়ীতে। বিকালে সকলে শেষ বারের মত এক নজর দেখে শহীদের পারিবারিক কবরস্থানে বেলাল ভাইকে দাফন করা হলো। দাফন করা হলো হাস্যোজ্জল একটি মুখকে, একজন শহীদকে। দাফন করা হলো একজন নির্ভীক সাংবাদিককে, একজন একনিষ্ট কর্মীকে। দাফন করা হলো একজন নির্ভরশীল দায়িত্বশীলকে, একজন স্বার্থহীন নেতাকে। সর্বোপরি দাফন করা হলো একটি জান্নাতকে।

লেখক ঃ সাবেক কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও সভাপতি, খুলনা মহানগর, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

www.pathagar.com

আমাদের অভিভাবক প্রিয় বেলাল ভাই

মোঃ তারিকুল ইসলাম পিকু

হক আর বাতিলের লড়াই পৃথিবীর শুরু থেকে একথা চিরন্তন সত্য,সবাই একথা বিশ্বাস করে, কিন্তু সত্যের পথে টিকে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে জীবন উৎসর্গ করা আসলেই সৌভাগ্যের ব্যাপার। সেই চরম সৌভাগ্যবানদের কাতারে শামিল হয়েছেন আমাদের প্রিয় বেলাল ভাই। বেলাল ভাই ছিলেন আমাদের দায়িত্বশীল সকল ক্ষেত্রে অভিভাবক, পরামর্শ দাতা। সংগঠনে দায়িত্ব থাকার কারণে বিভিন্ন সময়ে কোন প্রোগ্রাম হাতে নেয়া অথবা কোন ক্যাম্পাসে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে মনে পড়ত বেলাল ভাইয়ের কথা। তাই যখন একান্ত মনে চিন্তা করি, ভাবনা জাগে মনে, নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, নরপশুরা আর হায়েনার দল যে আমাদের কোথায় আঘাত করেছে, আমরা যে কি হারিয়েছি, তা শুধু আমরাই বুঝতে পারছি। তবে সান্তনা পাই একটা কথা ভেবে যে, আল্লাহ রব্বুল আলামিন যাদেরকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন, তাঁরা হয় গোলাপের বাগানের সেরা গোলাপ। যেভাবে ইতিপূর্বে শাহদাতের নজরানা পেশ করেছেন আমাদের শহীদেরা, তাঁরা সবাই আল্লহার বাছাইকৃত এবং ভালাবাসার পাত্র। আল্লাহ খুব পছন্দ করে, বাছাই করে বাগান থেকে তুলে নিয়েছেন তাদেরকে। এই কথাগুলোই আমাকে বেলাল ভাইয়ের শাহাদাতের ব্যাপারে নিশ্চিত করেছে। মনটাকে নিজে নিজেই সান্ত্বনার বানী শুনিয়েছি।

৫ই ফেব্রুয়ারি '০৫ তারিখে আহত হওয়ার পর থেকে ১১ফেব্রুয়ারি '০৫ তারিখে শাহাদাতের সময় পর্যন্ত আমার সুযোগ হয়েছিল বেলাল ভাইয়ের সাথে থাকার। ৫ই ফেব্রুয়ারি '০৫ তারিখে রাত আনুমানিক ৯টা ১৫মিঃ সাংগঠনিক কাজ সেরে, জামায়াত অফিস হয়ে বাসায় ফিরব মনে করে অফিসে বসে আছি, আমি, শেখ আবুল কাশেম ভাই, শিবিরের সাখাওয়াত ভাই। ইতোমধ্যে টেলিফোনে শহীদ ভাইয়ের কণ্ঠে প্রেস ক্লাবে বোমা হামলায় বেলাল ভাই আহত। সাথে সাথে বের হলাম মটর সাইকেলে দ্রুত গতিতে ৩জন প্রথমে প্রেস ক্লাবে দেখি আগুন জলছে, মটর সাইকেলটা তখনও পুড়ছে। সংবাদিকরা চিৎকার করে বলল, সদর হাসপাতালে যান, সেখানে গিয়ে দেখি নাই। ছুটে গেলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কি বিভৎস দৃশ্য আগুনে পোড়া

www.pathagar.com

কয়লার মত মনে হচ্ছে আমাদের প্রিয় বেলাল ভাইকে। বাম হাত কব্জি থেকে বিচ্ছিন্ন। ডাক্তার আসলেন অনেক, এখন প্রয়োজন রক্তের এ+। মূহুতের মধ্যে রক্তের ব্যাবস্থা হয়ে গেল। রক্ত দেয়ার লোকের অভাব ছিলনা, শুধু রক্ত টানতে যতটুকু সময়।।

৬ তারিখে সকাল বেলা আমাকে জানানো হল বেলাল ভাইয়ের সাথে ঢাকায় যেতে হবে। সাথে সাথে আমি চলে গেলাম হেলিপ্যাডে। হেলিকপ্টার যখন ঢাকায় নামল তখন বেলাল ভাই একবার কথা বললেন, পানি খেতে চাইলেন, সামান্য একটু পানি খাওয়ানো হল। এই পানি খাওয়ানোর মধ্যদিয়ে মনে হয় আমাদের সরাসরি খেদমতের ইতি টানা হল। এরপর CMH. এর ICU-1, সকলের প্রবেশ নিষেধ। বেলাল ভাই আহত হওয়ার খবর শুনে হাসপাতালে প্রথমে যে দৃশ্য দেখেছিলাম অপারেশন থিয়েটারের ডাক্তারদের সাথে কথা বলছেন নিজের রক্তের গ্রুপ নিজেই বলে দিয়েছেন। আর ঢাকায় যখন হেলিকপ্টার থেকে নামলাম, তখন বেলাল ভাইকে রিসিভ করার জন্য দাড়িয়ে আছেন সমাজ কণ্যান মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, খুলনার মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান, আলী আজগর লবী (এম,পি)। মুজাহীদ ভাই এসেছেন শুনে বেলাল ভাই তার স্বভাব সুলভ সালামটা দিলেন আসসালামু আলাইকুম। এই সালাম আজও পর্যন্ত আমার কানে বাজে। ৬ তারিখ দিনটা আমাদের জন্য কিছু চেষ্ট করার মধ্যদিয়ে মোটামুটি ভালোই গেল। শতশত মোবাইল ফোন খুলনা সহ সারা দেশ থেকে এমনকি বিদেশ থেকেও সবার একটাই জিজ্ঞাসা বেলাল ভাইয়ের বর্তমান অবস্থা। এভাবে ৭ তারিখের অবস্থার একটু উন্নতি মনে হল। ৯ তারিখে অবস্থা সবচেয়ে ভালো ছিল। ১০/১১তারিখে ছিল ঢাকায় শিবিরের আঞ্চলিক সাথী সম্মেলন।

১০ তারিখে একটি অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেয় ডাক্তাররা মিলে। গোলাম পরওয়ার ভাই ছিলেন ঢাকার সাথী সম্মেলনের মেহমান। আমি এবং মুজাহিদ ছিলাম সফর সঙ্গী। আনুমানিক সকাল ১১টায় হাসপাতাল থেকে ভাবী ফোন করলেন। বেলাল ভাইএর অপারেশন, বন্ড সই করতে হবে। পরোয়ার ভাই স্টেজে আমরা নিচে বসা। পরামর্শ করলাম ষ্টেজে গিয়ে এবং ভাবীকে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া হল সই করে দেওয়ার জন্য। দুপুরে হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নিলাম অপারেশনের খবর ভালো। আমরাও সাথে সাথে আল্লার শুকরিয়া আদায় করলাম। এরপর বিকাল বেলা রক্তের স্যাম্পল হাতে দিয়ে ইলিয়াস ভাই আমাকে ডেকে বললেন, পিকু বেলাল ভাইয়ের ব্লাড প্রেসার ফল করছে। রাতে ডাক্তাররা বোর্ড গঠন করলেন কোন উপায় বের করা

www.pathagar.com

যায় কিনা। ১১ তারিখ সকাল বেলা একবার বেলাল ভাইয়ের কাছে গেলাম অবস্থা আগের মতই। শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি সেলিম উদ্দিন ভাই, আসলেন সবাইকে নিয়ে দোয়া করলেন। ওয়েটিং রুমের সব মানুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। সবাই আমরা আল্লাহর কছে বেলাল ভাইয়ের জীবন ভিক্ষা চাইলাম। দোয়া করে কেন্দ্রীয় সভাপতি চলে গেলেন। সম্মেলনে পৌছানোর পূর্বে আমার কছে মন্টু ভাইয়ের ফোন, তুমি চলে আস, বেলাল ভাই শহীদ হয়েছেন। আমি তখন কেন্দ্রীয় সভাপতির গাড়িতে যাচ্ছিলাম সম্মেলন অফিস টঙ্গিতে কিছু টাকা আনতে। ১১ তারিখ জুম্মাবার খুলনার ইসলামী আন্দোলনের সূত্রপাত কারীদের এক বীর মুজাহীদ আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। আমরা হিসাব করলাম কি অপরাধ বেলাল ভাইয়ের আমাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার কোন অপরাধ ধরা পড়েনি, তবে মনে পড়েছে কোরানের সেই চিরন্তন বানী ''অমা না কামু মিন হুম ইল্লা আই ইউমিনু বিল্লাহিল আজিজিল হামিদ'' তাদের অপরাধ শুধু একটিই তারা মহাভারাক্রান্ত আল্লাহর শে ষ্ঠত্বের ঘোষণা করে ছিল।

বেলাল ভাই শহীদ হয়েছেন আর আল্লাহু রাব্বুল আল্‌মীন কবুল করেছেন। কিন্তু খুনীরা? খুনীরা কি পার পেয়ে যাবে? না তা হতে পারেনা, তাই ইসলামী আন্দোলনে শামিল হওয়ার পর ৪ জন বীর মুজাহীদের শাহাদাৎ চোখের সামনে হয়েছে, আর খুনীদের শিয়াল আর কুকুরের মত নির্মম মৃত্যুর খবর যখন কানে এসেছে তখন বুঝেছি এটাই আল্লাহর বিচার। এই বিচার আমাদের চাহিদামত খুব দ্রুত হয়ত হবে না, কিন্তু অসমানের ফয়সালা খুব ধীরে ধীরে সময় মত হয়ে যাবে।

হিংসুকরা হিংসা করবে হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রিয় তাঁরা এভাবে জীবন দিয়ে শহীদ হয়ে আল্লাহর কাছে পৌছে যাবে আল্লাহর জান্নাতে। বেলাল ভাই তৃপ্তি আর আনন্দ নিয়ে জান্নাতের নাজ নিয়ামত উপভোগ করছেন। আর বেলাল ভাইয়ের লাখো লাখো সাথিরা বেলাল হত্যার বিচার চাই শ্লোগানে মুখরিত করেছে রাজপথ। এক বেলালের রক্ত থেকে লক্ষ বেলাল জন্ম নিবে। এক বেলাল লোকান্তরে, লক্ষ বেলাল ঘরে ঘরে- শুধু শ্লোগান নয় বেলালের সাথীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেলালের আদর্শে আদর্শবান হয়ে নিজের জীবন গড়ার মাধ্যমে বেলাল হত্যার বদলা নিতে হবে।

লেখক ঃ সেক্রেটারী, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, খুলনা মহানগরী।

www.pathagar.com

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ছিলেন আমার অভিভাবক

শেখ মিজানুর রহমান

জীবন-মরণের এই স্রোতধারায় আমরা প্রত্যহ বহু জীবনের সংস্পর্শে আসছি। কিন্তু এই অখণ্ড স্রোতের মধ্যে কদাচিৎ দু'একটি জীবনের সন্ধান মেলে যা সব বিষয়ে সাধারণ হতে স্বতন্ত্র। মহাকালের তুলনায় মানুষের জীবনকাল অতি সামান্য; বলতে গেলে সমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু পানি। এই স্বল্পকালীন স্থায়িত্বের মধ্যেও আদর্শ, সৎ চরিত্রবান, মানব কল্যাণকামী ব্যক্তিরা স্মরণীয়, অনুকরণীয় এমন কিছু রেখে যান যা অনুজদের জন্য অনুপ্রেরণার মাইল ফলক হয়ে থাকে চিরদিন।

শহীদ শেখ বেলাল ভাই আমার জীবনে একটি অব্যক্ত বেদনাদায়ক স্মৃতি। যে স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে আমি বার বার হোঁচট খাচ্ছি। প্রতি পদক্ষেপে পিছিয়ে যাচ্ছি। কেন এমন হয়, আমি জানিনা। শেখ বেলাল ভাই ছিলেন আমাদের অমূল্য সম্পদ। বেলাল ভাইকে হারিয়ে খুলনার ছাত্র-জনতা দারুণভাবে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। আর যারা বেলাল ভাইয়ের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তাদের হৃদয়ে একটি অমূল্য সম্পদ হারানোর বেদনা থেকে যাবে চিরদিন। ১৯৮০ সালে দামোদর স্কুল মসজিদে একটি শিক্ষা বৈঠকের আসরে বেলাল ভাইয়ের সাথে প্রথম পরিচয় হয় তখন আমি মাত্র অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। আর সর্বশেষ দেখা হয় ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখ সিএমএইচ-এর ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের ১নং বেডে। এই প্রথম দেখা ও শেষ দেখার মধ্যে একটি অন্তঃমিল খুঁজে পাই। দামোদর স্কুল মসজিদে যখন শিক্ষা বৈঠক চলছিল তখন বৃষ্টি ও ঝড় হচ্ছিল অথচ বেলাল ভাই "ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী শীর্ষক শিরোনামে আলোচনা রেখেই যাচ্ছিলেন। বাঁশের তৈরী মসজিদটি ঝড়ের দাপটে নড়ে উঠলেও বেলাল ভাইয়ের সাহস ও আত্মবিশ্বাস ছিল অনড়। সি.এম.এইচ-এর বেডে বেলাল ভাইয়ের ঝলসে যাওয়া চোখ বেঁধে রাখা হয়েছিল, পা ও হাত বাঁধা ছিল। এ অবস্থা দেখে চোখের পানি রাখতে পারলাম না। হাত তুলে দোয়া করছিলেন ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুল আলম খান মিলন। সাথে হাসপাতালের ডাক্তাররা ও আমরা ক'জন ছিলাম। এ সময় বেলাল ভাইয়ের নড়াচড়া দারুণভাবে বেড়ে যায় মনে হচ্ছিল। বেলাল ভাই সব বুঝতে পারছেন, আমাদের সাথে কথা বলার জন্য চেষ্টা করছেন। হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সরা বলছেন, "বেলাল সাহেব শান্ত থাকুন, ভাল হয়ে যাবেন"। কিন্তু বেলাল ভাই নিজের এই অসহায়ত্বকে কোন ক্রমেই মানতে পারছিলেন না, তার মুভমেন্ট দারুণভাবে বেড়ে যায়। হাতের রশি ছিড়ে ফেলেন, ৪ জন নার্স ও ২ জন ডাক্তার তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। একজন ঝলসে যাওয়া মুমূর্ষু মানুষের শরীরে এত শক্তি, মনে এত আত্মবিশ্বাস থাকতে পারে তা দেখে সকলে বিস্মিত হয়েছিল। আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম। হযরত আলী (রাঃ) যেভাবে খয়বর দূর্গের দরজা উপড়ে ফেলেছিলেন আমার মনে হচ্ছিল বেলাল ভাইয়ের কাছে সেই শক্তি ও বিশ্বাসের দাপট অব্যাহত রয়েছে। যা খোদাদ্রোহী শক্তির তখতে তাউসে ত্রাসের কাঁপণ ধরানোর অপেক্ষা করছে।

www.pathagar.com

পার্থিব সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা উপেক্ষা করে বেলাল ভাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে চলে গেলেন। "শাহাদাতের" মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত বেলাল ভাই ইসলামের জন্য জীবনাহুতি দিয়ে চিরঞ্জিব, নিজ জীবনের বিনিময়ে গ্রহণ করেছেন এমন জীবন যাতে মৃত্যুর কোন স্পর্শ নেই। বেলাল ভাই নেই, অথচ খুলনার সবকিছু আছে, আমরা আছি ভাবতে অবাক লাগে। আরো আশ্চর্য হই যখন পত্রিকার বিজ্ঞাপনে দেখি "শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনের সাথে স্মৃতিগুলো লিখে দেয়ার আহবানে"। আমি যতটা জানি বেলাল ভাইয়ের সাথে এতবেশী মানুষের স্মৃতি জড়িত যা লিখলে অসংখ্য পান্ডুলিপি হয়ে যাবে।

১৯৮০ সাল থেকে প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে বেলাল ভাইকে দেখেছি অসংখ্য মানুষের দুর্দিনে তাদের পাশে দাঁড়াতে। কলেবর বেড়ে যাবে এ জন্য অনেক জানা কথাও বলতে পারছি না। বেলাল ভাইয়ের সাথে আমার এমন কিছু স্মৃতি আছে যা ব্যক্ত না করলে অকৃতজ্ঞতার দাবানলে জ্বলব চিরদিন। এ জন্য নিজের অযোগ্যতা নিয়ে হলেও কলম ধরেছি। অধিকন্তু বেলাল ভাই যখন খুলনার ছাত্র আন্দোলনের দায়িত্বশীল ছিলেন তখন আমরা স্মৃতিধন্য খুলনার প্রতিপ্রান্তে প্রিয় সভাপতির সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়ন করতাম।

শহীদ শেখ বেলাল ভাই আমার শ্রদ্ধেয় অভিভাবক ছিলেন। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলাম আমি। ফুলতলা থেকে দাখিল পাশ করে খুলনা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে এক পর্যায়ে হোস্টেল থেকে নাম কেটে যায়। বেলাল ভাই নিজে অসংখ্যবার চেষ্টা করে তার মেজো বোন ও ভগ্নিপতির মাধ্যমে লজিংয়ের ব্যবস্থা করে আমার ছাত্রত্ব ঠিক রেখেছিলেন। ১৯৮৮ সালে কেন্দ্রীয় সংগঠনের সিদ্ধান্তক্রমে আমাকে ঢাকায় চলে আসতে হয়। বেলাল ভাই তখন সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক। আমি প্রথমতঃ ঢাকায় আসতে চাইনি। বেলাল ভাই বলেছিলেন, "নাম কাটা ছাত্রকে কোন প্রতিষ্ঠান ভর্তি নেবে না অধিকন্তু আপনার অর্থনৈতিক সমস্যা রয়েছে। ঢাকায় আসেন ইনশা-আল্লাহ একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে"। অতঃপর বেলাল ভাইয়ের কথা মতো আমি ঢাকা চলে আসি। আমি আসার আগেই বেলাল ভাই আমার বাড়ী থেকে কাগজপত্র এনে আমাকে শিক্ষাবৃত্তি সংগ্রহ করে দেন। লেখাপড়ার সার্বিক ব্যবস্থা করে দেন।

* ঢাকায় এসে আমার থাকার কোন ব্যবস্থা ছিলনা, বেলাল ভাই নিজে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় যেয়ে ১১৮নং রুমে আমার সিটের ব্যবস্থা করে দেন।
* ঢাকায় আসার সময় আমার একটি মাত্র জামা ছিল, বেলাল ভাই আমাকে জামা কিনে দিয়েছিলেন।
* আমার ঘড়ি ছিল না, বেলাল ভাই ঘড়ি কিনে দেন।
* আমার শীতের সোয়েটার ছিল না, বেলাল ভাই তার নিজের ২টি সোয়েটার থেকে আমাকে একটি দিয়ে দেন।
* আমার কোন ব্যাগ ছিল না, বেলাল ভাই আমাকে ব্যাগ কিনে দেন।
* বাড়ীতে যাওয়া-আসা করার বাস ভাড়া ছিল না, বেলাল ভাই নিজে টিকেট কিনে দিতেন।

www.pathagar.com

* ২০০১ সালে আমি ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলে বেলাল ভাই শত ব্যস্ততার মধ্যেও খুলনা থেকে আমাকে দেখতে এসেছিলেন। আমি তখন হাসপাতাল থেকে সবেমাত্র বাসায় গিয়েছি, বেলাল ভাই গলি পথ বেয়ে খুঁজে খুঁজে আমার বাসায় এসে হাজির হয়েছিলেন, আমার জন্য দোয়া করেছিলেন। এ স্মৃতি ভোলার নয়।

আমার জীবনের বর্তমান অবস্থান, শিক্ষা, সফলতা সব কিছুতেই আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, প্রিয় সভাপতি, একান্ত অভিভাবক বেলাল ভাইয়ের অবদান সবচেয়ে বেশী। আমার বড় ভাই নেই বেলাল ভাই হয়ত বুঝতে পেরেই বড় ভাইয়ের স্নেহ দিয়ে আমাকে লালন করতেন। শুধু আমি কেন? জামিরার মিলনেরও (প্রবাসী) একমাত্র অভিভাবক ও বড় ভাই ছিলেন বেলাল। দক্ষিণ বাংলার ছাত্র জনতার প্রাণের নেতা, খুলনা-৫ আসনের সম্মানিত সংসদ সদস্য অধ্যাপক গোলাম পরওয়ার ভাইয়ের জীবনে সার্বিক সফলতায় বেলাল ভাইয়ের অবদান খুলনাবাসী মাত্রই অবগত আছেন। কামরুল ভাই, সাইফুদ্দীন ভাই, শহীদ ভাই, সিদ্দিক ভাই, গোলাম কুদ্দুস ভাই, ইলিয়াস ভাই, মনসুর আলম চৌধুরী, ওসিয়ার রহমান মন্টু, আব্দুল ওয়াদুদ, শহীদ আবুল কাশেম পাঠান, আব্দুর রহীম, মাকসুদুর রহমান মিলন, এ্যাডভোকেট শাহ আলম, মুস্তাফিজুর রহমান টিংকু যাদেরকে আমি সমসাময়িক দেখছি এদের প্রত্যেকের সাংগঠনিক জীবন ও ব্যক্তিগত সফলতার পিছনে বেলাল ভাইয়ের একটি বিরাট প্রভাব রয়েছে।

বেলাল ভাইয়ের মত একজন অভিভাবককে হারিয়ে মনের মধ্যে অস্বাভাবিক একটা অস্থিরতা অনুভব করছি। ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছি বারবার। শহীদি তাজাতপ্ত খুনে উজ্জ্বল অম্লান বেলাল ভাইকে এই জগতে আর দেখতে পাব না। আমার অস্থিরতার কেন্দ্রবিন্দু এখানেই।

শহীদ শেখ বেলাল, শহীদ হালিম, শহীদ পাঠান, শহীদ রহমত, শহীদ বিমান, শহীদ আমান তারা আজ আমাদের প্রেরণার উৎস। দুনিয়ার জীবন্ত জাতি সমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ কথার সাক্ষ্য মিলবে যে, তাদের অস্তিত্বের পিছনে রয়েছে একদল মানুষের জীবনাহুতি। কোন মরণাপন্ন জাতিকে বাঁচতে হলে প্রয়োজন জীবিতদের খুন। আজকের সম্বিত হারা জাতিকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন শাহাদাতের তাজা খুন। খানজাহানের পদচারিত খুলনার সম্বিতহারা মানবতার হৃদয়ে শহীদ বেলালের তাজা খুন কি কোন তোলপাড় তুলছে না? তুলবে নিশ্চয়ই, শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না, কখনও বৃথা যেতে পারে না। হায়েনাদের হাতে রয়েছে কিরিচ, বন্দুক, বল্লম, মেশিনগান আর গ্রেনেডসহ মানুষ মারার আধুনিক হাতিয়ার। ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, দুর্জয় সাহসে বলিয়ান হয়ে যারা শাহাদতের অদম্য জজবা নিয়ে বেলাল, পাঠান, হালিম, রহমত, বিমান, আমানের মত এগিয়ে যায়। বাঁধার ব্যারিকেডগুলো তাদেরকে কুর্নিশ করে পথ ছেড়ে দেয়। তাঁদেরকে শহীদ করা যায়, পরাজিত করা যায় না, তারা অপরাজেয়। তারা অপ্রতিরোধ্য!

লেখক ঃ এ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার (এডমিন), ইবনে সিনা ট্রাষ্ট, ঢাকা, (প্রাক্তন সদস্য আইসিএস, খুলনা মহানগরী)

www.pathagar.com

ঝড় যদি ওঠে মাঝ দরিয়ায়

অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আলীম

শহীদ শেখ বেলাল ভাই ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে ছিলেন আমার অগ্রজ। ইসলামী ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুলনা অঞ্চলে এর শক্তিশালী কাঠামো দাড় করানোর ক্ষেত্রে গোটা নব্বই দশক জুড়ে তাঁর বলিষ্ট নেতৃত্বের কথা আলোচনার তেমন কোন অবকাশ রাখে বলে আমি মনে করি না।

১৯৮৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র থাকা অবস্থায় আমি ইসলামী ছাত্রশিবিরে যোগদান করি। এ সংগঠনে আমার মানোন্নয়নের সাথে সাথে সাংগঠনিক প্রচার পত্রের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকার দায়িত্বশীলগণের পাশাপাশি খুলনার একজন দায়িত্বশীল হিসেবে শেখ বেলাল ভাইয়ের পরিচয় আমি জানতে পারি। তার কিছু দিন পরেই আমি রাজশাহী থেকে আমার বাড়ী মোরেলগঞ্জে আসার পথে খুলনাতে যাত্রা বিরতি করি। উদ্দেশ্য খুলনা শহর শিবিরের কার্যালয় ভ্রমণ করা এবং সেখানেই শেখ বেলাল ভাইয়ের সাথে আমার মুখোমুখী প্রথম পরিচয়। মতিহারের রক্তঝরা ক্যাম্পাসে শত প্রতিকুল পরিবেশে বেড়ে ওঠা ইসলামী আন্দোলনের এক যুবককে তিনি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন। হৃদয়ের গভীর থেকে বের হয়ে আসা প্রশান্তি তার মুখমণ্ডল আলোকিত করে তুলল। অধর কোণে দেখা দিল সকালের সূর্যের মত ঝলমল হাসি। দু'চোখে ফুটে ওঠলো মমতা আর ভ্রাতৃত্বের এক সুগভীর বারতা। সেদিন আমি ঢের বুঝে নিয়েছিল তাঁর হৃদয়ের কথা, বুঝেছিলাম তাঁর চোখের ভাষা। তাই প্রথম দেখা হলেও শহীদ শেখ বেলাল ভাইকে আমার একটুও অচেনা মনে হয়নি। একে অপরকে আলিঙ্গনের মাধ্যমে অনুভব করলাম সত্যিই এ কাফেলা যেন শিসা ঢালা প্রাচীর।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল সমাজতন্ত্রী ও ধর্ম নিরপেক্ষবাদী ছাত্র সংগঠন ও বুদ্ধিজীবিদের এক দুর্ভেদ্য ঘাটি, অভয়ারণ্য। ১৯৮২ সালে শহীদ সাব্বির, আইউব, হামিদ ও জব্বার ভাইকে নির্মমভাবে শহীদ করার মাধ্যমে ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর তাদের অত্যাচারের মাত্রা শতগুণে বেড়ে যায়। ইসলামী আন্দোলনের সেই সকল মজলুম ভাইদের কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সারা দেশের তৌহিদী জনতা ছিল একান্ত দুর্বল। অবশেষে ১৯৮৮ সালে সময় এলো ঘুরে দাড়াবার। শুরু হল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংঘাতময় অধ্যায়। সমাজতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামী ছাত্রশিবির যে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করেছিল তার সম্মুখ সারিতে আমার অবস্থানের কথা জানতে পেরে আমার প্রতি বেলাল ভাইয়ের স্নেহ, ভালবাসা এবং দূর্বলতা অনেকগুণ বেশী বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে প্রতিবার তাঁর সাথে সাক্ষাত হলে যা আমি অনুভব করতে পারি। এমন কি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সাথে আমার শেষ সাক্ষাতেও আমি এর রেশ একটুও কমতে দেখিনি।

তিনি ইসলামী ছাত্রশিবির খুলনা মহানগরীর সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। সম্ভবত ১৯৯০ সালে ছাত্র জীবন শেষ করেন এবং নিজ শহর খুলনাতেই পেশা হিসেবে বেছে নেন সাংবাদিকতা। পেশাগত দায়িত্ব তিনি এতটা যোগ্যতার সাথে পালন করেন যে অতি অল্প

www.pathagar.com

সময়ের ব্যবধানে খুলনার সাংবাদিক অঙ্গনে তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় করেন। তিনি খুলনা প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি ও খুলনা মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। দক্ষিণ বাংলার সকল আঞ্চলিক সমস্যার পাশাপাশি তিনি জামায়াতে ইসলামীকেও যথাযথভাবে জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। তাছাড়া সাংবাদিকতার জগতে নিজ আদর্শিক প্রভাব বলয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন সাংবাদিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক অনন্য দৃষ্টান্ত। খুলনা মহানগর জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য ও প্রভাবশালী জামায়াত নেতা হিসেবে তাঁর অবস্থান ছিল সর্বমহলে স্পষ্ট। তা সত্যেও এমন চারিত্রিক প্রভাব তাঁর মধ্যে ছিল যার কারণে তিনি পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে প্রেসক্লাবের সকল মতের সাংবাদিকদের একটি পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ করে আস্থাভাজন হয়ে কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন।

তিনি ছিলেন সদা হাস্যোজ্জল ও আমুদে প্রকৃতির মানুষ। যখন হাসতেন মনে হত যেন পৃথিবী হেসে ওঠে। সকল বয়সের মানুষের সাথে তিনি অকপটে মিশতে পারতেন। তাই যৌবনের উচ্ছাসে ভরা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা তাকে ঘিরে থাকতো প্রায়শই। জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রশিবির অথবা সাধারণ মানুষ কোন সমস্যায় পড়লে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা সমাধানের জন্য শুধু তাঁকেই খুঁজত। সঠিক পরামর্শ কিংবা সময় দিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

সমাজের সর্ব মহলে ছিল তার অবাধ বিচরণ। রাজনৈতিক সংগঠন, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, আইনজীবি সহ বিভিন্ন পেশাজীবি, প্রশাসন ও সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, আদালত পাড়া সহ নিরেট সাধারণ মানুষের মধ্যে তিনি অবলীলায় প্রবেশ করতেন এবং তারাও শেখ বেলাল ভাইকে অতি নিকটের ভেবে তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়তেন। আজ তিনি নেই। হৃদয়ের মর্মমূল থেকে অনুভব করি খুলনায় জামায়াতে ইসলামীর গণ ভিত্তি রচনায় তিনি ছিলেন সেরা পারফর্মার। জামায়াতে ইসলামী আর সাধারণের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র সেতু বন্ধন। ইসলামী আন্দোলনে ঢিলে ঢালা অথচ আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় সেই বিশেষ শ্রেণীর জনশক্তিদের তিনি বেঁধে রেখেছিলেন নক্ষত্রের প্রভাব বলয়ের মত। তিনিতো ছিলেন সেই পোষা কবুতরের মত যে অনেক উপরে উড়তে উড়তে শূন্য হয়ে গেলেও সঠিক সময়ে ফিরে আসতো নিজ ঠিকানায় এবং এজন্য গৃহকর্তার পোহাতে হতো না কোন দুশ্চিন্তা। সে ছিল মনিবের এমন আস্থাভাজন যে, মনিব জানে অন্যের বাড়ী গেলেও সেখানে সে থেকে যাবে না বরং সাথে করে নিয়ে আসবে নিজ বাড়ীতে কোন নতুন অতিথি। শান্তির বার্তাবাহনকারী এ কপোতের বুকে কোন্ দুর্বৃত্ত চালাল তীর?

বেলাল ভাই তুমি কেমন হেসে খেলে অতি সহজেই জান্নাতে অভিবাসী হলে। এখন আমাদের কি হবে ? হৃদয়ে আশা-ঝরা ক্ষণে কে শুনাবে শান্তনার গান?

ঝড় যদি ওঠে মাঝ দরিয়ায় ....।

লেখক ঃ অধ্যাপক, এস.এম কলেজ, মোরেলগঞ্জ, বাগেরহাট।

www.pathagar.com

ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সিপাহশালার শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দিন

রফিকুল ইসলাম কাজল

১) বিপ্লবের সিপাহশালার শহীদ বেলাল ঃ

'দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যেভাবে রুখে দাড়ায় আক্রান্ত দুর্বল বিধ্বস্ত জাহাজ যাত্রীরা আঁকড়ে ধরে ভাসমান পাটাতন

তেমনি একাগ্রতা নিয়ে

আমি আপনাদের আসন্ন বিপ্লবের জন্য

প্রস্তুতি নেয়ার কথা বলছি'।

কবি আসাদ বিন হাফিজের 'অনিবার্য বিপ্লবের ইশতেহার' বেলাল ভাইয়ের প্রিয় কবিতার একটি। অবসরে প্রায়শ'ই তাঁর কন্ঠে কবিতাটির আবৃত্তি শোনা যেত। কবিতাটির অভিব্যক্তি ছিল বেলাল ভাইয়ের আজন্ম অভিব্যক্তি (Evolution)। তাঁর সমগ্র জীবনে ছিল ঝড়ের গতিময়তা। কঠোর পরিশ্রম, কর্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়-নিষ্ঠা আর সততার মাধুর্যে তিনি এক অনুপম ভ্রাতৃত্বের উদাহরণ। তাঁর সংগ্রাম মুখর ছাত্র জীবন, ব্যতিক্রম কর্মময় জীবন, সংগঠনভুক্ত জীবন সবটুকুই ছিল সমান্তরাল। অলসতা আর দুর্বলতা নামক ব্যাধি তাঁর গতিপথকে কখনোই রুদ্ধ করতে পারেনি। আসন্ন সম্ভাবনাময় বিপ্লবের জন্য পাগলপারা এক নিঃস্বার্থ সেবকের অনুপম দৃষ্টান্ত তিনি। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে, আপন-পর নির্বিবাদে সকলের কাছে যাওয়ার মতো হৃদয়ের বিশালতা ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গুপ্তঘাতকের দূরনিয়ন্ত্রিত বোমায় গুরুতর আহত হওয়ার পর খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হরতাল উপেক্ষা করে সব স্তরের মানুষের ঢল নিঃসন্দেহে তার ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যের বাস্তব উপহার। শাহাদাতের পর খুলনা সার্কিট হাউজে (বড় মাঠে) স্মরণকালের বিশাল জানাজায় তাঁর আদর্শিক শত্রুকেও আসতে বাধ্য করেছিল। বেলাল ভাইয়ের ছিল এক জোড়া দীপ্তিমান অভ্রভেদী চোখ। দূর অতীতে হারিয়ে যাওয়া খিলাফতের স্বপ্নে বিভোর এক আবেগ স্পন্দিত দুঃসাহসী পুরুষের বাস্তব প্রতিশ্রুতি। বেলাল ভাই খোদা বিমুখ শক্তির খড়গাঘাতে জীবন দিলেন আর পেলেন শহীদের সম্মান। শাহাদাতের কয়েকদিন পূর্ব থেকেই যেন তার প্রস্তুতি চলছিলো। শাহাদাতের পরে তাঁর কফিন দেখলাম ঘোড়সওয়ার তেজদীপ্ত পুরুষটি মহাপ্রশান্তির ঘুমে নিমগ্ন। হায়নার বারুদে পুড়ে বেরিয়ে এসেছে তাঁর আসল জান্নাতী চেহারা। যেন মহা প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন তিনি। চারিদিকে স্বজনের উচ্চকন্ঠে কান্নার আর্তস্বর। আমার কন্ঠে অস্ফুট আবৃত্তি হল "ইয়া আইয়াতুহান্নাফসুল মুতমাইন্না। ইরজিয়ী ইলা রাব্বিকি রাদিয়াতিম্মার

www.pathagar.com

দিয়্যাহ। ফাদখুলি ফী ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি।" "হে প্রশান্ত আত্মা! চল তোমার রবের দিকে এমন অবস্থায় যে, তুমি (নিজের ভালো পরিণামের জন্য) সন্তুষ্ট, (আর তোমার রবের নিকট) পছন্দনীয়। তুমি আমার (প্রিয়) বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো]।

২) **ইসলামী সংস্কৃতির যোগ্য সংগঠক শহীদ বেলাল ঃ**

সংস্কৃতির ইতিহাস আর মানুষের ইতিহাস সমান দীর্ঘ। একটি সমাজে আদর্শিক পরিবর্তনের জন্য সাংস্কৃতিক পরিবর্তন অপরিহার্য। শহীদ শেখ বেলাল ব্যক্তিগতভাবে তা মর্মে উপলব্ধি করতেন। তিনি জানতেন সাংস্কৃতিক বিপ্লব চাপিয়ে দেবার বিষয় নয়, এটা মূলত প্রণোদনামূলক (Motivational)। যা কিছু সুন্দর কল্যাণময় তার প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা আর যা অসুন্দর তা উচ্ছেদ করা ইসলামী সংস্কৃতির শিক্ষা। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ (Manifestation) ও পরিব্যাপ্তি (Enlarged) তে শহীদ বেলাল এ অঞ্চলের দিশারী। যৌবনের শুরুতে শিশু সংগঠন ফুলকুঁড়ির পরিচালক, টাইফুনের পরিচালক, তারপর ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের নেতা তারপর আবারও সাংস্কৃতিক মাঠে বিচরণ, তিনি আমৃত্যু খুলনা সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি ছিলেন। যতদূর মনে পড়ে ১৯৯৭ সালে ৫ জুন সিটি কলেজ মোড়স্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে খুলনা সাহিত্য ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রথম আত্মপ্রকাশ হয়। সেদিন শেখ বেলাল ভাইয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় তারই প্রস্তাবনায় এ্যাড. শাহ আলমকে আহবায়ক ও রফিকুল ইসলাম কাজলকে সদস্য সচিব করে ৭ (সাত) সদস্যের একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। ঐ বছর ১৫ জুন ঢাকাস্থ বাংলা সাহিত্য পরিষদের জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন'৯৭ এ অংশগ্রহণ করা হয়। ইসলামী সংস্কৃতির নিভৃত স্বপ্নঅভিসারী শহীদ শেখ বেলালের পরিপূর্ণ Focus নজরুল জন্ম শতবার্ষিকী'৯৯ উদযাপন এর মধ্য দিয়ে খুলনা মহানগরীতে একজন ইসলামী সংস্কৃতি কর্মী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেন। ১৯৯৯ সালের ২৪ মে সকাল ৯ টায় খুলনার বাবরী চত্বর থেকে জাতীয় কবিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বর্ণাঢ্য র‍্যালী এবং বিভাগীয় পর্যায়ে খুলনা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে নজরুল জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি গঠন করা হয়। ৪ জুন ১৯৯৯ বিকাল ৪ টায় নগরীর জিয়া হলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও আইনজীবি অধ্যক্ষ এ জেড এম দেলোয়ার হোসেন এর সভাপতিত্বে এক মনোমুগ্ধকর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বরেণ্য বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবিদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার উদ্বোধন করেন মাননীয় সিটি মেয়র এ্যাড. শেখ তৈয়েবুর রহমান। সেমিনারের অতিথি ছিলেন জাতীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাট্যকার আরিফুল হক, বিশিষ্ট সাংবাদিক বুদ্ধিজীবি গিয়াস কামাল চৌধুরী, অন্যতম প্রধান কবি আলমাহমুদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মীর কাসেম আলী, কবি প্রতিভা আব্দুল হাই শিকদার, ও মতিউর রহমান মল্লিক। শহীদ শেখ বেলাল অত্যন্ত প্রখর ধীশক্তির বলে সদস্য সচিব হিসেবে তামাম

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানের যাবতীয় বিষয়াবলী সফলতার সাথে সুসম্পন্ন করেছিলেন। ২০০৪ সালে নবগঠিত খুলনা সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতির দায়িত্ব অর্পিত হয় শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিনের ওপর। এরপর কেবল পথ চলা। জাতীয় দিবস, নজরুল-ফররুখ জন্ম মৃত্যু বার্ষিকী উদ্‌যাপন, সিরাতুন্নবী (সঃ) পালনসহ বিবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বস্তুত তার একক প্রচেষ্টাতেই মুখরিত ছিল। সংস্কৃতি কেন্দ্রের সেক্রেটারী মিলন ভাই যথার্থই বলেন, শহীদ বেলাল ভাই এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা।

খুলনার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শহীদ বেলালের অভাব স্থায়ী এক শূন্যতার সৃষ্টি করেছে, যা এ মুহূর্তে পূরণ হবার নয়। খোদার কাছে প্রার্থনা করি, বিশ্বব্যাপী চলমান এই সাংস্কৃতিক যুদ্ধে আমাদের সংকট উত্তোরণের জন্য একজন সিপাহসালার দান করবেন, আমিন।

৩) **যে অভিপ্রায় লালন করতেন শহীদ বেলাল ঃ**

মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী। নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ ফলে তাকে চলে যেতে হয় মহান মা'বুদের সকাশে। কর্মই জীবন। মানুষের পরিণতির ফলাফল নির্ধারিত হয় কর্মের মাধ্যমেই। আল্লামা ইকবালের ভাষায় ঃ

"আমল-ছে জিন্দেগী বান্‌তি হ্যায়
জান্নাত ভি, জাহান্নাম ভি
ইয়ে খাকি আপনা ফিতরাত-ছে
না নূরী হ্যায়, না নারি হ্যায়"।

অর্থাৎ 'কৃতকর্মের মাধ্যমেই মানুষ, বেহেস্ত বা দোজখবাসী হয়। নতুবা মাটির মানুষ, নিজ গুণে জান্নাতী বা জাহান্নামী নয়। শহীদ বেলালের পরিশ্রান্ত স্থিত হাসিমাখা মুখ এখনো মনের ভেতর উঁকি দেয়। দ্বীনের তরে সব কিছুকে উজাড় করে দিয়ে, নিজের সত্ত্বাকে মোমের মত জ্বেলে ইসলামের সুমহান আদর্শকে তুলে ধরতে চান, তেমন মানুষের সংখ্যা সব সময়েই বিরল, শহীদ বেলাল তার যথার্থ অনুপম উপমা। এমন উপমা কি আপনার মনকে নাড়া দেয়না ? আপনার হৃদয়াবেগ কি আপনার মনকে জাগ্রত করে না? আমরা কি আজো আমাদের জীবনের লক্ষ্য (Target) নির্ধারণ করতে পেরেছি?

তাই বলছিলাম, শহীদ বেলালের অভিপ্রায় বুঝে নেয়া এবং তা যথাযথভাবে পালন করা উত্তরসুরীর দায়িত্ব। জীবনকে লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য সময়কে কাজে লাগানো প্রয়োজন। নিজের প্রতি, স্রষ্টার প্রতি এবং সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালন যথাযথ গুরুত্বের সাথে করতে হবে। তবেই শহীদ বেলালের লক্ষ্য পূরণ হবে। আর আমরাও লাভবান হবো। আল্লাহ জাল্লাহ শানুহু বেলালের শাহাদাৎকে কবুল করুন। আমীন॥

লেখক ঃ সাবেক ছাত্র নেতা, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

www.pathagar.com

আমরা হারিয়েছি টাইফুনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক-কে

– নাজমুল কবীর

প্রতিদিন সূর্য ওঠে। দিনের কোলাহল শেষ করে অস্ত যায়। আবার রাতের আঁধারের বুক চিরে সকাল আসে- সূর্যকে ফিরে পাওয়া যায়। কত সৌন্দর্য্যের ফুল ফুটছে এ ভূবনে। সব গুলিই ঝরে যায়। সুন্দর ফুলটিকেও মহান আল্লাহ স্থায়ী করে তৈরী করেন নি। সকল কাজে মানুষের মাঝেও কিছু প্রষ্ফুটিত গোলাপ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদেরকেও বেশি দিন কাছে পাওয়া যায় না।

সমর্থক হিসেবে ২০০১ এর প্রথমে নিজেকে সংগঠনে পেশা করি। পরের বছর সাথী হিসেবে রায়ের মহল এলাকায় ওয়ার্ড সভাপতির দায়িত্ব পড়ে। নতুন এলাকায় কাজ করতে হবে ভেবে অনেক কষ্ট পেতাম। নিয়মিত বিকালে এলাকায় সাইকেল নিয়ে ঘুরতাম। আমার সহকারী ছিল শহীদ শেখ বেলাল ভাইয়ের ভাগ্নে শাহ মাখদুম। বেলাল ভাই আমাদের সুধী ছিল। আমাকে দেখে বলতেন এত ছোট মানুষ ওয়ার্ড সভাপতি হয়ে গেছে? কোন ক্লাসে পড়? যখন বললাম, অনার্স ১ম বর্ষে বি.এল. কলেজে। আরও অবাক হয়ে তখনই বলেছিলেন- তাহলে তো তুমি ছোট নও।

এভাবেই মজার পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর সাথে আমার পরিচয়ের সূচনা। একদিন ক্যালেণ্ডার উপহার দিতে সকালে বাসায় উপস্থিত হয়েছি। মাখদুম আমার সাথে ছিল। আমরা ক্যালেণ্ডার দেওয়ার পর বেলাল ভাই আমাদের হাতে কয়েকটি দৈনিক সংগ্রামের ক্যালেণ্ডার দেন। শুধু এই একজন সুধীকে এমনিই পেয়েছিলাম যার পরামর্শ, সহযোগিতা পেয়ে ভুলে গিয়েছিলাম শত কষ্ট। কাজ করতে এক অন্য প্রকার আনন্দ পেতাম।

সংগঠনের সদস্য হয়ে যাওয়ার পর আমাকে নিয়ে আসা হল টাইফুন শিল্পীগোষ্ঠীতে। পরিচালক হিসেবেই দায়িত্ব দেয়া হল। আবাসিক এলাকায় দায়িত্ব পালনের পর নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে টাইফুনে কাজ করতে হবে। আমার জন্য অনেক কঠিন মনে হল। বেলাল ভাই টাইফুনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। আমার দায়িত্ব পাওয়ার পর সাবেকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী যার সাথে যোগাযোগ হত তিনি হলেন প্রিয় বেলাল ভাই। দায়িত্ব পাওয়ার মাত্র ২ মাস পর আমার পরিচালনায় প্রথম অনুষ্ঠান পড়ে জিয়া হলে। দায়িত্বের ভারে যেন কান্না পাচ্ছিল। কিভাবে সার্থক হবে এ অনুষ্ঠান। চিন্তায় পড়ে গেলাম। অনুষ্ঠানের ২ দিন পূর্বে সাবেক ভাইদের মধ্যে যে ভাইটি আমাকে পরামর্শ দিয়ে অনুপ্রাণিত করলেন তিনি হলেন- আমার প্রিয় বেলাল ভাই। প্রোগ্রামের দিন অনুষ্ঠান শুরু হলে শিল্পীরা প্রথম গানটি গাচ্ছে। শেষ হলেই বেলাল ভাই মঞ্চের পিছনে এসে সকল শিল্পীদেরকে ডাক দিলেন। আমি খেয়াল করলাম বেলাল ভাইয়ের চেহারায় যেন রাগের ছাপ ছিল। ধমকের সুরে বেলাল ভাই বললেন- কিভাবে গান গাইতে হবে এখনও

www.pathagar.com

শেখনি? অঙ্গ-ভঙ্গী এক এক জনের এক এক দিকে। পরবর্তী গানগুলো শুনলেন ও কিছু পরামর্শ দিলেন। আমাকে পাশে ডেকে নিয়ে বললেন- কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই। চেষ্টা কর সব ঠিক হয়ে যাবে।' এভাবেই শুধু একটি ব্যক্তির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করতে থাকলাম।

২৬-৩০ জানুয়ারী'০৫ Wamy এর সুন্দবন সফর ছিল। ৪ টি স্টিমারে ৫০০ এর মত ডেলিগেট ও মেহমান ছিল। টাইফুনের তিনজনকে সফরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হল। মতিউর রহমান মল্লিক ভাই যে এ সফরে ছিলেন সেটা আমরা পূর্বে জানতে পারিনি। রাতেই স্টিমার ছাড়ল সুন্দরবন অভিমূখে। সকালে উঠেই মল্লিক ভাইয়ের সাথে দেখা। আমরা অবাক হলাম। পরক্ষণেই আমাদের আনন্দ থেমে গেল। মল্লিক ভাই সহ তার পরিবারের প্রায় সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে পথে নামিয়ে দিতে হল। সফর শেষে ২৯ জানুয়ারি ভোরে স্টিমার খুলনায় পৌঁছালো। আ,জ, ম ওবায়েদুল্লাহ ভাই এ সফরে ছিলেন। তার সাথে পূর্বেই আমার কথা হয়েছিল। তিনি সহ কয়েকজন ঠিক করলেন এ সময় বেলাল ভাইয়ের বাসায় যেতে হবে। কথা মাত্রই কাজ। কে যাবে সাথে ? খোঁজ করতে আমাকে পেয়েই ওবায়েদ ভাই বলল- টাইফুন সাবেকের বাড়ী বর্তমান টাইফুন যাবে। আমরা ফজরের আযানের পরেই বেলাল ভাইয়ের বাসায় পৌঁছলাম। ডাক দিলাম- প্রথমেই ছোট ভাই রব্বানি বেরিয়ে আসল, এরপর দোহা ভাই। সালাম বিনিময়ের পর দোহা ভাই বেলাল ভাইকে ডাক দিল। বেলাল ভাই দোতলায় কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। নিচে নেমেই ওবায়েদ ভাইকে দেখে অনেক খুশী হয়ে কোলা-কুলি করলেন। সবার সাথে সালাম বিনিময়ের পর সর্বশেষ আমার কাছে খবর নিল সফর কেমন হল? কে কে গিয়েছিল? মল্লিক ভাই গিয়েছিল একথা শুনেই বললেন- আমার সাথে দেখা না করেই গেল? আবার যখন তাঁর অসুস্থতার বিষয় জানিয়ে বললাম যে তিনি পথে নেমে গিয়েছিলেন। এরপর আবার বলে উঠলেন তাহলে আমার এখানে আসলেন না কেন? আমার উপর অভিমানের সুরে বললেন মল্লিক ভাইয়ের যেহেতু যাওয়া হয়নি সেহেতু তোমরা কেন গেলে? সাথে সাথেই বেলাল ভাই মল্লিক ভাইকে মোবাইলে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যর্থ হল। মল্লিক ভাইয়ের ফোনটি বন্ধ ছিল।

গল্প শুরু হল। ওবায়েদ ভাইয়ের সাথে যে বেলাল ভাইয়ের এত সুন্দর সম্পর্ক আগে জানতাম না। বেলাল ভাই মাঝে বলে উঠলেন, ওবায়েদ ভাই এবারের রসে ভিজানো পিঠা না খুবই মজাদার হয়েছে। কথা মাত্রই কাজ। প্লেটে করে দুই প্রকারের পিঠা আনলেন। সবার কাছে পিঠা সহ একটি করে প্রিচ তুলে দিলেন। বেলাল ভাই নিজ হাতে সবাইকে আপ্যায়ন করছিলেন। আমার খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে খোজ নিচ্ছিলেন- দ্বিতীয় প্রকারের পিঠা তুলে দেওয়ার জন্য। এর আগেও বেলাল ভাইয়ের বাসায় অনেক নাস্তা করেছি কিন্তু সেদিন যেন একটু আবেগঘন ছিল। এত কাছে করে কোন সময় তাঁকে পাইনি। নিজ হাতে আপ্যায়ন করিয়ে সে যেন বুঝাতে চাচ্ছিলেন খুব বেশী দিন আর এক সাথে থাকা হবে না।

www.pathagar.com

বেলাল ভাইয়ের সাথে দেখা হলেই আমাকে তিনি টাইফুন বলে সম্বোধন করতেন। নাম ধরে ডাকতেন না। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তিনি আমাকে শেষ বারের মত টাইফুন বলে ডেকেছিলেন। সন্ধ্যায় একটা বৈঠক শেষ করে রাত ৯.০০ টার দিকে অফিসের সামনে দাড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় কোথা থেকে মোটর সাইকেল চড়ে উপস্থিত হলেন। আমাকে দেখে প্রথমে সালাম দিয়েই পরে বললেন কি টাইফুন কেমন আছ? কোথায় যাবে? ঐ দিন মোটর সাইকেল থেকে নামা। আমাকে জিজ্ঞাসা করা এবং হাস্যোজ্জল মুখে বলা কথাগুলো আমি ভুলতে পারছি না। পরের দিন ৫ ই ফেব্রুয়ারি রাত ৯.০০ টার দিকে তাঁর আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে।

যার সাথে প্রতিদিন দেখা হত। হাস্যোজ্জল মুখের কথা শুনতাম। জিজ্ঞাসা করতেন কি টাইফুন কি করছ? সেই প্রশ্ন আজ আর আমাকে অপেক্ষায় রাখেনা। অফিসের সামনে দাড়ালে মনে হয় কোন্ সময় বেলাল ভাই আসবে লাল মোটর সাইকেলে চড়ে। হঠাৎ করে থেমেই আমাকে প্রশ্ন করবেন কি টাইফুন কেমন আছ? কি করছ? সহাস্য মুখে সে প্রশ্ন আর শুনতে পাব না। টাইফুনের প্রশিক্ষণে বসে আবার ধমক দিয়ে বলবেন গান কিভাবে গাইতে হয় এখনও শেখনি'। আমার প্রতিটি মুহূর্ত বেলাল ভাইয়ের অভাব দংশন করছে।

টাইফুনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে তার কাছে আমার অনেক জানার ছিল। কিন্তু জানা হল না টাইফুনের পুরনো দিনের প্রতিষ্ঠা লগ্নের ইতিহাস। মানুষ নামের নর পশুরা আমার বেলাল ভাইকে কেন এভাবে বোমার আঘাতে আগুনে পুড়িয়ে মারল? কি অন্যায় ছিল তাঁর?

মাজলুমের পক্ষে কলম ধরা, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ সংস্কৃতির কথা বলা, সামাজিক উন্নয়নে প্রশাসনিক ভাবে কাজ আদায় করা, শুভাকাঙ্খী কাউকে দেখা মাত্রই প্রথমে সালাম বিনিময় করা, সদা হাসিমুখে প্রশ্নোত্তর দেয়া এগুলোই কি ছিল তার অপরাধ?

যখন জালিমদের বোমার আঘাতে আগুনে পুড়ছে তার সারা শরীর। চিৎকার করে শুধু এক আল্লাহকে ডাকছেন। এ হলো তাঁর ঈমানী শক্তি। কালিমা পড়ছেন অবিচল হয়ে। তাঁর আকাঙ্খা ছিল- 'আমি কি শহীদ হব না'? তাঁর কথায়- "ফায়সালা হবে আসমানে, জমিনে নয়"। হে- আল্লাহ তুমি তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব কর। তাঁর রেখে যাওয়া সুস্থ সংস্কৃতির আন্দোলনকে যেন জীবন দিয়ে হলেও আরো গতিশীল করতে পারি। তোমার কাছে শুধু এই একটাই ফরিয়াদ।

লেখক : পরিচালক, টাইফুন শিল্পীগোষ্ঠী, খুলনা।

www.pathagar.com

"মনের অজান্তে হৃদয়ের কোঠরে স্থায়ীভাবে স্থান করে চলে গেলেন যিনি"

– মোঃ মন্তাজুর রহমান

১১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ জুমাবার স্ত্রী-মেয়েদের সাথে শেখ বেলাল উদ্দীনের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে কথা বলে চলে গেলাম রায়ের মহল বাজারে ঠিক বেলাল ভাইদের বাড়ীর সামনের রাস্তা বরাবর টিনের দোকানে। দোকানের সামনে গিয়ে দেখি ৩/৪ জন পরিচিতি লোক বেলাল ভাইয়ের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করছে-এমন সময় দেখি একটি প্রাইভেট বেবী টেক্সি বেলাল ভাইদের বাড়ীর দিকে ঢুকছে। টেক্সির পিছনে পিছনে আমিও ছুটলাম। বেবী টেক্সী থেকে নেমে এলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের খুলনা মহানগরীর নায়েবে আমীর মাস্টার শফিকুল আলম। তিনি জানালেন, বেলাল ভাই ১১ টা ২০ মিনিটে শাহাদাত বরণ করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ....)। চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারলাম না। বার বার মনে হল এই বাড়ীতে, এই পথে এই মসজিদে আর দেখতে পাব না সেই হাস্যজ্জ্বল মুখ, আর শুনতে পাব না সেই মিষ্টি কন্ঠের ডাক 'মন্তাজ ভাই'।

বাইসাইকেলে চড়ে আসলাম বাড়ীতে সংবাদ পৌঁছানোর জন্য। আমাকে দেখে বড় মেয়ে বুঝতে পারল তাদের প্রিয় বেলাল কাকা আর নেই। তাকে আর কোনদিন তারা দেখতে পাবে না। বাড়ীতে সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। নীরবে আমার চোখের পানি পড়তে লাগল। "হায় শেখ বেলাল সকলকে কাঁদিয়ে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে তুমি চলে গেলে জান্নাতে"।

১৯৮৪ সালের কথা। পলিটেকনিক কলেজের পাশে একটি বাড়ীতে ইসলামী ছাত্র শিবিরের এক ইফতার মাহফিলে আমি বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং সাংবাদিক শেখ বেলাল এসেছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে। সেই দিনই সাংবাদিক শেখ বেলালের সাথে আমার প্রথম পরিচয়। কিছুদিন পর আমি ঢাকায় চলে গেলাম এরপর ১৯৮৯ সালে আবার খুলনায় ফিরে এলাম। খুলনায় আসার পর সাংগঠনিক বৈঠকে, পথে-ঘাটে সাংবাদিক শেখ বেলালের সাথে প্রায়-ই দেখা হতো। যখনই দেখা হতো সেই মুক্তা ঝরা হাসি হেসে সাংবাদিক শেখ বেলাল বলত 'কেমন আছেন মন্তাজ ভাই'?

১৯৯৬ সালে বেলাল ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে তাদের বাড়ীর কাছে বাড়ী করি। বাড়ী করার পর হতে শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলালের পরিবারের সাথে আমার পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সম্পর্ক বলে বলে বোঝানো যাবে না। এ যে "রক্তের সম্পকের্র চেয়ে "দ্বীনি সম্পক" বড়। বেলাল ভাই ছিলেন সাংগঠনিক জীবনে এক কর্তব্য পরায়ণ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন দায়িত্বশীলদের প্রতি এবং সংগঠনের প্রতি এক অনন্য আনুগত্যশীলের প্রতীক। তাঁর জীবনে সংগঠন ছাড়া অন্য কোন চিন্তার প্রকাশ পায় নাই।

www.pathagar.com

১৯৯৯ সালে আমার উপর খুলনা মহানগরীর ১৪ নং ওয়ার্ডের দায়িত্ব আসে। শহীদ শেখ বেলাল তখন তালতলা সেন্টারের সভাপতি এবং একজন নিষ্ঠাবান কর্মী। মহানগরীর আমীর অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার একদিন আমাকে ডেকে বললেন, আপনি শেখ বেলাল ভাইয়ের প্রতি অধিক যত্নবান হন যাতে তিনি শীঘ্রই রুকনের শপথ গ্রহণ করতে পারেন। এরপর হতে আমি বেলাল ভাইয়ের প্রতি বিশেষ যত্নবান হলাম। তার সঙ্গে সাংগঠনিক সাক্ষাৎ করলাম, শপথের গুরুত্ব বুঝলাম, তিনি শপথের গুরুত্ব বুঝলেন এবং শপথ গ্রহণের জন্য নিজেকে তৈরী করতে লাগলেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে কয়েক মাসের চেষ্টার ফলে তাঁকে শপথ গ্রহণের জন্য থানা সংগঠনের মাধ্যমে মহানগরীতে পেশ করা হলো।

২০০২ সালের কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলনে শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল ও তাঁর স্ত্রী তানজিলা বেলাল রুকন হিসেবে সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলন চলাকালে টুঙ্গীতে সম্মেলন এলাকায় আমি ও শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল একত্রে ঘুরে-ঘুরে দেখলাম। সংগঠনের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন দায়িত্বশীলগণ বেলাল ভাইকে জড়িয়ে বুকে টেনে নিচ্ছেন আর বলছেন, “শেষ পর্যন্ত বেলাল ভাই আসলেন”। আলহামদুলিল্লাহ।

শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল কোন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছিলেন না অথচ যখনই তার বাড়ীতে যেতাম দেখতে পেতাম, তিনি ধৈর্য সহকারে অনেক লোকের সমস্যার কথা শুনতেন, সমাধানের চেষ্টা করতেন, উপদেশ দিতেন। তিনি ছিলেন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের এক জীবন্ত প্রতীক এবং অত্যাচারিত লোকের আশ্রয়স্থল। সেই ন্যায়পরায়ণ হাস্যজ্জ্বল শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল আর এ জগতে নেই তা ভাবতে অবাক লাগে।

আহত হওয়ার আগের দিন ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ জুমাবার, আমি মসজিদের নিচতলায় বসে ইমাম সাহেবের আলোচনা শুনছিলাম, অনুভব করলাম আমার ডানপাশ থেকে কে যেন হাত রেখে বসে পড়লেন। ফিরে দেখি শেখ বেলাল ভাই। তিনি পকেট থেকে আতর বের করে আমার হাতে লাগালেন, তার ডান পাশের লোকের হাতেও লাগালেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আতরটা কেমন? আমি হেসে বললাম- আতরটা বেশ দামী। এটাই যে, বেলাল ভাইয়ের সাথে আমার শেষ দেখা– তা কে জানত?

লেখক ঃ শহীদ বেলালের প্রতিবেশী।

www.pathagar.com

সাংবাদিক সহকর্মীদের আয়নায় শহীদ বেলাল

www.pathagar.com

শেখ বেলাল ঃ উজ্জীবিত প্রাণশক্তির উৎস

রুহুল আমীন গাজী

স্মরণিকা সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীনকে নিয়ে একটি লেখা দিতে হবে। কিন্তু কী লিখব ভেবে পাচ্ছিনা। একজন প্রিয় মানুষ, দক্ষ সংগঠক, দূরদর্শী সাংবাদিক নেতা ও আদর্শ কলম সৈনিককে হারানোর যন্ত্রণা এখনও বিষ ছড়াচ্ছে। কষ্টের কণাগুলো মনের মধ্যে, চিন্তায় অবিরাম ছুটোছুটি করছে। শোকের নদী বইছে নিরবধি। আবেগ প্রকাশের ভাষাগুলো হারিয়ে গেছে দুঃখ নদীর স্রোতের টানে।

শেখ বেলালের সাথে দীর্ঘ পরিচয়ের যতটুকু চেনা, যতটুকু জানা তা তুলনারহিত। সাংগঠনিক পরিচয়ের বাইরে তার 'সাংবাদিক' পরিচয়ই ছিল সমাজে, সর্বমহলে। সত্যানুসন্ধান, নির্ভয়ে সংবাদ পরিবেশন করে বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাংবাদিকমহলের মুকুটহীন সম্রাটে পরিণত হয়েছিলেন। অকালমৃত বেলালের অনুপস্থিতিতে খুলনার সহকর্মীরা অনেকেই অভিভাবক শূন্য হয়ে পড়েছে। নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের পাশে বেলালের অবস্থান ছিল ছায়ার মতো। তার সাথে আমার সম্পর্কের যে প্রগাঢ়ত্ব তা মূলত পেশাভিত্তিক। এ ছাড়াও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব হওয়ার পর থেকে সাংগঠনিক কাজের সুবাদে মেট্রোপলিচন সাংবাদিক ইউনিয়ন খুলনার সভাপতি শেখ বেলালকে একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হই। মহাসচিব হবার আগেও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের দায়িত্বে থাকাকালেও বেলালকে একইভাবে পেয়েছি। যখনই খুলনায় যেতাম কিংবা তিনি ঢাকায় অফিসে আসতেন সংগঠনকে জোরদার করার তৎপরতা ছিল বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তার সাথে আমার পেশাগত দক্ষতা, মান বৃদ্ধি ও সাংবাদিকদের অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে প্রায়ই কথা হতো ফোনে, আরও সভা-বৈঠকে তো হতোই।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারি রাত ৯টার দিকেও তার সাথে কথা হয় ফোনে। কিন্তু তখনো মনে জাগেনি যে, এটাই সদাহাস্যোজ্জ্বল, প্রাণবন্ত বেলালের সাথে আমার শেষ কথা। রাত সোয়া ৯টায় দিকে খুলনা প্রেসক্লাবের মূল ভবন থেকে সতীর্থ চার সাংবাদিকসহ বের হলে শেখ বেলালের দৃষ্টিগোচর হয় তার মোটর সাইকেলের হাতলের সাথে একটি নেটের ব্যাগ ঝুলানো। ঘাতকদের রাখা সেই ব্যাগে ছিল বোমা। অল্প সময়ের ব্যবধানে তা বিস্ফোরিত হয়ে আঘাত হানে বেলালসহ অপরাপর সাংবাদিকদের উপর। মারাত্মক জখম হয় বেলাল, বোমার স্প্লীন্টার উড়িয়ে নিয়ে যায় বাম হাত ও ডান হাতের অংশ বিশেষ। সংকটাপন্ন অবস্থায় শেখ বেলালকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে পরদিন ৬ই ফেব্রুয়ারি দুপুর ১টায় হেলিকপ্টার যোগে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) নিয়ে আসা হয়। এখানে বিশেষায়িত চিকিৎসা চলাকালেই

www.pathagar.com

১১ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১১ টায় শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন শেখ বেলাল উদ্দিন। বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে আধঘন্টার মধ্যেই তার মৃত্যুর খবর হয়ে যায় রাষ্ট্রময়। তার মৃত্যুতে সাংবাদিক সমাজ, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, আইনজীবি সহ সব পেশাজীবি ও সর্বস্তরের মানুষের মাঝে নেমে আসে শোকের ছায়া। সে শোকের ছায়া এখনো মিলিয়ে যায়নি। ঢাকা ও খুলনায় জানাযা নামায শেষে ১২ই ফেব্রুয়ারি তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

ঢাকায় ঘাতক বোমায় দগ্ধ বেলালকে অভ্যর্থনা(!) জানিয়েছিল পুরানো বিমানবন্দরে। বেলালের শহীদি মৃত্যুর পরও তাকে শেষ বিদায় জানানোর সুযোগ হয়েছিল সেটি আমার দুর্ভাগ্যই হোক আর সৌভাগ্যই হোক। মৃত্যুপরবর্তী মানুষের আহাজারিতে সহজেই অনুমেয় যে, বেলাল খুলনাবাসীর কতটা আপনজন ছিলেন। ধর্ম-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষ অশ্রুসিক্ত নয়নে বেলালকে তাদের শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে পুষ্পস্তবক কিংবা দোয়া-মোনাজাতের মাধ্যমে। সহকর্মী সাংবাদিক ছাড়াও দরিদ্র-নিরন্ন মানুষের হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন বেলাল। সব পরিচয় ছাপিয়ে বেলাল হয়ে উঠেছিলেন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব।

পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর, গুণী, তাদের আয়ুষ্কাল নাকি স্বল্প। এটিই যদি বাস্তবতা হয় তবে শেখ বেলালের সার্থক জনম, ধন্য জীবন। কিন্তু সেই সব ঘাতকদের কি হবে ? যারা পিতা-মাতাকে করেছে সন্তানহারা, স্ত্রীকে করেছে বিধবা, সতীর্থ সাংবাদিকদের করেছে আশ্রয়হীন, তাঁর ঘাতকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ পুলিশ বলছে খুঁজে পাচ্ছে না। খুনীদের বিচার হলে একদিকে যেমন তার পরিবার স্বস্তিবোধ করবে, তার আত্মা শান্তি পাবে, অন্যদিকে অপরাধীরাও পাবে উচিত শিক্ষা, দেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিশ্বব্যাপী মডেল হয়ে থাকবে। ঘাতকদের গ্রেফতার না করতে পারা কোনভাবেই সাংবাদিক সমাজ মেনে নিবে না, নিতে পারে না। বেলালের মতো একজন সাংবাদিককে যারা হত্যা করেছে, তাদের বিচার হতেই হবে। এ জন্য আমাদের সংকল্পের কোন ঘাটতি নেই। নিঃসন্তান শেখ বেলালকে যারা হত্যার মাধ্যমে যারা তাকে চিরতরে মুছে দিতে চেয়েছিল। তাদের জেনে রাখা উচিত বেলাল শুধু একটি নাম নয়, আদর্শের মূর্ত প্রতীক; বেলাল শুধু একজন ব্যক্তি মাত্র নয়, উজ্জীবিত প্রাণশক্তির উৎস। আর এ উৎস কখনোই মরবে না, সর্বদাই থাকবে উচ্ছ্বল, অমর। আমীন।

লেখক ঃ সাংবাদিক, মহাসচিব বি.এফ.ইউ.জে।

www.pathagar.com

স্মৃতিতে উজ্জ্বল সাংবাদিক বেলাল

– বেগম ফেরদৌসী আলী

তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫। সকাল এগারোটা। দৈনিক পূর্বাঞ্চল সম্পাদক লিয়াকত আলী জানালো খুলনা প্রেসক্লাবে আইনুল হক স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করতে হবে। সে যেতে পারবে না। আমাকে বিকেল ৫টায় খুলনা প্রেসক্লাবে যাবার জন্য বললো। টুর্ণামেন্টের উদ্বোধন সময় বিকেল ৫টা থাকলেও আমি আধা ঘন্টা আগেই পৌঁছে যাই। ইচ্ছে ছিলো ক্লাব ক্যান্টিনে বসে সাংবাদিকদের সাথে একটু গল্প করবো। আমি ক্লাবে পৌঁছে দেখি খেলা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আনোয়ার হোসেন মাঠ রেডি করছে। আর সবাইকে আসার জন্য ফোন করছে। বিশেষ করে ক্লাব সভাপতি আবু হাসানকে ডাকছে। সে সাথে খেলার ওপেনিং জুটি মকবুল হোসেন মিন্টু ও জাহিদকে খবর দিচ্ছে।

প্রেসক্লাব ক্যান্টিনে বসার সাথে সাথে বেলালও এসে বসলো। এরপর হাসান মোল্লা আসলো। আমি আমার জন্য, বেলাল ও হাসানের জন্য কফির অর্ডার দিলাম। বেলালের সাথে গল্প শুরু হলো। বেলাল হেসে হেসে আমাকে বললো, ভাবী এবার পিঠা খেয়েছেন? আমি বললাম, খেয়েছি, তবে পাটায় চাল বেটে পিঠা তৈরীতে কষ্ট হয়। আবার সময় লাগে বেশী। বেলাল তখন বললো, আমি আমাদের বাসা থেকে আপনাকে ঢেঁকিতে চাল গুঁড়ো করে দিয়ে পাঠাবো। বেলাল আরো বললো, ওর বাবা ও মা আজ (৫ফেব্রুয়ারি'০৫) হজ্ব করে ফিরে আসছেন। আমি জানলাম, অনুষ্ঠিতব্য সার্কের জন্য ঢাকায় ইয়োলো এলার্ট ছিলো। ওই সময় হজ্ব ফেরৎ যাত্রীদের সরাসরি হজ্ব ক্যাম্পে যেতে হতো। সেখান থেকে যার যার গন্তব্য স্থানে চলে যেতেন। এখন অবশ্য হজ্ব ফেরৎ যাত্রীদের এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে রিসিভ করা যাবে। এসব কথা বলতে বলতে অনেক সময় পেরিয়ে গেল।

এক পর্যায়ে সেখানে শাহাবুদ্দিন ভাই আসলেন। তারপর হাবিব, মিন্টু, কনক, হাসান, ফারুক, এরশাদ, পান্নু, আলমগীর, রাশেদ, দীদার, পুতুল, জাহিদ (ফটো সাংবাদিক) ও অন্যান্য ফটো সাংবাদিকরা আসলো। আমি সবাইকে চা দেবার জন্য অর্ডার করলাম।

বিকেল সাড়ে পাঁচটা। ক্লাব সভাপতি হাসান আসলো। আমরা সবাই একসাথে ক্লাবের পিছনের মাঠের দিকে রওয়ানা হলাম। ইদানিং প্রেসক্লাবে গেলে দেখা যায়, বেশ কয়েকজন পুলিশ বসে থাকতে। সে দিন কোন পুলিশ দেখলাম না। তবে ক্যান্টিনে একজন সাফারী পরা লোক দেখেছিলাম। প্রেসক্লাব পিয়ন চান মিয়াকে জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, ইনটেলিজেন্টের লোক।

মাঠের মধ্যে ছোট সামিয়ানা টানানো হয়েছে। কোর্ট কাটা হয়েছে। কথা ছিল ছবি তোলার সময় জাহিদ ও মিন্টুর খেলাটা অথবা আমি ও আবু হাসানের খেলাটা প্রেসে

www.pathagar.com

পাঠাবো। আমরা সবাই সেখানে একসাথে ছবি তুলতে দাঁড়ালাম। কিন্তু ছবি ফ্রেমে সংকুলান না হওয়ায় ক'জন বসে পড়লো। সবাই দুষ্টমি করছিলো। কাজলকে বলছিল কেউ যেন বাদ না যায়। সবাই বললো, ছবি ভাল করে তোলো।

আমাদের সাংবাদিকদের একেক জনকে একেকভাবে চেনা যেতো, যেমন- বেলালের দাঁতগুলো কালো চুল ও দাঁড়ির মধ্যে ঝকঝক করতো। কিন্তু বেলালের কথা ও ওর মুখখানি এতো তাড়াতাড়ি শুধুই স্মৃতি হয়ে যাবে তা কখনো ভাবিনি। ভাবতে পারি না। মাত্র দু'ঘন্টা আগে যার সাথে বসে কফি খেলাম। গল্প করে বাসায় ফিরে এসে মাত্র দু'ঘন্টা বাদে শুনলাম খুলনা প্রেসক্লাবে বোমা হামলা হয়েছে। এ হামলায় বেলাল গুরুতর আহত। আরো আহত হয় হাসান, জাহিদ ও টুটুল। এ কোন সভ্য সমাজ? সাহস হলো না রাতে হাসপাতালে যেয়ে বেলালের বোমায় ঝলসানো চেহারা দেখার।

সকালে ঢাকা থেকে হেলিকপ্টার আসলো। উন্নত চিকিৎসার জন্য বেলালকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হবে। খুলনা সার্কিট হাউজের পাশে হেলিপ্যাড। ঐ দিন হরতাল ছিলো। তাই ফটো সাংবাদিক কামরুলকে ফোনে ডেকে আনলাম। ওর মটর সাইকেলে করে হেলিপ্যাডে যাই। যেয়ে দেখি, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি, প্রশাসনের লোকজন ও বিভিন্ন দলমতের শ'শ লোকে হেলিপ্যাড ভরা। অনেক ভীড়ের মধ্যে আমি হেলিকপ্টারের কাছে গেলাম। বেলালের গায়ে হাত রাখলাম। অশ্রু সজল নয়নে বেলালকে উদ্দেশ্য করে বললাম, ভাই বেলাল তুমি সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে। বেলাল উত্তর করলো, ভাবী দোয়া করবেন। মনে মনে বললাম, তুমি সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকো আমাদের মাঝে। গত ১০ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে জানতে পারি সাংবাদিক বেলালের অবস্থা ভালো নয়। ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলো বেলাল। তবে কখনো ভাবিনি বেলাল আমাদের মাঝ থেকে একেবারে চলে যাবে। সবাইকে কাঁদিয়ে চিরতরে বিদায় নিবে। খুলনা প্রেসক্লাবের দেয়ালে রশীদ খোকন, মানিক সাহা, হুমায়ুন কবির বালু ও বেলালের ছবি টানানো থাকবে যা শুধু আমাদের সাংবাদিকদের কাঁদাবে। বেলাল আমাকে আপন ভাবীর মত সম্মানের সাথে কথা বলতো। তার হাসিমাখা কথা আর শুনতে পাবো না। ১১ ফেব্রুয়ারি '০৫ সকালে বেলাল আমাদেরকে ছেড়ে চিরতরে চলে গেছে।

মানুষ মরণশীল। প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর আস্বাদন গ্রহণ করতে হবে। তবু বেলালের চলে যাওয়াটা মেনে নিতে বড় কষ্ট হচ্ছে।

লেখিকা ঃ খুলনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি, ডেইলী ট্রিবিউনের সম্পাদক, দৈনিক পূর্বাঞ্চলের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, খুলনা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রির পরিচালক।

www.pathagar.com

আমি একজন সত্যিকারের বন্ধু হারালাম

শেখ আবু হাসান

ছাত্র রাজনীতির মধ্য দিয়েই পরিচয় হয়েছিল এক বেলাল উদ্দীনের সাথে। এর পর সাংবাদিকরা। সর্বস্তরেই তার সাথে ছিল আমার গভীর ও নিবীড় সম্পর্ক। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত বেলাল ছিল আমার সাথী। আজ তাকে হারানোর বেদনা আমাকে প্রতিটি মুহূর্তেই তাড়িয়ে বেড়ায়। বলতে হয় আমি একজন সত্যিকারের বন্ধু হারালাম।

বিএল কলেজে থাকাবস্থায় দুই মেরুর দু'জন ছাত্র নেতা হলেও আমাদের দু'জনের মধ্যে ছিল অবারিত সম্পর্ক। বেলাল ছিল শিবির নেতা আর আমি বাসদের। বেলাল ছিল সাচ্চা সংগঠক এবং বহু গুণের অধিকারী একজন ব্যক্তিত্ব। তার মধ্যে ছিল মানবিক মূল্যবোধ। শিবির করলেও সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব কখনও আসেনি তার মধ্যে। সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের সাথেই তার ছিল একটি মধুর সম্পর্ক। চমৎকার ব্যবহার এবং মানুষের উপকার করা ছিল তার বিশাল গুণ। কোন ছাত্র বা ছাত্রী সে যে দলেরই হোক না কেন তাকে সাধ্যমত সহযোগিতা করেছে বেলাল। আর এজন্য তার মধ্যে ছিল না কোন কার্পণ্যতা। অনেকটা দায়িত্বশীল এবং খোলা মন নিয়েই বেলাল মানুষের উপকার করেছে। এসব গুণের কারণেই ছাত্র সমাজের মধ্য থেকে তার জন্যে গড়ে ওঠে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। অর্থাৎ বেলাল একটি উন্নত রুচি ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল।

একটা সময় ছাত্র জীবন ছেড়ে সাংবাদিকতায় এলাম। বেশ কিছুদনি পরে ১৯৯২ সালের দিকে এসে সম্পর্ক আরও গভীর হর। বেলাল দৈনিক সংগ্রামে যোগ দিল। তখন আমরা কয়েকজনে মিলে দৈনিক তথ্য পত্রিকায় বসেই নিউজ লেখা এবং তা সেখান থেকেই ফ্যাক্স করতাম। এসময় আমাদের মধ্যে এমনই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল যে, আমরা দু'জন আদর্শের দিক থেকে দুই মেরুর হলেও কখনও কোন কাজে বাঁধা আসেনি, বন্ধুত্বেরও কোন ঘাটতি হয়নি। সেই সাথে বেলালের সাথে গড়ে ওঠে একটি নিবিড় পারিবারিক সম্পর্কও।

বেলাল যে একজন ভাল সংগঠক ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে প্রেবক্লাব পলিটিক্সেও। ছাত্র জীবনে যেমনটি ছিল তেমনি এখানেও তার গ্রহণযোগ্যতার কোন কমতি ছিলনা। সাংবাদিকদের সাথে বেলাল মিশেছে গভীরভাবে। তার সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়েছে ঠিকই কিন্তু কখনও কোন ঝগড়া বা মনোমালিন্য হয়নি। কারণ তার মধ্যে ছিল একটি উন্নত মুল্যবোধ। প্রেসক্লাবের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে বেলালের যেমন অবদান ছিল তেমনি খুলনার সাংবাদিকদের পেশাগত মানোন্নয়নেও ছিল প্রবল ইচ্ছা। ~~সেই সাথে তাদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারেও বেলাল ছিল সোচ্চার।~~ সাংবাদিকদের পেশাগত মানোন্নয়নে বেলালের চেষ্টা ছিল আজীবন। যে কোন সাংবাদিক যে কোন

www.pathagar.com

সময় কোন সমস্যায় পড়লে অথবা কোন হুমকির মুখে পড়লে বেলাল সব সময় এগিয়ে এসেছে বলিষ্ঠভাবে। এক কথায় আচরণের মধ্য দিয়ে বেলাল সব মতের মানুষের মাঝে একটি আলাদা জায়গা করে নিয়েছিল। সাংবাদিক হারুন-আর-রশিদ খোকন, মানিক সাহা এবং হুমায়ুন কবির বালুসহ প্রতিটি ঘটনায় বেলাল এগিয়ে এসেছে। আন্দোলন-সংগ্রামে ছিল সোচ্চার। ছিল অন্যায় এবং জুলুমের বিরুদ্ধে এক আপোষহীন ব্যাক্তিত্ব। সেই সাথে একজন নির্ভীক সাংবাদিক এবং কলম সৈনিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল।

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা একজন বেলাল শিক্ষা, আন্তরিকতা এবং রুচির কারণেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। সত্যিকার অর্থে শুধুমাত্র সাংবাদিকতাই নয়, সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য বেলালের চলে যাওয়া একটি বড় ধরণের ক্ষতি হয়েছে। যা কোন দিন পূরণ হবার নয়।

বেলাল জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ছিল আমার সাথী। এক কথায় খেলার সাথী, চলার সাথী। সেদিনের সে স্মৃতিগুলো আজও আমাকে কাঁদিয়ে যায় সারাক্ষণ।

ঘটনার দিন ৫ ফেব্রুয়ারি '০৫। সন্ধ্যার পর ব্যাডমিন্টন খেলায় বেলাল ছিল আমার পার্টনার। খেলা শেষ করে বেলাল প্রেসক্লাবের দোতলায় নামাজ আদায়ের পর নিচে নামার সাথে সাথেই আসে ফোন। বাড়ী থেকে ভাবী ফোন করে তাকে কি যেন বলছেন, এইতো এখনই আসছি বলে ফোন রেখে আমরা এক সাথেই ক্যান্টিনের দরজার সামনে দাঁড়াই। হরতাল থাকায় সেদিন প্রেসক্লাবে পুলিশও ছিলনা। বেলাল তার মটর সাইকেলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে টুটুলকে বলল আমাকে বাসায় পৌঁছে দেয়ার কথা। এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ চলে যায় তার মটর সাইকেলের দিকে। বোমা নাকি! বলা মাত্রই বিকট শব্দে বোমাটি বিস্ফোরিত হলেই আমি পিছনের দিকে সরে আসি। বেলাল হাত কেবল বাড়াচ্ছে এরই মধ্যে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ। হঠাৎ করেই আগুনে ছেয়ে গেল পুরো এলাকা। বেলালের শরীরে তখন আগুন ধরে গেছে। দৌড়ে যাচ্ছে প্রেসক্লাবের গেটের দিকে, আবার আসছে। আমি বাইরে নেমে বালি দিয়ে আগুন নিভাই। সে দৃশ্য মনে হলে আজও আমার গা শিউরে ওঠে। চিকিৎসার জন্য সর্বশেষ চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমার বন্ধু বেলালকে এ দুনিয়ায় বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। সেদিনের সেই ভয়াল স্মৃতি আজও আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সাথে সাথে বেলালের সাথে আমার দীর্ঘদিনের স্মৃতি প্রতিক্ষণে তাড়া দেয়।

সবেশেষে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, আমি একজন সত্যিকারের বন্ধু হারালাম।

লেখক : সভাপতি, খুলনা প্রেসক্লাব এবং নিজস্ব প্রতিবেদক : দৈনিক প্রথম আলো।

www.pathagar.com

যে মৃত্যু অমরদের তালিকায়

মাসুমুর রহমান খলিলী

অক্টোবর (২০০৪) মাসের কোন এক হরতালের দিন হঠাৎ মোবাইলটি বেজে উঠে। পরিচিত কণ্ঠ থেকে বলা হয় কোথায় আমি? প্রেসক্লাবেই কিছু সময় পরে হাজির হন তিনি। হরতালে ডিউটিরত সিএনজিতে তাকে নিয়ে যাই প্রিন্ট মাস্টার-এর মানিক ভাইয়ের কাছে। সাথে ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে কর্মরত তার নিকটাত্মীয় ড. আলমগীর। প্রিন্টিং সংক্রান্ত এক কাজে আমাদের যাওয়া। বিগত বিএফইউজে নির্বাচনের পর এই প্রথম দেখা শেখ বেলালের সাথে। এর ক'দিন আগে খুলনায় সর্বহারাদের তৎপরতা নিয়ে পর পর কয়েকটি রিপোর্ট ছাপা হয় শেখ বেলালের। 'এসব নিয়ে যে লিখছেন- কোন সমস্যা হবেনা তো'। আমার এ প্রশ্নের জবাবে তিনি চিরাচরিত দরাজ কণ্ঠেই জবাব দিয়েছিলেন না, কি আর সমস্যা। সেদিন আরো অনেক কথা হয়েছিল। বলেছিলাম পুরোপুরি রিপোর্টার হওয়া যায় কিনা। তিনি চুপ করে থেকেছিলেন। আমি জানতাম সাংবাদিকতার চাইতেও অনেক বড় কমিটমেন্ট শেখ বেলালের রয়েছে।

৮০'র দশকের গোড়ার দিকে শেখ বেলালের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা। তখন তিনি খুলনার তুখোড় ছাত্রনেতা। কোন এক কাজে খুলনা গিয়ে শেখ বেলালের 'আল্লাহর দান' মঞ্জিলে মেহমান ছিলাম কয়েক দিনের জন্য। শুধু বেলাল নয় সে সময় তার পুরো পরিবারের আতিথেয়তা কোন দিন ভুলবার মত নয়। শেখ বেলাল তখনো ছাত্র কিন্তু পরিবারের সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু যেন ছিলেন তিনি। ভাই-বোন সবাইকে নিজের মত করে গড়ে তুলেছিলেন। সেই কয়েক দিনের স্মৃতিতে বেলালের আব্বাকে পেয়েছিলাম এক অসাধারণ মহৎ হৃদয়ের মানুষ হিসাবে। আর খাবার দাবারের সবটাতে পেতাম বেলাল ভাইয়ের মায়ের অসম্ভব আন্তরিকতার ছোঁয়া।

এরপর আরো প্রায় দুই যুগ নানা কাজেকর্মে শেখ বেলাল উদ্দিনের সাথে কাছে-দূরে কাটিয়েছি। ১৯৮৩ সালে শহীদ আব্দুল মালেক স্মৃতি সংকলনের কাজে আমাকে যুক্ত হতে হয়েছিল। এসময় বেলাল ভাই তার এক সহকর্মীকে পাঠিয়েছিলেন এ কাজে সহযোগিতা করার জন্য। এরপর ঢাকার কলাবাগানের এক মেসে ছিলাম দু'জন। পরে পূর্ণকালীন সাংবাদিকতায় যোগ দেই আমি। দৈনিক সংগ্রামে প্রথমে সহ-সম্পাদক পরে স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে। এসময় খুলনা প্রতিনিধি হিসাবে সংগ্রামে যোগ দেন একজন গুণী ব্যক্তিত্ব মিয়া গোলাম পরওয়ার। একজন নিখাঁদ সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব গোলাম পরওয়ারের বেশী দিন সাংবাদিকতার কাটানোর সুযোগ হয়নি। তিনি অধিক সক্রিয় ভূমিকা নেন রাজনীতিতে। এখন একজন উদীয়মান সংসদ ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছেন নিজেকে। তিনি সাংবাদিকতা ছাড়ার পর দৈনিক সংগ্রামের খুলনা ব্যুরো প্রধানের দায়িত্ব নেন শেখ বেলাল। প্রায় দেড় দশক ধরে এক নাগাড়ে সাংবাদিকতার নানা দায়িত্ব পালন করে গেছেন শেখ বেলাল। একনিষ্ঠভাবে সাংবাদিকতা করলে হয়ত আরো অনেক বেশী খ্যাতিমান হতেন পেশাদার হিসাবে। একই সাথে তিনি সাংবাদিকদের ইউনিয়ন এবং সামাজিক ও সাংগঠনিক বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজের সাফল্যকে অনেক বিস্তৃত করেছেন। খুলনা মেট্রোপলিটন

www.pathagar.com

সাংবাদিক ইউনিয়নের দু'বার সভাপতি হয়েছেন শেখ বেলাল। খুলনার সাংবাদিকদের রুটি রুজির আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সমাজ বিরোধী সন্ত্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন।

বিরল সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন শেখ বেলাল। নির্লোভ, নিরহংকারী, সহমর্মী, পরোপকারী ও মহৎ হৃদয়ের মানুষ হিসাবে সবারই যেন কাছের মানুষ ছিলেন শেখ বেলালুদ্দীন। ছাত্র আন্দোলনে যেমন তিনি এর পরিচয় দিয়েছিলেন তেমনি সাংবাদিক ইউনিয়নের রাজনীতিতেও। খুলনা মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি হওয়া ছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব নির্বাচনেও থাকত বেলালের মুখ্য ভূমিকা। বিগত বিএফইউজে নির্বাচনে একজন প্রধান প্রার্থী বিজয়ী হয়েছিলেন অনেকটাই শেখ বেলালের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। পরে অবশ্য তিনি নিজেই বেশ হতাশা ও বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন জাতীয় পর্যায়ে সাংবাদিক ইউনিয়নের তৎপরতায়। শেখ বেলাল জেনে শুনে অসত্যের পথ নিয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত দু'যুগের অভিজ্ঞতায় আমি দেখিনি।

শেখ বেলালের অনেক স্মৃতিই আজ মনে নাড়া দেয়। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় শেখ বেলালের প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব পিতা, ছোট ভাই-বোন, ভগ্নিপতি ফরীদ ভাই ও পরওয়ার ভাই, প্রিয়তমা স্ত্রী অধ্যাপিকা তানজিলা, স্নেহধন্য মিলন ইসলামসহ অনেকের বিষয় স্থান পেত। আমি শেখ বেলালকে সব সময় খানিকটা অন্যভাবে দেখতাম। আমি ওবায়েদ ভাই ব্যক্তিগত আড্ডায় তাকে বলতাম 'বেলু শেখ'। তবে বরাবরই আমি তার একজন গুণমুগ্ধ ছিলাম। যদিও আমাদের চাল-চরিত্রে অনেক বৈপরিত্যও ছিল। তিনি ছিলেন গণমুখী, সব মানুষের ভাল মন্দের খোঁজ খবর রাখতেন। সে তুলনায় আমার জগৎ অনেকটাই ক্ষুদ্র গন্ডির। অন্তর্মুখীনতাই বেশী প্রশ্রয় পায় আমার কাছে। শেখ বেলালের সাথে খুলনার সর্বশেষ স্মৃতিতে এই বৈপরিত্যটুকু ভর করেছিল। ২০০২-এর রমজানে কোন এক ব্যক্তিগত কাজে একজন সহকর্মীসহ গিয়েছিলাম খুলনা। দিনের শেষভাগে খুলনা প্রেসক্লাবে দেখা করি শেখ বেলালের সাথে। ঠিক হয় আমাদের সাথে নিয়ে শেখ বেলাল শেষ বিকেলের খুলনা দেখিয়ে এরপর নিয়ে যাবেন 'অল্লাহর দান' মঞ্জিলে। যথারীতি ফোনে তান্‌জিলা ভাবীকে জানালেনও। কিন্তু প্রেসক্লাব থেকে বের হওয়া আর হচ্ছেনা তার। একজনের পর একজন আসছেন। কারো খবর, কারো তদবির, কারো ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানের কথা বলতে বলতে বিকেল গড়িয়ে যায়। এক পর্যায়ে খানিকটা রাগ করে না বলেই বেরিয়ে পড়ি আমরা দু'জন। রওয়ানা দেই হোটেলের উদ্দেশ্যে। শেখ বেলালের সাথে 'আল্লাহর দান' মঞ্জিলে সেদিন আর যাওয়া হয়নি। আর কোনোদিন যে হবে না, তা ভাবতে পারিনি।

সেই দিনের খুলনা প্রেসক্লাব, সেই মোটর সাইকেল, সেই ক্লাবের আঙ্গিনায় শেখ বেলালের বেরুনোর দৃশ্য বড় বেশী মনে পড়ছে আজ। ভেবে পাইনা এমন এক অজাতশত্রু মানুষের বুকটাকে বোমার আঘাতে ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র কি করে নিল ঘাতকরা। ঘাতকদের বুক কি একটুও কাঁপলো না। বেলালের মৃত্যু আমাদের নিঃস্ব করেছে, বঞ্চিত করেছে। তবে অনেক মৃত্যু অমর হয়ে থাকে। এজন্য পরম করুণাময়ও বলেন, 'তোমরা তাদের মৃত বলনা'। শেখ বেলাল সেই অমরদের তালিকাভুক্ত হোক– এ প্রার্থনা আজ সর্বশক্তিমানের কাছে।

লেখক ঃ সাংবাদিক, কলামিষ্ট, চীফ রিপোর্টার, দৈনিক নয়া দিগন্ত।

www.pathagar.com

অব্যক্ত বেদনা

এ্যাডঃ মোঃ জাকির হোসেন

বেলাল ভাই আর কখনো ফিরে আসবে না। সময়ে অসময়ে তাঁর মটর সাইকেলের টুং টং শব্দ আর আমার আঙ্গীনায় বাজবে না। আর কখনো মোবাইলে ফোন করবে না। আমার মেয়ে সেতু বা ছেলে জয় আর কখনো দৌড়ে দরজা খুলে বলবে না আব্বু বেলাল কাকু এসেছে। আর কখনও বেলাল ভাই সাংবাদিকদের সমস্যা নিয়ে আমার সাথে পরামর্শ করতে আসবে না। সাংবাদিকতার আঙ্গীনায় শেখ বেলাল উদ্দিনের জীবনের পদচারণা চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

শেখ বেলাল উদ্দিন গত ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছিলেন এই নক্ষত্র লোকের বাসিন্দা। তাঁর স্ফীত হাসি, সবার মন জয় করা ব্যবাহার, শ্রেণী নির্বিশেষে অনেক কাল মনে থাকবে।

নির্ভীক সাংবাদিক, দৈনিক সংগ্রামের খুলনা ব্যুরো প্রধান ও মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন খুলনার সভাপতি, ইসলামী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ বেলাল ঘাতকের বোমার আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ৬ দিন মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেছেন। ঘাতকের বোমা বেলালের জীবন কেড়ে নিয়েছে। ষোল লাখ মানুষের খুলনা থমকে গেছে। খুলনা সহ সমগ্র দেশের সাংবাদিক সমাজ, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, আইনজীবিসহ সব পেশা ও সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের মাঝে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। গত ৫ ফেব্রুয়ারি কন কনে শীত। রোজকার মত চেম্বারে বসে সহকর্মী আইনজীবিদের সহ কয়েকটি মামলার ফাইল দেখছি। রাত আনুমানিক নয়টা কি সাড়ে নয়টা হবে হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেলাম। রাস্তায় দৌড়া-দৌড়ির শব্দ। চেম্বারে উপস্থিত কয়েকজন ক্লায়েন্ট বললো শহরে বোমাবাজী হয়েছে। রাস্তা প্রায় শুন্য হয়ে গেছে। সহকর্মী দু'জন এডভোকেটসহ চেম্বার বন্ধ করে শান্তিধামের মোড়ে আসলাম। এ সময়ে স্নেহাস্পদ অনুজ সাংবাদিক রাজ্জাক রানার মোবাইল ফোন। রানা বলল, জাকির ভাই প্রেসক্লাবে বেলাল ভাইয়ের উপর বোমা হামলা হয়েছে। বেলাল ভাই আছে কি নাই বলতে পারছি না, রানা আর কথা বলতে পারছে না। ওর কণ্ঠ ভারী হয়ে থেমে গেছে। হঠাৎ যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পাথর হয়ে গেলাম। বেলালকে কেউ বোমা মারতে পারে এ কথা কোন ভাবে মেনে নিতে পারছিলাম না। ওখানেই বসে নয়া দিগন্তের খুলনা ব্যুরো প্রধান এরশাদ ভাইকে মোবাইল করলাম। এরশাদ ভাই বললো, বেলাল ভাই গুরুতর আহত হয়েছে, প্রেসক্লাবের সভাপতি সহ আরো কয়েকজন আহত, আমি প্রেসক্লাবে আটকা পড়ে গেছি। সাথে সাথে এমইউজের সাধারণ সম্পাদক হাসান মোল্লাকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে খুলনা মহানগর জামায়াত অফিসে চলে এসে আঃ খালেক ভাইসহ কয়েকজনকে খুবই উৎকণ্ঠিত দেখি। দ্রুত খুলনা প্রেসক্লাবে ছুটে যাই। শুনতে পাই যে, বেলাল ভাইকে খুলনা মেডিকেল কলেজ

www.pathagar.com

হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রেসক্লাব থেকে তাৎক্ষণিক তারের পুকুরের ওখানে এসে জামায়াত নেতা আনোয়ার ভাইকে ও হাফেজ মমতাজকে পাই। আনোয়ার ভাইকে সাথে নিয়ে দ্রুত খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছুটে যাই। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরী চিকিৎসা বিভাগে তখন বেলাল ভাইয়ের দেহে অস্ত্রপাচার চলছে। সতীর্থ সাংবাদিকসহ হাজারো মানুষের ঢল। মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মঞ্জু ভাই, পরওয়ার ভাই, মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারী আবুল কালাম আজাদ ভাই, মতিন ভাই, ইলিয়াছ ভাইসহ অনেকেই রক্ত ও ঔষধ নিয়ে ব্যস্ত। প্রিয় বেলাল ভাইকে রক্ত দেওয়ার জন্য বিশাল লাইন। হাসপাতাল চত্বরে বসেই মোবাইলে কথা হয় বিএফইউজের মাহসচিব রুহুর আমীন গাজী, সাবেক স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী বিএফইউজের নেতা মোদাব্বের ভাই সহ ঢাকার অনেক সাংবাদিক নেতাদের সাথে। বিএফইউজের মহাসচিব রুহুল আমীন গাজী প্রতি ১৫ মিনিট পর পর প্রিয় সতীর্থ শেখ বেলালের খবর নিচ্ছেন। রাজ্জাক রানাসহ অনেকের কান্না দেখে নিজেকে সামলে নিতে কষ্ট হয়েছে বার বার। রাত আড়াইটায় চিকিৎসকরা আশ্বস্ত করল যে, বেলাল ভাই বেঁচে যাবে। তবে রাতেই বেলাল ভাইকে সিএমএইচে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। সকালে হেলিকপ্টারে করে তাকে ঢাকায় পাঠানো হবে। রাত তিনটা কি সাড়ে তিনটায় বাসায় ফিরে দেখি আমার স্ত্রী ও দুটি নাবালক সন্তান বেলাল ভাইয়ের জন্য কোরআন তেলাওয়াত করছে। বাসায় ঢুকতেই আমার সন্তানদের প্রশ্ন বেলাল কাকু বাঁচবে তো? আমি তখনও ভাবতে পারি নাই বেলাল ভাই আর ফিরে আসবে না। রাতে ঘুম আর হলো না। ফজরের নামাজ পড়ে মেডিকেল কলেজের দিকে ছুটে গেলাম।

সকাল সাড়ে আটটা কি নয়টা হবে বেলাল ভাইয়ের রুমে ঢুকলাম সারা শরীরে ব্যান্ডেজ আর ক্ষতের চিহ্ন। বেলাল ভাইকে চেনা যাচ্ছিল না। আস্তে আস্তে বললাম, বেলাল ভাই। বেলাল বলল, জাকির ভাই ঢাকায় খবর জানিয়েছেন? আমি বললাম, সবাইকে জানিয়েছি। কিন্তু নিজের অশ্রু থামিয়ে রাখতে পারলাম না, আমার মুখ থেকে কথা সরছে না। বেলাল ভাই তা বুঝতে পেরে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, জাকির ভাই ভাববেন না, ইনশাআল্লাহ আমি সুস্থ হয়ে উঠব। তার মনোবল দেখে আমি হতবাক হয়ে যাই এবং সম্বিত ফিরে পাই। এ সময়ে খুলনার বিভাগীয় কমিশানার জনাব আলীমুশ্বান ও জেলা সিভিল সার্জন হামে জামাল এলেন। বেলাল ভাই আরো কিছু বলতে চাইলেন চিকিৎসক এসে বললেন, বেলাল ভাই আপনি কথা বলবেন না। আমি রুম থেকে চলে এলাম। তারপর হেলিপ্যাডে গেলাম। হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টারে বেলাল ভাইকে তুলে দিলাম। আমি বুঝতে পারি নাই বেলাল ভাই জনমের তরে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন।

পরের দিন সকালে বেলাল ভাইকে দেখার জন্য ঢাকা চলে আসি। দুইবার সিএমএইচ-এ গিয়ে দেখা করতে পারি নাই। ১১/০২/০৫ তাং সকালে গাজী ভাই ফোন করে বলল বেলাল ভাই নেই। শাহাদাৎ বরণ করেছে। দ্রুত ঢাকা সিএমএইচ-এ গেলাম। তারপর বায়তুল মোকাররমে তাঁর মরদেহ আনা হল। বায়তুল মোকাররমে আছর বাদ নামাজে

www.pathagar.com

জানাজায় অংশ নিলাম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রী, বিএফইউজের নেতৃবৃন্দ, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ হাজারো মানুষ জানাজায় শরীক হয়। বর্ষিয়ান জননেতা অধ্যাপক গোলাম আজম জানাজা নামাজের ইমামতি করেন। জানাজা শেষে অশ্রু ধরে রাখতে পারলাম না। বেলাল ভাইয়ের সাথে কবে প্রথম পরিচয় হয় তার সঠিক দিন তারিখ মনে নেই। তবে ছাত্র জীবন থেকেই বেলাল আমার ঘনিষ্ট পরিচয়ের মানুষ। ২০০১ সালে আমি যখন খুলনা মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি তখন বেলাল ভাই সেক্রেটারী। ঐ সময় থেকেই আমরা ঘনিষ্ট আপনজনে পরিণত হই। দিনে একবার যোগাযোগ না হলে চলত না আমাদের। বেশীর ভাগই যোগাযোগ রক্ষা করতেন বেলাল ভাই। বিগত বিএফইউজের নির্বাচন,২০০৪ সালে স্ব-পরিবারে কক্সবাজার ভ্রমণ আজ আমার কাছে শুধুই স্মৃতি। এবারের এমইউজের নির্বাচন সংস্কৃতি আজ বড় বেদনার। বেলাল ভাইকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করে লিখতে হবে তা কোন দিন ভাবতে পারিনি। বেলাল ভাইয়ের সহস্র স্মৃতি আজ মনকে এলোমেলো করে দেয়। কত স্মৃতি কি লিখব ভাষা হারিয়ে যায়। কলম স্তব্ধ হয়ে যায়। সে ছিল আমার বিশ্বস্ত ভাই, বন্ধু, নির্ভরতার প্রতীক। শাহাদাতের বেশ কয়েক মাস আগে একদিন দুপুরে প্রেসক্লাবে এমইউজের রুমে বসে খবরের কাগজ পড়ছি, এমন সময় ঝড়ের বেগে বেলাল ভাই এসে সালাম দিয়ে পাশে বসলেন। আমার চশমার খাপটা পুরাতন এবং একটু ছেড়া দেখে হাতে নিয়ে ফেলে দিলেন এবং ব্যাগ থেকে নিজের চশমা বের করে খাপটি খুলে আমাকে দিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আজই এবং এখনই আমি নতুন খাপ কিনে নিব আপনারটা নিয়ে নিন। বেলাল ভাই বলল, আমি যাবার পথে কিনে নিব। কোন ভাবেই খাপটি নিল না। আজও সে খাপটি বেলাল ভাইয়ের স্মৃতি হয়ে প্রতি মুহূর্তে আমাকে ব্যথিত করে। যখনই দেখা হত বেলাল ভাই প্রথম সালাম দিত, চেষ্টা করেও কোন দিন বেলাল ভাইয়ের আগে তাকে সালাম দিতে পারি নাই। এবারের ঈদুল আজহার সারা দিন বেলাল ভাইয়ের কোন খোঁজ নেই, হঠাৎ রাত আটটার দিকে হন্তদন্ত হয়ে একটা ধামায় করে কোরবানীর গোশ্‌ত নিয়ে আমার বাসায় হাজির। তাড়াতাড়ি একটা পাত্র আনতে বললেন বেলাল ভাই। ধামা থেকে নিজ হাতে গোশ্‌ত তুলে দিলেন। আমার স্ত্রী দ্রুত বেলাল ভাইয়ের জন্য খাবার দিলেন। বেলাল ভাই বললেন, ভাবী কিছু খাব না, শুধু কোক খাব। কোরবানী যাক কয়েক দিন পর এসে আপনার হাতের রান্না গরুর গোশ্‌ত আর সাদা ভাত খেয়ে যাব। ইদানিং বাসা থেকে গরুর গোশ্‌ত একদম কম খাবার জন্য হুলিয়া জারী হয়েছে। বেলাল ভাইয়ের আর গরুর গোশ্‌ত আর সাদা ভাত খাওয়া হলো না। কোন দিন আর হবে না। এ সব বেদনার স্মৃতি কোথায় লুকিয়ে রাখব? বেলাল ভাইয়ের মত একজন এত ভাল মানুষ, নির্ভরযোগ্য মানুষ আমি দেখি নাই। বেলাল ভাই ছিলেন ত্যাগী, নির্লোভ মানুষ।

যতটুকু মনে পড়ে ২০০০ সালের মার্চ মাসের দিকে বাসায় আমি একা। রাত এগারটা থেকে ডায়রিয়া শুরু হয়। ভোর রাতে আর বিছানা থেকে উঠতে পারছি না। একা

www.pathagar.com

বাথরুমে যাওয়ার মত শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। ফজরের নামাজের পর কোন মতে বেলাল ভাইকে মোবাইল করলাম। তানজিলা ভাবী ফোন ধরে বলল, মোবাইল বাসায় রেখে দাওয়াতী কাজে বেরিয়েছে। আমার কথা শুনে ভাবী বলল, আমি তাকে খবর দেবার ব্যবস্থা করছি। সে দিন দেশব্যাপী ২৪ ঘন্টার হরতাল শুরু হয়েছে। সকল যানবাহন বন্ধ। বেলাল ভাই আধা ঘন্টার মধ্যে আমার বাসায় হাজির। সাথে বর্তমান জাতীয় সংসদ সদস্য গোলাম পরওয়ার ভাই, আবুল কালাম আজাদ ভাই ও শেখ কাসেম ভাই। বেলাল ভাই এসেই কোথা থেকে একটা রিক্সা ম্যানেজ করে আমাকে কোলে করে নিয়ে রিক্সায় তুলে কিওর হোমে নিয়ে ভর্তি করাল। ডাক্তার ডেকে চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করে দিল। মোবাইল কার্ড কিনে আমার মোবাইলে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল প্রয়োজন হলে ডাকবেন। তিন দিন কিওর হোমে ছিলাম। প্রতিদিন তিন বার-চার বার আমাকে দেখতে আসত। তিন দিন পর সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরব, ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের কাছে বিল দিতে গেলে তারা জানায় আপনার সকল বিল পরিশোধ করা হয়েছে। বেলাল ভাই দিয়ে গেছেন। বেলাল ভাইয়ের এই ঋণ কোন দিন শোধ করা যাবে না। এরূপ পরোপকারী ব্যক্তি খুব কমই পাওয়া যায়। এমন একটি মানুষ সন্ত্রাসীদের বোমা হামলার শিকার হবে এ কথা ভাবাই যায় না। আমি বেলাল ভাইয়ের হত্যার সুষ্ঠু বিচার দাবী করি। তাঁর হত্যাকারী, হত্যার পরিকল্পনাকারী ও অর্থ যোগানদাতাদের বিচার চাই। আল্লাহর দরবারেও মোনাজাত করি, হে আল্লাহ! বেলাল ভাইকে শ্রেষ্ঠতম উপহার দাও। তাঁর হত্যাকারীদের ধ্বংস করে দাও। দুনিয়ায় যখন বিচার পাওয়া যায় না, অন্যায় যখন ন্যায়ের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দিতে চায়, বিদ্রোহ এবং সংগ্রামই তখন বাঁচার পথ, এগিয়ে যাবার পথ হয়ে দাড়ায়। আর তখনই শুনতে পাই শহীদ বেলালের দেয়ালে আটা পোষ্টারের ছবি যেন বলে বেড়াচ্ছে শোক করে লাভ নাই, আমার জীবনের বিনিময়ে ইসলামের বিজয় চাই। অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াও। শহীদের রক্তের সিঁড়ি বেয়েই আসবে ইসলামের বিজয়।

লেখক ঃ সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, খুলনা প্রেসক্লাবের স্থায়ী সদস্য। বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থা খুলনা জেলার সাধারণ সম্পাদক, পাক্ষিক ফজর পত্রিকার সম্পাদক ও দৈনিক জনতার খুলনা ব্যুরো প্রধান]

www.pathagar.com

শেখ বেলালকে মনে পড়ে

শেখ এনামুল হক

আজ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্নেহাস্পদ বেলাল সম্পর্কে দু'চারটি কথা লিখতে বসেছি। তার সাথে প্রথম কখন দেখা হয়েছিল মনে নেই, তবে তা অবশ্যই তার ছাত্রজীবন কালে এতে কোন সন্দেহ নেই। বেলাল ছিল ইসলামী ছাত্র শিবিরের একজন প্রভাবশালী নেতা। ছাত্র জীবন সমাপ্তির পর বেলাল সাংবাদিকতার দুরূহ পথ বেছে নেন। তখন কি কেউ জানতো এই সাংবাদিকতা পেশাই তার জীবনের জন্য কাল হবে।

এক পর্যায়ে বেলাল দৈনিক সংগ্রামে খুলনা ব্যুরো প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। পেশার কাজে শেখ বেলাল উদ্দীনকে মাঝে মাঝে ঢাকায় আসতে হতো। ঢাকায় আসার সুবাদে তার সাথে মাঝে মধ্যে দেখা হতো। সাক্ষাৎ হলেই দেখা যেতো তার ভুবন ভোলানো হাসির। এ হাসি ভুলে যাবার নয়। দৈনিক সংগ্রামে দু'বছর আগেও 'মহানগর' নামে একটি পাতা বের হতো। ঢাকা সহ দেশের সব মেট্রোপলিটন শহরের (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) সমস্যাদি জনগণের সামনে তুলে ধরাই ছিল এই ফিচার পাতার কাজ। এই পাতা পরিচালনা করতে গিয়ে প্রায়ই লেখা নিয়ে বেলালের সাথে কথা হতো। বেশীর ভাগ সময় বেলাল লেখা দিতে পারেনি মূলত: তার সাংবাদিকতা বহির্ভূত ব্যস্ততার কারণে। পরে শুনেছি বেলাল যত না ছিল সাংবাদিক তার চেয়ে বেশী ছিল সংগঠক। খুলনার রাজনীতিতে শেখ বেলালের পদচারণা ছিল অনন্য। ছাত্র শিবির এবং জামায়াত ছাড়াও নানা জনকল্যাণমূলক কাজ বিশেষতঃ জনগণের বিভিন্ন মূখী সমস্যা সমাধানে বেলাল ছিল নিবেদিত প্রাণ। তার একনিষ্ঠ ব্যস্ততার কারণে সে 'মহানগর' এর জন্য নিয়মিত লেখা দিতে পারেনি। এ ব্যাপারে একটি প্রচলিত রসিকতার কথা মনে পড়ে। দৈনিক সংগ্রামের বার্তা সম্পাদক জনাব আব্দুল কাদের মিয়ার শ্বশুর বাড়ী খুলনায়। বেলাল ঢাকা আসলেই আমি বলতাম, বেলাল বার্তা সম্পাদক দুলা ভাই হলে কি হবে কোন নিউজ নিয়ে আমরা ছাড় দেবো না। আমাদের কথা শুনে কাদের ভাই ও শায় দিয়ে বলতেন অবশ্যই। আর এসব বাক্যালাপ শুনে বেলালের মুখে দেখা যেতো সেই ভূবন মোহিনী হাসি। বেলাল ঢাকায় আসলে খুলনার বিপজ্জনক সাংবাদিকতা নিয়ে প্রায়ই আলাপ হতো। বেলাল শহীদ হওয়ার কয়েক বছর আগে খুলনার সম্পাদক বালু সাহেব নিহত হন তথাকথিত জনযুদ্ধের নেতা কর্মীদের হাতে বেলাল বলেছিল, খুলনার সাংবাদিকদের জীবনে আর নিরাপত্তা নেই। তবে রাজনৈতিক প্রশ্রয় না পেলে জনযুদ্ধ কখনই এতখানি বেড়ে ওঠার সাহস পেতোনা। সে বলতো, আমরা যে এদের শিকারে পরিণত হবো না তার কোন নিশ্চয়তা পাচ্ছিনা। শেষ পর্যন্ত এদের হাতেই তাকে শাহাদাৎ বরণ করতে হলো। তবে বিভিন্ন জনের সাথে

www.pathagar.com

আলাপ করে জানতে পেরেছি, বেলালের উদীয়মান নেতৃত্ব সর্বস্তরের মানুষের মনে তার গ্রহণযোগ্যতা এবং মানবিক গুণাবলী তাকে অনেকের কাছে ঈর্ষণীয় করে তুলেছিল। এ জন্য পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে তাকে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নেবার পরিকল্পনা করা হয়। এভাবে এক অপশক্তির জিঘাংসার শিকার হয়ে বেলাল আমাদের থেকে চিরতরে হারিয়ে গেলেন।

জীবিত থাকাকালে বেলাল খুলনা বেড়াতে যাবার জন্য বেশ ক'বার দাওয়াত দিয়েছে। কিন্তু দাওয়াতে সুনির্দিষ্টভাবে সাড়া দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি নানা কারণে। অবশ্য সুন্দরবন দেখার অদম্য আগ্রহ থাকায় বিষয়টি আমি বেলালকে বলে ফেলি এবং সে যাতে খুলনা সদর এবং সেখান থেকে সুন্দরবন ভ্রমণের ব্যবস্থা করে সেজন্য অনুরোধ জানাই। কিছুদিন পর বেলাল জানায়, সুন্দরবন ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়েছে, তবে আমি একা নই, দৈনিক সংগ্রামের আরেক জন আমার সাথে থাকবে। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সে কে? বেলাল বলল, শিল্পী হামিদুল ইসলাম বর্তমানে নয়াদিগন্তে কর্মরত। ব্যক্তিগত ভাবে হামিদুল আমার ভাতিজা। বেলাল সেটা জানতোনা। আমি পরিচয় দেয়ার পর বেলালও বিস্মিত হয়ে বলল, ভালই হোল, চাচা-ভাতিজা তাহলে একত্রেই সুন্দরবন দেখতে যাবেন। দুঃখের বিষয়, পরবর্তী অনিবার্যকারণ বশত সুন্দরবন ভ্রমণ স্থগিত হয়ে যায়। এভাবে খুলনার জননন্দিত সাংবাদিক জনসেবায় নিবেদিত প্রাণ বেলালের জীবিত কালে খুলনা সফর করা হয়নি। আমার এক অব্যক্ত বেদনা।

মহান আল্লাহ তার শাহাদাত কবুল করুন এবং তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন। আমীন।

লেখক ঃ সিটি এডিটর এবং ডিপ্লোমেটিক সংবাদদাতা, দৈনিক সংগ্রাম।

www.pathagar.com

কাছের মানুষ হৃদয়ের মানুষ

জয়নুল আবেদীন আবদুল্লাহ

শেখ বেলাল, শহীদ বেলাল। আজ শুধু স্মৃতি, শুধুই বেদনা। শাহাদতের তামান্নায় উজ্জীবিত বেলাল মাওলার কাছে পৌঁছে গেছে আকাংখা পূর্ণ করে। কাছের মানুষ বেলাল হৃদয়ের মানুষ বেলাল। বেলালের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ৮৫ সালের প্রথম দিকে। ৮৪ সালের দিকে রেদওয়ান ইন্টারন্যাশনালের মালিক মরহুম ইউনুস ভাই কুয়েতের ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ে ৬০ জন লোক পাঠানোর একটি ওয়ার্ক অর্ডার পেয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের শর্ত ছিল কুয়েতে গমনেচ্ছু ঐ সব শ্রমিককে অবশ্যই ইসলামী আদর্শের অনুসারী হতে হবে এবং আরবী জানতে হবে। আরবী জানা মানে কিতাবী আরবী নয়, কথ্য ভাষা জানতে হবে। যারা কুয়েতে যাবে তাদেরকে আরবী শিখানোর দায়িত্ব নিল রেদওয়ান। রেদওয়ানের ম্যানেজার ফরিদ আমাকে এ ব্যাপারে শিক্ষক নিয়োগ করে। আমি আঞ্চলিক ভাষার একটি কোর্স তৈরী করে ঐ সব লোককে কথ্য ভাষা শিখাতে থাকি। এভাবে প্রায় ৩ মাস চলে। সমাপনী দিনে আমার ছাত্ররা হাজীর বিরিয়ানী দিয়ে অনুষ্ঠান করে। কোর্স শেষ হবার পর আমি ফরিদের কাছে বিদায় নিতে যাই। এ সময় ফরিদই ইউনুস ভাইয়ের অফিসের বড় কর্মকর্তা। ফরিদ আমাকে বিদায় দেয়ার পরিবর্তে নতুন দায়িত্বের কথা জানায়। অর্থাৎ কুয়েতের জন্য যারা নির্বাচিত হয়েছে তাদের দুইজন ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে কোর্সে অংশ নিতে পারেননি। জানতে চাইলাম তারা কারা! ফরিদ জানালো যে, একজন খুলনা শিবিরের সভাপতি শেখ বেলাল এবং অপর জন চট্টগ্রাম জামায়াতের সাবেক সেক্রেটারী কামাল ভাই। কামাল ভাই এ সময় খুলনা থাকতেন। বেলাল আর কামাল ভাই দু'জনকেই গ্রুপ লিডার নির্বাচন করা হয়েছে। তাই তাদেরকে ভাল করে শিখাতে হবে। যাক, দিন তারিখ মত এবং ফরিদের নির্দেশনা মত খুলনায় গিয়ে বৈকালী সিনেমা হলের সামনে নামলাম। সেখানে থেকে ভ্যানগাড়ীতে করে বয়রার রায়ের মহলে বেলালদের বাড়ি পৌঁছি। বেলালকে দেখে আমার হাবশী বেলালের কথা মনে পড়ে। বেলাল আমাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে। আমি ঐ বাড়ীতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হই। প্রথমত বেলালকে আরবী পড়ানোর জন্য ঢাকা থেকে যাওয়া উস্তাদ আর দ্বিতীয় গুরুত্ব হচ্ছে রেদওয়ানের ম্যানেজার ফরিদ সাহেবের বন্ধু এবং ফরিদ ঐ বাড়ির জামাই। আমি একাধারে ছেলের উস্তাদ অপর দিকে জামাইয়ের বন্ধু। অন্দর মহলে আমার যত্নের জন্য সার্বক্ষণিক নানা আয়োজন। আমি বেলালদের বাড়ীতে যে ১০ দিন ছিলাম সেখানে আদর যত্নের কোন শেষ ছিল না। আমার টার্গেট ছিল ১০ দিনেই ২ জন ছাত্রকে আরবী বলায় মোটামুটি দক্ষ করে তোলা। ঐ দিনই কামাল ভাইকে খবর দেওয়া হয় এবং পরেরদিন থেকেই কোর্স শুরু করি। আমার ২ ছাত্রের একজন সাবেক কলেজ শিক্ষক ও জামায়াত নেতা আর অপর জন শিবির নেতা। কাজেই তাদের এগিয়ে নিতে খুব বেশী বেগ পেতে হয়নি। বেলাল

www.pathagar.com

এসময় বাসায় থেকেই শিবিরের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিল। এরমধ্যে একদিন পলিটেকনিকে শিবিরের সাথে অন্য সংগঠনের সংঘর্ষ বাধে। বেলালের ছোটভাই পলিটেকনিক্যালের ছাত্র। সে সংঘর্ষের খবর নিয়ে আসে। এসময় আমি বেলালের মধ্যে একজন দায়িত্বশীলের অস্থিরতা অনুভব করেছি। বেলাল ছোট ভাইকে আবার পলিটেকনিকে পাঠিয়ে আমার কাছ থেকে বিদায় দিয়ে সংঘর্ষের এলাকায় নিজেও চলে যায়। কামাল ভাই আমার কাছে সীমিত সময় আরবী শিখলেও আমি বেলালের সাথে শহরে যাওয়ার সময় ভ্যানে বসে, তারপর বৈকালী থেকে শিরোমনি যাবার পথে রিকশায় বসে বেলালকে আরবী শেখানোর চেষ্টা চালাতাম। এ কয়দিনে বেলালকে আমি আরবী শিখানোর চেষ্টা করেছি আর সে আমাকে খুলনা প্রেসক্লাব, রূপসা পাড়ের চিংড়ি প্রসেসিং কারখানাসহ যত মিল কারখানা সবই দেখিয়েছে। বেলাল আমাকে নিয়ে গিয়েছিল বাগেরহাট। একদিন সারাদিন ঘুরে বাগেরহাটের খান জাহান আলীর মসজিদ, দীঘি ইত্যাদি দেখেছি। খুলনা থেকে বাগেরহাট যাওয়ার পথে একটা জায়গা আছে নাম আফরা। আফরা শব্দের অর্থ হরিণী। হয়ত এই অঞ্চলে অতীতের কোন যুগে প্রচুর হরিণ ছিল। তাই খান জাহান আলীর কোন সঙ্গী এ জায়গার নাম রেখেছে আফরা। আমাদের চেনা জানা পরিচিত সার্কেলের মধ্যে যারাই শাহাদত বরণ করেছেন তাদের সবাই বিশেষ চারিত্রিক মাধুর্য্যের অধিকারী ছিলেন। মালেক ভাই, জামাল ভাই, ইমরান ভাই- এরা সবাই আর দশ জনের চেয়ে ছিলেন ভিন্নতার অধিকারী। বেলালের মধ্যেও ভিন্নতা ছিল। বেলালের মধ্যে নানা মানুষকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল। সে শুধু মানুষের উপকারই করে গেছে। ছোট পাঁচ বোন ও তিন ভাইয়ের সবার কাছেই ছিল সে অতীব প্রিয় পাত্র। সংসারের বড় ভাইয়ের যে গুণ থাকার দরকার সবই তার ছিল। জীবনে যার সাথে তার একবার পরিচয় হয়েছে সে কখনও বেলালকে ভুলতে পারবে না। বেলালের হাসি মাখা মুখের সাথে কিছুটা মিল আছে শহীদ আব্দুল মালেক ভাইয়ের এবং মরহুম কবি গোলাম মোহাম্মদের। মালেক ভাই গোলাম মোহাম্মদ আর বেলাল যেন আমার কাছে তিন সহোদরের মত। এদের একের সাথে আরেক জনের বহু কিছুতে মিল ছিল। আমার বিশ্বাস আল্লাহ এ তিনজনকে উচ্চ মর্যদা দিবেন। বেলাল পরিবার একটি আদর্শ ইসলামী পরিবার। আমি আজ যেমন সাক্ষ্য দিচ্ছি কাল কেয়ামতের মাঠেও বেলালের উচ্চ মর্যাদার জন্য রাব্বুল আলামীনের দরবারে আবেদন করব। বেলালের ছোট আট ভাই-বোন সবাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মী। বেলালের ইমিডিয়েট ছোট বোনের স্বামী মরহুম এরশাদ ভাই খুলনা জামায়াতের অগ্রসর লোক ছিলেন। তিনি কয়েক বছর আগে ইন্তেকাল করেছেন। দ্বিতীয় বোনের স্বামী ফরিদ হোসেন ঢাকা মহানগরী জামায়াতের অন্যতম নেতা। তৃতীয় বোন জামাই অধ্যাপক গোলাম পরওয়ার এমপি,খুলনা জামায়াতের আমীর এবং জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা। বেলালের ছোট ভাইয়েরাও আন্দোলনের কর্মী। আমি যখন খুলনা গিয়েছিলাম তখন মরহুম এরশাদ ভাই আর ফরিদ ঐ বাড়ীর জামাই। আজকের এমপি ও কেন্দ্রীয় নেতা গোলাম পরওয়ার তখন হালকা পাতলা এক যুবক। গোলাম পরওয়ার তখন সম্ভবত খুলনা মহানগর শিবিরের সেক্রেটারী

www.pathagar.com

ছিলেন। তিনি পরবর্তীতে ঐ বাড়ীর জামাই হয়েছেন। এরপর বাকী বোন জামাইদের সম্পর্কে আমার জানা নেই। আমার সাথে যখন বেলালের পরিচয় হয় তখন এক ভাই পলিটেকনিকে, এক ভাই ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে আর ছোটটি পড়ত ৫ম শ্রেণীতে। বোনরা কে কি পড়ত ঠিক মনে নেই। গোটাটাই ইসলামী পরিবার। এমন পরিবেশ আমি কোথাও দেখিনি। যে কয়দিন ছিলাম দেখেছি সকল নামাযে বেলালের আব্বাই নামাযের ইমামতি করছেন, আমরা মুসল্লি। এরশাদ ভাই পাশের বাড়ী থেকে এসে নামাজে শরীক হতেন। তিনিও খুব বিনয়ী ভদ্র লোক ছিলেন। এ ধরণের সুন্দর পরিবেশ বিরাজমান বেলালদের পরিবারে। বিশ বছর আগে দেখে আসা অনেক কিছু হয়ত বদলে গেছে। কিন্তু বিশ বছর পরেও পরিবারের ইসলামী আন্দোলনের কোন ঘাটতি হয়নি বরং আরো মজবুতি পেয়েছে। বিশ বছরে ছোট ভাইগুলো ছাত্র জীবন শেষ করে কর্ম জীবনে প্রবেশ করেছে। সে দিন বায়তুল মোকাররমে নামাযে জানাযা শেষে একজনকে দেখলাম কফিনের গাড়ীর পিছনে বসা। চার ভাইয়ের মধ্যে সে তৃতীয়। নাম আর এতদিন পরে মনে নেই। পরিচয় দিলেও হয়ত চিনত না। তাই কথা বলিনি। কি কথাই বা বলব তার সাথে। ভাই হারা এক ভাইকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা আমার ছিল না। আমি যে কয়দিন তাদের বাড়ীতে ছিলাম সে কয়দিন এই পিচ্চিটি আমার যত্ন আর খোজ খবর নিয়েছে বেশী। আজ বিশ বছর পরও বেলালদের দহলিজের সে বিশাল সফেদা গাছটি বেচে আছে। যে গাছ সাক্ষ্য দিবে বেলালের শাহাদতের তামান্নার। এই গাছের নিচে বসে বেলাল বহু মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছে বেলালের আমল আখলাক চরিত্র মাধুর্য্য সব কিছুই লক্ষ্য করার মত ছিল। সকলের কাছে প্রিয় বেলাল মহান প্রভুর কাছেও প্রিয় ছিল। তাই তিনি তাকে কাছে ডেকে নিয়ে গেছেন। বেলালকে যারা শহীদ করেছে তারা গোপন পার্টি, সর্বহারা নয়। সর্বহারারা ভাড়াটে খুনি। এরা পয়সার বিনিময়ে কাজ করে, ভাড়া খাটে। যারা একটা খুনের বদলে দশটা খুনের হুমকি দেয় এরাই বেলালের খুনি। বেলালের প্রভাব,চরিত্র মাধুর্য্য, যোগ্যতা সব কিছুই ছিল খুলনার বাতিলের জন্য আতঙ্ক। তাই তারা মনে করেছে যতদ্রুত বেলালকে সরিয়ে দেওয়া যায় ততই তাদের জন্য লাভ। তাই তারা তাকে হত্যা করে আতঙ্ক মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাতিলের পক্ষে এটা উপলব্ধি করা সম্ভব নয় যে, এক বেলালের শাহাদত লাখ বেলালকে জাগিয়ে তুলবে। বেলালের স্নেহের ভাই বোন, বিধবা পত্নী ও বয়োবৃদ্ধ বাবা-মাকে সান্তনা দেয়ার ভাষা আমার জানা নেই। পৃথিবীর সকলা বাবা-মার কাছে সন্তানের লাশের চেয়ে ভারি বোঝা আর কিছু নেই। তারপরও সবাইকে বলতে চাই আপনারা ভাই-বোন শহীদের বাবা-মা। দুনিয়ায় যেমন আপনারা মর্যদার অধিকারী তেমনি পরকালে আল্লাহ আপনাদের সম্মানিত করবেন একজন শহীদের রক্তের বিনিময়ে। কাজেই আপনারা সবাই সবর করবেন। আমি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে বেলালের উচ্চ মর্যাদার জন্য মোনাজাত করছি। আমীন।

লেখক ঃ বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিষ্ট।

www.pathagar.com

শেখ বেলালের সঙ্গে শেষ কয়েক ঘন্টা : জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি

সরদার আব্দুর রহমান

সত্যবাদিতা ও বিনয় যদি করো স্বভাব-প্রকৃতির অংশ হয়ে যায় তাহলে সেটা মানবজীবনের জন্য একটা বড় ঘটনা হয়ে যায়। তার অন্য অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি গৌণ হয়ে যায়, মানুষের চোখে তা ধর্তব্য থাকে না।

শেখ বেলাল আমার দৃষ্টিতে সে সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন বলে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি। এমন স্বভাব-প্রকৃতির মানুষ হয়ে বেলাল আর কিছু হতে না পারুন আল্লাহর প্রিয় হতে পেরেছেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমার দ্বীনি ভাই, পেশার সহকর্মী ও বন্ধু শেখ বেলাল উদ্দীন অনেক দূরে থেকেও এতোটা কাছে হতে পেরেছিলেন তাঁর নিখাদ বন্ধুপ্রিয়তা এবং অমলিন হৃদয়ের জন্যই। মুখভরা দাড়িতে ঘেরা ঠোঁট দুটির ফাঁকে যখন শুভ্র দাঁতের সারি ঝিকমিক করে উঠতো, যে-কোন মানুষকেই তা আকর্ষণ না করে পারতোনা। এতেই বুঝি কোন জাদু ছিল, যাতে তার আপন হতে সময় নিতোনা।

বেলালের সর্বশেষ সঙ্গ-স্মৃতি আমার জন্য খুবই উজ্জ্বল হয়ে থাকবে- তার পবিত্রতর মনোভঙ্গী ও তার প্রকাশের কারণে। অনেকের জন্য শিক্ষণীয়ও হতে পারে সেই ঘটনা। যা সব সময়ই আমাকে নাড়া দিচ্ছে। তাঁর দৃঢ়তার সেই বৈশিষ্ট্য আমরা অনেকেই অর্জন করতে পারিনি।এই স্মৃতি আমার কাছে মূলবান সম্পদের মতো, অনেক বই-কিতাব পাঠ করেও এটি অর্জন করতে পারিনি। ক্ষণিকের সাহচার্যে যা সম্ভব হয়েছে।

গত ২০শে আগস্ট ২০০৪ এর সন্ধ্যা। ঢাকায় হোটেল শেরাটনে দক্ষিণ এশীয় গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের(সাফমা) সম্মেলন উপলক্ষে একটি নৈশভোজে যোগ দিয়েছিলাম। সঙ্গে শেখ বেলাল আছেন। জনৈক বিজনেস ম্যাগনেট ও ব্যবসায়ী নেতা সাফমা (SAFMA) প্রতিনিধি দলকে নৈশভোজে দাওয়াত করেছেন। আলীশান গৃহের বেজমেন্টে অবস্থিত হলরুমে প্রথমে নানা রং ও স্বাদের পানীয় বিতরণ করা হচ্ছে। হালাল-হারামের ঠোকাঠুকি চলছে। চলছে উচ্ছাস বিনিময়। ঢাকার বিশিষ্ট গুণি ব্যক্তিত্ব বলে কথিত মানুষদের উদার হস্তে পানীয় গ্রহণের প্রতিযোগিতা দেখলাম। কিছু সময় অস্বস্তি নিয়ে কাটাতে হলো। এক পর্যায়ে শেখ বেলাল আমার বাহু আকর্ষণ করলেন। বললেন, চলুন উপরে ড্রইংরুমে যাই। গেলাম। সেখানে নানা কারুকার্যের চোখ ধাঁধানো আসবাব আর এ্যান্টিক্স-এ ঠাঁসা। বেলাল নীচু স্বরে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আমরা কোথায় আছি! কতো পার্থক্য মানুষের জীবন-জীবিকায়। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। এরা বাইরে একরকম, ভেতরে অন্যরকম। প্রায় পনেরো মিনিট এসব আলাপের ফাঁকে চেনা-অচেনা কারো কারো আগমন-নির্গমনকে বেলাল হাত তুলে, হাঁসি

www.pathagar.com

দিয়ে শুভেচ্ছা দিয়ে প্রীতি বিনিময় করে নিয়েছেন। আমাকে তার এই বৈশিষ্ট্য, মানুষের সঙ্গে মেশবার মত হৃদয় প্রশস্ততা অভিভূত করেছিল।

হঠাৎ বেলাল উচ্চারণ করলেন, চলুন এই শুঁড়িখানায় থাকা যাবেনা। যেই কথা সেই কাজ। আমাকে টেনে বের করে যেন পালাতে চাইলেন। আমি বেলালের নামকরণকৃত শুঁড়িখানায় গিয়ে অন্য সঙ্গীদের জানিয়ে আসলাম আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি। আসতেও পারি, নাও পারি। রিক্সা নিয়ে বেলালের সঙ্গী হয়ে স্থান ত্যাগ করলাম যখন রাত সম্ভবত: ৯টা। পরে জেনেছিলাম, 'মারাত্মকরকম' সব ভুরিভোজন হয়েছে। যা আমরা ত্যাগ করে এসেছি। আর দু'জনে শাহবাগের একটি মসজিদে এশার নামাজ আদায় করেছি, একটি কমদামের হোটেলে নলা মাছ আর সবজি দিয়ে রাতের ভাত খাওয়া সেরেছি। খাওয়া শেষে আলহামদুলিল্লাহ উচ্চারণ করে বেলাল বলেছিলেন, শুঁড়িখানায় খাওয়া শেষে এতো সুন্দর করে আলহামদুলিল্লাহ কি বলতে পারতাম? নাকি তা বলাটা শোভা পেতো? বেলালের এই উক্তি যেন অনেক অনেক কিছুর সারমর্ম বহন করে। সভ্যতার, সংস্কৃতির, মূল্যবোধের, চেতনার, ব্যক্তিত্বের এবং সহজ অথচ দৃঢ় প্রত্যয়েরও।

পরদিন বিকেল ও সন্ধ্যেটা দু'জনেই একসঙ্গে কাটানোর স্মৃতি ভুলবার ছিল না। সংগ্রাম অফিস ছুয়ে গেলাম মোহাম্মদপুর বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রে। কবি মল্লিক ভাইসহ বিবিধ আলাপ-আলোচনার এক ফাঁকে মোবাইলে খবর আসলো গুলিস্থানে আওয়ামীলীগের জনসভায় গ্রেনেড বিস্ফোরণের। মাগরিব আদায় করে দু'জন হোটেল শেরাটনে ফেরার পথে ঢাকার অন্যপ্রান্তে ঘটে যাওয়া এমন ঘটনার কোন আভাসই পাওয়া গেল না। তবে যানবাহন চলাচল কম দেখা গেল মাত্র। গ্রেনেড-বোমা হামলার বিষয় ও সম্ভাব্য হামলাকারী কারা হতে পারে এ বিষয়ে দু'জনে সাংবাদিক সুলভ নানা পর্যালোচনা করে সময়টুকু কেটেছিল। পরদিন জাতীয় প্রেসক্লাবে গণমাধ্যম বিষয়ক এক সেমিনার শেষে দু'জনে পৃথক হয়েছিলাম। সেই ছিল শেখ বেলাল উদ্দীনের সঙ্গে শেষ দেখা। একসঙ্গে এতোটা দীর্ঘ সময়-ঘন্টার হিসেবে যা একশো ঘন্টা দাঁড়ায়-এর আগে সুযোগ হয়নি। আর এই সময় তাঁকে আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে দ্বীনি চরিত্রের সমন্বয় করে চলতে এতোটুকু পশ্চাদপদ দেখা যায়নি। পঙ্কিলতার ভাগাড়ে বসবাসের দুঃসহ যাতনা নিয়ে হাসিমুখে নিজেকে পবিত্র রাখার দৃঢ় প্রত্যয় তাকে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যই দিয়েছে। এমন মানুষের জন্য সেই দোয়া আপনা আপনিই উচ্চারিত হয়: 'সেই সংগ্রামী মানুষের সারিতে আমাকেও রাখিও রহমান, যারা কোরআনের আহবানে নির্ভীক, নির্ভয়ে সব করে দান'।

লেখক ঃ সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক সংগ্রাম, রাজশাহী ব্যুরো চীফ।

www.pathagar.com

শহীদ বেলাল কে যেমন দেখেছি

শেখ দিদারুল আলম

শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীন। তিনি ছিলেন মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও দৈনিক সংগ্রামের খুলনা ব্যুরো প্রধান। আমাদের প্রিয় বেলাল ভাই। তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে ২005 সালের মে মাসে কিছু লিখতে হবে- এ কথা কখনও ভাবিনি বা ভাববার অবকাশ হয়নি। কারণ এত তাড়াতাড়ি বেলাল ভাই আমাদের ছেড়ে পৃথিবী থেকে চলে যাবেন তা ছিল অকল্পণীয়। কিন্তু এখন এটাই বাস্তব যে, বেলাল ভাই আজ আমাদের মাঝে নেই। বেলাল ভাই আর কখনও সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন না, আমি আমার সন্তান কেমন আছি। কোন চমকপ্রদ খবর আছে কিনা। ক্রিকেট বিশ্বের সর্বশেষ খবর কি? অথবা নিয়মিত নামায পড়ার জন্য তাগিদ দিবেন না।

ঘাতকদের নির্মম বোমার আঘাতে অকুতভয়, সৎ এবং ঈমানের পথে বলীয়ান সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীন ৫ ফেব্রুয়ারি মারাত্মক আহত হন এবং ১১ ফেব্রুয়ারি সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না .... রাজেউন)। বেলাল ভাইয়ের আহত হওয়ার সংবাদ আমি প্রথমে পাই আমার সহকর্মী শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলামের নিকট থেকে। তার সম্পর্কে স্মৃতি চারণ করা আমার জন্য কষ্টকর। এই স্বল্প পরিসরে কোনটি বাদ দিয়ে কোনটি লিখবো এটি ভেবেই কুল কিনারা পাওয়া যাচ্ছে না।

সমবয়সী হওয়ার কারণে একই সাথে একই কলেজে ছাত্র, ছাত্র রাজনীতি, সাংবাদিকতা সর্বোপরি আদর্শিক বন্ধু হিসেবে আমি তাকে বহুবার কাছ থেকে পেয়েছি এবং তার সহচার্য পাওয়ার জন্য নিজেকে ধন্য মনে করছি।

বেলাল ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় ১৯৭৭-৭৮ শিক্ষাবর্ষে। তখন আমি বি.এল. কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্সে ভর্তি হয়েছি। আমার শ্রদ্ধাভাজন গউসুল আযম হাদী ভাই, সিরাজুল ইসলাম ভাইয়ের (বর্তমানে পাবলিক কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল) মাধ্যমে বেলাল ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়। এরপর দু'জন একে অপরের কাছাকাছি চলে আসি। এরই মধ্যে বি.এল. কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচন চলে আসে। শিবির মনোনীত প্যানেলে বেলাল ভাই ভিপি প্রার্থী এবং একই প্যানেল থেকে আমি সাহিত্য সম্পাদক প্রার্থী। আমরা যখন কলেজ ছুটির পর ভোটারদের বাড়ী বাড়ী যেতাম আমি তখন বেলাল ভাইয়ের মটর সাইকেলের পিছনে বসতাম। ঐ সময় তার বড় মনের পরিচয় পেয়েছিলাম।

তিনি সব সময় প্যানেলের জন্য ভোটারদের কাছে ভোট প্রার্থনা করতেন। কখনও একটি বারের জন্য শুধু তাঁর ভোট চাইতেন না। তবে আমাদেরকে নিজস্ব ভোট চাওয়ার পরামর্শ দিতেন। সে বারের নির্বাচনে বেলাল ভাই ৬ ভোটে হারলে বা হারানো হলেও

www.pathagar.com

আমাদের জয়ী হতে দেখে আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া আদায় করেন। এমনি করে আমি যে ৩ বার বি.এল. কলেজ সংসদে নির্বাচিত হই (দু'বার সাহিত্য সম্পাদক, একবার সাংস্কৃতিক সম্পাদক) প্রতিটি বার বেলাল ভাইয়ের অবদান ভুলবার নয়।

সাংবাদিকতায় বেলাল ভাই আমার জুনিয়র। আমার প্রায় ১৪ বৎসর পরে বেলাল ভাই সাংবাদিকতা শুরু করে। তবে নেতৃত্বের গুণ তাকে অচিরেই সাংবাদিক সমাজের মধ্যমণি করে তোলে। এ ক্ষেত্রে বেলাল ভাই সাংবাদিকতা বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য দ্বারস্থ হতেন যা তার কোন বিষয় শেখার আগ্রহের প্রকাশ। আমার সাংবাদিকতা জীবনে বেলাল ভাই এবং তৈয়েব ভাই এর অবদান কম নয়। যখন বিগত সরকারের দলীয়করণের জন্য আমার ১৪ বছরের বিটিভির চাকুরী চলে যায় তখন ইউনিয়নের নেতা হিসেবে এরা দুজন যে সংগ্রাম করেছে তা ভুলবার নয়।

বেলাল ভাই নিজেকে নিয়ে যতটুকু ভাবতেন তার চেয়ে বেশী ভাবতেন তাঁর নিজের গ্রাম রায়ের মহল নিয়ে। যদি কোন অনুষ্ঠানে তাকে দেরীতে আসতে দেখতাম তখন জিজ্ঞাসা করতাম দেরী হলো কেন? উত্তর দিতেন রায়ের মহল কলেজ বা স্কুল বা গ্রামের কোন না কোন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। পাশাপাশি সহকর্মী সাংবাদিকদের নিয়েও বেলাল ভাই ভাবতেন। তাইতো ঈদে আল্লাহ্‌র রাহে কোরবানী করে সহকর্মীদের বাড়ী বাড়ী গোশত পৌঁছিয়ে দেয়া কয়েক বৎসর তার রুটিন ওয়ার্ক হয়ে গিয়েছিল।

সদা হাস্যময়ী বেলাল ভাই এই সাংবাদিকতার পেশাকে পবিত্র আমানত হিসেবে, মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই গড্ডালিকা প্রবাহে তিনি ভেসে যাননি। অসৎ কিছু তার দ্বারা হয়নি। সে সব সময় নিজেকে স্বচ্ছ রাখতে চেষ্টা করেছেন।

পবিত্র রোযার সময় বেলাল ভাইয়ের সাথে একত্রে অনেক স্থানে ইফতারীর দাওয়াতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। তিনি সব সময় পকেটে ২/১টি খেজুর বা খুরমা রাখতেন এবং দাওয়াতী ইফতারী খাওয়ার আগে পকেট থেকে খেজুর বা খুরমা বের করে খেয়ে রোযা খুলতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, অনেক দাওয়াতী ইফতারীতে সন্দেহ থেকে যায় এটি হালাল টাকার ইফতারী কি-না, আবার না রোযা নষ্ট হয়। তাই সন্দেহ দূর করার জন্য আমি খেজুর বা খুরমা কাছে রাখি।

আমাদের প্রেস ক্লাবে (খুলনা প্রেস ক্লাবে) এখন নামায আদায় করার জন্য সুন্দর নামাযের স্থান রয়েছে। এই নামাযের স্থান করার ব্যাপারে ক্লাবের অনেকের অবদানের সাথে বেলাল ভাইয়ের অবদান অনেক বেশী। মূলতঃ পবিত্র রমজান মাসে সাংবাদিকদের জন্য প্রেস ক্লাবে তিনি প্রথম সুরা তারাবীহ্‌ শুরু করেন। তিনি ছিলেন আমাদের ক্লাবের নামাযের অঘোষিত ইমাম।

পেশার সিনিয়রদের তিনি শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। যখনই তার একদিনের সিনিয়র কোন অনুষ্ঠানে তার পরে গিয়েছেন তখন তিনি উঠে চেয়ার ছেড়ে দিতেন বা বসার ব্যবস্থা করতেন। খুলনা প্রেস ক্লাবের উন্নয়নের জন্য সদা তিনি তৎপর ছিলেন।

www.pathagar.com

বেলাল ভাইয়ের সাথে একত্রে নেপাল এবং থাইল্যাণ্ড যেয়ে দেখেছি যখন আমরা অনত্র ব্যস্ত তিনি তখন ঐ দেশের মসজিদ এবং শ্বাশত ধর্ম ইসলাম কি অবস্থায় আছে সে খোঁজ নিতে ব্যস্ত। আবার দেখেছি আমরা যখন মুরগী, গরু বা খাসীর গোশত খাচ্ছি, তিনি তখন তা না খেয়ে কখনও মাছ বা কখনও শুধু সবজী খাচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন মুরগী, গরু বা খাসী জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তাই খেলাম না।

আজ এই বেলাল ভাইয়ের কথা বড় মনে পড়ে। এই সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক ইউনিয়নের যে-কোন বিষয় স্বশরীরে বা ফোনে জানাতেন কিন্তু তার মৃত্যুর পর আমার প্রিয় মেট্রোপলিটন ইউনিয়নের খবর আর পাই না। এটি মনে হয় ভাগ্যের নির্মম পরিহাস।

প্রেসক্লাবের রুহুল, চান মিয়া, শিপন, বাবুল এরা প্রতিনিয়ত বেলাল ভাইয়ের কথা মনে করে। এরা বলে ঈদের সময় কে খোঁজ নেবে তাদের। মনে পড়ে বেলাল ভাইকে কেই কোন দিন আগে সালাম দিতে পারে নি।

এই নির্ভীক, সৎ, দেশপ্রেমিক সবার আপনজন শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীনের রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

লেখক ঃ বাংলাদেশ টেলিভিশনের খুলনা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মানবাধিকার ব্যুরো, খুলনা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক, শিল্পকলা একাডেমী এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি খুলনার নির্বাহী সদস্য।

www.pathagar.com

শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীন

জিবলু রহমান

এক

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নে বাংলাদেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল এবং দলের নেতারা সততঃ উচ্চকণ্ঠ। কাজের বেলায় যেমন তেমন, মুখে তাদের গণতন্ত্র ছাড়া কথা নেই। পরমত সহিষ্ণুতার পরামর্শ দিয়ে থাকেন তারা অন্যদের। কেবল রাজনৈতিকদের কথা বলি কেন বুদ্ধিজীবি-সংস্কৃতিবাদী এবং ধনিক-বণিক সবাই কলমের স্বাধীনতা তথা সাংবাদিকদের স্বাধীনতার জরুরৎ সম্পর্কে প্রকাশ্যেই মূল্যবান বাণী দিয়ে থাকেন। সাংবাদিকদের তারা সোহাগ করে বলেন, 'কলম সৈনিক'। এ যাবতকালের মধ্যে সংবাদপত্র সম্পর্কে কতো যে আপ্তবাক্য রচিত হয়েছে, তার কোন ইয়াত্তা নেই। কেউ বলেন, সংবাদপত্র হচ্ছে সমাজের দর্পণ। কেউ বলেন, দ্বিতীয় পার্লামেন্ট। কে একজন যেন বলে গেছে, সংবাদপত্র হচ্ছে দেশের ফোর্থ এষ্টেট। সরকার, আইনসভা, বিচার বিভাগ এবং সংবাদপত্র- 'এই চারটি স্তম্ভ' ছাড়া নাকি কোনো দেশ চলতে পারে না, গণতন্ত্র দাঁড়াতে পারে না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের দেশের মহান রাজনীতিকরা গণতন্ত্রের জন্যই জান কোরবান। সরকারে গিয়েও 'তারা গণতন্ত্র চর্চা করেন, সরকারের বাইরে; বিরোধী অবস্থানে থেকেও তারা গণতন্ত্রে নিবেদিত প্রাণ।'

রাজনৈতিক নেতারা আন্দোলন করেন গণতন্ত্রের স্বার্থে, আবার বিরোধী দলের আন্দোলন সংগ্রাম প্রতিহত করার জন্য শাসকদল যে এ্যাকশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করে, সেও নাকি গণতন্ত্রেরই জন্য। মোদ্দাকথা, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে রাজনীতিবিদরা যা কিছু বলেন এবং যা কিছু করেন তা সবই গণতন্ত্রের জন্যে, জনগণের স্বার্থে। গণতন্ত্র এবং সংবাদপত্রতো অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। সুতরাং তাদের যাবতীয় সংগ্রাম সাধনা মুক্ত স্বাধীন সংবাদপত্রের স্বার্থেও। মজার ব্যাপার হলো, তাদের যতো আক্রোশ-সেও সংবাদপত্রের ওপরই। কেবল রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের কথাই বা বলি কেন, রংবাজ-মাস্তান, হরতালে পিকেটার, সবারই ক্রোধ যেনো সাংবাদিকদের ওপর।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সাংবাদিকতা পেশার মর্যাদার প্রশ্নে অনেক বড় বড় কথা বলেছিল। ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সংবাদপত্র দলনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেও এখনকার সাংবাদিক সমাজ বিশ্বাস করতে চেয়েছিল যে, আওয়ামী লীগ অতীতের ভুলের পুণরাবৃত্তি হয়তো করবে না। যে-কোন কারণেই হোক, আওয়ামী লীগের প্রতি সাংবাদিক সমাজের বড় অংশের সফট কর্ণার রয়েছে। তারা বাকশালের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন। জানি না, আওয়ামী লীগের নেতারা স্বীকার করবেন কি-না, এ দলটি ক্ষমতায় ফিরে আসার পেছনে প্রিন্ট মিডিয়া তথা সাংবাদিক সমাজ সবিশেষ

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এক্ষেত্রে তারা খানিকটা পক্ষপাতিত্ব হয়তো করেছেন। এই সেদিন পর্যন্ত দৈনিক দিনকাল, ইনকিলাব, জনতা এবং সংগ্রাম ছাড়া অন্য সকল সংবাদপত্রে নিউজ-ভিউজ সবক্ষেত্রেই আকারে-প্রকারে গভর্ণমেন্টকে সাংবাদিকরা সাপোর্ট দিয়েছেন। ১৯৯৭ সালে প্রেসক্লাবের সামনে পুলিশ টিয়ার শেল মেরে অধুনা লিপ্ত দৈনিক বাংলার ফটো সাংবাদিক হাবিবকে আহত করে মারাত্মকভাবে। হাবিব ফিরে আসে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্ত থেকে।

দুই

আল্লাহর সৃষ্টি কোন মানুষের জন্ম-মৃত্যু-রিজিক ও দৌলত সম্পর্কে কথা বলার সাধ্য নেই। কার জন্ম কোথায়, কার গর্ভে, কার ঔরসে, জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিও জানে না। যে জন্ম নিল সে তার জিন্দেগীতে এ খবর জানে না কখন, কোথায় এবং কিভাবে তার মৃত্যু হবে। রিজিকের ব্যাপারটাও এভাবে অনিশ্চিত। আমরা প্রত্যেকেই এই অনিশ্চয়তার মাঝেই বাস করছি। তাইতো জীবনের প্রতিমুহূর্তে আল্লাহর কাছে বান্দার আত্মসমর্পণ অনিবার্য। হায়াত মউত আর রিজিকের নিরংকুশভাবে যিনি মালিক, তার বিধান অনুযায়ী যে সবচেয়ে বেশী আত্মসমর্পিত বান্দাহ, তার জীবন, মৃত্যু সবই সফল। শেখ বেলাল উদ্দিনও আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

শেখ বেলাল ৫ ফেব্রুয়ারি খুলনা প্রেসক্লাবে রাত ৯টায় সহকর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনা শেষে বাড়ী ফেরার উদ্দেশ্যে বের হয়ে প্রেসক্লাব চত্বরে তাঁর মোটর সাইকেলে ব্যাগে করে ঝুলিয়ে রাখা বোমা বিস্ফোরণে মারাত্মকভাবে আহত হন। এ ঘটনায় আহত হয়েছিল আরো ৪ জন। ওই রাতেই শেখ বেলাল উদ্দিনকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে তার বাম হাতের কব্জি পর্যন্ত এবং ডান হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুল কেটে ফেলা হয়। এরপরও চিকিৎসকরা তার অবস্থার ক্রমাবণতির কারণে উন্নত চিকিৎসার পরামর্শ দেন। ফলে পরের দিন সকালে সংকটাপন্ন অবস্থায় তাকে বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টারে করে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সরকার তার উন্নত চিকিৎসার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। চিকিৎসকদের নিরন্তর প্রচেষ্টায় শেষে বেলালের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও শেষ পর্যন্ত আর প্রাণবন্ত ও পরোপকারী বেলালকে বাঁচানো যায়নি।

৬ দিন হাসপাতালের বিছানায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার পর (৪৭ বছর বয়স্ক) ১১ ফেব্রুয়ারী সকাল ১১টায় তিনি শহীদ হন। সকাল ১১টায় আই.এস.পি.আর থেকে শেখ বেলালের মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হলে ক্ষণিকের ভেতর এ মর্মান্তিক খবর ছড়িয়ে পড়ে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত। সদাহাস্যোজ্জ্বল এই সাংবাদিক সহকর্মীর মৃত্যুর খবরে দেশের গোটা সাংবাদিক সমাজের মধ্যে নেমে আসে শোকের ছায়া। সেনানিবাস এলাকায় প্রবেশে সকল প্রকার বাঁধা-বিপত্তি এড়িয়ে শত শত সাংবাদিক, সাংবাদিক নেতা, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, শুভাকাংখী ভিড় জমান সি.এম.এইচ হাসপাতাল চত্বরে। খুলনার সাংবাদিকগণ খবরের সত্যতা যাচাই করতে ঢাকায় ফোন করতে থাকেন অব্যাহতভাবে।

www.pathagar.com

খুলনার সাংবাদিক সমাজ যেন কোন অবস্থাতেই মেনে নিতে পারছে না তাদের প্রিয় সহকর্মীর এই অকাল মৃত্যু। যখন নিশ্চিত মৃত্যুর খবরে খুলনা প্রেসক্লাবে সৃষ্টি হয় এক হৃদয় বিদারক পরিবেশের। নবীণ-প্রবীণ সাংবাদিকরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

মরহুম সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীন এর জন্ম ১৯৫৭ সালের ৩ ডিসেম্বর। তিনি খুলনা মহানগরীর বয়রা রায়েরমহল এলাকায় তাঁর পিত্রালয় আল্লাহর দান মঞ্জিল-এ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ মোদাচ্ছের ও মাতা মনুজান নেসা। তাঁর পিতা-মাতা দু'জনই ২০০৫ সালে পবিত্র হজ্বব্রত পালন করে এসেছেন। ৬ ফেব্রুয়ারী শেখ বেলাল উদ্দীনকে ঢাকার সি.এম.এইচ-এ নেয়া হলে ঐদিনই তাঁর পিতা-মাতা পবিত্র হজ্বব্রত শেষে ঢাকায় পৌঁছেন। শেখ বেলাল উদ্দীন ৪ ভাই ও ৫ বোনের মধ্যে প্রথম। ১৯৮৭ সালে তিনি বিয়ে করেন এবং নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম তানজিলা বেলাল এবং তিনি খুলনার ইসলামীয়া কলেজের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত।

শেখ বেলাল উদ্দীন ১৯৭২ সালে খুলনা জিলা স্কুল থেকে এস.এস.সি এবং ১৯৭৪ সালে দৌলতপুর দিবা-নৈশ কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাস করেন। পরে তিনি সরকারি বি.এল কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স পাস করেন। শেখ বেলাল উদ্দীন সাংবাদিকতা পেশার সাথে জড়িত হন ১৯৮৮ সালে। শুরু থেকেই তিনি দৈনিক সংগ্রামের খুলনা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সংগ্রামের খুলনা ব্যুরো প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সাংবাদিক হিসেবে শেখ বেলাল উদ্দীন ছিলেন একজন সদালাপী এবং মিষ্টভাষী। তিনি সরাসরি জামায়াতের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও সকলের সাথেই তাঁর ছিল গভীর সম্পর্ক। শেখ বেলাল উদ্দীন কয়েকবারই খুলনা প্রেসক্লাবের নির্বাহী কমিটিতে সহ-সভাপতিসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন খুলনার বিগত দু'বার সাধারণ সম্পাদক ও দু'বার সভাপতি নির্বাচিত হন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এম.ইউ.জে খুলনার সভাপতি ছিলেন।

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ক্রীড়া ক্ষেত্রে বেশ পারদর্শী ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন তুখোড় ছাত্র নেতা এবং সুবক্তা। তিনি সরকারি বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি প্রার্থী ছিলেন। তিনি দু'বার ইসলামী ছাত্রশিবির, খুলনা মহানগরী শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া তিনি শিবিরের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। শেখ বেলাল উদ্দীনের স্ত্রী তানজিলা বেলালও ইসলামী ছাত্রী সংস্থার সাবেক নেত্রী ছিলেন। ১৯৯০-৯২ সেশনে তিনি ছাত্রী সংস্থার খুলনা মহানগরী শাখার সভানেত্রী ছিলেন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও শেখ বেলাল উদ্দীন অনেকটা সফলতা অর্জন করেন। তিনি বহু সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন।

খুলনা প্রেসক্লাবে বোমা হামলায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী খুলনা মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি, দৈনিক সংগ্রামের খুলনা ব্যুরো প্রধান

www.pathagar.com

শেখ বেলাল উদ্দীনকে তার রায়ের মহলস্থ পারিবারিক কবরস্থানে সহকর্মী সাংবাদিক, রাজনৈতিক বন্ধু ও হাজার হাজার মানুষের অশ্রুসিক্ত এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের মধ্য দিয়ে দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে। শেখ বেলালের প্রতি খুলনার মানুষের এত ভালবাসা ছিল তা দেখা গেল জানাযা ও দাফনের সময়। কেউ কেউ হাউমাউ করে কেঁদেছেন। জানাযার পূর্বে সার্কিট হাউজ ময়দানে হাজার হাজার মানুষের চোখের পানি ঝরেছে। দাফনের মধ্য দিয়ে খুলনা শোকাভিভূত সাংবাদিক সমাজ হারালো তাদের বন্ধু সহকর্মী হাস্যোজ্জ্বল শেখ বেলাল উদ্দীনকে। ১২ ফেব্রুয়ারী সকাল ৯ টায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টারে করে বেলালের লাশ কফিনে ভরে খুলনার হেলিপোর্টে নামানো হয়। সেখানে সাংবাদিক সমাজ, জামায়াত, বিএনপিসহ সর্বস্তরের মানুষ তার লাশ গ্রহণ করে খোলা পিকআপ ভ্যানযোগে প্রথমে তার বাসভবন রায়ের মহল গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে বেলালের লাশ আনা হয় বেলালের প্রিয় প্রেসক্লাবে। সেখানে লাশ আনার পর বেলালের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রথমে পুষ্প স্তবক অর্পণ করেন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সমাজ কল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ, গোলাম পরওয়ার এমপি, শাহ রুহুল কুদ্দুস এমপি। এরপর খুলনা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে পুষ্প স্তবক অর্পণ করেন ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদকসহ নেতৃবৃন্দ, খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়ন, বেলালের প্রিয় সংগঠন এম.ইউ.জের সদস্য ও কর্মকর্তারা, ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন, খুলনা সিটি মেয়র শেখ তৈয়বুর রহমান, দৈনিক অনির্বাণ, দৈনিক পুর্বাঞ্চল, দৈনিক প্রবাহ, দৈনিক জন্মভূমি, দৈনিক প্রবর্তন, দৈনিক লোকসমাজ, দৈনিক গ্রামের কাগজ, খুলনা শিল্প ও বণিক সমিতি, খুলনা আইনজীবি সমিতি, খুলনা বিএনপি, আওয়ামী লীগ, সাবেক ছাত্র নেতৃবৃন্দ, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি সহ বিভিন্ন সংগঠন ও খুলনার সর্বস্তরের জনগণ।

বেলা সাড়ে ১২ টায় প্রেসক্লাব থেকে সাংবাদিক সমাজ তাদের প্রিয় বেলালকে চিরবিদায় জানান বেদনাবিধুর ও শোক বিহবল পরিবেশের মধ্য দিয়ে। বেলালের লাশ নিয়ে রাখা হয় সার্কিট হাউজ ময়দানে। সেখানে হাজারো মানুষ বেলালকে একনজর দেখতে ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে জড়ো হয়। বাদ জোহর বেলালের লাশ সামনে নিয়ে জানাযার পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহ্সান মুহাম্মদ মুজাহিদ, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মেয়র শেখ তৈয়বুর রহমান, মিয়া গোলাম পরোয়ার, প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু হাসান, শিবিরের সাধারণ সম্পাদক, বিএনপির নজরুল ইসলাম মঞ্জু প্রমুখ। এরপর জানাযা অনুষ্ঠিত হয় খুলনা সার্কিট হাউজ ময়দানে। জানাযার ইমামতি করেন শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

লেখক ঃ দৈনিক সংগ্রাম, ইনকিলাব, দিনকাল, দৈনিক সিলেটের ডাক ও শ্যামল সিলেটের নিয়মিত কলাম লেখক।

www.pathagar.com

শেখ বেলাল উদ্দীন ঃ সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়াই ছিল যার স্বভাব

এরশাদ আলী

শেখ বেলাল উদ্দীনের কোন গুণটি সম্পর্কে বিশেষভাবে লেখা যায়, তা নিয়ে আমি বিষম গোলকধাঁধায় পড়েছি। ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী একজন অন্তপ্রাণ মুজাহিদ বেলাল, নাকি সংস্কৃতিপ্রাণ বেলাল, নাকি সাংবাদিক বেলাল, নাকি নেতা বেলাল, নাকি বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্যে উৎসর্গীপ্রাণ একজন মহৎ আদর্শ মানুষ– এ নিয়ে ভাবতেই সময় কেটে যায়।

কর্মহীন বেকার সময় কাটাচ্ছিলাম আমি। শেখ বেলাল উদ্দীনকে বলে রেখেছিলাম, কোন পত্রিকায় কাজ-টাজ পেলে একটু লাগিয়ে দেবেন। একদিন সন্ধ্যায় মটরসাইকেলে করে নিয়ে গেলেন দৈনিক পূর্বাঞ্চলে। সম্পাদকের সাথে কথা বলা হল। পরদিন থেকে কাজ শুরু করলাম। তারপর থেকে বেলাল ভাই খুলনা থাকলে দেখা হয়নি, অথবা দেখা না হলে ফোনে দ'জনে কথা বলিনি এমন দিন খুবই কম কেটেছে। একদিন বা দু'দিন কথা না বললে, প্রথম প্রশ্ন হত খোঁজ নেই কেন? ফেব্রুয়ারী মাসের ৫ তারিখের পর থেকে তাঁর সাথে আর কথা বলতে পারিনি, মনের এ ব্যাথা প্রায়ই অশ্রু হয়ে ঝরতে থাকে।

আমাকে সাংবাদিকতা পেশায় পেয়ে বেলাল ভাই খুব খুশীই হলেন। বললেনও দু'জনে মিলে সাংবাদিকদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের কাজ এগিয়ে নেয়া যাবে। তারপর থেকে দু'জনে অনেক পরিকল্পনা করেছি, তা বাস্তবায়ন করেছি এবং খুব নিখুঁতভাবে। এমইউজে খুলনায় একটি টিম গড়ে উঠেছিল। যে টিমকে দিয়ে অনেক দুরুহ কাজও সম্পন্ন করা যেত অবলীলায়। বলাই বাহুল্য, এ টিমের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। তাঁর অবর্তমানে আমরা বলা চলে ছত্রখান হয়ে গেছি।

এমইউজে-র সদস্যদের অভিভাবকের যে দায়িত্ব তিনি তুলে নিয়েছিলেন কাঁধে, তা বহন করার মত অত বড় কাঁধ আর পাওয়া যাচ্ছে না। সদস্যদের অনেক ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন হত শেখ বেলাল উদ্দীনের। সমস্যা জানতে পারলে তিনি নিজেই আগ্রহভরে এগিয়ে যেতেন। খুলনা প্রেসক্লাব রাজনীতিতে তাঁর আদর্শবিরোধী সহকর্মীদের ছোট খাট সমস্যা সমাধানে তিনি যে ভাবে এগিয়ে যেতেন সেগুলো শুধু অনুকরণই করা যেতে পারে। এসব ব্যাপারে তাঁর আকাঙ্খা শুধু ব্যক্তিগতভাবে সওয়াব লাভই থাকত না তিনি, আশা করতেন মানুষ ইসলাম এবং প্রকৃত মুসলিমের আদর্শের প্রতি সুধারণা লাভ করবে।

১৯৭৭ সালে যশোরের একটি প্রোগ্রামে তাকে একটি হামদ গাইতে দেখেছিলাম প্রথম। তারপর অবশ্য আবার যখন দেখেছি বয়স হয়েছে। তখন আর অত গাইতে দেখিনি। কিন্তু যারা গাইতে পারে তাদের নেতৃত্ব দিতে দেখলাম। আসলে স্বভাব যার নেতৃত্ব দেয়া

www.pathagar.com

তাকে সাধারণ কর্মীর কাজ করানো হয়ে ওঠেনা। তবে শেখ বেলাল উদ্দীন এমন এক নেতা ছিলেন যিনি শুধু হুকুম করে কাজ করানোতে অভ্যস্ত ছিলেন না। কাজ স্বহস্তে শুরু করতেন। তারপর কর্মীরা সেখানে হাত লাগাত। ফল হত চমৎকার। সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হত কাজ। নগরীর জিয়া হলে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গানের মান যখন তাঁর মনমত হচ্ছে না তখন নিজেই গেয়ে ফেললেন এক গান। এ রকমই ছিলেন তিনি। সবক্ষেত্রে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়াই ছিল তাঁর আদর্শ।

একদিন অনুযোগ করলেন। এমইউজে রুমে দু'জন বসা। একটি মিস্ড কল এল তাঁর মোবাইল ফোনে। তিনি রিং করে কথাও বললেন। তারপর আক্ষেপ করলেন। মিস্ডকল যিনি দিয়েছেন তার একটি সমস্যার জন্যে তদ্বির করতে হবে। বেলাল ভাই অনুযোগ করে বললেন তার উপকার করতে হবে একথা বলতেও মানুষ সরাসরি কল করে না। আমার জবাবী কল দিতে হয়। আমি বললাম রিং না করলেই তো হয়। জবাবে আবার নরম সুরে বললেন, মানুষ বিপদে পড়লে কি করব। চুপ করে থাকা কি যায়? তাঁর সাথে শত্রুতা করছে, দিনের পর দিন তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করছে, এমন ব্যক্তিদের দু'একজনের কথা আমি জানি, যারা বেলাল ভাই-এর সাহায্য চেয়েছেন বিপদে পড়ে এবং তিনি তাঁর সব কাজ ফেলে তার সাহায্যে এগিয়ে গেছেন। রাসূল (সাঃ) এর আদর্শের উত্তম অনুসরণ এর চাইতে আর কিভাবে হতে পারে।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি যে পত্রিকায় কাজ করতেন সেটার পলিসি সম্পর্কে তাঁর ছিল স্বচ্ছ ধারণা। এমনিতে তিনি সংস্কৃতি কেন্দ্র, তাঁর দ্বীনি সংগঠন এবং এমইউজে-র নানা কাজ নিয়ে অহোরাত্র ব্যস্ত থাকতেন। তারপর তাঁর পারিবারিক দায়িত্বও ছিল বিশাল। সব মিলিয়ে তিনি খবর লেখায় সময় দিতে পারতেন না তেমন। তবে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় হলে তিনি খুবই সিরিয়াসলি কাজ করতেন। দৈনিক সংগ্রামে যেসব সংবাদের গুরুত্ব দেয়া হত, সেসব ব্যাপারে তিনি নিজেই নাক গলাতেন। জামায়াতে ইসলামীর আমীর বা সেক্রেটারী জেনারেলের সভা-সমাবেশে তিনি নিজেই হাজির হতেন এবং নিউজ নিজে লিখে পাঠাতেন। মাওলানা সাঈদী সাহেবের মাহফিল যেহেতু রাতে হত তাই আগে পাঠানোর প্রয়োজনে তিনি তাঁর অবস্থান সম্পর্কে আগেই খোঁজ নিতেন। জেনে নিয়ে আগেই সেখানে চলে যেতেন এবং ওয়াজে সাঈদী সাহেব কি বলবেন তা নোট করে নিয়ে আসতেন। মাওলানা কি বলবেন তা আগে বলতে অস্বীকৃতি জানাতেন। কিন্তু তিনি থাকতেন নাছোড়বান্দা। জাতীয় অনেক ইস্যু সম্পর্কেও তিনি থাকতেন সজাগ। শাহাদাতের আগে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ২টি সংবাদ প্রতিবেদন পাঠান। তার একটি ছিল রাসমেলার সময় সুন্দরবনে হরিণ শিকার এবং খুলনার পাটকল গুলো বন্ধ হওয়া নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতি বিষয়ে। দৈনিক সংগ্রামের পলিসি সম্পর্কে তাঁর পরিস্কার ধারণা থাকায় কোন বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে লিখলে নিউজ উপযুক্ত ট্রিটমেন্ট পাবে, তিনি সঠিকভাবেই সে গুলো উপস্থাপন করতে ছিলেন পারঙ্গম।

খুলনা এলাকার সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, কর্মশালা করার জন্য তদ্বির করা ইত্যাদিও ছিল তার কাজ। সাংবাদিকদের পেশাগত ক্ষেত্রে সাহায্য করার সাথে সাথে

www.pathagar.com

কিছু আর্থিক সুবিধা পাইয়ে দেয়ার ফিকিরে তিনি থাকতেন। সাফল্যও তিনি পেতেন। এ কারণে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকেও তিনি সমীহ পেতেন। খুলনার সাংবাদিকতা জগৎ শেখ বেলাল উদ্দীনের এ সার্ভিস থেকে বঞ্চিত থাকবেন কত দিন আল্লাহই ভাল জানেন।

আমরা এমইউজে এবং সাংবাদিকতা বিষয়ক কাজ-কর্মে তাঁকে আরও বেশী সম্পৃক্ত দেখতে চাইতাম। কিন্তু পেতাম না। কারণ ছিল তাঁর চতুর্মুখী ব্যস্ততা। এমইউজে-র অনেক ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্ত দিয়ে বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিভিন্ন জনের ওপর ছেড়ে দিতেন। নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটা তাঁর বিশেষ পরিকল্পনা হয়ত ছিল। সাংবাদিকরা পেশার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম বেতনভোগী আগাগোড়াই। তাদের কিভাবে সাহায্য করা যায় তা নিয়ে তিনি বেশ পেরেশান থাকতেন। আমি খুলনায় সাংবাদিকতা শুরুর পর থেকে দেখেছি কোরবানীর ঈদে ডোনেশন যোগাড় করে গরু কিনে তাঁর গোশত এমইউজে সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা। দুইবার হাসান মোল্লা, আমি, আলাউদ্দীন ও আব্দুর রাজ্জাককে গরু কেনা থেকে বন্টন পর্যন্ত কাজ করান তিনি। কিন্তু এবারে তিনি গরু কেনার দিন আমাদের সাথে ছিলেন। এখন বুঝতে পারি তিনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন বলেই সম্ভবতঃ বেশী সময় দিয়েছিলেন। যখনই এ বিষয়টা মনে পড়ে মনটা বিদীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম হয়।

শেখ বেলাল উদ্দীন তাঁর জীবনের সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছে গেছেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু তার ওপর নির্ভর করে এমইউজে খুলনায় আমরা যারা পথ চলতে অভ্যস্ত ছিলাম তাদের সামনে যে বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা কিভাবে পূরণ হবে এ ভাবনার শেষ নেই।

লেখক ঃ দৈনিক নয়াদিগন্তের খুলনা ব্যুরো প্রধান।

www.pathagar.com

আমরা আর কতো বেলালকে হারাবো

মুহাম্মদ খায়রুল বাশার

গণতান্ত্রিক সমাজে সংবাদপত্রকে রাষ্ট্রের তিন মূল স্তম্ভের পর চতুর্থ বা ফোর্থ এস্টেট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমের এতো গুরুত্ব সত্ত্বেও এর মূল কারিগর সাংবাদিকরা এতো অসহায় কেন?

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, সাংবাদিকদের জাতির বিবেক হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও এই পেশাটি এখন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। গত ৫ ফেব্রুয়ারি রাতে খুলনা প্রেসক্লাবে এক শক্তিশালী বোমা হামলায় গুরুতর আহত খুলনা মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও দৈনিক সংগ্রামের খুলনা ব্যুরো প্রধান শেখ বেলাল উদ্দিন শুক্রবার সিএমএইচ-এ ইন্তেকাল করে। তাছাড়া এ ঘটনায় ৪জন সাংবাদিক আহত হন। ঘাতকের বোমা হামলায় সৎ, সাহসী ও দেশপ্রেমিক সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে সাংবাদিক মহলসহ দেশবাসী গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তার রূহের মাগফিরাত কামনা করি।

অপশক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সাংবাদিকরা সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হন। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পেশাগত সততা ও মর্যাদাকে তারা সমুন্নত রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। ইরাক যুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধের সময় আমরা দেখেছি মৃত্যুর কিনারায় দাঁড়িয়েও সাংবাদিকরা প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন। ঘটনার যথাযথ প্রকাশেই যেন সাংবাদিকদের শান্তি। সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে সাংবাদিকরা কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর রোষানলে পড়েন। তাই বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বেই সাংবাদিকতা পেশা এখন অধিক ঝুঁকিপূর্ণ পেশা।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বিশেষত খুলনার সাংবাদিকরা দীর্ঘদিন ধরে চরম নিরাপত্তা সংকটে ভুগছেন। সন্ত্রাসী চরমপন্থিদের বিরুদ্ধে সেখানকার সাংবাদিকরা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করার কারণে চরমপন্থিরা তাদের ওপর ক্ষুব্ধ। সন্ত্রাসীরা অনেকের বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা পর্যন্ত ঘোষণা করেছে। গত ১০ বছরে খুলনা মহানগরীসহ খুলনা বিভাগে ৪জন সম্পাদকসহ ১৩জন সাংবাদিক খুন হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরো অনেক। নিহত সম্পাদকদের মধ্যে আছেন খুলনার দৈনিক জন্মভূমির সম্পাদক হুমায়ুন কবীর বালু, ঝিনাইদহের ইলিয়াস হোসেন দিলীপ, যশোরের দৈনিক রানার সম্পাদক সাইফুল ইসলাম মুকুল ও সাতক্ষীরার পত্রদূত সম্পাদক স ম আলাউদ্দীন। নিহত অন্যান্য সাংবাদিক হচ্ছেন মানিক সাহা, হারুনুর রশিদ, শামছুর রহমান, নহর আলী, শুকুর আলী প্রমুখ। সর্বশেষ আহত হন শেখ বেলাল উদ্দীন, শেখ আবু হসান, জাহিদ হোসেন ও

www.pathagar.com

রফিউল ইসলাম টুটুল। ২০০৪ সালে নিহত হন দু'জন সাংবাদিক। এদের একজন মানিক সাহা। তাকে ১৫ জানুয়ারি প্রেসক্লাবের অদূরে বোমা হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয়। অন্যজন দৈনিক জন্মভূমির সম্পাদক হুমায়ুন কবীর বালু। তাকে হত্যা করা হয় ২৭ জুন। ২০০২ সালে নিহত হন দৈনিক পূর্বাঞ্চলের সিনিয়র রিপোর্টার হারুন অর রশীদ। ২০০১ সালে নিহত হন দৈনিক অনির্বাণের দুই সাংবাদিক নহর আলী ও শুকুর হোসাইন।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অন্তত ১০ জন সাংবাদিক নিহত হওয়া ছাড়াও শত শত সাংবাদিক নির্যাতিত হন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আঃলীগ শাসন আমলের ৫ বছর ছিল সাংবাদিক হত্যা ও নির্যাতনের কালো অধ্যায়। সে সময় বেশ ক'জন সাংবাদিককে হত্যা করা ছাড়াও প্রায় দু'শ সাংবাদিককে আহত করা হয়। তাদের অনেকেই এখন পঙ্গু। শুধুমাত্র দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়েছেন ৭ জন সাংবাদিক। এর মধ্যে ৯৬ সালের ১৯ জুন নিহত হয়েছেন দৈনিক পত্রদূত পত্রিকার সম্পাদক স ম আলাউদ্দিন। ১৯৯৮ সালের ১২ জুন অপহৃত হন চুয়াডাঙ্গার দিনবদলের কাগজ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার বজলুর রহমান। তার লাশ আর পাওয়া যায়নি। ১৯৯৬ সালের ১৬ জুলাই কালিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সেক্রেটারী রেজাউল করিম রেজা ও ৩০ আগস্ট ৯৮ যশোরের দৈনিক রানার সম্পাদক সাইফুল আলম মুকুল নিহত হন। এছাড়া ২০০০ সালের ১৫ জানুয়ারি ঝিনাইদহের সাংবাদিক মীর ইলিয়াসকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ২০০০ সালের ১৬ জুলাই রাতে যশোরে দৈনিক জনকণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি সাংবাদিক শামছুর রহমানকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ২০০১ সালের ১৮ এপ্রিল খুলনার দৈনিক অনির্বাণ পত্রিকার সংবাদদাতা নহর আলীকে সন্ত্রাসীরা বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে বেদম প্রহার করে। পরে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। আওয়ামী শাসনামলে নির্যাতিত, বহুলালোচিত এক সাংবাদিকের নাম টিপু সুলতান। 'সন্ত্রাসের জনপদ' বলে অভিহিত সন্ত্রাসী বাহিনীর বর্বরোচিত হামলায় আহত হন ইউএনবি'র ফেনী জেলা প্রতিনিধি টিপু সুলতান। টিপু ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে গেলেও পঙ্গু হয়ে যান। আমাদের প্রশ্ন হলো, জোট সরকারের আমলেও সাংবাদিক হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে কেন ?

২০০৪ সালের ২৭ জুন খুলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি হুমায়ুন কবীর বালু হত্যাকাণ্ডের পর খুলনা প্রেসক্লাবে পুলিশি পাহারা বসানো হয়েছিল। কিন্তু গত ৫ ফেব্রুয়ারি যখন সর্বশেষ হামলার ঘটনা ঘটে, তখন সেখানে কোনো পুলিশ মোতায়েন ছিল না। তাহলে কি পুলিশের সাথে সন্ত্রাসীদের যোগসাজশ? পত্র-পত্রিকায় খবর এসেছে, জীবন বাঁচানোর জন্য খুলনার সাংবাদিকরা পেশা ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের আমল থেকে এই পর্যন্ত সাংবাদিক নিহত ও আহত হওয়ার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার হলো না কেন? যদি তা হতো এবং ঘাতকরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পেত, তাহলে

www.pathagar.com

সাংবাদিক হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা নিঃসন্দেহে কমে যেত। যারা বাংলাদেশকে 'অকার্যকর রাষ্ট্র' প্রমাণ করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে, সেই দেশি-বিদেশি চক্রের জন্য নির্যাতনের ঘটনা বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক প্রচার পাবে এবং সাংবাদিকদের স্বাধীন মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নেই- এ কথাটি প্রচার করার সুযোগ থাকলে বিশ্ব দরবারে আমাদের দেশের ভাবমর্যাদা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হবে। তাই দেশ ও জাতির স্বার্থে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাই। খুলনা প্রেসক্লাবের বোমা হামলার ঘটনার দ্রুত তদন্ত এবং শেখ বেলাল হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এখন সময়ের দাবি।

লেখক ঃ সিনিয়র সাব এডিটর, (আন্তর্জাতিক ডেস্ক) দৈনিক নয়া দিগন্ত।

www.pathagar.com

শেখ বেলাল উদ্দিন ঃ আল্লাহর দান মঞ্জিল

– কাজী শামীমা মিতা

খুলনা সদরের রায়ের মহল বাজার সংলগ্ন। 'আল্লাহর দান মঞ্জিল' এক ব্যতিক্রমধর্মী নাম ফলক খচিত বাড়ী। শ্বেত শুভ্র এই দোতলা ভবনটির সামনে এলে কেন জানি থমকে দাঁড়াতে হয়। আসমান জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একথা যেমন চিরন্তন সত্য, তেমনি তাঁর হুকুম ছাড়া একটা গাছের পাতাও নড়েনা। তিনি জন্মদাতা, রিজিকদাতা, মৃত্যুদাতা সবই।

শেখ বেলাল উদ্দিন অর্থাৎ সবার প্রিয় বেলাল ভাই এই আল্লাহর দান মঞ্জিলে আর নেই-পৃথিবীতেই নেই। এ কথা ভাবতেই এ কথা লিখতেই কলম থমকে যায়। তবুও এ মুহূর্তে লিখতে হচ্ছে। কোন এক প্রখ্যাত লেখকের উক্তি ছিল মনের তীব্র ব্যথা কমাবার একমাত্র উপায় কিছু লেখা। এতে করে দুঃখগুলো চারদিকে ছড়িয়ে গিয়ে ব্যথার কিছুটা উপশম হয়। আসলেও তাই।

আমার পিতার জীবদ্দশায় বেলাল ভাই আমাদের পারিবারিক ভাই হয়ে গিয়েছিলেন। বেলাল ভাইদের সংগঠনকে আব্বা মনে প্রাণে ভালবাসতেন। বাড়ীর কাছেই পলিটেকনিক কলেজ। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সুবাদে অনেক নেতা কর্মী এখানে আসতেন। এসব সৎ নেতা নির্ভীক সেনাদের আব্বা প্রাণ উজাড় করে দোয়া করতেন। বেলাল ভাই আব্বাকে চাচা সম্বোধন করতেন। পরবর্তীতে আমার বেশ কিছু প্রিয় বান্ধবীদের একজনের সাথে বেলাল ভাইয়ের বিয়ে হয়ে যায় সাংগঠনিক ঘটকালীর মাধ্যমে। এই বিয়েতে অনেকেই মন্তব্য করে ছিল। 'দু'প্রান্তের দুটি নিষ্পাপ ফুলের মিলন হোল যেন আলহামদুলিল্লাহ'।

বেলাল ভাইয়ের সাথে বিয়ের সুবাদে বান্ধবী হলো ভাবী। সম্পর্কটা আরো গাঢ় হোল। আল্লাহর দান মঞ্জিলে যাতায়াতটা পাকাপোক্ত হোল। কড়া পর্দা প্রথা প্রচলিত এই পরিবারে কেউ না গেলে বিশ্বাসই করবেনা কতটা আত্মবিশ্বাসী না হলে ইসলামী আন্দোলনে শরীক হওয়া যায়। আমার পর্দা বেশ কিছুটা হালকা ছিল বলে বেলাল ভাই তানজিলা ভাবীকে বলতেন, মিতাকে একজন জব্বর হুজুরের সাথে বিয়ে দিতে হবে। ভার্সিটি থেকে বের হয়ে এক মাদ্রাসায় ঢুকলাম। পুরোপুরি মনপ্রাণ সপে দিতে চাইলাম ইসলামের খেদমতে। মনে হয় কিছুই পারিনি। দৈনিক সংগ্রামে লেখা-লেখি তারও আগে। পত্রিকায় কোন লেখা বের হলেই ও প্রান্ত থেকে মিসেস বেলালের শুভেচ্ছা পেতাম। আমার লেখালেখির ব্যাপারে বেলাল দম্পতির সুচিন্তিত মতামত পেতাম সব সময়। এ ব্যাপারে বেলাল ভাই আমাকে সরাসরি একদিন বলে ছিলেন, "মিতা যেন তথাকথিত তাসলিমার বিপক্ষে কিছু লেখে। এই ব্যাপারে বই পত্র দিয়ে আমি সাহায্য করবো"। এই গোপন ইচ্ছাটাকে আমিও আমার অন্তরে লালন করে চলেছি। জানিনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার সেই ইচ্ছাকে পূরণ করবেন কি-না।

www.pathagar.com

বেলাল ভাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুকে মেনে নেয়া কঠিন ব্যাপার। সাংবাদিকের জীবন ক্ষণস্থায়ী, সাংবাদিকের জীবনের নিরাপত্তা নেই। তাই আমার কলমও যেন দিনে দিনে আর চলছে না। প্রতি ভাষা দিবসে কম করে হলেও ১০/১১টি কবিতার জন্ম দেই। এবার যেন আমার লেখার ভাষা উধাও হয়েছে। এই ভাষার মাসেই বেলাল ভাইয়ের কলমের গতি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের প্রথম সৃষ্টি কলম, তিন আঙ্গুলের মাঝে অত্যন্ত সযতনে কলমটিকে ধরে বেলাল ভাই আর সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ লিখবেন না। খুলনা প্রেসক্লাবে বেলাল ভাইয়ের উপস্থিতি নেই। লাল টুকটুকে হোণ্ডায় চড়ে সংবাদ সংগ্রহে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে বেলাল ভাই আর ছুটবেন না। পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছে গাড়িটি। কাঁধের সুন্দর ব্যাগটি যেটি তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী গিফট করেছিল, পকেটে এই ০১৭১-২৯৮৪৬৫ নম্বরের মোবাইল ফোনটি আর বাঁজবে না। শক্তিধর পেট্রোল বোমার বিস্ফোরণের সাথে সাথে সব আত্মাহুতি দিল। এক নির্ভীক কলম সৈনিক গায়ে দাউ-দাউ আগুনের ফুলকি, মুখে কলেমা তৈয়েবা এর সুরেলা কণ্ঠ-প্রেসক্লাব চত্তরে বাঁচার জন্য ছুটাছুটি করছেন। অথচ কেউ তাঁকে বাঁচাতে কাছে আসতে পারছেন না। কি বিভৎস সে দৃশ্য! কি মর্মান্তিক!

এই ফেব্রুয়ারিতেই (২০০৩ সাল) বেলাল দম্পতির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। আমার অধ্যাপক স্বামী বেলাল ভাইয়ের অত্যন্ত স্নেহভাজন শিষ্য ছিলেন। আমার পিতৃহীন সংসারে আমার আম্মা মনে প্রাণে একজন সৎপাত্রের সন্ধান করছিলেন। মিসেস বেলালের প্রস্তাবে আম্মা রাজি হলেন। ছেলের ভূত-ভবিষ্যৎ, বাড়ী-ঘর কোন কিছুই খোঁজ নিলেন না আমার আত্মীয় স্বজন। আমার আম্মা শুধু বলেছিলেন বেল্লা (বেলাল ভাইকে আমার আম্মা বেল্লা বলতেন) ওর আব্বা জীবিত নেই শুধু মাত্র উপরে আল্লাহ্ আর নীচে তোমাদের প্রস্তাবে বিয়েটা হচ্ছে। কি আত্ম-বিশ্বাস ছিল আমার আম্মার বেলাল ভাইয়ের উপর।

২৭ শে ফেব্রুয়ারি ২০০৩ সালের রাত ১টায় আমার বিয়ে হয়। ঘুম থেকে মৌলভী সাহেবকে ডাকা হল। ঘুমে ঢুল ঢুল মৌলভী বিয়ের খুৎবা পড়াতে দ্বিধাগ্রস্থ হচ্ছিলেন দেখে বেলাল ভাই রেজিষ্ট্রি খাতাটি প্রায় টেনে নিয়েই সুন্দর করে আমার বিয়ে পড়ালেন। রাত দুটোয় তানজিলা বেলাল আমাদের বিয়ে সু-সম্পন্ন হওয়ায় শোকরানা নামাজ পড়লেন। যাদের অছিলায় আমাদের বিয়ে হোল প্রতি নামাজান্তে আমরা দু'জন তাদের জন্য দোয়া করতাম। বেলাল দম্পতির জন্য দোয়া করতেন হিন্দু-মুসলমান সবাই।

বেলাল ভাইয়ের স্মৃতি মানে সমগ্র খুলনা শহরের স্মৃতি ছাপিয়ে দেশের বাইরেও। বেলাল ভাই মানে মুসলিম-হিন্দু সকল ধর্মাবলম্বীদের কাছে এক আদর্শ মানুষ। তা না হলে অশিতিপর হিন্দু বৃদ্ধা যার ছেলে- মেয়ে সবাই বর্তমান তারপরেও দুলির মা কেন আল্লাহর দান মঞ্জিলের খেদমতে পড়ে থাকবেন? দুলির মায়ের আকুতি -কে আমাকে আর ডাকবে? কে আর বলবে আমাকে পানি গরম করে দাওতো।

www.pathagar.com

আল্লাহর দান মঞ্জিল লোকে-লোকারণ্য। দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম সমাজ, মেয়র-মন্ত্রীবর্গ, এ সব দেখে মনে হয়েছে আল্লাহর দান মঞ্জিল যেন ইসলামী আন্দোলনের দূর্গ। রায়ের মহল বাজার সংলগ্ন রাস্তাটি যেন রাজপথ হয়ে গিয়েছিল। বেলাল ভাইয়ের বৃদ্ধ পিতা-মাতা হজ্জ পালন শেষে দেশে এসে কি দৃশ্য দেখতে পেলেন? পুত্র হারাবার ব্যথায় যাদের বার বার মুর্ছা যাবার কথা তাঁরাই আবার অন্যদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন। মিসেস বেলাল, বেলালের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে শান্ত্বনা দেন অন্যদের। "আল্লাহর বান্দা আল্লাহ নিয়ে গেছেন" বেলাল ভাই শহীদ হয়েছেন। তাতেই ধন্য আল্লাহর দান মঞ্জিলের প্রতিটি সৈনিক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শহীদ বেলাল ভাইকে কবুল করে নিয়েছেন। এ দেশে ইসলামী আন্দোলনের অনেক মহাপুরুষদের মত বেলাল ভাইও শহীদ হলেন। হাদীসে আছে- জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও মর্যাদাপূর্ণ।

বেলাল ভাইয়ের কলমের কালি আর রক্ত মিলে-মিশে একাকার হয়ে মিশে আছে খানজাহান আলী (রাঃ) স্মৃতি বিজড়িত খুলনার প্রেসক্লাব চত্তরে। ধন্য আজ খুলনাবাসী, ধন্য আজ খুলনা, ধন্য আজ "আল্লাহর দান মঞ্জিল"।

হে রাব্বুল আলামিন এ ভয়াবহ শোক বইবার ক্ষমতা দান করো আল্লাহর দান মঞ্জিলের প্রতিটি সদস্যকে। খুলনার বুকে বেলাল ভাইয়ের যোগ্য উত্তরসূরীর আগমন ঘটুক।

লেখক ঃ রেডিও বাংলাদেশ, খুলনার কথক। নিয়মিত পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

একটি নক্ষত্রের পতন

–শহীদুল ইসলাম

গত ৮ই এপ্রিল হঠাৎ করেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কাজে গিয়েছিলাম খুলনাতে। অনেক দিনের অভ্যাস তাই স্বভাব সুলভভাবেই বয়রা কলেজের সামনে নামলাম বাস থেকে। ইতোপূর্বেই খুলনা গেলে এখানেই নামতাম। তারপর রিক্সা বা ভ্যান গাড়ীতে করে যেতাম রায়ের মহলস্থ বেলাল ভাই'র বাড়ীতে। বেলাল ভাই'র সাথেই আমার পেশাগত অথবা ব্যক্তিগত সব কাজ সারতাম। কারণ তিনি ছিলেন সব সমস্যারই সমাধান দাতা। কিন্তু ঐ মুহূর্তে খেয়াল ছিল না যে সেই প্রিয় মানুষটা আর নেই। ঘাতকের নিষ্ঠুর বোমা ইতোপূর্বেই ছিনিয়ে নিয়েছে তার জীবন। ভ্যান গাড়ীতে উঠব। ঠিক সেই সময়েই আমার গোটা শরীরে অন্যরকম অনুভূতি লক্ষ্য করলাম। আমার হাত-পা স্থবির হয়ে আসছে। জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে, গোটা শরীর যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। আর যেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। যে মানুষটার জন্য রায়ের মহলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বয়রা কলেজের সামনে নামলাম, সেই মানুষটি আর নেই। রাস্তায় আরো মানুষ ছিল। তারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই রায়ের মহল যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করে রয়েলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রিক্সায় চেপে বসলাম। তখন চোখের পানি সংবরণ করতে পারছিলাম না। সারাদিন ব্যক্তিগত কাজগুলো সারলাম। সন্ধ্যায় দেখা হলো বেলাল ভাই-এর ছোট ভাই দোহার সাথে। আমাকে দেখেই দোহা বললেন, আপনি খুলনায় আসছেন অথচ আমাদের বাড়ীতে গেলেন না। বেলাল ভাই নেই, আমরা তো আছি। এক সাথে আরো বেশ কিছু প্রশ্ন। সব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে ছিল না। তাই সংক্ষেপে জবাব দিলাম- আমার নিয়ত ছিল, চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে পারলাম না। আমি হেরে গেছি। সাংবাদিকতার মত কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং পেশায় বহু হত্যাকাণ্ড, বহু হৃদয় বিদারক ঘটনার তথ্য সংগ্রহের সময় কখনো বিচলিত হইনি। কিন্তু আজ আমি পরাজিত হলাম। আল্লাহর দান মঞ্জিলে যেতে পারলে আর কিছু না হোক, অন্তত শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনের সন্তান হারা পিতা, মাতা, ভাই, বিধবা স্ত্রী তাদেরকে অন্তত একটি সালাম দিতে পারতাম। কিন্তু না তাও পারলাম না।

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনের সাথে আমার পরিচয় ২/১ দিনের নয়। অন্ততঃ বিশ বছর ধরে পরিচয়। এক মেসে থেকেছি, এক বিছানায় ঘুমিয়েছি। এক গাড়ী, এক মোটর সাইকেল, এক রিক্সায় ঘুরেছি। ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের কঠিন দিন গুলোতে তিনি ছিলেন আমার দায়িত্বশীল। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একান্ত কাছের বন্ধু। তার গায়ের বর্ণ কালো হলেও সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা তাকে চাঁদের মতই উজ্জল করে রাখতো। সব মানুষকে কাছে টানা এবং আপন করে নেয়ার বিশেষ যোগ্যতা ছিল তার- যা সহজে চোখে পড়েনা। এই ক্ষণজন্মা মানুষটির গুণের কথা লিখে আমার মত নগন্য মানুষ হয়তো কোনদিনই শেষ করতে পারবেনা। অতীতের সব কথাই বুকের মধ্যে চেপে রেখে শুধু জীবনের শেষ দিন গুলোর কয়েকটি কথা লিখেই শেষ করবো।

www.pathagar.com

৫ই ফেব্রুয়ারি ২০০5 প্রতিদিনের মতই রাতে অফিসের কাজ শেষ করে বাসায় গিয়েছি। হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করেছি। তখন টেলিফোনে আমারই এক সহকর্মী জানালেন, খুলনা প্রেস ক্লাবে বোমা হামলা হয়েছে। মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন খুলনার সভাপতি ও দৈনিক সংগ্রামের খুলনা ব্যুরো প্রধান শেখ বেলাল উদ্দিনের দুই হাত, মুখ, বুক সহ শরীরের কিছু অংশ উড়ে গেছে। এই ঘটনায় আরো ৩জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। বিস্তারিত আর জানাতে পারলেন না আমার ঐ সহকর্মী। রাতের ঘুম কোথায় বিদায় নিলো জানি না। সারা রাতই টেলিফোন এবং মোবাইলে খবর রাখলাম। বেলাল ভাই'র শারীরিক অবস্থার প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় যখন খবর রাখতে লাগলাম, খুলনার আড়াই 'শ বেড হাসপাতালে তার অপারেশন চলছিল। সকালে তাকে হেলিকপ্টারে করে আনা হবে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে। সেই মোতাবেক নির্ধারিত সময়েই দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আবুল আসাদ-এর বার্তা সম্পাদক আব্দুল কাদের মিয়ার সাথে গেলাম সি.এম.এইচ-এ। হেলিপ্যাড থেকে একটি এ্যাম্বুলেন্সে করে আনা হলো সি.এম.এইচ-এ। বোমায় আহত বেলাল ভাই'র শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিল তখন যন্ত্রের সাহায্যে। গোটা শরীরের কোথায়ও যেন তাকানোর অবস্থা নেই। বোমার স্প্লীন্টার আর আগুনের ঝলসানিতে পুরো দেহই বিকৃত হয়ে গেছে।

সি.এম.এইচ-এ আনার পর তাকে তাৎক্ষণিকভাবেই নিয়ে যাওয়া হয় আই.সি.ইউ-১ এ। তখন বেলা ১১টা। সারাদিন কেটে গেল সি.এম.এইচ-এর বারান্দায়। এত কাছের মানুষ, আত্মার আত্মীয়কে এভাবে মৃত্যুর কাছে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারছিলাম না। তবুও পেশাগত দায়িত্বের কারণে সন্ধ্যায় অফিসে চলে আসি। তবে তাঁর খবর সারাক্ষণ রেখেছি। তার ট্রিটমেন্ট চলছিল ভাল ভাবেই। ডাক্তাররা আশাও দিয়েছিলেন। বেলাল ভাই যে ভাবেই হোক সুস্থ হয়ে আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন, সেই প্রত্যাশায় প্রহর গুণছি পরবর্তী দিন গুলোতে। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণের ৬টি দিন তার পাশাপাশি থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম, তার কাছে আমি অনেক ঋণী। কিন্তু কাছে থেকেও হয়তো সেই ঋণের কিঞ্চিত পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। হাসপাতালে থাকা ছাড়াও বাসা, অফিস বা অন্যত্র থাকা অবস্থায় সার্বক্ষণিক তার খবরা-খবর রাখতাম। বেলাল ভাই'র সর্বশেষ অবস্থার খবরা-খবর ভালই আসছিল। বেলাল ভাই'র স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছিল, এই খবরই দিচ্ছিলেন ডাক্তাররা। হঠাৎ ১০ই ফেব্রুয়ারি রাতে খবর নিলাম। তখন ডাক্তারদের হতাশাজনক সুর। এক পর্যায়ে তারা আর কথা বলবেন না বলেই জানিয়ে দিলেন। তখনই নিশ্চিত হয়ে গেলাম বেলাল ভাই আর ফিরছেন না। তার সময় শেষ হয়ে গেছে। মহান আল্লাহর দরবারে তিনি শহীদ হিসেবে কবুল হয়ে গেছেন। সারাটি রাত ছটফট করলাম। রাত আর পোহায় না। ভোর হলো। ১১ই ফেব্রুয়ারি সকালে ছুটে গেলাম সি.এম.এইচ-এ তখনও ডাক্তাররা কিছু বলছেন না।

১১ই ফেব্রুয়ারি বেলা ১১ টায় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হলো শেখ বেলাল উদ্দীন শাহাদাত বরণ করেছেন। হাসপাতালে তখন হাজারো মানুষের ভীড়। কেউ কেউ তার আত্মীয়। তবে অধিকাংশই ছিলেন বন্ধু শুভানুধ্যায়ী। শেখ বেলাল উদ্দিন যে কত

www.pathagar.com

মানুষের হৃদয়ের মানুষ ছিলেন, আত্মার আত্মীয় ছিলেন, তা আর কারো বুঝতে বাকী রইল না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছিল সবাই। তার লাশ ময়না তদন্তের জন্য আনা হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে । সেখানেও ছিল উপচে পড়া মানুষের ভীড়। বাদ আসর জানাযা হয় বায়তুল মোকাররমে। মানুষ আর মানুষ। পর দিন সকালে হেলিকপ্টারে করে লাশ যাবে খুলনায়। তার আগে রাতেই বাসে চড়ে গেলাম খুলনায়, দৈনিক সংগ্রামের বার্তা সম্পাদক আব্দুল কাদের মিয়া ছিলেন সাথে। দু'জনই পরদিন সকালে চলে গেলাম বেলাল ভাই রায়ের মহলের বাড়ী 'আল্লাহর দান মঞ্জিলে'। যথা সময়ে কফিন আসলো লোকে লোকারণ্য। ভাবতেও পারিনি শাখা সিদুঁর পরিহিত মহিলা, ধুতি পরা পুরুষেরা পর্যন্ত ঠুকরে কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল শেষ বারের মত শেখ বেলাল উদ্দিনকে দেখতে। তিনি যে শুধু সাংবাদিকই নন জনগণের নেতা ছিলেন, সর্বস্তরের মানুষের ছিলেন আপন জন তারই প্রমাণ মেলে- তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং কর্মরত সাংবাদিকদের হৃদয়ের আকুতিতে।

খুলনা সার্কিট হাউস ময়দানে শেখ বেলাল উদ্দীনের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় বাদ জোহর। আমীরে জামায়াত ও শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এতে ইমামতি করেন। উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ সহ অন্যান্য এমপি, মেয়র, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের মানুষ। সন্ধ্যার আগেই চির নিদ্রায় তাঁকে শায়িত করা হয় রায়ের মহলের পারিবারিক কবরস্থানে। অরো কয়েকদিন খুলনাতে অবস্থান করলাম। কয়েকটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট করাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু তাতে কি হবে। প্রকৃত খুনীরা এখনো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। বিচারের বান্দী কাঁদছে নিভৃতে।

পরবর্তী দিনগুলোতে স্বাভাবিক হতে পারি নি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেছে। আমার সহ-ধর্মীনী আমাকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি এমন হয়ে যাচ্ছো কেন? একদিন সকলকেই চলে যেতে হবে। তুমি স্বাভাবিক হও। দেরীতে হলেও স্বাভাবিক হয়েছি। তবে আজ দেশের প্রতিটি সাংবাদিকই তাদের জীবনের ঝুঁকিতে রয়েছেন প্রতিদিন। যে সাংবাদিক প্রতিদিন যার তার খবরের পেছনের খবর সংগ্রহ করতে ব্যস্ত সেই সাংবাদিক সমাজ আজ নিজেরাই খবর হয়ে আছে। কেন সাংবাদিকরা সন্ত্রাসীদের টার্গেট? কেন সন্ত্রাসীরা ধরা পড়ছেনা? আমরা নির্ভয়ে লিখতে চাই। লেখার মধ্যেই সাংবাদিকের জীবন। লেখা যদি কারো শেষ হয়ে যায়, সে সাংবাদিক জীবিত থেকেও মৃত। শেখ বেলাল উদ্দীন চলে গেছেন। স্মৃতিতে অনেক কথা, অনেক ব্যাথা। শেষে শুধু একটি কথাই বলতে চাই, এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটি নক্ষত্রের পতন ঘটেছে- যা পূরণ হওয়ার নয়।

লেখক ঃ সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক সংগ্রাম।

www.pathagar.com

চলে গেছে জনারণ্য ছেড়ে বেলাল ভাই
নিয়ত হৃদয় বুঝি কাঁদে তাই

এম, হেফজুর রহমান

একদিন একটি শিশু জন্ম নিয়েছিল এই পৃথিবীর সবুজ প্রান্তরের এক কোণে। জন্মেই সে কেঁদেছিল আর হেসেছিল অন্যেরা। সেই শিশু এক দিন বড় হল, ছাত্রনেতা হল, এরপর প্রবেশ করলো রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং একই সঙ্গে সাংবাদিকতার অঙ্গনেও। দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার খুলনা ব্যুরো চীফ হিসাবে সাংবাদিকতার অঙ্গনে ছিল তার পদচারণা।

সদা হাস্যোজ্জ্বল যুবকটি যেখানেই তার হাতের ছোঁয়া দিয়েছে, সেখানেই সে পরিবেশটি হয়ে উঠেছে সুন্দর এবং সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের মত সজীব। এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝে নিয়েছেন আমি কার কথা বলতে চেয়েছি। হ্যাঁ, সেই যুবকটি রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক আমাদের সবার পরিচিত শেখ বেলাল উদ্দিন। সবার কাছে তিনি ছিলেন বেলাল ভাই।

বেলাল ভাইকে নিয়ে আমার কলম ধরতে হবে এ আমি কোন দিন ভাবিনি। কিন্তু যা ভাবিনি তাই আজ সত্য হলো। বেদনা-বিধুর হৃদয় নিয়ে লিখতে হচ্ছে বেলাল ভাইকে নিয়ে।

বেলাল ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় সেই আশির দশক থেকে। নানা ধরণের ছাপার কাজ নিয়ে আসত আমাদের প্রেসে। কাজের চাপে রাত হয়ে গেছে তবু আমাদের সঙ্গে হাঁসি মুখে সময় দিয়ে চলেছেন। কোন ক্লান্তির ছাপ নেই মুখে। সেই পরিচয়, সেই ঘনিষ্ঠতার কমতি হয়নি পরবর্তী সময়েও। পেশায় দু'জনই ছিলাম সাংবাদিক। সে কারণেই আন্তরিকতাটা বরং বেড়েই ছিল। কতটা বেড়েছিল তা পরিমাপ করার কোন যন্ত্র আমার কাছে নেই। তা স্থির হয়ে আছে একমাত্র আমার হৃদয়ে। থাকবে আমৃত্যুকাল। কারণ দু'জনের হৃদয়-সেতার থেকে যে রাগ-রাগিনীর সুর বেরিয়ে আসতো তা যে ছিল একই চিন্তার, একই চেতনার। আমাদের মধ্যে ভালবাসার বন্ধনটাও ছিল অচ্ছেদ্য। আর এ ভালবাসা শুধু আমার সঙ্গেই নয়, ছিল অন্যদের সঙ্গেও। কারণ বেলাল ভাই জানতেন, মানুষকে ভালবেসে পথ চললে জীবনে সফলতা আসবেই। সেই যে ওমর খৈয়াম বলেছেন-

''অনিত্য এই ধরায় জেনো
কিছুই বড় টিকতে নারে
ভালবাসাই হেথায় শুধু
অমর হয়ে থাকতে পারে''।

www.pathagar.com

বেলাল ভাই আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন আল্লাহর কাছে। এক দিন আমাদেরকেও যেতে হবে। কারণ মৃত্যুকে রোধ করবার ক্ষমতা আল্লাহ কাউকেই দেননি। মৃত্যুই তাই অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তার পরেও কিছু প্রশ্ন মনের ভিতর ভীড় করে। মৃত্যু হবে এটা নিশ্চিত, কিন্তু অস্বাভাবিক মৃত্যু হবে কেন? কেন হবে না স্বাভাবিক মৃত্যু? আমরা সবাই স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা চাই। কিন্তু তবুও অস্বাভাবিক এই মৃত্যু কেন? গত ৫ ই ফেব্রুয়ারি রাত সোয়া ৯ টায় খুলনা প্রেসক্লাবের মূল ভবন থেকে বেরিয়ে এসে যখন বেলাল ভাই তার মটর সাইকেলের কাছে আসেন এর পরপরই ঘটে যায় এক মর্মান্তিক ঘটনা। বিস্ফোরিত হয় বোমা। বোমার স্প্লীন্টার আঘাত হানে অকুতভয় সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দিনকে। একই সঙ্গে তার মটর সাইকেলেও আগুন ধরে যায়। মারাত্মকভাবে আহত হন সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দিন, আমাদের সবার প্রিয় বেলাল ভাই। এর পরের ঘটনা সবার জানা। আমি এখানে আর তা উল্লেখ করতে চাই না। তাতে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পেতে পারে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে ১১ই ফেব্রুয়ারি সকাল ১১ টায় তিনি পাড়ি জমালেন পরপারে। আমরা আমাদের একজন সুহৃদয়কে হারালাম চিরতরে।

এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর কবলে শুধু শেখ বেলাল উদ্দিনই নয়, আরও অনেকেই প্রাণ হারিয়েছেন। প্রাণ হারিয়েছেন খুলনার সাংবাদিক হুমায়ুন কবির বালু, মানিক চন্দ্র সাহা, যশোরের শামসুর রহমান ক্যাবল। এরকম আরও অনেকের নাম আছে যা এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারছি না।

কেন এই বিদ্বেষ? কেন এই হিংসা? হিংসা আর বিদ্বেষ দিয়ে তো সমাজ তথা পৃথিবীর কল্যাণ করা যায় না। মাহাত্মা গান্ধী তাই হয়তো বলেছিলেন, "এমন কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও আমি হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করার ঘোর বিরোধী"। আর ইমাম জাফেয়ী (রাঃ) বলেছিলেন, "দুনিয়ায় কেউ মৃত ব্যক্তির উপর হিংসা করে না, কাজেই জীবিত ব্যক্তির প্রতি হিংসা করা কর্তব্য নয়। কেননা জীবিতও এক দিন মৃত হবে"। তাই প্রশ্ন রাখতে ইচ্ছা হয়, কেন এই বিদ্বেষ? কেন এই প্রিয় মুখ হারিয়ে ফেলছি?

শেখ বেলাল উদ্দিন ছিলেন একজন অকুতভয় সাংবাদিক, ছিলেন একজন ভাল বক্তা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমি তাঁকে দেখেছি খুব কাছ থেকে। তাঁর স্মৃতি আজ তাই বড় বেশী কাঁদাচ্ছে আমাদেরকে। গত ১৮ ই মার্চ খুলনা সাহিত্য মজলিসে কবি আসাদ বিন হাফিজ তাই বুঝি কবিতাটা পড়েছিলেন, যা লেখা ছিল শেখ বেলাল উদ্দিনকে স্মরণ করে। কবিতা পড়েছিলেন- এম, এ, রাজ্জাক মোদিনাবাদী। নিঃসন্দেহে এ কবিতা দু'টিতে ফুঁটে উঠেছিল শেখ বেলাল উদ্দিনের উপর অফুরন্ত ভালবাসার রেশ। যা এখনও তাদের হৃদয়ে গেঁথে আছে, হয়তো গেঁথে থাকবে আমৃত্যু।

শেখ বেলাল উদ্দিন ভালবাসার মানুষই ছিলেন। মানুষের হৃদয়কে জয় করার শক্তিশালী একটি উপায় হ'ল সব সময় হাসি দিয়ে মানুষকে বরণ করা। আর এ গুণটি বেলাল ভাইয়ের ছিল অত্যন্ত প্রকটভাবে। যারা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন, মিশেছেন তারা নিশ্চয়ই আমার এ কথাটির সঙ্গে একমত হবেন। আমার তো মনে হয় তার অন্য সবগুণকে ছাড়িয়ে এই একটা মাত্র গুণের জন্য সে সব মানুষের হৃদয়কে এমন ভাবে ছুয়েছেন যে, আজ যখন সে নেই, তখন তাঁকেই মনে পড়ছে সব চেয়ে বেশী।

www.pathagar.com

গত ২১ শে ফেব্রুয়ারি খুলনা প্রেসক্লাবস্থ মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি সবার মনটা যেন বিষাদে ভরা। কারণ বেলাল ভাই নেই। আর আসবেও না কোন দিন। আমি যখন বক্তব্য রাখছিলাম তখন প্রসঙ্গক্রমে বেলাল ভাইয়ের কথা বলতে যেয়ে অনুভব করলাম এক রাশি বোবা কান্না যেন আমার কণ্ঠকে চেপে ধরছে। এটাইতো স্বাভাবিক। প্রিয় মানুষ, ভালবাসার মানুষ হারিয়ে গেলে এটাইতো হয়। এরকম টুকরো টুকরো অনেক ঘটনাই আজ আমার স্মৃতিতে ভর করছে। হৃদয়টা বেদনায় তাই বুঝি মুছড়ে উঠছে।

বেলাল ভাই কি মৃত্যুর প্রাক্কালে হেসেছিল? নিশ্চয়ই হেসেছিল। কারণ বেলাল ভাইয়ের মৃত্যু তো ছিল শহীদি মৃত্যু। সারা জীবন যে হেসেছে, অন্যকে হাসিয়েছে, মৃত্যুর সময় সে কেন কাঁদবে? নিশ্চয়ই সে হেসেছে, আমরা হয়তো তা জানতে পারিনি। একটা ইংরেজী প্রবাদ মনে পড়ে গেল- তা হ'ল ঃ "যে শেষ পর্যন্ত হেসে যেতে পারে। সেই সব চেয়ে উৎকৃষ্টভাবে হেসে যেতে পারে"। বেলাল ভাই নিশ্চয়ই সেই হাসি হেসেছেন এবং সেটাই ছিল তার জন্য স্বাভাবিক।

পৃথিবী ছেড়ে যারা চলে যায় তারা ফিরে আসে না। এটাই নির্মম সত্য। সেই প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ) থেকে আজ পর্যন্ত যারা চলে গেছেন তারা আর ফিরবে না। আমরা যারা যাওয়ার অপেক্ষায় আছি, চলে যাওয়ার পর আর ফিরব না। এ নিয়ম আল্লাহর সৃষ্টি। একে মেনে নিতেই হবে, কষ্ট যতই হোক। বেলাল ভাইয়ের মত শহীদি মৃত্যুই তো সব মুসলমানের কাম্য। আর তাই তো কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন- "ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি"।

শেখ বেলাল উদ্দিন চলে গেছেন, রেখে গেছেন তাঁর কীর্তি। সে কীর্তির জন্যই তিনি বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। আর তাই রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন,

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ/তাই তব জীবনের রথ/পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার/বারংবার/চিহ্নতব পড়ে আছে তুমি হেথা নাই"।

তিনি আরও বলেছেন "শক্তি যার নাই নিজে বড়ো হইবার/বড়োকে করিতে ছোট তাই সে কি পারে"।

মহান আল্লাহর কাছে বেলাল ভাইয়ের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে আমি আর একবার বলতে চাই-

"চলে গেছে জনারণ্য ছেড়ে বেলাল ভাই
নিয়ত হৃদয় বুঝি কাঁদে তাই"।

লেখক ঃ সাংবাদিক- সাহিত্যিক- কলামিস্ট ও সভাপতি, মাওঃ আহমদ আলী স্মৃতি সংসদ, খুলনা।

www.pathagar.com

কাঁদিয়ে চলে গেলেন অভিভাবক বেলাল ভাই

–এইচ এম আলাউদ্দিন

কর্মস্থল দৈনিক পূর্বাঞ্চলে বসেই টেলিফোনের একটি কথা যেন আমাকে আঁতকে দিয়েছিল সেদিন। ৫ ফেব্রুয়ারি'০৫ রাত তখন সাড়ে নয়টা। প্রেসক্লাব কর্মচারী আবুলের কান্না জড়িত কণ্ঠ : 'প্রেসক্লাবে বোমা হামলা, বেলাল স্যারের গায়ে লেগেছে'। আর কোন কথা নয়, টেলিফোন রেখে দিল। আমি আর কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অনেকটা জোর গলায় ম্যাসেসটি সকলের কানে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করলাম। নিউজ রুমে তখন ছিলেন পূর্বাঞ্চল সম্পাদক জনাব আলহাজ্ব লিয়াকত আলী। তিনি আমাকে কাছে ডেকে বিষয়টি রিপিট করালেন, শুনলেন কি হয়েছে। এরই মধ্যে অন্যান্য সহকর্মীরা যে যার মত খোঁজ লাগালেন, ঘটনা সত্যই জানতে পারলেন। শোনা গেল বেলাল ভাইকে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে। ফোন করলাম সেখানে। সেখানে অন্য একটি নিউজের ব্যাপারে কয়েক মিনিট আগেই কথা হচ্ছিল নগর জামায়াত এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী জনাব এ্যাডঃ শেখ আঃ ওয়াদুদ ভাই'র সাথে। তাই তাকেই চাইলাম। তিনি বললেন, 'এ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হচ্ছে, এখানে নিয়ে আসার জন্য'। দল বেধে রওয়ানা দিলাম প্রেসক্লাবের দিকে। গিয়ে শুনলাম, বেলাল ভাইকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। ছুটে গেলাম পার্শ্ববর্তী মিশু ক্লিনিকে। দেখলাম বেডে বসে কাতরাচ্ছেন আহত দুই সাংবাদিক রাফিউল ইসলাম টুটুল ও জাহিদুল ইসলাম রিপন। জানতে পারলাম, প্রেসক্লাব সভাপতি জনাব শেখ আবু হাসান ভাইকে প্রেসক্লাবের সামনের একটি বাড়ীতে নিয়ে রাখা হয়েছে। এর পর সংগ্রামের রিপোর্টার আব্দুর রাজ্জাক রানাকে নিয়ে রওয়ানা হলাম খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দিকে।

সে দিনের কয়েক ঘন্টার ঘটনা আমাকে যেন অনেক কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মনের গভীরে জেগে ওঠে বেলাল ভাই'র অনেক স্মৃতি। ঐ নির্মম ঘটনার দু'দিন আগের কথা। সে দিন সন্ধ্যায় আমি গিয়েছিলাম রায়ের মহলের বেলাল ভাই'র বাড়ীতে। একটি নিউজ করার জন্য তিনি আমাকে ডেকেছিলেন। আসরের পর নিউজ করতে বসেছি দু'জনে। মাঝখানে মাগরিবের নামাজ পড়ে আবারও লিখতে বসলেন তিনি। মাঝে-মধ্যে ২/১ টি বাক্যের ব্যাপারে আমার সাথে পরামর্শ করছেন। তাঁর মত একজব সিনিয়র সাংবাদিক আমার কাছে জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু তারপরেও তিনি উভয়ের সম্পৃক্ততার জন্য হয়তবা মাঝে-মধ্যে আমার পরামর্শ নিচ্ছেন। নিউজটি লেখা শেষ হবার আগেই আমি বললাম, এ নিউজ আজকে দেয়ার দরকার নেই। কারণ দেরী হয়ে গেছে, বরং কাল সকালে সকালে পাঠালেই মনে হয় ভাল হবে। তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করলেন। সাথে সাথে বললেন, তাহলে তোমাকে এ নিউজটি কম্পিউটার কম্পোজ করে দিতে হবে। আমি রাজী হলাম। বাসায় নিয়ে নিউজটি কম্পোজ করে পরদিন (৪

www.pathagar.com

ফেব্রুয়ারি'০৫) সকালে তাঁর কাছে বাসায় ফ্যাক্স করলাম। বললাম একটু দেখে দেয়ার জন্য। না গিয়ে ফ্যাক্স করার কথা জানার সাথে সাথেই বেলাল ভাই টেলিফোনে হেসে দিয়ে বলেছিলেন, 'ছেলের বুদ্ধি হ্যাজ'। আমি বললাম, না মানে যেতে যে সময় নষ্ট হবে তাছাড়া রিক্সা ভাড়াও বেচে গেল, কথাটি বলে আমিও হেসে দিলাম। ঠিক আছে পাঠাও- বেলাল ভাই'র সম্মতি। নিউজটি পেয়ে তিনি দেখার পর টেলিফোনেই কারেকশন করলেন। আমি সেটি ঠিক করে তাঁর কাছে পরে পৌঁছে দিলাম। নিউজটি সংগ্রামে ছাড়া হল ৫ ফেব্রুয়ারী'০৫ অর্থাৎ যেদিন তিনি বোমায় আহত হন। আমার জানা মতে, সেটিই ছিল বেলাল ভাই'র লেখা সর্বশেষ নিউজ। এভাবে আর কোনদিন নিউজ লেখা হবে না বেলাল ভাই'র আমাকে আর ডাকবেন না, পরামর্শ করবেন না, একথা ভাবতেও যেন কষ্ট হচ্ছে।

বেলাল ভাই'র সে দিনের (৩ ফেব্রুয়ারী'০৫) কয়েকটি কথা আমার খুব বেশী মনে পড়ছে। আমরা যখন দোতলায় বেলাল ভাইর কক্ষে বসে নিউজ করছিলাম তখন তানজিলা ভাবী বার বার পাশের কক্ষ থেকে ডেকেছিলেন, জানতে চেয়েছিলেন কত দেরী। এক সময় ভাবী বললেন, তোমাদের কি শেষ হয়েছে? বেলাল ভাই উত্তর দিলেন, এখনও শুরুই করতে পারলাম না, তারপর তো শেষ। অবশ্য ততক্ষণে কিন্তু নিউজের প্রায় অর্ধেকেরও বেশী লেখা হয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র ভাবীর সাথে একটু যোক করার জন্যই হয়তবা তিনি এ কথা বললেন। ভাবীর সাথে এ উত্তর দিয়েই আমাকে আস্তে আস্তে বলেছিলেন বাপের বাড়ী যেতে হবেতো, তাই বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এভাবে ভাবীর সাথে আর বেলাল ভাই কখনও যোক করবেন না, আমাকেও আর বলবেন না যে, তোমার ভাবী মেহমানদারীতে খুব ওস্তাদ। প্রেসক্লাব থেকে বের হবার সময় ভাবীকে আর ফোন করে বলবেন না যে, আমি আসছি- এ কথা ভাবতে গেলে চোখের পানি ধরে রাখা যায় না।

বেলাল ভাই'র সে দিনকার আর একটি কথা হচ্ছিল তাঁদের বাড়ী নিয়ে। অর্থাৎ মাগরিবের নামাজে যাবার সময় ছাদের চারিদিক দেখিয়ে বললেন, আমাদের বাড়ীটা খুব সুন্দর না? ছাদে বসেই ছফেদা ফল, নারকেল, বেল, কুল সব কিছুই পাওয়া যাচ্ছে। নারকেলের জন্য গাছে ওঠার দরকার নেই। সবই যেন হাতের কাছে।

খুলনায় বেলাল ভাইকে আমি একজন অভিভাবক হিসেবেই পেয়েছিলাম। জীবনে চলার পথে অনেক সময় অনেক কঠিন কথা বলার পরও বেলাল ভাই'র মধ্যে কখনও রাগ দেখিনি। বিশেষ করে মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ থাকা অবস্থায় (যখন বেলাল ভাই প্রথম বার সভাপতি ছিলেন) অনেক কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে তাঁকে। ইউনিয়নের কাজ করতে গিয়ে মনে হয় নির্বাহী কমিটির মধ্যে সবচেয়ে আমিই তাঁকে বেশী বিরক্ত করেছি দুই বছরে। যখনই রাগান্বিত হয়ে কোন কথা বলেছি, তখনই দেখতাম তিনি যেন আমার অত্যন্ত কাছের হয়ে যেতেন। কোন অভিমান ছিলনা তাঁর মধ্যে। যত প্রকার উদারতা দরকার তা বেলাল ভাই'র মধ্যে বিদ্যমান ছিল। দেখা যেত আমি কখনও কোন কঠিন কথা বললে বেলাল ভাই আমাকে কোন এক নির্জনে

www.pathagar.com

নিয়ে যেতেন, বিশেষ করে খুলনা প্রেসক্লাব অডিটরিয়ামে, বুঝাতেন, বলতেন মাথা গরম করে কোন কাজ করা যায় না, মাথা ঠাণ্ডা কর, অন্য সবার মত যদি তোমার মাথা গরম হয়, তাহলেতো কোন সমস্যার সমাধান হবে না।

এর আগে যখন বেলাল ভাই মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন খুলনার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তখন ইউনিয়নের একটি সাধারণ সভায় আমি নির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলেছিলাম। আমার মনে আছে, বেলাল ভাই সে দিন কথাগুলো শুনে মনে মনে হাসছিলেন। পরে তিনি অনেকটা হাসিমুখেই সে জবাব দিয়েছিলেন। সভা শেষে কোন এক সিনিয়র সদস্য (নাম মনে পড়ছে না) আমাকে বেলাল ভাই'র সামনেই বলেছিলেন, তুমি কেন এভাবে কথা বললে? আমার জবাব দেয়ার আগে বেলাল ভাই নিজেই বলেছিলেন, ঠিক আছে বিরোধীতা না করলে সঠিক কথাটি জানা যায় না। ওদের মনে যদি কোন জিজ্ঞাসা থাকে তা না বললে জানবে কি করে? অর্থাৎ নিজের সমালোচনাকেও বেলাল ভাই অনেকটা সহজভাবে মেনে নিতেন। এভাবে বেলাল ভাই'র উপদেশমূলক কথা শুনে আমার অনেক সময় কান্না আসত। কিন্তু নিজেকে খুব সহজেই সামলে নিয়ে ভাবতাম এ কেমন উদারতা? বেলাল ভাই ইচ্ছা করলে কঠোর হয়ে আমাকে আরও দূরে ঠেলে দিতে পারতেন। কিন্তু না, কখনও সে রকমটি দেখিনি। দেখতাম তিনি আরও কাছে এসে আমার প্রকৃত অভিভাবকের দায়িত্ব পলন করছেন।

এ ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পরেই ১২ ফেব্রুয়ারী আমি যখন ঐ একই বাড়ীতে গিয়ে সিড়ির নিচের টয়লেটে প্রবেশ করেছিলাম তখন একটি দৃশ্য দেখে আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি, পারিনি নিজেকে সামলে নিতে। টয়লেটের জানালা থেকে দেখা গেল বেলাল ভাইকে চিরদিনের জন্য রায়ের মহলের মাটিতে শায়িত করার জন্য বাঁশ কাটা হচ্ছে। তখন বেলাল ভাই'র আগের সেই কথাগুলো শুধুই মনে পড়েছিল। বাইরে এসেই দেখা গেল কফিন পৌছে গেছে। নিজেকে সামলানোর শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলাম সেদিন। আজ তাই বলতে হয়, আমি আমার খুলনার জীবনের প্রধান অভিভাবককে হারালাম। জানিনা আর কোন বেলালের জন্ম হবে কি না। আমি ফিরে পাব কি না একজন অভিভাবক।

লেখক ঃ স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক পূর্বাঞ্চল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শহীদ বেলাল স্মরণে

মতিউর রহমান মল্লিক

এক.

তোমরা যারা বন্ধু ছিলে
শহীদ শেখ বেলালের,
জাগো, উঠে দাড়াও, সাক্ষী
দাও, বেলালের কালের।

বলো, বেলাল মুমিন ছিলো,
ছিলো সে মুহসিন;
কায়েম করতে চাইতো সে যে
ধরায় খোদার দ্বীন।
সে ছিলো জ্বলন্ত আগুন–
শত্রু পঙ্গপালের।

এবং বলো– তোমরা যারা
শুনেছো তার গান;
আল কোরানের আনতে বিজয়
বিলিয়ে দেবো প্রাণ।
বদলা নেবো তার রুধিরের
যা হয় হোক কপালের।

আরো বলো–স্বপ্ন যে-সব
দেখতো বেলাল ভাই,
বাস্তবায়ন করবো সে সব
সন্দেহ নাই, নাই।
ছড়িয়ে দেবো চতুর্দিকে
আলো নও হেলালের।

দুই.

যে পারো সে শান্তনা দাও,
যে পারো সে একটু বুঝাও,
বেলাল ভাইয়ের আব্বা-আম্মাকে–
তাঁরা যেন বুক ভাসিয়ে
আর না কাঁদে।

তাঁরা যেন অধিক শোকে
না হয় পাথর কভু,
তাঁদের ছেলে শহীদ বলে
কবুল করো প্রভু,
ধৈর্য ধরার তাওফিক দাও,
ইস্তিকামাত সাথে।

শহীদ ছেলের গর্বিত মা
পিতার সম্মানও
হে দয়াময় অসীম অপার
তাঁদের কর দানও।
পুত্র শোকের দাও বিনিময়
দুনিয়া-আখেরাতে।

পুত্রবধু, ছেলে-মেয়ে,
আত্মীয়দের তবু,
সংগ্রামীদের অগ্রপথিক
দাও বানিয়ে প্রভু;
দাও সাড়া দাও হে রহমান
তাঁদের ব্যথার ডাকে।

www.pathagar.com

তিন.

জীবন দিলেন শহীদ হলেন
মোদের বেলাল ভাই,
শপথ নিলাম সকল কিছু
বিলিয়ে দিয়ে তাই–
দ্বীন কায়েমের করবো যে লড়াই।

শহীদ বেলাল প্রথম শহীদ
সংস্কৃতির অঙ্গনে,
যেমন শহীদ শহীদ মালেক
শিক্ষা আন্দোলনের,
এ-কথাটা ভুলেও কভু
যাবেনা ভোলাই।

বেলাল ভাইয়ের লক্ষ্য ছিলো
আল কোরানের সমাজ প্রতিষ্ঠার
এই কাজে তার যুক্ত ছিলো
অবিরাম ও ক্লান্তিহীন নিষ্ঠার
এই আলোময় পথের পথিক
হতে চাই সবাই।

এক বেলালের রক্ত থেকে
জন্ম নেবে লক্ষ বেলাল ভাই
দেশ-জনতা আওয়াজ তোলে
অভিশপ্ত খুনীর রক্ষা নাই।
খোদার দ্বীনের শত্রুদের আয়
সব শিকড় উপড়াই।

চার.

শহীদ বেলাল ভাই ছিলো মোর
বন্ধু প্রিয়তম,
একই পথের পথিক ছিলাম
এক বিহঙ্গ সম।

আজ সে কোথায় হারিয়ে গেছে
কোন আকাশের পারে,
হেথায়-হোথায় যতই খুঁজি
আর পাবোনা তারে;
আর পাবো কি সংগী হায় রে
তার মতো উত্তম।

এক আদর্শের ছিলাম সৈনিক
শিল্পী একই মতের,
হারিয়ে তারে তৈরী হলো
অথৈ রক্ত ক্ষতের!

তার বিরহের বোঝা বইতে
আর পারিনা যে হায়,
এই বুঝি মোর ব্যথার ভারে
বক্ষ ফেটে যায়।
কুল আলমের কোথাও কি এর
নাইরে উপশম!

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র, ঢাকা

www.pathagar.com

মুকাম্মাল মুমেনীন

অধ্যাপক শামছুল আরেফিন

তুমি পৌঁছেছো মনজিলে মকছুদে,
আমরা পাথর চোখে দাঁড়িয়ে।
তোমার কামনা পূর্ণতা পেয়েছে
আমরা অপেক্ষার হাত বাড়িয়ে।
কত শত দিন তোমাকে দেখেছি
কত সংকটে বেদনাবিহীন।
ঠোটের কিনারে, উৎলানো চোখে
হাসির ঝলক ছিলো বিমলীন।

ঈমানের দাবী যদি কুরবানী হয়
পুরায়েছো সে দাবী সুনিশ্চয়।
অনেকেই সে দাবী মিটাতে পারেনি
তুমি ছিলে নির্ভয়।
তুমি এত সহজে কুরবানী দেবে-
বুঝিনিতো কোন দিন।
তুমি তো বেলাল, রাসূলের সেনা,
মুকাম্মাল মুমেনিন।

কবি ঃ সাবেক সভাপতি, বৃহত্তর খুলনা জেলা, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

www.pathagar.com

শহীদ বেলাল

মোঃ নাজমুল আহ্সান

শেখ বেলাল এক রক্তাক্ত শহীদের নাম
জান্নাতী সবুজ পাখির উদরে যার আত্মা,
অথবা জান্নাতের দরজায় প্রবাহিত নহরের
কিনারায় সবুজ গম্বুজে অথবা আরশের
ঝুলন্ত প্রদীপাধারে। জান্নাতময় তাঁর বিচরণ।
আঁধারের মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করেনি,
ঘটেছে তাঁর জাগতিক মহাপ্রয়াণ
জান্নাতী জীবনে পেয়েছে সে অফুরন্ত প্রাণ।
কলুষিত ধূলির এ ধরণীর বারুদের
জলন্ত চুল্লীতে দগ্ধীভূত দেহে
জড়িয়ে জান্নাতী পোশাক, রক্তলাল
বিদায়! বিদায় শহীদ শেখ বেলাল।

কবি ঃ অধ্যাপক, হাজী মহাসিন কলেজ, খালিশপুর, খালনা।

www.pathagar.com

ইসলামের সৈনিক বেলাল

মুঃ আবুল হোছাইন রাজন

নেই আর নেই
জননেতা বেলাল আর নেই
বেলাল ছিলেন ইসলামের সৈনিক
দ্বীনি আন্দোলনের কাজ করেছে দৈনিক।
লেখনির দ্বারা মুসলিম সমাজকে
করেছে জাগ্রত,
অবশেষে শহীদ হয়ে
মোদের করেছে মর্মাহত।
যারা বোমা মেরে বেলালকে উড়িয়ে দিল
তারা আস্ত কাপুরুষ।
বেলালের মৃত্যুতে জাতি হারিয়েছে
এক জাগ্রত বিবেকবান সুপুরুষ।

কবি ঃ ছাত্র, চাটখিল সরকারী কলেজ, নোয়াখালী।

www.pathagar.com

শহীদ বেলাল স্মরণে নিবেদিত

খন্দকার শহীদুল হক

হে শেখ বেলাল উদ্দীন। শহীদি রক্তে শুধিয়াছো ঋণ
তুমি লিখিয়াছ সকলের কথা, আজ লিখিতে হয় তোমার কথা–
তুমি এমন বাজিয়েছো বীণ, স্মরণে কাঁদিছে নবীন-প্রবীণ।
তুমি খানজাহানের জাহান জয়ী মুয়াজ্জিন বেলালের স্মৃতি
যেন সুন্দরবনের সুন্দর তুমি খুলনার গৌরব গীতি।
তুমি তো শহীদ, চির সজীব, মৃত্যু তোমার অভিমান শুধু
সে খেতাব পেয়ে জান্নাত পেলে, হলে নিষ্পাপ সম শিশু।
জানিনা কত শান্তিতে আছো, হে শহীদের নির্ভীক নকীব
তোমার শাহাদাত, দিয়েছে দাওয়াত যে সংবাদে আমরা সজীব।
দ্বীনের নিশান উড্ডীন হতে পৃথিবীটা আরো রক্ত খাবে
সেই রক্ত স্রোতেই দুশমন দল ধ্বংস ভয়ে পথ ছেড়ে যাবে।
তখন সুগম সুলভ সকল পথ, গাজী আর শহীদের সব
বদলে দেবে বদলা নিয়ে তাকওয়া দেখে ঐ বিশ্বের রব।
হে শহীদ বেলাল! তুমি তো বিজয়ের হেলাল
শাহাদাতের আজান ঘোষিয়া ময়দান করেছ লালে লাল....
সেই লালে আমি লালিমা হয়ে কালিমা মুখে জোর ছুটে যাই
তাকবীর বলি কভু তরবার ধরি নিপাত করি জালেম যেথা পাই।
তুমি তো চলে গেলে অকস্মাৎ! অথচ....
তোমার পরিজন পরিবার সাথী বন্ধুর পরম দল
নেত্রগুলোকে একাকার করে সিক্ত করিছে ব্যথার জল।
সংগ্রাম ও আজ সংগ্রামী হয়ে দ্বীন কায়েমের শপথ লয়ে
রেখে যাওয়া নীতির নান্দী পাঠে উপবিষ্ট রাজপথে নির্ভয়ে।

কবি ঃ সম্পাদক, ইরাক মুক্তির স্মারক।

www.pathagar.com

এমন একটি স্বপ্ন

[সাংবাদিক শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন স্মরণে]

হোসনে আরা বিউটি

প্রতিনিধি সম্মেলনের সামিয়ানার নীচে
তানজিলা বেলালের নদী নদী চোখের ঢেউয়ে
আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল কিয়ামতের মাঠে;
এক বুক পানিতে আমরা দাঁড়ালাম জ্বলন্ত সূর্যের নীচে।

অনাহুত দুঃখরা ডেকে ওঠে জীবনের ছত্রে।
দক্ষিণের দৃঢ় দূর্গ ভেঙ্গে দিয়ে শক্ররা ঢুকছে;
প্রতিরোধের আগলে সে ছিল জনতার মুখপাত্র।
জীবনকে জয়ের সুতায় গেঁথে নিয়ে অনন্তের
প্রস্থানে এমন করে কে পারে যেতে পৃথিবীর কোলাহল ছেড়ে?

বিপুল কান্না কল্লোলিত সুর আর
আমীরের আক্ষেপ ছাপিয়ে আমার অন্তর;
কেবলই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে
এমন একটি মৃত্যু; একটি জানাজা; আর
আপামর জনতার শোকোচ্ছ্বাসের স্বপ্ন দেখতে দেখতে
শূন্যতায় খাঁ খাঁ করে উঠল।

কবি ঃ নিয়মিত পত্র-পত্রিকায় লেখেন, তিনি কলেজ ছাত্রী।

www.pathagar.com

শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দিন
স্মরণে উপলব্ধি

– হুমায়রা হোসাইন শাম্মা

আমি দেখেছি, রক্তঝরা অশ্রুসিক্ত মায়াবী চোখ।
আমি দেখেছি, একটি রক্তাক্ত শরীর।
আমি দেখেছি, এক আহত মুজাহিদের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন।
আমি দেখেছি, প্রতি নিঃশ্বাসে তাঁর শহীদ হবার তীব্র আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ।
আমি দেখেছি, কারও জন্য অপেক্ষার প্রতিটি মুহূর্তের নির্মম উপহাস।
আমি দেখেছি, মৃত্যু পথযাত্রী এক মুজাহিদের শেষ ফরিয়াদ।
আমি দেখেছি, তাঁর বেঁচে থাকার সমস্ত বিশ্বাসের ভিত্তিগুলো ভেঙ্গে যায়,
মহান প্রভূর সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্খায়।
আমি দেখেছি, পৃথিবীর সমস্ত মায়াকে উপেক্ষা করে,
নিঃসীম জগতের ডাকে সাড়া দেবার তীব্র স্পৃহা।
আমি দেখেছি, মৃত্যুর পূর্বক্ষণের প্রতিটি মুহূর্ত কত অসহায়।
আমি দেখেছি, পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন বাস্তব।
আমি দেখেছি, সন্তানহারা মায়ের নির্লিপ্ত জীবন,
এক অবুঝ শিশুর অভিমানী দৃষ্টি,
স্বামীহারা স্ত্রীর নির্বাক মলিন বদন,
অথচ তীব্র হাজারো প্রশ্নাকুল সে চোখে নেই কোন রিক্ততা।
আমি দেখেছি, নির্মল পবিত্র এক দৃশ্য।
আমি দেখেছি, একজন শহীদের ঝলসে যাওয়া বদন।
আমি দেখেছি, তাঁর চোখের কোনে জমাট বাঁধা রক্ত।
আমি দেখেছি, একজন শহীদের ছবি।
আমি দেখেছি, কারও দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার গভীরতা।
আমি দেখেছি, কারও শূন্যতা হৃদয়ে কতটা তীব্রভাবে আঘাত করে।
আমি দেখেছি, কঠিন রহস্যময় একরাশ স্বপ্নের করুণ আর্তনাদ।
আমি দেখেছি, ভালবাসার মানুষকে হৃদয়ে প্রস্তরিত করে,
শ্রস্টার মহত্ত্বকে মর্যাদা দিতে।
আমি দেখেছি, একজন শহীদের কবর।

* শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন-এর ভাগ্নী, তিনি কলেজ ছাত্রী।

www.pathagar.com

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন-এর সর্বশেষ যে লেখা গত ৫ ফেব্রুয়ারি "দৈনিক সংগ্রাম"-এ প্রকাশিত হয়-

দৈনিক
সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM

ঢাকা : সোমবার, ২রা ফাল্গুন ১৪১১ : 14 February 2005

জোট সরকারের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা

খুলনাঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত ৮ পাটকলে ২১ কোটি টাকা জমা সত্ত্বেও শ্রমিক-কর্মচারীদের ঈদ বোনাস দেয়া হয়নি

খুলনা অফিস (শেখ বেলাল উদ্দীন) ঃ

খুলনাঞ্চলের ৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের নিজস্ব তহবিলে ঈদের আগে দেড় মাস প্রায় ২১ কোটি টাকা জমা হলেও অসৎ কর্মকর্তাদের কারণে উৎসব বোনাস বঞ্চিত হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী মানবেতর অবস্থায় ঈদুল আযহা উদযাপন করে ঈদের আগে আংশিক বেতন-মজুরি পরিশোধ করে সিংহভাগ অর্থ পাটকলের নামে জড়িত পাওনাদারদের পুরাতন পাওনা অসাধুতার আশ্রয় নিয়ে বিশেষ লেনদেনের মাধ্যমে পরিশোধের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা এটা জোট সরকারের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা।

বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন বা বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী ইতিপূর্বে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের সমুদয় অর্থ কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হোত। পরবর্তীতে ঐ তহবিল থেকে বিভিন্ন পাটকলে অর্থ যোগান দেয়া হোত। সেক্ষেত্রে আলাদাভাবে প্রতিটি পাটকলের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ টাকা সম্পূর্ণ ফেরত না দিয়ে আংশিক রেখে দেয়া হোত বলে মিলগুলোর পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়। ফলে শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি-বেতনসহ পাওনাদারদের বকেয়া পরিশোধে মিল কর্তৃপক্ষের হিমশিম খেতে হোত। বর্তমান চেয়ারম্যান দায়িত্ব নেয়ার পর রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর প্রকল্প প্রধানদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পাটকলগুলো উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা না করে মিলগুলোর নিজস্ব তহবিলে জমা দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়। তবে সেক্ষেত্রে শ্রমিকদের বোনাসসহ মজুরি, কর্মচারীদের বেতন-ভাতা যথাসময়ে পরিশোধ করতে হবে বলে শর্তারোপ করা হয়।

www.pathagar.com

নতুন নিয়ম অনুযায়ী খুলনা অঞ্চলের ৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের তহবিল গত ১ ডিসেম্বর '০৪ থেকে ১৫ জানুয়ারী '০৫ পর্যন্ত মোট ২০ কোটি ৬৯ লাখ টাকা জমা হয়। এর মধ্যে ক্রিসেন্ট জুট মিলে সর্বোচ্চ ৮ কোটি টাকা, প্লাটিনাম জুবলী জুট মিলে ৩ কোটি ৩০ লাখ টাকা, যশোর জুট ইন্ডাস্ট্রিজে ২ কোটি ৮০ লাখ টাকা, পিপলস জুট মিলে ২ কোটি ২১ লাখ টাকা, আলীম জুট মিলে ১ কোটি ৭৩ লাখ টাকা, স্টার জুট মিলে ১ কোটি ৭৪ লাখ টাকা, ইস্টার্ণ জুট মিলে ৭৫ লাখ টাকা এবং কার্পেটিং জুট মিলে ৩৬ লাখ টাকা জমা হয়। কিন্তু পাটকলগুলোর প্রকল্প প্রধানসহ একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা বিজেএমসির দেয়া শর্ত না মেনে অসাধুতার আশ্রয় নিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের বোনাস-মজুরি পরিশোধের পরিবর্তে পাটকলের পাওনাদারদের বহুদিনের পুরাতন পাওনা পরিশোধ করেন। শ্রমিকদের জানানো হয়, কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে কোন টাকা পাওয়া যায়নি। ফলে ঈদ বোনাস দেয়া সম্ভব নয়। এ সংবাদে শ্রমিকদের মাঝে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রকল্প প্রধানরা শ্রমিক ও সিবিএ নেতাদের 'ম্যানেজ' করে উত্তেজনার ধামা-চাপা দিতে সক্ষম হয়। ঈদ বোনাস না দিয়েই পাটকলগুলো ঈদের ছুটি দিয়ে দেয়। বিগত ৩৮ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম খুলনা অঞ্চলের পাটকলসমূহের শ্রমিকরা উৎসব বোনাসবিহীন ঈদ উদযাপন করলো। এমনকি মিলের উৎপাদন চালু রাখার জন্য কোনো পাটও কেনা হয়নি। ফলে খুলনাঞ্চলে বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত পাটকলগুলোতে বর্তমানে কোন উৎপাদন নেই বললেই চলে।

ঈদের ছুটি শেষে শ্রমিকরা কর্মস্থলে ফিরে বিজেএমসি কেন্দ্রীয় তহবিলে পাটকলগুলোর উৎপাদিত পণ্যের বিক্রীত অর্থ জমা প্রসঙ্গে নতুন নিয়মের বিষয়টি জেনে ফেলে। ফলে শ্রমিকদের মাঝে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উদ্ভুত সমস্যা নিয়ে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি পাটকলগুলোর তহবিলে তাদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ জমা এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি, বেতন, বোনাস পরিশোধের নতুন শর্তের সত্যতা স্বীকার করেন। শর্তভঙ্গ করে শ্রমিকদের বোনাস না দেয়ার বিষয়টিও তিনি অবগত আছেন বলেও জানান।

সর্বশেষ প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে, শ্রমিকদের চাপের মুখে দু'একটি পাটকলের কর্তৃপক্ষ ঈদের বোনাস দেয়া শুরু করেছেন। আবার কোনো-কোনো পাটকলের কর্তৃপক্ষ বোনাস পরিশোধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তবে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, নিজস্ব তহবিল থেকে ঈদ বোনাস দেয়ার শর্ত মেনে নিয়ে তা ঈদের আগে না দিয়ে ঈদের পরে দেয়া পরিকল্পিতভাবে জোট সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে এর সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তারা দাবী জানিয়েছেন।

www.pathagar.com

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ফাউণ্ডেশন ঃ একটি নতুন আত্মপ্রকাশ

প্রায় তিনযুগ ব্যাপী আল্লাহর রাহে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে যার পদচারণায় খানজাহানের খুলনা ছিল মুখরিত। যার মুক্তপ্রাণের উচ্ছলতা এবং সদা হাস্যজ্জল ও উন্নত নৈতিক আদর্শের দুর্নিবার আকর্ষণে আলোড়িত হত লক্ষ হৃদয়। সেই সদা হাস্যময়, মানুষের বিপদে দ্বিধাহীন চিত্তে বুক পেতে দেবার অনন্য সাধারণ গুণের অধিকারী শেখ বেলাল ভাইকে মটর সাইকেলে খুলনা মহানগরীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মানুষের কল্যানে আর কখনও ছুটে যেতে দেখা যাবে না। অসহায়, নির্যাতিত, গরীব-দুঃখীদের ব্যাথায় কাতর অথচ নিজের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন খুলনার দ্বীনের বেলাল। সবার প্রিয় শেখ বেলাল দেশের ইসলামী আন্দোলনের সকল নেতা-কর্মী, সহকর্মী, সাংবাদিক, সুধীজন এবং পরিবারের সবাইকে ব্যাথার সাগরে ভাসিয়ে গত ১১ ফেব্রুয়ারি শাহাদাত বরণ করেন।

আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় শেখ বেলাল আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনি রেখে গেছেন অসংখ্য ভাল কাজের নজীর বিহীন দৃষ্টান্ত এবং অনুসরণযোগ্য কর্মনীতি।

আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গকারী শেখ বেলালের রেখে যাওয়া আদর্শকে বাস্তবায়ন এবং অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ফাউণ্ডেশন।

শেখ বেলালের নিজ বাড়ীর সামনে প্রতিষ্ঠিত এ ফাউণ্ডেশনের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন ইসলামী আন্দোলনের অগ্রসৈনিক, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রাবেতা আলম-আল ইসলামীর চেয়ারম্যান জনাব মীর কাশেম আলী। শেখ বেলালের রেখে যাওয়া কর্মনীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে আপনিও হতে পারেন একজন গর্বিত সদস্য।

সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম সমূহ-

শিক্ষা কার্যক্রম ঃ

ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের পাশাপাশি দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতা এবং আদর্শ ও ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠা।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কার্যক্রম ঃ

অসহায়-গরীব, দুস্থদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

ত্রাণ ও পূনর্বাসন কার্যক্রম ঃ

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ও গৃহনির্মাণ সামগ্রী সহায়তা দান।

দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম ঃ

বেকার যুবক পুরুষ ও মহিলাদের কারিগরি ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

www.pathagar.com

সামাজিক কার্যক্রম ঃ

যৌতুক বিহীন বিবাহের ব্যবস্থা, বনায়ন কর্মসূচী পালন, ক্রীড়া-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে সহায়তা, যুব সমাজকে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী করে গড়ে তোলা।

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি কে প্রধান উপদেষ্টা করে ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ-ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আলেম-ওলামা, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ সহ সমাজের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি এবং ১২ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটির মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয়েছে।

সদস্য পদের শ্রেণীবিন্যাস

সাধারণ সদস্য ঃ

সাধারণ সদস্য পদলাভে আগ্রহী বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে বসবাসরত ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত ফরম (তফসীল-১) পূরণ পূর্বক ১০০/= (একশত টাকা) ভর্তি ফি সহ মাসিক ২০/= (বিশ টাকা) চাঁদা পরিশোধ পূর্বক ফাউন্ডেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি বরাবর আবেদন করতে পারবেন।

দাতা সদস্য ঃ

ব্যক্তিগণ ফাউন্ডেশনের গঠনতন্ত্রের সাথে একমত পোষণকারী প্রার্থীগণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুমোদিত ও নির্ধারিত ফরম (তফসীল-৩) পূরণ পূর্বক এককালীন নগদ-১০০০/= (এক হাজার টাকা) ভর্তি ফিস সহ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি বরাবর আবেদন করতে পারবেন।

আজীবন সদস্য ঃ

ফাউন্ডেশনের সহিত একমত পোষণকারী বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে বসবাসরত প্রার্থীগণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুমোদিত ও নির্ধারিত ফরম (তফসীল-২) পূরণ পূর্বক এককালীন নগদ ৫০০০/= (পাঁচ হাজার টাকা) ভর্তি ফিস সহ ফাউন্ডেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি বরাবর আবেদন করতে পারবেন।

শেখ বেলালের স্মৃতিকে ধরে রাখতে, অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করতে আপনাদের সহযোগিতা আমাদের কাম্য।

বিস্তারিত যোগযোগ ঃ ফোন-০৪১-৭৬০১৭০, মোবাইল-০১৭১-৩৮৯০৮০

www.pathagar.com

জীবনপঞ্জী

শহীদ সাংবাদিক

শেখ বেলাল উদ্দীন

www.pathagar.com

জীবনপঞ্জী

শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীন

জন্ম ঃ ১৯৫৭ সালের ৩ ডিসেম্বর, খুলনা জেলার দিঘলিয়া থানার অন্তর্গত সুগন্ধি গ্রামে শেখ বেলাল উদ্দীন তাঁর মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন।

পিতা ঃ আলহাজ্ব শেখ মোদাচ্ছের আলী।

মাতা ঃ আলহাজ্ব মন্নুজান নেছা।

পৈত্রিক নিবাস ঃ আল্লাহর দান মাঞ্জিল, রায়েরমহল, বয়রা, খালিশপুর, খুলনা।

শিক্ষা জীবন ঃ এস.এস.সি. ১৯৭২ সাল, জিলা স্কুল, খুলনা ।

এইচ.এস.সি. ১৯৭৪ সাল, দৌলতপুর দিবা-নৈশ কলেজ, খুলনা।

বি.এ. অনার্স (অর্থনীতি), সরকারি বি.এল. কলেজ, খুলনা।

ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে যোগদান ও ভূমিকা ঃ

- যোগদান ৭০-র দশকে।
- ইসলামী ছাত্র শিবির খুলনা মহানগর সভাপতি- ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৬-৮৭ সাল।
- কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সম্পাদকসহ সেক্রেটারিয়েটের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব পালন- ১৯৮৭-১৯৯০ সাল।

বিবাহ ঃ ১৯৮৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর।

পেশাগত জীবনে প্রবেশ ঃ ১৯৯১ সালে দৈনিক সংগ্রামের খুলনা প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান। শাহাদাৎ বরণের দিন পর্যন্ত তিনি দৈনিক সংগ্রামের খুলনা ব্যুরো প্রধান ছিলেন। তিনি খুলনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক তথ্য এবং যশোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক লোকসমাজে সংবাদ, ফিচার ও নিবন্ধ লিখতেন। খুলনা বেতারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ঃ ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকদের ট্রেড ইউনিয়ন মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন খুলনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি ২ বার সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক ও ২ বার সভাপতি নির্বাচিত হন। শেষ বার ২ বছর মেয়াদে সভাপতি নির্বাচিত হবার এক বছর পর তিনি শহীদ হন। খুলনা প্রেসক্লাবের রাজনীতিতেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। একবার তিনি ক্লাবের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত থাকা অবস্থায় ভারত, নেপাল ও থাইল্যান্ড সফর করেন। তিনি বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন।

ইসলামী আন্দোলনে দায়িত্ব পালন ঃ ১৯৯১ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন। ১৯৯৭ সালের ১২ ডিসেম্বর তিনি সংগঠনের রুকন (সদস্য) হন। শাহাদাৎ বরণের সময় তিনি জামায়াতের খুলনা মহানগর শাখার কর্মপরিষদের সদস্য ছিলেন।

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ভূমিকা ঃ তিনি ছাত্র জীবনে জাতীয় শিশু কিশোর সংগঠন ফুলকুঁড়ি আসরের খুলনা মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, টাইফুন শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং সবশেষে খুলনা সংস্কৃতিকেন্দ্র-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

সমাজ সেবা ঃ রায়ের মহল স্কুল ও কলেজের পরিচালনা পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। এছাড়া খুলনা নেছারিয়া আলীয়া মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য, ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ খুলনার নির্বাহী কমিটির সদস্য, ইসলামিক ফোরামসহ বেশ কিছু সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন।

বোমাহত ঃ ২০০৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী খুলনা প্রেস ক্লাব চত্বরে বোমা বিস্ফোরণে আহত হন।

শাহাদাত ঃ ২০০৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন।

জানাজা ঃ ১১ ফেব্রুয়ারি বাদ আছর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে শহীদ বেলাল উদ্দীনের প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর জানাজায় মন্ত্রীবর্গসহ দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গ সামিল হন। সেখানে ইমামতি করেন বর্ষীয়ান জননেতা সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম। অপর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় পরের দিন ১২ ফেব্রুয়ারি বাদ জোহর খুলনা সার্কিট হাউজ ময়দানে এখানে ইমামতি করেন আমীরে জামায়াত ও মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও মাননীয় সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি, আব্দুল কাদের মোল্লা, সিটি মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমানসহ জাতীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ এবং সরকারী মহলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সর্বস্তরের জনসাধারণ স্মরণকালের-এ বৃহৎ জানাজায় অংশ গ্রহণ করেন।

দেশে-বিদেশে শোক ঃ শেখ বেলালের শাহাদতের পর দেশ-বিদেশ হতে প্রচুর শোক বার্তা আসতে থাকে। সৌদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে তাঁর জন্য দোয়া হয় এবং শোক বার্তা আসতে থাকে। পবিত্র মসজিদুল হারাম ও মদিনা শরীফেও তার জন্য দোয়া হয়। এশিয়া, ইউরোপ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ গভীর শোক প্রকাশ করেন। শোক বার্তায় তারা বলেন, শেখ বেলালের শাহাদাতের ফলে দেশ ও জাতি ইসলামী আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ, অকুতভয় সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা, নির্ভীক সমাজ কর্মীকে হারালো। এ অভাব সহজে পূরণ হবার নয়।

www.pathagar.com

শেখ বেলাল উদ্দীনের

আহত থেকে শাহাদাৎ বরণের ঘটনাবলী ছিল দেশের সকল পত্র-পত্রিকার সংবাদ শিরোনাম

www.pathagar.com

শহীদ শেখ বেলাল-এর ডায়েরীতে নিজ হাতে লেখা ইসলামী আন্দোলনের প্রথম শহীদ আব্দুল মালেক-এর শ্লোগান

'হয় বাতিলের উৎখাত করে সত্য প্রতিষ্ঠা করবো
নচেৎ সে চেষ্টায় আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে।'
শহীদ আব্দুল মালেক

www.pathagar.com

যে স্মৃতি প্রেরণার

যে স্মৃতি বেদনার

www.pathagar.com

ঢাকার রমনা গ্রীনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ১১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন শেখ বেলাল

ইসলামী ছাত্রশিবির খুলনা মহানগরী ও জেলা আয়োজিত কর্মী সম্মেলন-১৯৮৯তে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সম্পাদক শেখ বেলাল

www.pathagar.com

ইসলামী ছাত্রশিবির খুলনা মহানগরী আয়োজিত কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রথম সারিতে (বায়ে) শেখ বেলাল।

খুলনা সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত সীরাতুন্নবী (সঃ) ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আলোচনা রাখছেন শেখ বেলাল

www.pathagar.com

নজরুল জন্মশত বার্ষিকী জাতীয় কমিটির উদ্যোগে খুলনা বিভাগ আয়োজিত
সেমিনারে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন শেখ বেলাল

"নজরুল আমাদের জাতীয় চেতনার প্রতীক"- শীর্ষক সেমিনারে আলোচনা রাখছেন
শেখ বেলাল

www.pathagar.com

এমইউজে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে মোনাজাতরত শেখ বেলাল

টাইফুন শিল্পীগোষ্ঠী খুলনা আয়োজিত ইফতার মাহফিলে আলোচনা রাখছেন প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শেখ বেলাল

যে স্মৃতি প্রেরণার

এনজিও প্রতিষ্ঠান উজানের ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন
শেখ বেলাল

এমইউজে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ইফতার করছেন
শেখ বেলাল

www.pathagar.com

যে স্মৃতি প্রেরণার

অব্যাহত সাংবাদিক নির্যাতন ও হত্যার প্রতিবাদে সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন
শেখ বেলাল

এমইউজে আয়োজিত মে দিবসের আলোচনা সভায় শেখ বেলাল বাম থেকে ২য়

দৈনিক সংগ্রাম জেলা-উপজেলা সংবাদদাতা সম্মেলনে বাম থেকে প্রথম শেখ বেলাল

বিএফইউজে এবং এমইউজে আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে বাম থেকে ১ম এমইউজে সেক্রেটারী হাসান মোল্লা, সভাপতি শেখ বেলাল, খুবি ভিসি ডঃ আব্দুল কাদির ভুইয়া, কেসিসি মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান এবং বিএফইউজে সভাপতি গিয়াস কামাল চৌধুরী

www.pathagar.com

যে স্মৃতি প্রেরণার

.সংবাদপত্রের কালোদিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন এমইউজে সভাপতি
শেখ বেলাল

ফরোয়ার্ড কোচিং এর সমাপণীতে পুরস্কার দিচ্ছেন প্রধান অতিথি
শেখ বেলাল

www.pathagar.com

যে স্মৃতি প্রেরণার

এম ইউ জে কার্যালয় পরিদর্শনে সাবেক স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী, ডানে উপবিষ্ট শেখ বেলাল

গত বছর বোমায় নিহত সাংবাদিক মানিক সাহার বিচারের দাবীতে মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শেখ বেলাল

www.pathagar.com

বিএফইউজের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে খুলনার পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখছেন এমইউজে সভাপতি শেখ বেলাল

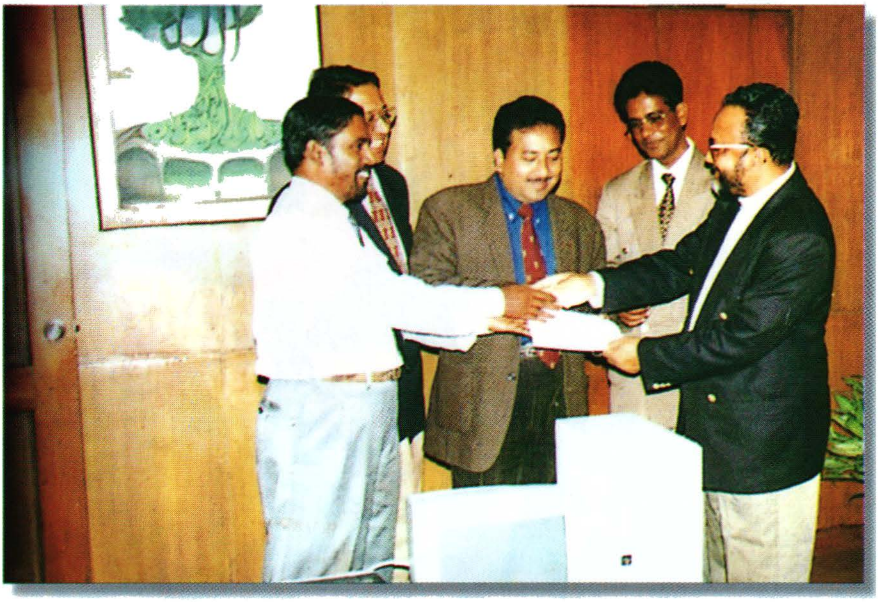

ইসলামী ব্যাংকের পক্ষ থেকে খুলনা প্রেসক্লাবে পূর্নাঙ্গ কম্পিউটার সিস্টেম প্রদান করছেন ব্যাংকের ভাইস চেয়্যারম্যান মোহাম্মদ ইউনুস। কম্পিউটার গ্রহণ করছেন শেখ বেলাল, পূর্বাঞ্চল সম্পাদক লিয়াকত আলী, প্রেসক্লাবের সেক্রেটারী জাকির হোসেন , এমইউজে নেতা আনিসুজ্জামান

যে স্মৃতি প্রেরণার

কেএমপি কমিশনার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করছেন খুলনার সাংবাদিক সমাজ বাম থেকে প্রথম শেখ বেলাল

থাইল্যান্ড-এর উদ্দেশ্যে বিমানের মধ্যে প্রথম সারিতে এমইউজে সভাপতি শেখ বেলাল

www.pathagar.com

ব্যাংককের সমুদ্র সৈকতে দাড়িয়ে ডানে শেখ বেলাল

থাইল্যান্ডের একটি ফ্যাক্টরী পরিদর্শনে সাংবাদিকদের সাথে
শেখ বেলাল

www.pathagar.com

যে স্মৃতি প্রেরণার

ব্যাংকক সিটিতে শেখ বেলাল

থাইল্যান্ড সফরে একটি অভিজাত হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে শেখ বেলাল

www.pathagar.com

থাইল্যান্ড সফরে ব্যাংককের নদীতে বোটে দাড়িয়ে
শেখ বেলাল

সমুদ্র সৈকতে বোটের মধ্যে বা থেকে ২য় মানিক সাহা বা থেকে ৩য় হুমায়ূন কবীর বালূ বা থেকে ৫ম শেখ বেলাল উদ্দীন উল্লেখ্য এ তিন জনই সন্ত্রাসীদের বোমায় নিহত হয়েছেন

www.pathagar.com

যে স্মৃতি বেদনার

আগুনের এই লেলিহান শিখা মুহূর্তের মধ্যেই গ্রাস করে
শেখ বেলালকে

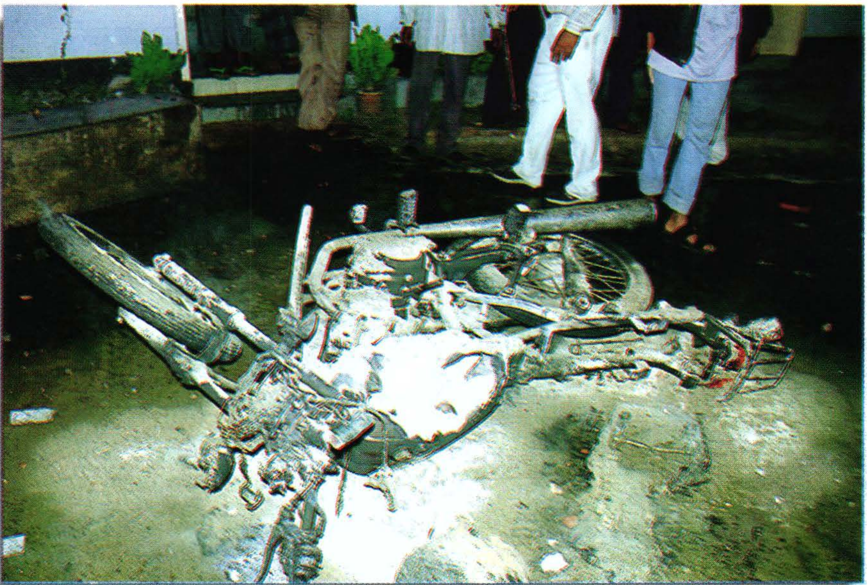

রিমোট কন্ট্রোল বোমায় ভস্মীভূত শেখ বেলালের মোটর সাইকেল

www.pathagar.com

প্রেসক্লাবে আহত হওয়ার পর সহযোদ্ধারা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন
শেখ বেলালকে

ঢাকাস্থ সিএমএইচ-এ নিয়ে যাওয়ার পূর্বে শেখ বেলাল

www.pathagar.com

যে স্মৃতি বেদনার

সিএমএইচে নেয়ার পূর্ব মুহুর্তে হেলিকপ্টারে শেখ বেলাল। পাশে দাড়িয়ে গোলাম পরওয়ার এমপি ও নগর বিএনপি সভাপতি এম নুরুল ইসলাম দাদু এমপি।

এই হেলিকপ্টারে করে উন্নত চিকিৎসার জন্য শেখ বেলালকে ঢাকা সিএমএইচ-এ নিয়ে যাওয়া হয় । আবার লাশ হয়ে ফিরে আসেন এই হেলিকপ্টারে

www.pathagar.com

যে স্মৃতি বেদনার

আহত স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে তানজিলা বেলাল । একইভাবে ফিরে আসেন শহীদ স্বামীর লাশ নিয়ে

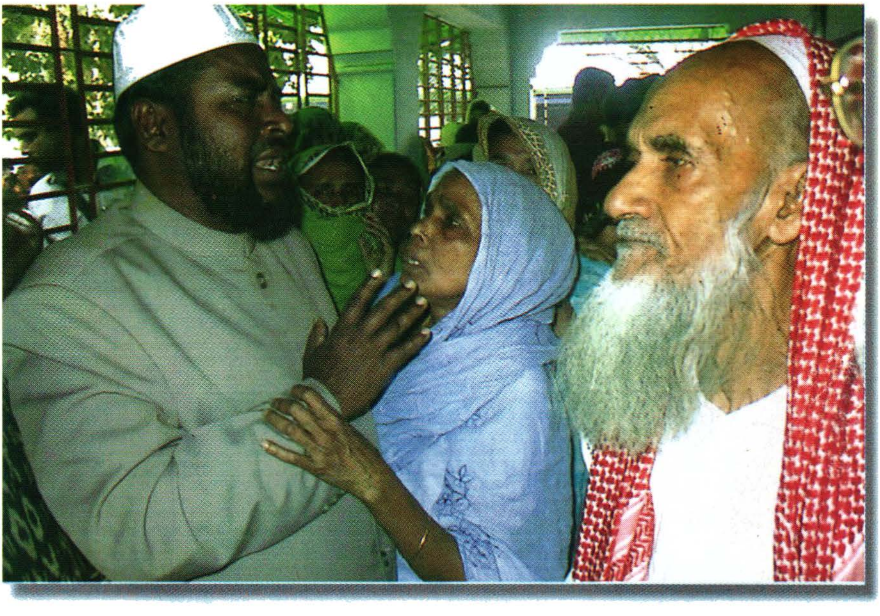

বাকরুদ্ধ শেখ বেলালের পিতা-মাতাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি

www.pathagar.com

যে স্মৃতি বেদনার

শেখ বেলাল-এর কফিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলী

খুলনা সার্কিট হাউজের জানাজায় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি, কেসিসি মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান

www.pathagar.com

যে স্মৃতি বেদনার

খুলনা সার্কিট হাউজ ময়দানে শহীদ শেখ বেলাল-এর স্মরণকালের বৃহত্তম জানাযায় জাতীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ

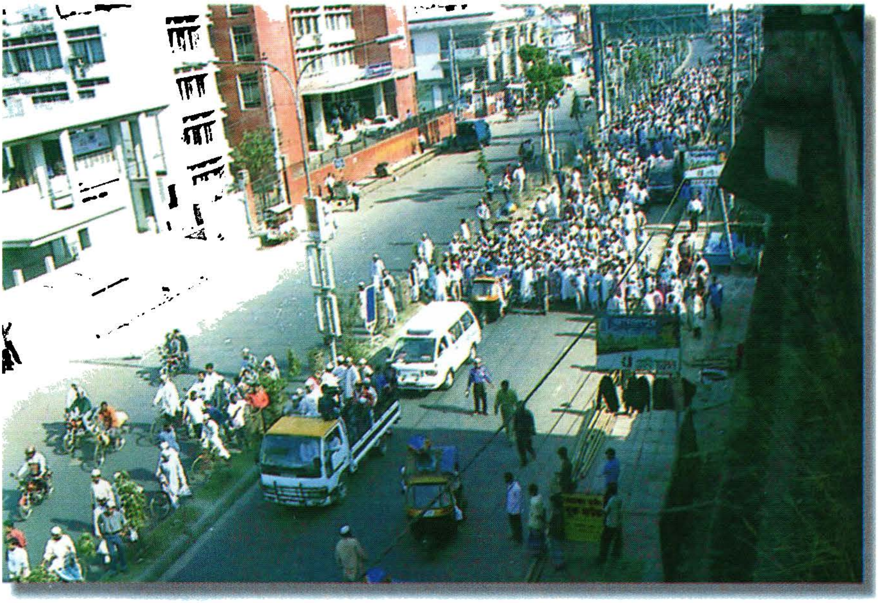

জানাজা শেষে শহীদের কফিন নিয়ে খুলনার রাজপথে ঐতিহাসিক শোক মিছিল

www.pathagar.com

যে স্মৃতি বেদনার

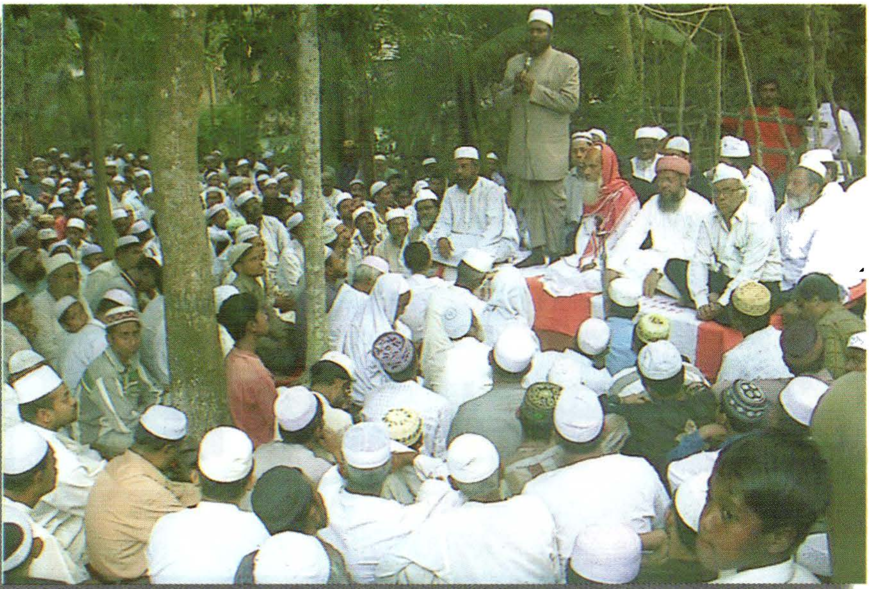

শহীদ শেখ বেলালের বাড়ীতে দোয়ার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন গোলাম পরওয়ার এমপি

বোমায় ক্ষতিগ্রস্থ প্রেসক্লাব পরিদর্শনে সাবেক স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী ও জাতীয় সংসদের হুইপ মোঃ আশরাফ হোসেন

www.pathagar.com

শহীদ শেখ বেলালের খুনীদের গ্রেফতারের দাবীতে সাংবাদিক সমাজের পক্ষ থেকে ডিসি অফিসে স্মারকলিপি প্রদান

শেখ বেলাল হত্যার প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন বিএফইউজে মহাসচিব রুহুল আমীন গাজী, মঞ্চে উপবিষ্ঠ বিএফইউজের (একাংশের) সভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরী ও প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান

www.pathagar.com

যে স্মৃতি বেদনার

শেখ বেলালসহ সারাদেশে সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে খুলনা প্রেসক্লাবে অবস্থান ধর্মঘট

শেখ বেলাল হত্যার প্রতিবাদে এমইউজে খুলনার বিক্ষোভ মিছিল

www.pathagar.com

যে স্মৃতি বেদনার

সাংবাদিক শেখ বেলাল হত্যার প্রতিবাদে খুলনার রাজপথে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

খুলনার রাজপথে সাংবাদিকদের মানববন্ধন

www.pathagar.com

যে স্মৃতি বেদনার

ঢাকার রাজপথে শেখ বেলাল স্মরণে সসাস এর শোক মিছিল

শহীদ বেলাল স্মরণে বরিশাল সংস্কৃতি কেন্দ্র-এর দোয়ার মাহফিল

www.pathagar.com

যে স্মৃতি বেদনার

খুলনা জেলা স্টেডিয়ামে ক্রিকেট টুর্নামেন্টে পুরস্কার বিতরনী সভায় ফটোসেশনে
সামনের সারিতে বা থেকে প্রথম শেখ বেলাল

৫ই ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ঘটনার ঘন্টাখানেক আগে জীবনের শেষ ফটোসেশনে মাঝে
শেখ বেলাল

www.pathagar.com

যে স্মৃতি বেদনার

শহীদ শেখ বেলালের খুনীদের গ্রেফতারের দাবীতে খুলনার ডাকবাংলা চত্তরে বিশাল ছাত্র-গণজমায়েতে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছাত্রনেতা মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

শহীদ বেলালের হত্যার বিচারের দাবীতে খুলনা মহানগর ছাত্র শিবিরের স্মারকলিপি পেশ পূর্ব মিছিল

শহীদ শেখ বেলালের কবর জিয়ারত করছেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এমপি

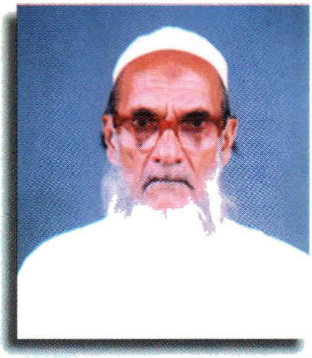

শহীদ বেলালের গর্বিত পিতা
আলহাজ্ব শেখ মোদাচ্ছের আলী

শহীদ বেলালের তিন ভাই যথাক্রমে

শেখ বোরহান উদ্দীন

শেখ শামসুদ্দীন দোহা

শেখ কুতুবউদ্দীন রব্বানী

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল

বয়রা বাজার বাসষ্ট্যান্ড, খুলনা। ফোন ঃ ৭৬১৬১০, ফ্যাক্স ঃ ৭৬১৬১১

আধুনিক প্রযুক্তি,
তুলনামূলক কম খরচ,
আন্তরিক সেবা।

দেশের প্রথম শ্রেণীর স্বয়ং সম্পূর্ণ হাসপাতাল ও ডায়াগনষ্টিক ল্যাবরেটরী

সকল পরীক্ষায় ২৫% ও ঔষধে ৫% কম

হাসপাতালের সার্ভিস সমূহ ঃ

- আউটডোর সার্ভিস
- সার্বক্ষণিক ইমারজেন্সী সার্ভিস
- বিশেষজ্ঞ সার্ভিস সমূহ
  - মেডিসিন
  - জেনারেল সার্জারী
  - স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি (গাইনি)
  - হৃদরোগ
  - অর্থপেডিক্স
  - নাক-কান-গলা
  - শিশু রোগ ও নবজাতক (Neonatology) বিভাগ
  - চক্ষু
  - চর্ম ও যৌনরোগ
  - স্নায়ু ও মানসিক রোগ
- ফিটাল মনিটর
- ইনফ্যান্ট ইনকিউবেটর
- কার্ডিয়াক মনিটর
- স্বল্পমূল্যে কেবিন ও জেনারেল বেডের সুবিধা
- অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার
- মহিলা রোগীদের জন্য মহিলা ডাক্তার
- এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
- নিজস্ব জেনারেটর
- কম খরচে নিজস্ব ক্যান্টিন হতে খাবার সরবরাহ

ল্যাবরেটরী সার্ভিস সমূহ ঃ

- প্যাথলজি
- মাইক্রোবায়োলজি
- বায়োকেমিষ্ট্রি
- হিস্টো প্যাথলজি
- এক্স-রে মেশিন(৫০০এম.এ) টি.ভি মনিটর সহ
- ইকো-কার্ডিওগ্রাম
- আলট্রাসনোগ্রাম (এ্যাভো ভেজাইনাল ও এন্ডোরেকটাল প্রোব সহ)
- ইসিজি
- T_3, T_4, TSH সহ হরমোনের পরীক্ষা
- Serum Electrolytes
- F N A C

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
ল্যাব ও কনসালটেশন সেন্টার

৩০, কেডিএ এভিনিউ (শেখপাড়া), খুলনা। ফোন ঃ ০৪১-৮১০৭৪২

www.pathagar.com

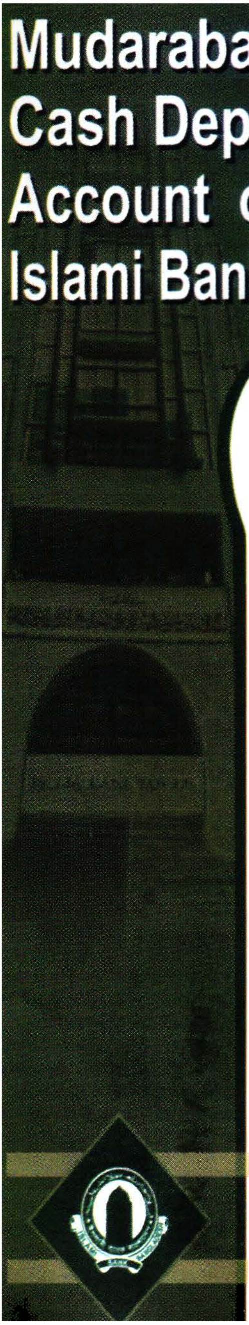

Have you good wish to donate for the cause of social & human welfare?

Would you like to create a fund for this cause on installment basis?

Islami Bank Bangladesh Limited introduces

Mudaraba Waqf Cash Deposit Account

to implement your noble desire.

You may create cash waqf at a time or may start with a minimun deposit of Tk. 50,000/- (Taka Fifty thousand only) and the subsequent deposit shall be made by installment(s) in thousand taka or in multiple of thousand taka.

Higher profit is given against this Account.

Profit from this Account is utilized for social and human welfare as per instruction of the account-holders.

Pioneer in Welfare Banking

Islami Bank Bangladesh Llimited

Based on Islamic Shariah

www.islamibankbd.com

www.pathagar.com

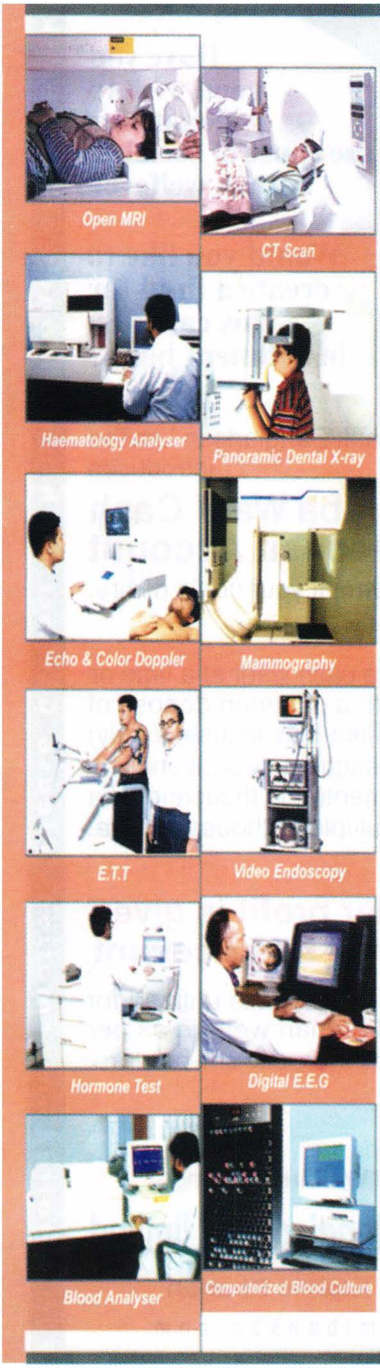

World Class Diagnostic Technology at IBN SINA

IBN SINA, a pioneer in the field of diagnostics in Bangladesh, having qualified specialists to operate our highly sophisticated diagnostic equipments from SIEMENS, Germany.

IBN SINA OFFERS FOLLOWING SERVICES :

- Open MRI
- CT Scan
- Haematology Analyser
- Panoramic Dental X-ray
- Echo & Color Doppler
- Mammography
- E.T.T
- Video Endoscopy
- Hormone Test
- Digital E.E.G (32 Channel)
- Holter E.C.G
- Blood Analyser
- Computerized Blood Culture and all other laboratory tests.

IBN SINA-WAY AHEAD:

- First to install Open MRI in Bangladesh.
- First to install Computerized Blood culture (Bact Alert) machine in private sector.
- The only Upgradable Haematology analyser, cell Dyn-3700.
- Pioneer for 32 channel DIGITAL EEG & Video EEG monitoring in the country.

THE IBN SINA, a Trust totally committed to serve humankind. so, we charge everyone 25% less for all tests.

Uncompromising Quality
All Tests Cost
25%
Less
Always

IBN SINA

Pioneer in Health Care

Ibn Sina Medical Imaging Centre

House # 58, Road # 2/A, (Jigatala Bus Stand) Dhanmondi R/A
Dhaka- 1209, Tel: 8610420, 8618007, 8618262

www.pathagar.com

নির্ভীক সাংবাদিক শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনের
আত্মার মাগফেরাত কামনায়

M/S. GAZI BHANDER

Importer & Exporter

Head Office :
Daulatpur Bazar (Gur patty)
Daulatpur, Khulna.
Bangladesh.
Fax : 0088-041-810821
Phone : Off : 860743
Res : 774425
Mobile : 0171-457508
: 0172-242746

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন 'স্মারক গ্রন্থ' প্রকাশকে
স্বাগত জানাই

MITALI

MITALI Food Industries Ltd.
(A Sister Concern of Abdur Razzaque Ltd.
The National Export Trophy Winner)

Manufacturer of Quality
Flour, Atta, Suji & other Flour based food products

BSCIC Industrial Estate, Shiromoni, Khulna
Phone : 041-785724, Telefax : 041-785337

Show Room :
26, Kalibari Road, khulna
Phone : 041-724553, Mobile : 0171-295698

Head Office :
Maniktola, Daulatpur, Khulna
Phone : 041-774856, 774506, Fax : 880-41-774207

Dhaka Office :
BJA Bhaban (2nd Floor), 77, Motijheel C/A, Dhaka.
Telefax : 88-02-9566481

www.pathagar.com

International Islamic University Chittagong

IIUC Combines Quality with Morality

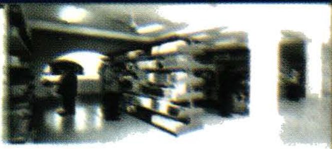

4 Years Bachelor Programs in:

- Qur'anic Sciences & Islamic Studies (QSIS)
- Da`wah and Islamic Studies (DIS)
- Hadith and Islamic Studies (HIS)
- Computer Science and Engineering (CSE)
- Computer & Communication Engineering (CCE)
- Business Administration (BBA)
- English Language and Literature (ELL)
- Arabic Language and Literature (ALL)
- Law (LLB)

Master Programs in:

- MBA (Regular)
- MBA *(Executive)*
- MBM *(Master of Bank* Management)
- MA in English *(Preliminary & Final)*
- MA in QSIS
- MA in DIS

- The largest Private University with 277 (179 full time) teachers
- Vast space in use=3,26,000 sft
- Financial Assistance to student
- Tuition waiver & Scholarship
- Affordable cost

Special Tuition Fee Waiver *(Excluding 4th Subject)*
For CSE & CCE: 100% for GPA 5, 70% for GPA 4.5, 50% for GPA 4 and 25% for GPA 3.

One of the Top Nine (09) Private Universities & the only IEB recognized Private University.

Permanent Campus of IIUC at Kumira

Credit Transfer facilities to other Universities:
International Islamic University Malaysia, Multimedia University Malaysia, Islamic Foundation (Leicester, U.K), Asian Institute of Technology (AIT, Thailand), Cape Breton University (Canada) Trisakti University (Indonesia) & some other Universities at U.S.A,U.K.& K.S.A.

Separate & secure arrangement for **Girl Students**

Chittagong City Campus :
154/A College Road, Chittagong-4203
Tel : 031-610085, 610308, 638656, 638657
625230, 639981, Ext : 115, 112
Fax : 031-610307, E-mail : info@iiuc.ac.bd

Web site : www.iiuc.ac.bd

Dhaka Campus :
House # 23, Road # 3, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel : 02-8613294, 8629947, 9670220
9670193, Fax : 02-8624692
E-mail : iucdhk@bdonline.com

'যাঁরা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাঁদেরকে মৃত বলনা
বরং তাঁরা জীবিত'-আল কুরআন
শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনের শাহাদাৎ আল্লাহ কবুল করুন এ কামনায়

KWALITY SHRIMPS EXPORT (PVT.) LIMITED

ICE PLANT & COLD STORAGES

Md. Akram Hossain
Managing Director

"Fish (shrimps) Exporter"

Worldwide Exporters of Bangladesh Origin Processed Fresh Frozen Quality Shell-on Shrimps, Tail-on Shrimps, PUD and P & D Shrinps, Fresh Fish & Frozen Assorted Fish.

Khulna Office : 187/1 Khan Jahan Ali Road, Rupsha, Khulna. Phone : 041-731639

Dhaka Office : Eastran Trade Center, Suit # 7,8 (4th Floor), 56, Purana Palton Line, Dhaka-1000, Phone : 835-8568, Fax : 835-9470

Factory : East Rupsha, Baghmara, Rupsha, Khulna. Phone : 800005, 800055 Ext. 108 , Mobile : 0174-023288

M/S. BISMILLAH STORE

Distributor, Commision Agent &
General Marchent.

Md. Rezaul Islam
Proprietor

Cosmetics Iteam

8 No. Clay Road, Nawab Mansion, Boro Bazar, Khulna
Mobile No. 0171-129979

M/S. F. S. TRADING

GOVT. SUPPLIER, IMPORTER,
EXPORTER INDENTOR
(Garments Iteam, Cloths Importer)

Farazi Abdul Mannan
Proprietor

(Farazi Bhaban) Moshiali Damodar, Khanjahan Ali,
Khulna, Bangladesh.
Phone : 041-785660
Mobile : 0171-272423, 0172-216988

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

বাংলাদেশে শরীয়াহ্ ভিত্তিক প্রথম
ইসলামী জীবন বীমা (তাকাফুল)

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- সুদমুক্ত হালাল বীমা ব্যবস্থা
- লাভ ও লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত
- পরস্পরের মধ্যে দায়িত্বের অংশীদারিত্ব
- সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণমুখী ব্যবস্থা
- পারস্পারিক সংহতি ও সহযোগিতা

ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ
ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত
প্রধান কার্যালয় ঃ টি. কে ভবন (১৪ তলা), ১৩ কাওরান বাজার
ঢাকা-১২১৫। ফোন ঃ ৮১৫০১২৭-৩১ ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৮১৩০৬১১

Yousuf Poultry & Fish Feeds Ltd.

Md. Yousuf Gaffar
Managing Director

মৎস্য খাদ্য ও পোল্ট্রি খাদ্য
উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান

Shiromoni
Khulna

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনের স্মারক গ্রন্থ প্রকাশনার সফলতা কামনায়

মুসলিম এইড কমিউনিটি ক্লিনিক (MACC)

পাবনা শহর-পাবনা, কুলাউড়া-মৌলভীবাজার এবং বালাগঞ্জ-সিলেট

ফোন : ০৭৩১-৬৫৬১৫ (পাবনা), মোবাইল : ০১৭১-৯৭১৪৬৯ (কুলাউড়া), ০১৭৬-০২৮৭৭৯ (বালাগঞ্জ)

আমাদের সেবাসমূহ :

- সার্বক্ষণিক আউটডোর সার্ভিস
- ইনডোর সার্ভিস
- ডায়াগনষ্টিক ল্যাবরেটরী সার্ভিস
- ই.সি.জি/আল্ট্রাসনোগ্রাফী/এক্স-রে সার্ভিস
- স্বল্প মূল্যে ওয়ার্ড ও কেবিনের ব্যবস্থা
- ন্যায্য মূল্যে ঔষধ পাওয়ার সুবিধা
- সার্বক্ষণিক এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
- গর্ভবতী/প্রসূতী মায়ের চেক-আপ
- নরমাল ডেলিভারী/সিজারের ব্যবস্থা
- সুন্নতে খৎনার সু-ব্যবস্থা

Muslim Aid
Serving Humanity

পরিচালনায় :

মুসলিম এইড বাংলাদেশ
এম. বি. হাউজ, ৭/৭, ব্লক-সি, লালমাটিয়া
পো: মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮০-২-৮১২৩৮৫৮

**ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক
অগ্নি, নৌ, মোটর ও বিবিধ বীমা ব্যবসায়
প্রকৃত তাকাফুল বাস্তবায়নে আমরাই এগিয়ে**

আমাদের বৈশিষ্ট্য

১. শরীয়াহ্ ভিত্তিক পরিচালিত :
২. লাভ-লোকসান বীমা গ্রহীতা ও কোম্পানীর মধ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বন্টন;
৩. সুদমুক্ত খাতে বিনিয়োগ
৪. তাকাফুল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আর্ত-মানবতার সেবা;
৫. ব্যবস্থাপনায় খোদাভীরুতা ও পেশাদারিত্বের অপূর্ব সমন্বয়।

Takaful Islami Insurance Limited

তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

(সহমর্মিতা ও নিরাপত্তার প্রতীক)

প্রধান কার্যালয় ঃ

৪২, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (৭ম ও ৮ম তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৭১৬২৩০৪, ৯৫৭০৯২৮-৩০, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৫৬৮২১২, ই-মেইল ঃ tiil@dhaka.net

www.pathagar.com

শহীদ শেখ বেলালের স্মারক গ্রন্থ প্রকাশে আমরা আনন্দিত

মেসার্স সুপার ব্রিকস্

SUPER

উন্নতমানের ইট প্রস্তুতকারক
ও
সরবরাহকারী

M/S. SUPER ENGINEERING
BUILDERS &
SUPPLIERS

যোগাযোগঃ
আলকা (চৌদ্দমাইল), ফুলতলা, খুলনা।
ফোন ঃ ০৪১-৭৮৫০৮০
মোবা ঃ ০১৭১-৩৩৮১৭৯

শহীদ শেখ বেলালের স্মারক গ্রন্থ প্রকাশকে মোবারকবাদ জানাই

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন, খুলনা।

- খুলনা আমাদের প্রিয় নগরী। এই নগরীকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- আপনার পরিবেশ সুন্দর ও নির্মল রাখার লক্ষ্যে বেশী করে গাছ লাগান।
- আপনার শিশুকে সুস্থ্য ও সবলভাবে গড়ে তুলতে নিয়মিত টিকা দিন এবং শিশু পরিচর্যায় যত্নবান হোন।
- খুলনা নগরীর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করুন।
- নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলবেন না।

শেখ তৈয়েবুর রহমান
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

রূপালী লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

(ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত)

আপনি কি আপনার নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবছেন?
আজই রূপালী লাইফে যে কোন একটি পলিসি গ্রহণ করুন।
ভবিষ্যৎ জীবন নিশ্চিত করুন।

আমাদের প্রকল্প সমূহ

ইসলামী জীবন বীমা তাকাফুল

একক বীমা ডিভিশন

RLI

সামাজিক বীমা ডিভিশন

শরীয়াহ্ ডিপোজিট পেনশন প্রকল্প

রূপালী ক্ষুদ্র বীমা তাকাফুল ডিভিশন

RLI রূপালী লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

(ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত)

প্রধান কার্যালয় : রূপালী বীমা ভবন (১০ তলা) ৭, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৭১৩৫৫, ৯৫৬৬৫৪১, ৯৫৬৬৫২৭. ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৫৭০৫৬০

রূপালী জীবন-নিরাপদ জীবন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

খুলনা সংস্কৃতিকেন্দ্র-এর উদ্যোগে শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীনের 'স্মারক গ্রন্থ' প্রকাশ-এর সফলতা কামনায়

ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের এম.পি

চেয়ারম্যান

সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা

কুমিল্লা শহর, কুমিল্লা

ফোন ঃ ০৮১-৬৮৯২১

www.pathagar.com

Universal Steel Industries

IMPORTER : PIGIRON HARDCOCK

MINAFACTURE : BRASS & GUNMETAL, WATER
FITTING, ALL IRON MATERIALS FOR ALL PURPOSES
CHROMIUM PLATED SANITARY FIXTURES
ELECTROPLATING OF ALL KINDS.

Factory :
12, BSCIC Industrial Estate
Khulna.
Phone : 041-785372
Mobile : 0171-131166
0171-482538

Residence :
Rayer Mohal Bazar Road
Kazi Villa, G.P.O. Boyra
Khulna-9000.
Phone : 041-774874

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমরা নিম্নে বর্ণিত খাতে দক্ষ, বিশ্বস্ত ও আন্তরিকতাপূর্ণ সেবার নিশ্চয়তা দিচ্ছি–

- দেশ-বিদেশে গমনাগমন এয়ার টিকেট সার্ভিস।
- সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে এনওসি ও ভিসা প্রসেসিং সার্ভিস।
- আন্তরিক-সযত্ন ওমরাহ ও হজ্ব সার্ভিস।
- নির্ভরযোগ্য আমদানী, রপ্তানী এবং সরবরাহ সার্ভিস।

Redwan

রেদওয়ান ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড

REDWAN INTERNATIONAL LTD.

Government Approved Recruiting, Indenting & Traveling Agent

LICENCE NO. RL - 473

Head Office
Malek Mansion (1st floor)
128 Motijheel C/A, Dhaka -1000
Phone : 9551608
Fax : 880-2-9567029
E-mail : redwan@bdmail.net

Regd. Office
28 J, Toyenbi Circular Road
(1st Floor) Fakirapool
Motijheel C/A, Dhaka -1000
Phone : 9553508, 9552972
Fax : 880-2-9567029
E-mail : redwan@bdmail.net

www.pathagar.com

শহীদ শেখ বেলালের স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ স্বাগত জানাই

স র্বা ধু নি ক প্র যু ক্তি সা শ্র য়ী চি কি ৎ সা

দি বারাকাহ্ কিডনী হাসপাতাল লিঃ

১২৯, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০ । ফোন ঃ ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪, ৯৩৩৭৫২১. ৯৩৪৯১৯০, ০১৭৬-৩০৬৬৩১

বাংলাদেশে এই প্রথম ছিদ্র করে কিডনীর পাথর অপসারণ

◆কিডনী চিকিৎসার জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সাশ্রয়ী হাসপাতাল

◆মেশিন দ্বারা কিডনীনালী ও মূত্রথলীর পাথর ভাঙ্গা ও অপসারণ

◆কম খরচে সর্বাধুনিক মেশিনে কিডনী ডায়ালাইসিস

◆প্রতিদিন সকালে বিশেষজ্ঞ কর্তৃক আউটডোরে রোগী দেখা হয়

পেট না কেটে যন্ত্রের সাহায্যে

◆মূত্রথলির টিউমার অপারেশন (TURBT) সরু মূত্রনালী সম্প্রসারণ (Optical Urethrotomy) টেলিস্কোপের সাহায্যে ইউরেটার ও কিডনী পর্যবেক্ষণ (URS) প্রস্টেট অপারেশন (TURP)

পরিচালনায়
দি বারাকাহ ফাউন্ডেশন

শহীদ শেখ বেলালের স্মারক গ্রন্থ প্রকাশে আমরা আনন্দিত

M/S. Joint Trading Co.

CONTRACTOR, ORDER SUPPLIER
&
COMMISSION AGENT

Mailing Address : Phultala Bazar
P.O. Phultala , Dist. Khulna.

All Kinds Of Cement, Fertilizer, Iron Goods, Sanitary Goods, C.I. Sheet, M.S. Rod, Stone, Sand, Bricks Available Here

Office : 041-785116, (Res.) 041-785088, 041-785094

www.pathagar.com

'জীবনের চেয়েও দীপ্ত মৃত্যু তখনই জানি
শহীদি রক্তে হেসে ওঠে যব জিন্দেগানি'
সাংবাদিক শেখ বেলাল স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের সফলতা কামনায়

M/S.SARDER ENTERPRISE
IMPORTER DISTRIBUTOR

FERTILIZER, CEMENT, RICE,
COAL, DAL, STONE,

STATION BAZAR, NOAPARA, JESSORE.
PHONE : 04222-364, 787
MOBILE : 0171-297224, 0171-844832

www.pathagar.com

RUPALI SEAFOODS LTD.

EXPORTER OF BEST QUALITY FROZEN
SHRIMPS & WHITE FISHES

Head Office :
106, Hazi Mohsin Road
Khulna. Bangladesh.
Phone : 880-41-722086
Fax : 880-41-722086
Mobile : 0171-295932
E-mail : rupali@khulna.bangla.net

SEA NYMPH BRAND

Dhaka Office :
56, Purna Paltan line
Eastern Trade Center (7th Floor)
Dhaka, Bangladesh.
Tel : 88-02-9343725
Fax : 88-02-8322036

Factory :
East Rupsha
Khulna, Bangladesh.
Mobile : 0171-295931

মেসার্স ইসলাম এন্টারপ্রাইজ

ঠিকাদার, খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী ও সরবরাহকারী
খান-এ-সবুর রোড, দৌলতপুর, খুলনা।

ফোন ঃ ০৪১-৭৬২৫৬৯
মোবাইল ঃ ০১৭১-৮২৭০০১

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন স্মারক গ্রন্থ
প্রকাশনা সমৃদ্ধ হোক

অন্বেষা ওয়েষ্ট কটন রিফাইনারী মিলস্

আলহাজ্ব শেখ আশরাফ হোসেন
প্রোপ্রাইটর

দক্ষিণ ডিহি, ফুলতলা, খুলনা
মোবাইল ঃ ০১৭১৩৩৮৪১৭

কৃষ্টি প্রোডাক্টস্ এন্ড পাবলিকেশন
শেখ শামসুদ্দীন দোহা
গ্রাফিক্স ডিজাইনার

পোস্টার, ভিজিটিং কার্ড, দাওয়াতী কার্ড, বইয়ের কভারসহ সকল ধরণের প্রকাশনায় নতুন ডিজাইন

৩০৮, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।
ফোন : ০৪১-৭৬০১৭০, মোবাইল : ০১৭১-৩৮৯০৮০

www.pathagar.com

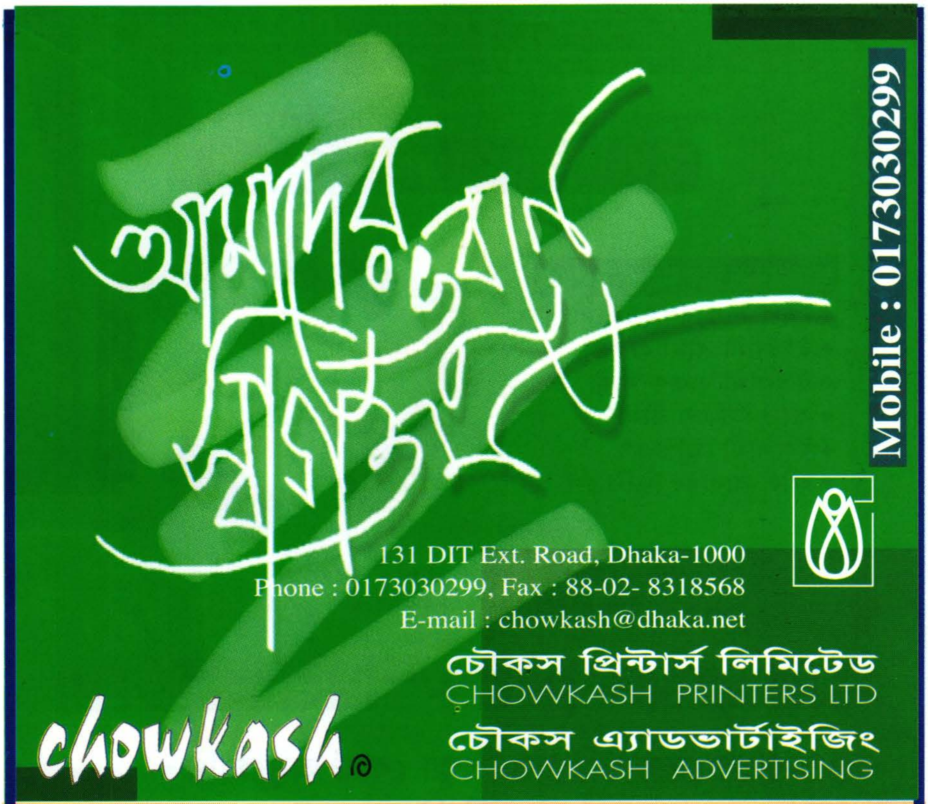

অধ্যাপক আবদুল মতিন সম্পাদিত

দারসে কুরআন ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড এখন পাওয়া যায়

এখানে তাফসীর, হাদীস, ইসলামী সাহিত্য, অডিও, ভিডিও ক্যাসেট, খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় এবং সরবরাহ, অডিও ক্যাসেট রেকডিং, ভিসিডি ভাড়া পাওয়া যায়। সকল প্রকার ফটোস্ট্যাট করা হয়

সাহাল বুক কর্ণার

৩০৮/১, খানজাহান আলী রোড, তারের পুকুর, খুলনা।
মোবাইল : ০১৭১-৩৮৯০৭৬, ০১৭২-১০২৪২৭ (বাসা), ০১৭৪-০২৩৪৫৮
(দোকান) ফোন : ৭২৩৯৬৭

বিস্মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

ইসলামী বীমা ডিভিশন

সম্পূর্ণ শরীয়া মোতাবেগ পরিচালিত

আমাদের পরিকল্পনা সমূহ ঃ

- আল-বাকারা ইসলামী বীমা
- ইসলামী বীমা প্রকল্প
- ইসলামী একক বীমা
- আল-আমীন বীমা
- ইসলামী ডিপিএস
- আল-বারাকা ডিপিএস

পপুলার জীবন ঃ আনন্দময় জীবন

পপুলার লাইফ দেশ বিদেশে সর্বত্র আপনাদের সেবায় নিবেদিত

পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

প্রধান কার্যালয় ঃ পিপলস্ ইনস্যুরেন্স ভবন (৪র্থ তলা)
৩৬, দিলকুশা, বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৭১৭৪১৫৭-৬০, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৫৭০৮৮০

বাংলাদেশ করিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত
৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন

- কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং
- ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং
- ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে

ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে

- এছাড়াও কম্পিউটার-ইন-ডাটাবেজ প্রোগ্রামিং ৬ মাস মেয়াদী
- সার্টিফিকেট-ইন-কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন ৩ মাস মেয়াদী সর্ট কোর্সেও ভর্তি চলছে

সিটি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, খুলনা

বাড়ী নং ৪৩, ১০১ বিআইডিসি রোড খালিশপুর, খুলনা
ফোন- ০৪১-৮৬০৬২৭ অফিস- ০৪১-৮১৩০১৮ বাসা
মোবাইল- ০১৭১-০১৮৬২৩, ০১৭১-০৬১৪৪৫, ফ্যাক্স নং ০৪১-৭২৩৯৬৭